বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

# সময়সীমা মধ্যরাত
# মাফিয়া

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

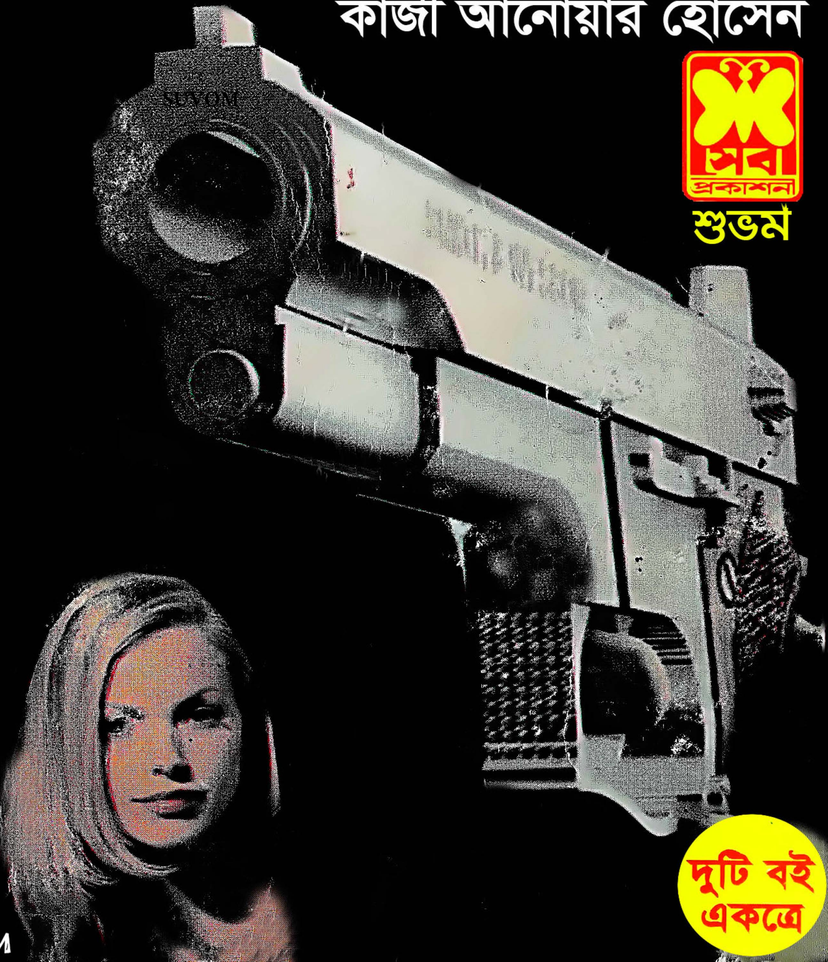

দুটি বই একত্রে

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

# মাসুদ রানা

## [দুটি বই একত্রে]

## কাজী আনোয়ার হোসেন

## সময়সীমা মধ্যরাত

হত্যারহস্য নয়, এবার রানাকে ভেদ করতে হবে অর্থরহস্য। কোটিপতি ব্যবসায়ী জন রোডসকে পৌঁছে দিতে হবে ফ্রান্স ও সুইটজারল্যান্ডের সীমান্ত পেরিয়ে লিখটেনস্টাইনে। পালাচ্ছে ওরা। রানা বুঝতে পারছে, নিজেদের মধ্যে কেউ একজন বেঈমান আছে। একজন, নাকি দু'জন?

## মাফিয়া

হেরোইনে ছেয়ে গেছে দেশ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটে হু-হু করে বেড়ে চলেছে মাদকাসক্তের সংখ্যা। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। খবর পাওয়া গেল, নিউ ইয়র্কের এক মাফিয়া ডন রয়েছে এর পিছনে। ডিলারদের নামের তালিকা আর ডনের মাথা, দুটোই চাই; অতএব ছদ্মপরিচয় নিয়ে বৈরুত ছুটল মাসুদ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

# সময়সীমা মধ্যরাত

# মাফিয়া

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7625-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHOMAYSHEEMA MODHYORAT

MAFIA
Two Thriller Novel's
By: Qazi Anwar Husain

চুয়াল্লিশ টাকা

Rana- 158,262

# সময়সীমা মধ্যরাত,মাফিয়া

## কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

| | |
|---|---|
| সময়সীমা মধ্যরাত | ৫–১৫২ |
| মাফিয়া | ১৫৩–২৮০ |

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

## এক নজরে
# মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর★শ্বাপদ সংকুল★দংশন★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ★কুহেলি রাত★বিষাক্ত থাবা★জন্মশত্রু।

---

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

# সময়সীমা মধ্যরাত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

## এক

শ ষ স। এই তিনটে অক্ষর দিয়ে প্যারিসকে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারে মাসুদ রানা। শিল্প হলো প্যারিসের প্রাণ, সারা দুনিয়ার প্রতিভাবান শিল্পীদের কাছে প্যারিস পবিত্র তীর্থভূমি। প্যারিস ষড়যন্ত্রের শহরও বটে, অন্তত রানা এজেন্সির কেস ফাইলগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়। ছোটখাট ষড়যন্ত্র, কিন্তু সংখ্যায় ইউরোপের যে-কোন শহরের চেয়ে বেশি। প্যারিসের শিল্পী সাহিত্যিকরা অসংখ্য গ্রুপে বিভক্ত, পরস্পরের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে আছে। তাছাড়া শিল্পকর্ম জাল তো আছেই, বহু কাল ধরে এটা এক শ্রেণীর অসাধু লোকের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর চোখ ধাঁধানো রূপের জৌলুস নিয়ে প্যারিসে যত সুন্দরী মেয়ে বাস করে অন্য কোথাও তেমনটি রানার চোখে পড়েনি।

এপ্রিল মাস। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। জানালার বাইরে গাঢ় হয়ে আসছে সন্ধ্যা।

রানা এজেন্সির প্যারিস শাখায়, তিনতলার অফিস কামরায় একা বসে রয়েছে রানা। জানালা খোলা, তবে পর্দা ঝুলছে। নিচের রাস্তা বুলেভার্ড সেন্ট জারমাঁ থেকে যানবাহনের আওয়াজ ভেসে আসছে।

প্যারিসের জন্যে পুরো একটা হপ্তা বরাদ্দ করা ছিল, কিন্তু মাত্র দু'দিনেই শাখা অফিসের সমস্ত কেস পড়া শেষ করেছে রানা, এবং একটা কেসও তেমন জটিল নয় যে ওর মনোযোগ দাবি করতে পারে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কাভার হিসেবে গড়ে ওঠার পর পৃথিবীর সব বড় বড় শহরে রানা এজেন্সির শাখা গজিয়েছে, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে বছরে অন্তত দু'বার সব শাখা অফিস ভিজিট করতে হয় রানাকে। এমন দু'একটা কেস সব সবসময়ই থাকে, মীমাংসা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায় শাখা প্রধানরা। এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে মাসুদ ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে তারা। এ-ধরনের কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে রানা, একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়। সেজন্যে হাতে কিছু বেশি সময় রাখে ও, জানে জটিল কোন কেস সমাধান করতে হলে দু'চারদিন থাকতে হবে। কিন্তু এবার প্যারিসে এসে হতাশই হতে হলো ওকে। শাখার কর্মীরা সবাই ভয়ানক ব্যস্ত, হাতে এত বেশি কাজ যে নতুন কেস নেয়া বন্ধ করতে হয়েছে, এবং সবই খুব সহজ-সরল ব্যাপার, রানার কোন সাহায্য তাদের দরকার নেই।

ইউরোপের আর সব শাখা হয়ে প্যারিসে এসেছে রানা, এখান থেকে

ঢাকায় ফিরে যাবার কথা। কালই টেলিফোনে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে কথা হয়েছে ওর। নতুন তেমন কিছুই ঘটেনি, ঢাকায় ওর কোন কাজ নেই। যদি ফিরতেই হয়, ডেস্কে বসে ফাইল-পত্রের ভেতর ডুবে যেতে হবে। ভাবতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় মন। ভীষণ একঘেয়ে একটা ব্যাপার, বৈচিত্র্যহীন।

তারমানে দাঁড়াল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই মাসুদ রানা এই মুহূর্তে বেকার। কিছুই তার করার নেই বলে দিশেহারা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। জানালার দিকে এগোল। ভাবছে, আরও পাঁচটা দিন অপেক্ষা করলে হয় না? নতুন কিছু একটা ঘটতেও তো পারে? সেই সাথে দুষ্ট একটা বুদ্ধিও উঁকি দিল মাথায়। ফ্রান্স জুড়ে তার বান্ধবীর সংখ্যা কম নয়, তাদের সাথে যোগাযোগ করলে কেমন হয়? দুনিয়াটা তো শুধু আর খুন-জখম, ষড়যন্ত্র, অশুভ তৎপরতা, ক্ষমতা দখল, আর ব্ল্যাকমেইলিঙের জায়গা নয়; প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আর আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ফুর্তির জায়গাও তো বটে। ক'টা দিন না হয়...

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দাটা সরাতে যাবে, চিন্তায় বাধা পড়ল, সেই সাথে স্থির হয়ে গেল হাতটা। রাস্তার ওপর অনেক গাড়ি, তার মধ্যে একটার ওপর চোখ আটকে গেল। ঝকঝকে কালো একটা ক্যাডিলাক। হঠাৎ সেটার গতি মন্থর হয়ে এসেছে, দৃষ্টি কাড়ার সেটাই কারণ।

রাস্তার ওপারে একটা কফি শপ, রানা জানে ওখানে রোজ সন্ধ্যায় নামকরা বুদ্ধিজীবীদের আড্ডা বসে। কফি শপের পাশে ফাঁকা জায়গাটা গাড়ি রাখার জন্যে। শ্লথগতিতে সেখানেই ঢুকল ক্যাডিলাক। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ফুটপাথে একটা লোকও নেই।

সাদা রেনকোট পরা দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক নামলেন ক্যাডিলাক থেকে। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন, মুখ তুলে সরাসরি তাকালেন রানা এজেন্সির অফিসের দিকে। পর্দা মাত্র আধ ইঞ্চি সরিয়ে তাকিয়ে আছে রানা, নিচ থেকে ওকে দেখতে পাবার কথা নয়। ফুটপাথ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন ভদ্রলোক, রাস্তা পেরোচ্ছেন। সাদা রেনকোটে মাথা, গলা আর কান ঢাকা, চেহারাটা ভাল করে দেখা গেল না। তবে বেশ বোঝা যায় ছয় ফুটের ওপর লম্বা। হাঁটাটা একটু যেন চেনা চেনা লাগল ওর।

পর্দা ছেড়ে দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা, চেয়ারে বসে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। একটু অন্যমনস্ক, ডেস্কের কিনারায় আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে বারবার। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চৌকো সুইচবোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিল ও।

চারটে কামরা নিয়ে প্যারিসের এই শাখা অফিস। সামনের রিসেপশনে এই মুহূর্তে অনিল চন্দ্র দাশ অনেকগুলো টেলিফোন নিয়ে বসে আছে, শাখা প্রধান সহ অন্যান্য কর্মীরা বিভিন্ন কেসের তদন্তে বাইরে। বাকি তিন কামরায় রানা ছাড়া আর কেউ নেই। বোতাম টিপে আড়িপাতা যন্ত্র জ্যান্ত করেছে রানা,

রিসেপশনের সমস্ত কথা পরিষ্কার শুনতে পাবে–যদি ভদ্রলোক ওদের কাছে এসে থাকেন।

তাই এসেছেন। নক হলো দরজায়। অনিলের গলা পেল রানা, 'কাম ইন, প্লীজ।'

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন না, বিখ্যাত একটা ল ফার্মের নাম বললেন, জানালেন তিনিই ফার্মের ডিরেক্টর। ইতিমধ্যে অনিলের অনুরোধে বসেছেন তিনি। অনিল জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমরা, মশিয়ে?' মুচকি হাসল রানা, জানে ভদ্রলোককে হতাশ হতে হবে। রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার হাতে সময় নেই, নতুন কোন কেস গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ল ফার্মটার নাম অনেক শুনেছে রানা, কিন্তু ফার্মের ডিরেক্টরকে চেনে না। ভদ্রলোকের নামও ওর জানা নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'প্যারিসে আমাদেরটা প্রথম শ্রেণীর ল ফার্ম, আর আপনাদেরটা প্রথম শ্রেণীর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, কাজেই বিপদে পড়ে আপনাদের কাছেই আসতে হলো।'

'একটা কথা, মশিয়ে,' সবিনয়ে বলল অনিল। 'আপনার কেস যদি ইমার্জেন্সী কোন ব্যাপার হয়, প্লীজ, আমাদের মাফ করতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা এত ব্যস্ত যে নতুন কোন কেস নিতে পারছি না। তবে যদি ইমার্জেন্সী না হয়, মশিয়ে...?' কণ্ঠস্বরে প্রশ্নবোধক সুর তুলে অপেক্ষা করে থাকল অনিল।

'দঁওদে লিলাচ,' বললেন ভদ্রলোক।

কিন্তু তবু রানা চিনতে পারল না।

'...ইমার্জেন্সী তো বটেই,' বলে চলেছেন ভদ্রলোক, অনিলের কথায় বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। 'এবং যত ব্যস্ততাই থাক, আমার এই কাজটা আপনাদের করে দিতে হবে। আমার মক্কেল একজন...'

'দেখুন, মশিয়ে,' বোঝাবার চেষ্টা করল অনিল।

অনিলকে সুযোগ না দিয়ে নিজের কথাই বলে চলেছেন ভদ্রলোক, 'আমার মক্কেল একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ব্রিটানি থেকে লিখটেনস্টাইন যেতে চান তিনি। কিছু লোক তাঁকে সেখানে যেতে দিতে চায় না। গোলাগুলির আশঙ্কা আছে। হাতে সময়ও খুব কম, অথচ খুব তাড়াতাড়ি লিখটেনস্টাইনে তাঁকে পৌঁছুতে হবে...'

'আপনি, মশিয়ে, আমার কথা বুঝতে পারছেন না...'

'খুব ভাল বুঝতে পারছি–আপনারা ব্যস্ত।' সকৌতুকে হাসলেন দঁওদে লিলাচ। 'কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও একজন বন্ধুর জন্যে সময় বের করা যায়। কি, ঠিক বলিনি, মশিয়ে অনিল দাশ?'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' বলল অনিল। 'বন্ধু?'

কান খাড়া করল রানা।

'হ্যাঁ, বন্ধু,' দঁওদে লিলাচ বললেন। 'আপনাদের ডিরেক্টর, মশিয়ে মাসুদ রানা। পাঁচ-সাত বছর আগে আইন সংক্রান্ত একটা ঝামেলায় তাঁকে আমি

সাহায্য করেছিলাম। রানা এজেন্সি তখন এত নাম করেনি, অ্যাডভোকেট হিসেবে আমাকেও তখন লোকে তেমন চিনত না। তবে মশিয়ে মাসুদ রানা যে উন্নতি করবেন, তার ব্যক্তিত্ব দেখে তখনই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম...'

হাসি চাপছে রানা। পাঁচ-সাত বছর আগে মাসুদ রানা সম্পর্কে খুব কমই জানতেন ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর সাহায্য নেয়ার ঘটনাটা মনে পড়ছে না কেন? অতীত রোমন্থন শুরু করল রানা। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল একটা ঘটনার কথা। এক বিধবা বুড়ির সম্পত্তি প্রতিবেশীরা জাল দলিল দেখিয়ে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছিল, জানতে পেরে একজন অ্যাডভোকেটের সাথে কথা বলেছিল রানা। ভদ্রলোকের নাম কি দঁওদে লিলাচ ছিল? হতে পারে। চেহারাটাও আজ আর মনে করতে পারছে না। তবে লম্বা। ছ'ফুট এক কি দু'ইঞ্চি। এক কি দু'বার বোধহয় ভদ্রলোকের সাথে কথা হয়েছিল ওর। পরে বুড়ির কাছ থেকে শুনেছিল, অ্যাডভোকেট সাহেব প্রতিপক্ষদের সাথে একটা আপোষের ব্যবস্থা করে কেসটা মীমাংসা করেছেন। আপোষ রফায় বুড়ি সন্তুষ্ট বুঝতে পেরে রানা আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করেনি।

আইন ব্যবসা করেন, কথার মধ্যে অনেক রকম ব্যাপার থাকে, এক-আধবার দেখা হওয়াটাকে বন্ধুত্ব বলে দাবি করছেন। মনে মনে হাসল রানা। অনিল কথা বলছে, সেই আগের মতই সবিনয়ে, কিন্তু বক্তব্য পাল্টায়নি। 'দুঃখিত, মশিয়ে দঁওদে লিলাচ। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে সত্যি খুশি হতাম আমরা...'

'আমার মক্কেলের নামটা আগে শুনুন,' দঁওদে লিলাচ বললেন। 'সারা দুনিয়ার লোক তাঁকে চেনে। এই বিপদে তাঁকে আপনারা সাহায্য করতে পারলে রানা এজেন্সির সুনাম আরও বাড়বে...'

ধৈর্যের সাথে জিজ্ঞেস করল অনিল, 'কে ভদ্রলোক?'

'জন রোডস্!' গর্বের সাথে বললেন দঁওদে লিলাচ।

'ও, আচ্ছা, তিনি–ইলেকট্রনিক ব্যবসায় সম্রাট বলা হয় ভদ্রলোককে, জানি। কিন্তু, মশিয়ে লিলাচ, এরপরও আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের কিছু করার নেই, দুঃখিত।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। জন রোডস্। ধনকুবের রোডস্ কি এমন বিপদে পড়লেন যে তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুতে হবে, এবং পৌঁছুবার জন্যে সাহায্য নিতে হবে কোন ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের? আবার বলছেন, গোলাগুলির আশঙ্কা আছে। ব্যাপারটা কি? বসের মুখে শোনা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

ওদিকে রিসেপশনে রেগে উঠেছেন দঁওদে লিলাচ। 'আপনার বসের সাথে কথা বলতে চাই আমি। বলুন কিভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারব? আমি কোথাও থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার লোক নই। আশা করে যখন এসেছি...'

অনিল কিছু বলার আগেই ইন্টারকমের বোতাম টিপে রানা বলল, 'অনিল? ভদ্রলোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

বসতে বসতেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন দঁওদে লিলাচ, 'জেদ ধরার জন্যে সত্যি দুঃখিত, মশিয়ে রানা। পেশায় কৌসুলি, কাজেই কথা বলার সময় কৌশল এসেই যায়—জানি আপনাকে বন্ধু বলে দাবি করা আমার সাজে না। কিন্তু এ-ও সত্যি যে আমি অনেক আশা করে এসেছি। আপনাদের সাহায্য আমার মক্কেলের একান্তই দরকার। বুঝতেই পারছেন, তাঁর মত ব্যক্তির বিপদে আমি যার তার কাছে সাহায্য চাইতে পারি না...'

'মশিয়ে লিলাচ,' বলল রানা, 'আগে আপনি ভদ্রলোকের সমস্যাটা কি বলুন আমাকে। আমি কিন্তু কোন কথা দিচ্ছি না। আপনাদের কথা শুনে বুঝলাম, জন রোডস্ লিখটেনস্টাইন যেতে চান। কিভাবে যেতে চান তিনি? প্লেনে? নাকি ট্রেনে?'

'তার আগে বলে নিই, এই কাজটার জন্যে বাজেট ধরা হয়েছে এক লাখ ফ্রাঁ, সমস্ত খরচ আমাদের। আপনাদের ফি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই...'

'ফি নিয়ে পরে কথা হবে,' জানাল রানা। 'কাজটা কি ধরনের তার ওপর নির্ভর করবে সেটা। তবে এক লাখের বেশিও চাইতে পারি আমরা।' রানা আসলে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইছে। জটিল কোন কেস হলেও বিশ হাজারের বেশি ফি রানা এজেন্সি নেয় না, সাধারণত।

'কোন চিন্তা নেই, বাজেট কমানো বাড়ানো সম্পূর্ণ আমার এক্তিয়ারে,' বললেন দঁওদে লিলাচ। 'আমার পরামর্শ, গাড়িতে যাওয়াই ভাল। রুট বদলানো যায়। তাছাড়া, সীমান্ত পেরোতে হবে—গাড়িতে করে গেলেই সুবিধে। লিখটেনস্টাইন কোথায় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে...'

'সুইটজারল্যান্ডের ওদিকে, সুইটজারল্যান্ড আর অস্ট্রিয়ার মাঝখানে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু তাঁর যদি লিখটেনস্টাইনে থাকার কথা, ব্রিটানিতে তিনি কি করছেন?'

'না, এই মুহূর্তে জন রোডস্ ব্রিটানিতে নেই। আছেন আটলান্টিকের একটা ইয়টে। কাল রাতের আগে ইউরোপে তিনি পৌঁছুতে পারবেন না, এবং যদি পৌঁছুতে হয় তো সবচেয়ে কাছের বন্দর হলো ব্রিটানি। বুঝতে পারছেন তো? আপনারা তাঁকে ওখান থেকে লিখটেনস্টাইন নিয়ে যাবেন। সমস্যা হলো, অন্যান্যরাও জানে তিনি কোথায় আছেন, জানে খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুতে হবে।'

কাজটা মোটেও জটিল বা কঠিন বলে মনে হলো না রানার। কৌতূহল জাগছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এই ছোট্ট একটা কাজের জন্যে এক লাখ ফ্রা বাজেট ধরা হয়েছে কেন? তাছাড়া, জন রোডসের মত বিখ্যাত মানুষকে কারা লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুতে বাধা দিতে চাইবে? কেন?

'লিখটেনস্টাইনে সাধারণত দুটো কারণে মানুষ যেতে চায় বলে শুনেছি,' বলল রানা। 'নতুন স্ট্যাম্প সংগ্রহের জন্যে—প্রতি বছরই ওরা বাজারে ছাড়ে। আরেকটা কারণ, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্যে নতুন কোম্পানী রেজিস্ট্রি করা। জন

রোডস্ স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন বলে তো শুনিনি।' মৃদু হাসল রানা। 'ভাল কথা, নাম এবং বিত্ত সম্পর্কে জানা থাকলেও, ভদ্রলোকের চেহারা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমি তাঁর কোন ফটো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'তাঁর চেহারা খুব কম লোকেই দেখেছে, মশিয়ে রানা,' বললেন দঁওদে লিলাচ। 'সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের এড়িয়ে চলেন তিনি, আজ পর্যন্ত কেউ তারা তাঁর ছবি তুলতে পারেনি। পাসপোর্টের জন্যে একটাই মাত্র ছবি তোলা হয়েছিল, বছর আটেক আগে। তা-ও ফ্রান্সে নয়।'

'শুনেছি অ্যারো এজি-র সাথে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে তাঁর।'

কাঁধ ঝাঁকালেন দঁওদে লিলাচ। 'এ-ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে কত কথাই তো শোনা যায়। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আপনাকে আমি জানাতে পারব না, বুঝতেই পারছেন—সম্ভবত তিনি নিজেই সব আপনাকে জানাবেন। তবে খুব তাড়াতাড়ি যদি তিনি লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুতে না পারেন, তাঁর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'জানি, লইয়াররা মক্কেলদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। তাহলে ব্যাপারটা হলো—জন রোডসকে ব্রিটানি থেকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে লিখটেনস্টাইন, পথে বন্দুকবাজদের একটা দলকে ঠেকাতে হবে। খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্লেন বা ট্রেনে করে যাচ্ছেন না কেন? কেন তিনি ফ্রেঞ্চ পুলিসের সাহায্য চাইছেন না?'

টোবাকো পাউচ বের করে পাইপে তামাক ভরলেন দঁওদে লিলাচ। 'ও, হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'আরও একটা সমস্যা আছে। গ্রেফতার করার জন্যে ফ্রেঞ্চ পুলিসও খুঁজছে তাঁকে।'

'ও, হ্যাঁ?' শান্তসুরে বলল রানা। 'তা, কি করেছেন তিনি যে ফ্রেঞ্চ পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইছে?'

'কিছুই তিনি করেননি, তবে বলা হচ্ছে করেছেন।' দঁওদে লিলাচ গম্ভীর। পাইপে আগুন ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। 'খুব জঘন্য একটা অভিযোগ, মশিয়ে। গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। রেপ। গত গ্রীষ্মে···কোট ডি'আজুর-এ।'

'রেপ কেস!' থতমত খেয়ে গেল রানা। জন রোডসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তারপর আরেকটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। বলল, 'ওখানে তো এ-ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। গত গ্রীষ্মের একটা ঘটনা এত দিন পর গুরুত্ব পাবার কারণ কি?'

ক্ষীণ একটু হাসলেন দঁওদে লিলাচ। 'ভাগ্যই বলতে হবে, জন রোডস্ ফ্রান্স ত্যাগ করার পর অভিযোগ তুলেছে মেয়েটা। আমিই তাকে বাধ্য হয়ে ফ্রান্সে না ফেরার পরামর্শ দিয়েছি।'

'কিন্তু কাগজে খবরটা বেরিয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'কোট ডি'আজুর-এ ধর্ষণ এত ঘন ঘন হয়, কেউ ওগুলোকে গুরুত্ব দেয় না। তবু, কাজটা বেআইনী।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'দুঃখিত, মশিয়ে লিলাচ। একজন রেপিস্টকে

সাহায্য করা রানা এজেন্সির পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের একটা নীতি আছে।'

'সেই নীতির কাছেই তো আমার আবেদন, মশিয়ে রানা,' দঁওদে লিলাচ আবেগের সাথে বললেন। 'এটা একটা মিথ্যে অভিযোগ, সেটা খণ্ডন করার জন্যে আমি লড়ছি। কিন্তু কোর্ট থেকে রায় পেতে অনেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যে জন রোডসকে যেভাবেই হোক লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুতে হবে। প্রতিপক্ষ এ-সবই ভাল করে জানে। তারা চেষ্টা করছে উনি যাতে না পৌঁছুতে পারেন...'

রানা জানে, নিরীহ মানুষকে ফাঁসাতে হলে ধর্ষণের অভিযোগ খুব কাজ দেয়। এ-ধরনের মিথ্যে অভিযোগ সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা আছে। 'বেশ, আপাতত আপনার কথা বিশ্বাস করা গেল, জন রোডস্ কাউকে রেপ করেননি। কিন্তু আপনি তাঁকে প্রাইভেট কোন প্লেনে তুলে দিচ্ছেন না কেন? তাহলে তো আর কোন সীমান্তে চেহারা দেখাবার প্রয়োজন পড়ে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দঁওদে লিলাচ। 'আগের সে-সব দিন আর নেই, মশিয়ে রানা। আজকাল এয়ারপোর্টের ওপর কড়া নজর রাখা হয়। ব্রিটানি থেকে লিখটেনস্টাইন যেতে হলে ছোট কোন প্লেনে কাজ হবে না। আবার প্লেনটা খুব বড় হলে যে-কোন ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপ থেকে টেক-অফ করতে পারবে না। তাছাড়া, দক্ষ সব পাইলটই সৎ, তারা রাজি হবে না কাজটা করতে—আর অসৎ বা অদক্ষ পাইলটের হাতে জন রোডসের মত ব্যক্তিরা নিজেদের ছেড়ে দেন না...'

এগুলো যুক্তি বটে, মানা না মানা ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাথা ঝাঁকাল রানা। মনস্থির করে ফেলেছে। খুঁড়ে একটু দেখা দরকার, কেঁচো নাকি সাপ। কৌতূহল বোধ করার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছে রানা। তবে কাজটা হাতে নেয়ার বড় কারণ অন্যখানে। বেশ কিছুদিন আগের কথা, ট্রেনে করে লন্ডন থেকে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন জন রোডস্। আরোহীদের মধ্যে হঠাৎ এক বৃদ্ধলোকের হার্ট অ্যাটাক হয়। জন রোডস্ চেইন টেনে ট্রেন থামান, নিজেই টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনান, এবং কোন দরকার না থাকলেও রোগীর সাথে নিজেও যান হাসপাতালে। তাঁর মত একজন ব্যস্ত ধনকুবেরের কাছ থেকে এতটা আশা করা যায় না। কিন্তু জন রোডস্ এটুকু করেই ক্ষান্ত হননি, রোগীর পরিচয় ইত্যাদি না জেনেই যতক্ষণ না তাঁর জ্ঞান ফেরে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ক্লিনিক ছেড়ে নড়েননি। রোগীটি ছিলেন বিসিআই-এর মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।

বসের মুখে ঘটনাটা শোনার সময় রানার নিজেরও মনে হয়েছিল জন রোডসের প্রতি ঋণী সে। মনস্থির করে ফেলল রানা। দেখা যাক ভদ্রলোকের একটা উপকার করে দিয়ে ঋণ কিছুটা শোধ দেয়া যায় কিনা। 'বাধা তাহলে শুধু প্রতিপক্ষরা নয়। ফ্রেঞ্চ পুলিসও?'

'ফ্রেঞ্চ পুলিস জানবে না তিনি ব্রিটানিতে আসবেন। শুধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা বাধা।'

'বেশ। কাজটা নিচ্ছি। আমি নিজেই অ্যাটেন্ড করব। কিন্তু গাড়িটা?

কোথায় পাব সেটা? নিশ্চয়ই ভাড়া বা চুরি করা নয়?'

'মি. রোডসের প্যারিসের গাড়িগুলো বাজেয়াপ্ত করেনি পুলিস, ধারণা করি তারা জানেও না যে ওগুলোর চাবি আমার কাছে আছে। ফিয়াট প্রেসিডেন্ট অথবা সিত্রোঁ ডিএস হলে চলবে?'

'রঙচঙে কিছু না হলে সিত্রোঁ,' বলল রানা।

'কালো। কেউ লক্ষ করবে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি আমাদের সাথে আসছেন?'

'না। তবে লিখটেনস্টাইনে আপনাদের সাথে দেখা হবে আমার। আপনার বোধহয় একজন গানম্যান দরকার হবে।'

'হবে নাকি? কেন ভাবছেন?'

'প্রতিপক্ষদের আমি ছোট করে দেখতে চাইছি না,' দঁওদে লিলাচ বললেন। 'গোলাগুলি যদি হয়ই, একজন লক্ষ্যভেদী সঙ্গী থাকলে সুবিধে হবে আপনার। আপনার এজেন্সির লোকজন সবাই ব্যস্ত, তাই ভাবছি...'

'নির্দিষ্ট কারও কথা ভাবছেন কি?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়ে...মানে, না...তবে মি. রোডসের জন্যে সব কাজেই সেরা লোক খুঁজব আমি...'

'শুনতে পাই বুললক আর বেলিং এখনও নাকি ইউরোপের সেরা। তারপরই বোধহয় তালিকায় রয়েছে আমেরিকান লোকটার নাম—ফিদার। এদের একজনকে পেতে পারি?'

রানার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন দঁওদে লিলাচ, তারপর বললেন, 'এ-ধরনের লোকদের চেনেন আপনি?'

'মক্কেল আমারও তো আছে, মশিয়ে লিলাচ,' বলল রানা। 'এবং তাদের কেউ কেউ পিঠে গুলি খাবার ভয়ে অস্থিরও থাকে। ওরা তিনজন ইউরোপের সেরা বডিগার্ড-গানম্যান, শুনেছি ওদের সার্ভিস পেতে হলে রাজার ঐশ্বর্য হাতছাড়া করতে হয়—না, ফিদারকে আমি চিনি না। তবে বাকি দু'জনের সাথে পরিচয় হয়েছিল, সে অনেক দিন আগের কথা।'

'বুললক আর বেলিং বাদ, ওদের সাথে যোগাযোগ করাই সম্ভব নয়। তবে ফিদারকে ডাকা যায়। সে বোধহয় আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। ও জানে, সিক্রেট সার্ভিস বলতে ইউরোপে যা বোঝায় আমেরিকায় তা বোঝায় না। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস প্রেসিডেন্ট আর তাঁর পরিবারের জন্যে বডিগার্ডের ব্যবস্থা করে। ফিদার খুব ভাল ট্রেনিং পাওয়া লোকই হবে, কিন্তু তার সিক্রেট সার্ভিস ত্যাগ করে চলে আসার মানেটা ওর কাছে পরিষ্কার নয়।

দঁওদে লিলাচ বললেন, 'তাহলে সেকথাই রইল। ফিদার আপনার সাথে দেখা করবে কুইম্পার-এ।'

'যদি ওখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি। গাড়িটাও কি ওখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন আপনি? গাড়ি চালিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুনো আমার জন্যে কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু আগের দিন

হুইল ছুঁতে চাই না।'

'করব।' পকেট থেকে একটা চেকবই বের করলেন দঁওদে লিলাচ। 'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ, মশিয়ে রানা। আপনার এই উপকারের কথা কোন দিন ভুলব না। এবার দয়া করে বলুন কত টাকা…?'

'টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আমার সহকারীর সাথে মিটিয়ে নেবেন, প্লীজ,' বলল রানা। 'তার আগে একটা কথা।'

'বলুন, মশিয়ে।'

'আপনি জন রোডসের লইয়ার। আপনাকে নিঃসন্দেহ হয়ে বলতে হবে, রেপটা সত্যি তিনি করেননি। এবং তিনি লিখটেনস্টাইনে যাচ্ছেন নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে, অন্যের সর্বনাশ করার জন্যে নয়।'

হো হো করে হেসে উঠলেন প্যারিসের স্বনামখ্যাত আইন ব্যবসায়ী। 'বাট আই প্রমিজ–জন রোডস্ ইজ নো রেপিস্ট, এবং তিনি কারও টাকা মেরে দেয়ার জন্যেও যাচ্ছেন না। তাঁকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, সে-ধরনের মানুষ তিনি নন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'আপনার সহকারীর সাথে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলি। পরে আপনাকে আমি ফোন করব।' রানার সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলেন তিনি।

টেবিলে পা তুলে দিল রানা, চোখ বুজে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

সোফিয়ার কথা মনে পড়ছে। যাকে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দেখা করতে ইচ্ছে করে না। হয়তো তার শ্যাতোর পাশ দিয়েই যেতে হবে ওকে…

# দুই

পরদিন রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন থেকে কুইম্পারে নামল রানা। সুইস কটনের নীল শার্ট পরেছে ও, সিল্কের মত দেখতে। তার ওপর ব্রাউন স্পোর্টস কোট, পিতলের বোতাম সহ। কোটের ওপর চাপিয়েছে লাইটওয়েট গ্রে-ব্লু রেনকোট। ছোট করে ছাঁটা চুল। উদ্দেশ্য ফ্যাশন মডেল সাজা নয়, চেহারায় যতটা সম্ভব ফরাসী ভাব আনা। ইচ্ছে করলে আরও বেশি ফরাসী সাজতে পারত বটে, কিন্তু পকেটে রয়েছে বাংলাদেশী পাসপোর্ট–যদি পুলিসের সামনে পড়তে হয় পরিচয় আর পোশাকে বেশি পার্থক্য দেখলে ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। নতুন কাগজ-পত্র তৈরি করার সময় পাওয়া যায়নি। বেশ মজা লাগছে ওর। সামান্য একটা কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে, জানলে হাসবে ঢাকার সবাই। তবে রানার বিশ্বাস, শীঘ্রিই অসামান্য হয়ে উঠবে কাজটা। যদি ভুল হয়, যদি কাজটা সামান্যই হয়, তবে এই যে মজা লাগছে–এটুকুই লাভ।

মেঘ করেছে আকাশে, খুব নিচে বলে প্রতিফলিত হচ্ছে শহরের আলো। প্লেস দে লা গেয়ার শেষ বৃষ্টির পানিতে এখনও ভিজে। স্টেশনের দিকে মুখ

করে পাশাপাশি অনেকগুলো রেস্তোরাঁ, সাইনবোর্ড দেখে একটার ভেতর ঢুকল রানা।

মাত্র পাঁচটা টেবিলে দু'একজন করে লোক রয়েছে, তারাও কেউ কিছু খাচ্ছে না, কফি বা কনিয়্যাকের শেষ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ম্লান হাসি নিয়ে এগিয়ে এল একজন ওয়েটার, জানাল এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে রেস্তোরাঁ।

এক লোক একা একটা টেবিলে বসে আছে, হ্যাটের সাথে কালো একটা ফিতে জড়ানো। কাছে গিয়ে রানা বলল, 'সময় বলতে পারেন?'

লোকটা বলল, 'তুমি পাস করেছ, বন্ধু। ডিক ফিদার।'

'মাসুদ রানা।' বসল ও। ওয়েটার এখনও ওর কনুইয়ের কাছে লটকে আছে।

'ড্রিঙ্ক চলবে?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'হুইস্কি,' বলল রানা।

ওয়েটারের দিকে আঙুল তাক করল ফিদার। 'একটা হুইস্কি।'

'তুমি নেবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'আজ রাতে নয়।' পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

নিরেট লোহার মত শরীরের গঠন, রানার চেয়ে লম্বায় এক-আধ ইঞ্চি কম হবে ফিদার। মাথায় দুই রঙের চুল, কালো আর সোনালি। ছোট করে আমেরিকান স্টাইলে ছাঁটা। গ্রে রঙের স্পোর্টস-কোট গায়ে, অস্পষ্ট লাল্চে ডোরাকাটা, কালো রঙের ট্রাউজার পরেছে, কালো টাই। কিন্তু এই পোশাক তার সম্পর্কে কিছুই বলে না, চিৎকার করে যা কিছু বলছে সব তার মুখ।

ঠিক যেন ভূতে পাওয়া একজন লোকের চেহারা। নতুন নয়, অনেক দিন হলো তার কাঁধে সওয়ার হয়েছে ভূত। অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এখন আর সে ভয় পায় না। মুখটা চওড়া, হালকা নীল চোখ, চোখে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি। মুখের বাকি অংশ অনেকগুলো রেখার সমষ্টি। চোখের নিচে, নাকের পাশে, গোটা কপাল জুড়ে ভাঁজ আর রেখা। কিন্তু ওগুলো কোন ভাব প্রকাশ করে না, যেন না থাকলেও মুখের কোন উন্নতি ঘটত না। চেহারায় কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষুধার্ত ভাব নেই। নরক দেখে উঠে আসা কোন মুখ নয়, তবে যেন নেমে দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

ব্যস্ত হাতে সিগারেট ধরাল রানা। হতে পারে এ-সব ওর আজেবাজে কল্পনা। তাই যেন হয়—সাথে যদি একজন বন্দুকবাজ থাকে, হাতের নিশানা অব্যর্থ হওয়া চাই তার। রানার বাড়ানো প্যাকেট ঠেলে সরিয়ে দিল ফিদার, পকেট থেকে নিজের ব্র্যান্ড বের করে ধরাল, সবই বাঁ হাতে।

'প্ল্যানটা তাহলে কি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মাঝরাতে গাড়িটা ডেলিভারি নিতে যাব। দুটোয় আমাদেরকে পৌঁছুতে হবে বে ডি'অডারনে-তে, সাগরে টর্চের আলো ফেলার জন্যে। জাহাজ থেকে নৌকো করে আনা হবে জন রোডসকে। তাঁকে নিয়ে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'রুট?'

'ট্যুর ধরে অনেকদূর যাব, তারপর ধরব দক্ষিণ মুখো রুট–বার্জেস, বর্গ, জেনেভা। বিকেলের দিকে জেনেভায় পৌঁছে যাব বলে মনে হয়। তারপর লিখটেনস্টাইন মাত্র ছ'ঘণ্টার পথ।'

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'যারা বাধা দিতে চাইবে, কোন্ জাতের চিড়িয়া জানো কিছু?'

'মশিয়ে লিলাচ বেশি কিছু বলেননি। জন রোডসের ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষ, উনি ভাব দেখালেন ওরা যেন জন রোডসের ব্যবসা দখল করে নিতে চেষ্টা করছে। অ্যারো এজি তার একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান...'

'এজি?'

'অ্যাকটিয়েনজেসেলশ্যাফট...মানে হলো করপরেশন। অ্যারো বড় ম্যাপের একটা হোল্ডিং আর মার্কেটিং কোম্পানী, ইউরোপের এদিকে প্রায় সব ইলেকট্রনিক ফার্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফার্মগুলো প্রোডাকশন দেয়, খরচা দামে বিক্রি করে অ্যারোর কাছে। ওরা কোন লাভ করে না, কাজেই কোন ট্যাক্স দেয় না। জিনিসগুলো বাজারে ছাড়ে অ্যারো, ঘরে তোলে সব লাভ, কিন্তু লিখটেনস্টাইনে সত্যিকার কোন প্রফিট ট্যাক্স নেই, কাজেই তাদের কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। নতুন নয়, অনেক পুরানো সিস্টেম।'

রানার হুইস্কি নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। সে চলে যাবার পর ফিদার বলল, 'এ-সব থেকে দেশটা কিছু পায় বলে মনে হয় না, চলে কি করে?'

'পাবার মধ্যে–কিছু স্ট্যাম্প ডিউটি, সামান্য ক্যাপিটাল ট্যাক্স, আর লিখটেনস্টাইন লইয়ারদের প্রচুর কাজ।' গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'শেষ খবর জানি, পনেরো হাজার বিদেশী ফার্ম লিখটেনস্টাইনে রেজিস্ট্রি করেছে।'

জোরে চাপ দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁড়ো করল ফিদার। 'শুনলাম পুলিসও নাকি আমাদের পেছনে লেগে আছে?'

'থাকবে, যদি জানে জন রোডস্ ফ্রান্সে আছেন। মশিয়ে লিলাচ বলছেন, জানার কোন কারণ নেই।' সরাসরি তীক্ষ্ণ চোখে ফিদারের দিকে তাকাল রানা। 'যদি থাকে, একটা কথা পরিষ্কার জানবে, পুলিসের দিকে গুলি ছোঁড়া নিষেধ।'

নাকের পাশে তর্জনী ছোঁয়াল ফিদার, হাসছে সে। রাবারের মত বিস্তৃত হলো ঠোঁট, প্রাণহীন হাসি। 'বেশ, বেশ–ঠিক যে-কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম।' নাকের পাশ থেকে আঙুল সরিয়ে রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল সে। 'কিন্তু যদি জন রোডসের প্রতিপক্ষরা মনে করে পুলিসকে খবর দিলে ভাল হয়? যদি তারা মনে করে নিজেরা কিছু না করে পুলিসকে দিয়ে কাজটা করানো যেতে পারে? ঝামেলা ঝুঁকি কিছুই থাকে না।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। ওরা বোধহয় তা করবে না। এমনও তো হতে পারে, জন রোডসকে ওরা লাশ বানাতে চায়?'

'দু'জনেই তাহলে একমত হলাম–কেসটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমরা জানি না।'

'এখনও।'

প্রায় এগারোটার সময় রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা, আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশের যা অবস্থা, সহজে থামবে বলে মনে হলো না। 'হোটেলে উঠেছ?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'না। খাতায় নাম লেখাতে চাইনি।'

'তাহলে আমার হোটেলে চলো।'

ঝট্ করে তাকাল রানা। ল্যাম্পলাইটের আলোয় দেখল ফিদার ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে হাসছে।

'সাথে দ্বিতীয় একটা পাসপোর্ট আছে,' বলল ফিদার। 'নামটা ডিক ফিদার নয়।'

নদীর উত্তর দিকে তার হোটেল, ভেতরে ঢোকার সময় কেউ ওদের দেখল না। ছোট, পরিষ্কার কামরা। বিছানায় বসল ফিদার, রানার জন্যে থাকল চেয়ার এবং বেডসাইড টেবিল, দুটোর কোনটাই বসার জন্যে তৈরি করা হয়নি। খাটের তলা থেকে এয়ার ফ্রান্সের একটা সুটকেস বের করল ফিদার, কালো উলের গুটানো একটা শার্ট বেরুল সেটা থেকে। শার্টটা সরাতে তার হাতে চলে এল জটিল স্ট্র্যাপ সহ হোলস্টারে ঢোকানো ছোট একটা রিভলভার। 'দুঃখিত, তোমাকে কোন ড্রিঙ্ক অফার করতে পারছি না,' বলে ডান পায়ের ট্রাউজার তুলে হাঁটুর কিছুটা নিচে হোলস্টারটা বাঁধতে শুরু করল। সামনে এগিয়ে এসে বিছানা থেকে রিভলভারটা তুলে নিল রানা।

স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। দু'ইঞ্চি ব্যারেল। পাঁচটা পয়েন্ট থ্রী-এইট স্পেশাল লোড করা। হঠাৎ লক্ষ করল রানা, হাত দুটো স্থির হয়ে গেছে ফিদারের, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি ওর হাতে ধরা রিভলভারের দিকে। প্রফেশনাল গানম্যান, কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা পছন্দ করে না, বিশেষ করে নিজের অস্ত্র। রিভলভারটা বিছানায় ফেলে দিল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'হোলস্টারটা ওখানে পরছ কেন?'

পেশীতে ঢিল পড়ল, আবার হোলস্টার বাঁধার কাজে মন দিল ফিদার। 'গাড়িতে থাকলে ওখানেই সবচেয়ে সহজে হাত যায়। বেল্টে বা বগলের তলায় থাকলে বের করতেই লেগে যায় এক যুগ।'

কথায় যুক্তি আছে। 'আর যখন গাড়িতে থাকবে না, অন্য কোথাও রাখবে ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ওটায় মাত্র পাঁচটা রাউন্ড রয়েছে,' কয়েক সেকেন্ড পর বলল রানা। 'একটা অটোমেটিক নয় কেন?'

'ঠিকমত ধাক্কা মারতে হলে থারটি-এইট গুলি দরকার,' শান্তভাবে বলল ফিদার। 'থারটি-এইট অটোমেটিক একটু ভারী, একটু বড় হবে। তাছাড়া, অটোমেটিক জ্যামও হতে পারে।' রানা অবশ্য মন দিয়ে শুনছে না, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তার মতামত জানার কোন আগ্রহ নেই ওর। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে যার যার ব্যক্তিগত ধারণাটাই নিজের কাছে সেরা। প্রত্যেকেরই আলাদা ধারণা বা বিশ্বাস আছে, সেজন্যেই তো এত বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বাজারে পাওয়া

যায়। সবশেষে ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বুঝি ধারণা, প্রতিবার পাঁচজনের চেয়ে বেশি লোকবল নিয়ে আসবে ওরা?'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল। স্ট্র্যাপ বাঁধা শেষ করল ফিদার, বিছানায় বসেই হোলস্টারে রিভলভারটা ভরল। খপ্ করে আবার বের করল সেটা। এভাবে বারবার ভরল আর বের করল। এত দ্রুত, মুগ্ধ না হয়ে পারল না রানা।

এরপর দাঁড়াল ফিদার, বেল্টে আটকানো মুখ খোলা ছোট একটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রিভলভারটা, বাঁ কোমরের কাছাকাছি। 'তোমার সাথেও একটা আছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে।'

'মশিয়ে লিলাচ বলছিলেন, তুমি বোধহয় খালি হাতে থাকবে।'

'উনি আমাকে নিতে বলেননি।'

'কি জিনিস?'

'মাউজার উনিশশো বত্রিশ।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল ফিদার, মুখের সমস্ত রেখা আর ভাঁজ স্থির হয়ে গেল। 'সে তো মস্ত একটা ব্যাপার! লিভার চেঞ্জ করা যায়, ফুল অটোমেটিকে ফায়ার হয়?'

'হ্যাঁ।'

ভুরু জোড়া উঁচুনিচু হলো ফিদারের, একটা নামল অপরটা উঠল। 'গড ইন হেভেন! আমাদের পিছু পিছু ট্রাকে করে আসছে ওটা, নাকি ট্রেনে করে সামনের কোন স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছ?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। উনিশশো বত্রিশ মডেলের মাউজার, অটোমেটিকে রূপান্তর করার পর, দেখার মত একটা জিনিসই হয়েছে বটে। তিন পাউন্ড ওজন, এক ফুট লম্বা। শুধু যে রানার শখের জিনিস তাই নয়, এটার অনেক সুবিধেজনক দিকও আছে। কে কি ভাবল তা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। ফিদারকে বলল ও, 'আমার ধারণা, স্মল আর্মস রাখার সবচেয়ে ভাল জায়গা হলো হাত। চিন্তায় যদি দ্রুত হও, অস্ত্রে ততটা দ্রুত না হলেও চলে।'

'ঠিক কথা,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল ফিদার।

'তোমার বোধহয় মাউজার বত্রিশ পছন্দ নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা বলতে পারো। এ-ও বলতে পারো, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু শেখাতে এলে আমার ভাল লাগবে না।'

হেসে উঠল রানা। 'এটুকুই আমার জানার ছিল। ভাবছিলাম কাজটার দায়িত্বের সাথে আবার না তোমার দায়িত্বও আমার কাঁধে চাপে।'

'তারমানে কি আমি কতটুকু জানি তার পরীক্ষা হয়ে গেল?' মুখের সমস্ত রেখা আর ভাঁজ আবার স্থির হয়ে গেল।

'পরীক্ষার দরকার ছিল না এ-কথা বলতে পারো? তোমার সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু চিনি না।' হঠাৎ করে ফিদারের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, যেন অন্ধকার হয়ে গেল একটা জানালা। 'ভুল শুনেছি কিনা জানব কিভাবে?'

এবার ধীরে ধীরে ফিদারের পেশীতে ঢিল পড়ল, মেঝের দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, ভুল-ভাল শুনে থাকতে পারো।' মুখ তুলল সে। 'তোমার সাথে কাজ করা কঠিন হবে না, যদি মনে রাখো ফায়ার ওপেন করার জন্যে আমি তোমার কাছে লিখিত আবেদন জানাব না। আমি কখন গুলি করতে চাইছি বুঝতে পারবে আমার গুলির শব্দ শুনে।'

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম আমি।'

এই প্রথমবার ফিদারের হাসিতে প্রাণের ছোঁয়া লক্ষ্য করল রানা। 'তুমি দেখছি একজন যোদ্ধা হে, মাসুদ রানা। প্রথম প্রথম এই ব্যাপারটা অনেকেই বোঝে না।' পরমুহূর্তে আবার তার চেহারা ভাবশূন্য হয়ে পড়ল। 'একটা কথা। আমাদের দু'জনকে দুটো আলাদা কাজের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। তোমার কাজ কি?'

'জন রোডসকে বহাল তবিয়তে লিখটেনস্টাইনে পৌঁছে দেয়া।'

'আমার কাজ কি?' ফিদারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

'তোমার কাজ জন রোডসের বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। অর্থাৎ সমস্ত প্ল্যান আমার, তুমি আমার দ্বিতীয় সশস্ত্র হাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।'

'দ্বিতীয়?'

'প্রথমটা আমার।'

গম্ভীর হয়ে থাকল ফিদার। 'তারমানে কি আমি তোমার নির্দেশ মেনে চলব?'

'বেশিরভাগ সময়, হ্যাঁ। তবে তোমার পরামর্শ যদি প্রয়োজন হয়, চাইব আমি।'

'তুমি কি তাহলে এরইমধ্যে জানো?'

এবার রানার অবাক হবার পালা। 'মানে? কি জানি?'

'কিছু না,' এড়িয়ে গেল ফিদার।

রেনকোটের বোতাম লাগাল রানা। 'গাড়িটা আনতে যাচ্ছি। বিশ মিনিট পর নদীর ধার থেকে তুলে নেব তোমাকে।'

হাসল ফিদার। 'এখনও আমার ধারণা, সাথে মাউজার রাখা তোমার একটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। কখনও যদি ওটা ব্যবহার করো, আমি তোমার পেছনে থাকতে পছন্দ করব।'

দু'জনেই নিঃশব্দে হাসল ওরা। রানার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, 'তোমার সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি,' বলার পর সে অমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল কেন, কিন্তু প্রফেশনাল বন্দুকবাজকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক নয় ভেবে চেপে গেল। তাছাড়া, জিজ্ঞেস করে লাভই বা কি? কোন নিশ্চয়তা আছে সঠিক উত্তর পাবে ও?

যে-কোন ধরনের হস্তান্তর—গাড়ি, অস্ত্র বা তথ্য—অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনা। এতে দু'জন লোক জড়িত থাকে, এবং যে-কোন তরফ থেকে বেঈমানীর

সম্ভাবনা থাকে।

গাড়ির নম্বর জানা আছে রানার। ক্যাথেড্রাল প্লেস-এ পার্ক করা থাকবে ওটা, ক্যাথেড্রালের ঠিক সামনেই। লক করা থাকবে, চাবি পাওয়া যাবে সামনের বাম চাকায়, টেপ দিয়ে আটকানো। সহজ ব্যাপার।

এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় লোক থাকার সম্ভাবনা আরও কম। যদিও রাত সাড়ে দশটার পর কুইম্পারের রাস্তায় লাইটপোস্ট ছাড়া সাধারণত আর কিছু চোখে পড়ে না। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে। ক্যাথেড্রালের বিশাল চত্বরে অনেক গাড়ি দেখল রানা। এদিকের রাস্তা সরু, নাইট ক্লাব আর কফি শপের সামনে গাড়ি রাখার উপায় নেই। সার সার গাড়ির সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে ও।

অবশেষে পাওয়া গেল। কালো একটা সিত্রোঁ ডিসি। বাঁ চাকার পাশে বসে হাতড়াল রানা, কিছু নেই। গোটা চাকার ওপর হাত বুলিয়েও কিছু পাওয়া গেল না।

সাবধানে সিধে হলো রানা, দ্রুত চোখ বুলাল চারদিকে। কোন কারণ ছাড়াই শিরশির করে উঠল গা। কেউ বা কারা যেন আড়াল থেকে লক্ষ করছে ওকে। ফলস অ্যালার্ম? অল্প দূরেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে, বাঁকের ওদিকে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে কেউ। কল্পনা? হাসার চেষ্টা করল রানা। বাঁকের ওদিকটা দেখার একমাত্র উপায় কল্পনা।

চাবি নেই, কিন্তু তার অর্থ ভয়াবহ কিছু নাও হতে পারে। এর আগেও মানুষ নির্দেশ ভুলে গেছে বা বুঝতে ভুল করেছে। চাবিটা হয়তো ডান চাকায় আছে, অথবা হয়তো টেপ লাগায়নি। কিংবা, খুঁজলে হয়তো গাড়ির ভেতর পাওয়া যাবে–নাও খুঁজতে হতে পারে, ড্যাশবোর্ডে তাকালেই হবে। দরজার হাতল ধরে পরীক্ষা করতে গেল রানা, দেখতে চায় খোলা আছে কিনা। সহজেই খুলে এল দরজা।

এতক্ষণে রানা বুঝল কেন ড্রাইভার তার নির্দেশ ভুলে গেছে।

পনেরো মিনিট পর, কেই দ্য ল'অদেত ধরে পশ্চিমে যাচ্ছে রানা। হাঁ করা একটা কাফের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ফিদার। গাড়ি থামাল রানা।

'পাসওয়ার্ড হলো, এই শালার বৃষ্টি থেকে বাঁচাও আমাকে,' বলল ফিদার, গাড়িতে উঠে দড়াম করে বন্ধ করল দরজা, এয়ার ফ্রান্স সুটকেসটা পায়ের পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। হাত দুটো ব্যস্ত হয়ে উঠল তার, কোমরের বেল্ট থেকে জায়গা বদল করে আগ্নেয়াস্ত্রটা চলে এল তার গোড়ালিতে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আবার পশ্চিমের পথ ধরল রানা।

গা থেকে ছাড়িয়ে পাতলা একটা রেনকোট পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিল ফিদার। 'সব ঠিক ছিল তো?'

'না। একটা সমস্যা হয়েছে।'

'গ্যাসের অভাব বা যান্ত্রিক ত্রুটি?'

'পেট্রল যথেষ্টই আছে। ব্যাক সীটের নিচে দেখো।'

ঘুরল ফিদার, সীটের ওপর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল। কয়েক সেকেন্ড

পর সিধে হয়ে বসল আবার, তারপর তাকাল রানার দিকে। 'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'সমস্যা বলেই মনে হচ্ছে। কে ও…কে ছিল ও?'

নদীকে পিছনে ফেলে ডান দিকে বাঁক নিল রানা। পঁত ল'আবি-র দিকে যাচ্ছে ওরা। 'সম্ভবত ওকেই গাড়ি ডেলিভারি দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।'

'কি করেছিল?'

'আরে না, আমি না। ওভাবেই ওকে পেয়েছি। যে-ই দায়ী হোক, গাড়িতেই ফেলে রেখে গেছে ওকে। চাবিটা পেয়েছি ড্যাশবোর্ডে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ফিদার। 'একদম পছন্দ হচ্ছে না। গাড়ি আর চাবি রেখে গেল কেন? কে নিয়ে যায় দেখার জন্যে?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু কেউ পিছু নিলে আমরা জানব।'

'বুঝেছ কিভাবে পটল তুলল?'

'গুলি। কি দিয়ে জানি না। আশা করছি শহর থেকে বেরুবার পর বিশেষজ্ঞের মতামত জানতে পারব।'

ফিদার কিছু বলল না। আড়চোখে তাকে একবার দেখল রানা। নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে বসে আছে ফিদার, সরাসরি সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'তা না হয় পেলে, কিন্তু তারপর?'

'সৈকতে কোথাও লুকোতে হবে লাশটা।'

'আর তারপর যেমন প্ল্যান করা হয়েছে…?'

'তুমিই বলো না—কাজটা আগের চেয়ে বেশি টানছে না তোমাকে?'

ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল ফিদারের ঠোঁটে। 'গুড গড ইন হেভেন, আমি কি নতুন কোন শার্লক হোমসের পাল্লায় পড়লাম?'

শহর থেকে বেরিয়ে এসে সিত্রোঁকে ভালমত বাজিয়ে দেখে নিতে চাইল রানা। ওকে দেখে ফিদারের মনে হলো হুইল, অ্যাকসিলারেটর আর ব্রেকের সাথে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে ও। সিত্রোঁ ডিসি-তে ম্যানুয়েল গিয়ার-চেঞ্জ আছে, কিন্তু কোন ক্লাচ নেই। ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ, এবং সব কিছু হাইড্রলিকের সাহায্যে কাজ করে—স্প্রিংইং, পাওয়ার স্টিয়ারিং, ব্রেকিং, গিয়ার-চেঞ্জ, সব হাইড্রলিক। বড়সড় হেডলাইট, দিনের মত আলোকিত হয়ে আছে সামনের রাস্তা।

'হিটার আছে কিনা জানো?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'আছে কোথাও।' রানার তেমন শীত করছে না। বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছে না, তারমানে তাপমাত্রা সম্ভবত বাড়ছে। তার ওপর পিছনে লাশ থাকায় শরীরের তাপমাত্রাও বাড়তির দিকে। তবে সাথে লাশ থাকলে শরীরের তাপমাত্রা পাত্রভেদে বাড়তেও পারে নামতেও পারে।

পায়ের দিকটা হাতড়ে হিটার আর ডিমিস্টার-এর সুইচ অন করল রানা। সৈকতের যেদিকে ওরা যাচ্ছে সেদিকে বড় কোন গ্রাম বা অবসর বিনোদন কেন্দ্র নেই, তবে রাস্তাটা বেশ ভাল। রাস্তার দু'পাশে বেশিরভাগ সময় পাথরের উঁচু পাঁচিল দেখা গেল, পাঁচিলের ফাটল দিয়ে দূরে চোখে পড়ল এক-আধটা উইন্ডমিল। প্লোনওর লানভার্ন-এর ভেতর দিয়ে ত্রেগুয়েনেস-এর দিকে ছুটল

গাড়ি। কুইম্পার ছাড়ার পর কোন গাড়ি বা পথিক চোখে পড়েনি, কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে ধরে নিতে হয় রাডারের সাহায্য পাচ্ছে সে, হেডলাইটের নয়।

মূর্তির মত বসে আছে ফিদার, সামনের রাস্তায় চোখ।

রাস্তার পাশে পাথরে ত্রেগুয়েনেস লেখা দেখে গাড়ির গতি কমিয়ে আনল রানা, হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে পার্কিং লাইট জ্বালল। সাগর আর মাত্র এক মাইল সামনে, এই রাস্তা ওদিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে যায়ওনি।

খানিক পরই বালির বিস্তৃতি চোখে পড়ল, সাথে নুড়ি পাথর। গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন, পার্কিং লাইট অফ করল রানা। গাড়ির দরজা খোলার পর বালিয়াড়ির ওদিক থেকে ভেসে আসা সাগরের ভোঁতা গর্জন শুনতে পেল ও।

পিছনের সীট থেকে রেনকোট নিল ফিদার। 'বন্ধুকে কবর দেবে, নাকি সাগরে ভাসাবে?'

'দেখা যাক। তুমি পরীক্ষা করো, আশপাশটা দেখে আসি আমি।' ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর রেখে ব্রীফকেসটা খুলল রানা, লোকাল ম্যাপটা বের করল। ম্যাপ তুলে নেয়ায় নিচে বড়সড় কাঠের হোলস্টার দেখা গেল। সেটা থেকে মাউজারটা বের করল, ম্যাগাজিন ভরল। এরপর হোলস্টারটা উল্টো করে ধরে মাউজারের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকাল, তৈরি হয়ে গেল একটা শোল্ডার পীস। বোল্ট ধরে কক করল রানা। সম্পূর্ণ তৈরি।

'আমার উচিত ছিল ঘড়ির দিকে চোখ রাখা,' বলল ফিদার। 'ফাস্ট ড্র-তে বিলি দা কিডকে হারাতে পারতে বলে মনে হয় না।'

'এটা সাধারণত ব্যবহার করি না, প্র্যাকটিস নেই। আবার চেষ্টা করলে আরও কম সময়ে পারব।'

'তোমার আরও কম সময় বিলি দা কিড-এর চেয়ে অনেক বেশি সময়।'

'হয়তো। কিন্তু আজ রাতে এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি বা আমি কেউই লক্ষ্যভেদ করতে পারব না। আওয়াজটাই আসল কথা। আমার হাতে এটা মেশিন-গানের মত গর্জে উঠবে।'

মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'ইউ গট এ পয়েন্ট দেয়ার। ঠিক আছে, যাও, কবরের জায়গা খুঁজে বের করো।'

গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ভুরু একটু কুঁচকে আছে, ফিদারের কথাগুলো কি নির্দেশের মত শোনাল?

বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসে সৈকতে একটা পাথরের ওপর দাঁড়াল রানা, দ্রুত ছুটে এলেও ওর পায়ের নাগাল পাচ্ছে না ঢেউগুলো। সৈকতের দু'পাশ অনেক দূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফাঁকা। চাঁদ বা তারা থাকলে আরও ভাল ভাবে দেখা যেত। আশপাশটা দেখার জন্যে পাথর থেকে নামল ও, হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছু দূর চলে এল। ওর ডান দিকে, দক্ষিণে, একটা রাস্তা দেখা গেল, রাস্তার মাথায় একটা কুঁড়েঘর। সাবধানে এগোল রানা, ঘরের পাশে আরও একটা আকৃতি দেখে চিনতে পারল, চাকাবিহীন একটা বাস। ঘরে বা বাসে নেই কেউ।

ফিরে এল রানা, এবার উত্তর দিকটা দেখা দরকার। প্রথমেই নজরে পড়ল কাঠের একটা পোল, মাথায় সাইনবোর্ড। টর্চ জ্বালল রানা। কঙ্কাল আঁকা

রয়েছে, নিচে লেখা–মাইন। সেই কবে জার্মানরা হেরে গেছে, এখনও মাইন সরানো হয়নি।

গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। বালিয়াড়ি পেরোতেই সিত্রোঁর ভেতরের আলোটা ধাঁধিয়ে দিল চোখ। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে আলো নেভাল ফিদার, দরজা খুলে বন্ধ করল আবার। 'পেলে?'

'তুমি জেনেছ কিভাবে মারা গেল লোকটা?'

'তিনটে বুলেট ঠেকিয়েছে, বেশ কাছ থেকেই বলব–সম্ভবত গাড়ির জানালা থেকে। বোধহয় ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র ছিল ওটা, তিনটে গুলিই ভেতরে রয়ে গেছে। সিক্স পয়েন্ট থ্রী-ফাইভ মিলিমিটার, হয়তো। তবে আমি তো আর সার্জেন নই।'

'ক্ষতের সাইজ দেখে বলতে পারো না?'

মাথা নাড়ল ফিদার। 'কেউ বলতে পারে না। যদি সরাসরি সোজা ঢোকে, গর্তটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমি শুধু বলতে পারি খুব বেশি রক্ত ঝরেনি, তারমানে তাড়াতাড়ি মারা গেছে–যদি এই তথ্যে কারও কোন সাহায্য হয়।'

'ওর হয়েছে।' লাশের গায়ে টর্চের আলো ফেলল রানা, পাবার পর ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি। চওড়া শরীর, তেমন লম্বা নয়। কালো চুল। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, সম্ভবত আগের মুহূর্তেও টের পায়নি চলে যেতে হচ্ছে তাকে। পরনের জ্যাকেটটা পুরানো। শার্টের বোতাম আগেই খুলেছে ফিদার, রানা শুধু বুক থেকে সেটা সরাল। তিনটে নিখুঁত গর্ত দেখা গেল বুকে। প্রয়োজন ছিল না, তবু লাশের পিঠে একবার হাত বুলাল রানা। বুলেটগুলো কোন পথ তৈরি করেনি। এরপর রানা পকেটগুলো হাতড়াল।

ফিদার বলল, 'কোন লাভ নেই। আইডেনটিটি কার্ড, ড্রাইভার'স লাইসেন্স, কিছুই নেই। হয় আনেনি, নাহয় খুনী নিয়ে গেছে।'

রানা দেখল একেবারেই যে কিছু নেই তা নয়। খুচরো কিছু পয়সা, ক্যাশমেমো, জ্যাকেটে মেকারের লেভেল ইত্যাদি রয়েছে। গম্ভীর হলো রানা। এই লাশের পরিচয় জানতে পুলিসের কোন অসুবিধে হবে না। আরও একটু সাবধান হতে পারত খুনী, আরও একটু সময় দিতে পারত। কিংবা সে হয়তো চেয়েছে পুলিস লোকটার পরিচয় জানুক।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'সাগরে ফেলে দেব,' বলল রানা। 'ভাটার টানে দূরে সরে যাবে। ভিজে বালি খোঁড়া কঠিন হবে, তাই না?'

'কিন্তু লাশটা দেখতে পাবে লোকে...'

'পেতে পারে, নাও পেতে পারে। যদি পায়, এখান থেকে অনেক দূরে, আর আজ থেকে ক'দিন পরে। তখন আর মৃত্যুর সময় ঠিকমত জানা সম্ভব নয়।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফিদার, নড়ছে না।

'ভেবো না লাশের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ নেই,' একটু ঝাঁঝের সাথে বলল

রানা। 'কিন্তু ভেবে দেখো, ওটা একটা ন্যুইসেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু যদি ঘটে, যদি গন্ধ শুঁকে শুঁকে সৈকত পর্যন্ত আসে ওরা, আমি চাই না লাশটাকে ওরা এখানে আবিষ্কার করুক।'

এবার মাথা ঝাঁকাল ফিদার, ধরাধরি করে লাশটা গাড়ি থেকে নামাল ওরা।

লাশটা সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে বালিয়াড়ির কাছে ফিরে এল দু'জন। ওরা দেখে এসেছে ভাটার টানে এরই মধ্যে দূরে সরে গেছে সেটা। হাতঘড়ি দেখল রানা, টর্চ নেভাল।

'ক'টা?'

'পাঁচ মিনিট বাকি।'

পাঁচ মিনিট পর সাগরের দিকে টর্চ জ্বেলে মোর্স কোড পাঠাল রানা। সাগর আর আকাশ একসাথে মিশে আছে, আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই। পাল্টা কোন সঙ্কেত এল না।

এখুনি সঙ্কেত পাবে বলে আশাও করছে না রানা। বিরতিহীন বৃষ্টি, লাশ টানা-হ্যাঁচড়া ইত্যাদির মধ্যে পড়ে মনের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে জন রোডস্ ঘণ্টাখানেক দেরি করলে তবে যদি উদ্বিগ্ন হয় ও। ও শুধু আশা করছে তিন মাইল সমুদ্র-সীমার ওদিকে থাকবে ইয়টটা, ভদ্রলোক ফরাসী জলসীমায় ঢুকবেন ছোট একটা বোট নিয়ে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, বৃষ্টির মধ্যে দু'জনের দাঁড়িয়ে না থাকলেও চলে। ফিদারকে ও বলল, 'গাড়িতে গিয়ে বসো। পনেরো মিনিট পর তোমার পালা।'

কথা বলল না ফিদার, নড়লও না। টর্চটা তার মুখে জ্বালল রানা। ঝট্ করে মুখ ঘোরাল ফিদার। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'সরাও, ড্যাম ইট!'

আলো নেভাল রানা। 'দুঃখিত।'

'এভাবে আর কখনও আমাকে কানা কোরো না,' ঝাঁঝের সাথে বলল ফিদার।

'দুঃখিত,' আবার বলল রানা। 'বৃষ্টিতে না ভেজাই ভাল।'

'বুঝলাম,' বলল ফিদার, কিন্তু তবু নড়ল না। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'সাথে বোতল আছে নাকি?'

'তুমি না বলেছিলে আজ...'

রানাকে বাধা দিয়ে ফিদার বলল, 'বলেছিলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম একটা লাশ বইতে হবে?'

নিজেকে তিরস্কার করল রানা, মনে রাখা উচিত ছিল পেশাদার বন্দুকবাজরা তাদের কাজের শেষ ফলাফল স্মরণ করতে চায় না। ও তো তাকে দিয়ে পোস্টমর্টেম পর্যন্ত করিয়েছে।

বলল, 'দুঃখিত,' তৃতীয়বার। 'আমার কাছে খানিকটা স্কচ আছে। টর্চটা ধরো, নিয়ে আসছি।'

গাড়িতে ফিরে গিয়ে বোতলটা বের করে আনল রানা, মাত্র অর্ধেক খালি হয়েছে। টর্চটা নিয়ে বোতলটা ফিদারের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

'না, ধন্যবাদ। মন বদলেছি।'

বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। শীত করছে ওর, একনাগাড় বৃষ্টি ওর স্নায়ুর ওপরও চাপ সৃষ্টি করছে, আর সাগরে লাশ ভাসানোর কাজটাও উপভোগ করেনি, তার ওপর যদি ঘাড়ে চেপে বসে এমন একজন গানম্যান যে কিনা মদ খাবে কি খাবে না সে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ তাহলে কেমন লাগে?

আর কারও কথা জানে না, ওর একটু দরকার। বোতলটা মুখের সামনে ধরে এক ঢোক চালান করে দিল পেটে, তারপর আবার বাড়িয়ে ধরল ফিদারের দিকে। 'এক সিপ খাও। অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।'

বোতলটা নিল ফিদার। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। রানার পায়ের সামনে পাথরের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল বোতল। 'ড্রিঙ্ক করব না, বলেছি না!'

কয়েক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করল রানা, 'ক'দিন হলো ছেড়েছ, ফিদার?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফিদার, হতাশার আওয়াজ পেল রানা।

আবার জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে খাচ্ছ না?'

'আমি ঠিক থাকব। চিন্তা কোরো না।'

না, চিন্তা করার কি আছে! একজন ওয়াইন অ্যাডিক্টেড বডিগার্ড নেশা ছাড়ার চেষ্টা করছে! অ্যালকোহলিক, তার বেশি তো কিছু নয়! মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস থেকে কেন ফিদার পেনসন পাবার আগেই সরে এসেছে, বোঝা গেল।

'কবে থেকে?' গম্ভীর হলো রানা।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা। প্রায়। এর আগেও পেরেছি। এখনও পারব।'

এটাই সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ওরা পারে! আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে, দু'দিনের জন্যে, কিংবা পুরো এক হপ্তার জন্যে। ব্যস, ওই পর্যন্তই দৌড়।

'ছাড়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে; ধকলটা আমার ওপর দিয়ে যাবে?'

'না—প্রথম ধাক্কা সামলে উঠেছি। আবার শুরু করলে প্রতিক্রিয়া হবে। কাজটা শেষ না করে ধরছি না।'

আবার ধরবে শুনে অবাক হলো রানা, ছেড়ে দিয়েছে অথচ ছেড়ে থাকতে পারার আত্মবিশ্বাসটুকু নেই। কড়া ভাষায় কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলল ও, কিন্তু খুব বেশি বৃষ্টির ফোঁটা ভেতরে ঢোকার আগেই আবার বন্ধ করল। ফিদার যদি চব্বিশ ঘণ্টা সুস্থ থাকে তাহলেই যথেষ্ট। তারপর সে তো আর ওর সমস্যা নয়।

সাগরের দিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর জিজ্ঞেস করল ও, 'ইতিমধ্যে প্রথম অ্যামনেশিয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার?'

'কয়েক ঘণ্টার জন্যে স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে কিনা জিজ্ঞেস করছ? যদি ঘটেও, মনে থাকবে কিভাবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কোন উত্তর আশা করেনি ও। প্রথম অ্যামনেশিয়া,

প্রথমবার যখন তুমি গতরাতের কথা স্মরণ করতে ব্যর্থ হও, সেটাই হলো কিনারা থেকে পতনের শুরু। এরপর নিচে ছাড়া আর কোন দিকে যাওয়ার নেই। অন্তত ডাক্তাররা তাই বলে।

রানা বলল, 'না, এমনি কৌতূহল।'

'এতই যদি কৌতূহল তোমার, জানা উচিত যে বিষয়টা নিয়ে ভুক্তভোগীরা কথা বলতে ঘৃণা বোধ করে।'

তারমানে, পর্যায় আর লক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ফিদার। ওদের মত অনেকেই এ-কাজটা করে। এ যেন একটু সরে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখা। পতন রোধ করতে চাওয়ার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমের কাজ সেটা।

'তারমানে এ-বিষয়ে কিছু কিছু জানো তুমি?'

'কিছু কিছু। কিন্তু বুঝতে পারছ তো আমি তোমার লেকচার শোনার জন্যে ব্যাকুল নই।'

রানা কথা বলল না।

খানিক পর ফিদার বলল, 'তোমার আলো।'

'মানে?'

সাগরের দিকে হাত তুলল ফিদার। 'তোমার আলো।'

সাগরের দিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। অস্পষ্ট একটা আলো সাড়া দিল। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। 'জন রোডস্ নাও হতে পারেন। আমার ধারণা তাঁর পৌঁছুতে আরও দেরি হবে।'

'নিজের গা বাঁচানোর সময় বড় ব্যবসায়ীরাও সময়জ্ঞানের পরিচয় দেয়। দক্ষ লোক ভাড়া করেছেন তিনি।'

# তিন

পাথর আর বালিতে ঘষা খাওয়ার দীর্ঘ আওয়াজের সাথে সৈকতে পৌঁছুল বোট। টপাটপ লাফ দিয়ে পানিতে নামল কয়েকজন লোক, হাত দিয়ে ধরে সিধে রাখল বোট। পরবর্তী ঢেউ তাদের কোমরে এসে বাড়ি খেলো।

পিছনে বালিয়াড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা আর ফিদার, নিজেদের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ওটা যন্ত্রচালিত হোয়েলবোট, বেশ চওড়া, লম্বায় পঁচিশ ফুটের কম নয়। এ থেকে আন্দাজ করা যায় ইয়টটা কত বড় হতে পারে।

ভিজে বালিতে পায়ের থপ্ থপ্ আওয়াজ করে এগিয়ে এল একজন লোক, রানার সামনে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'মাছে কামড় দেয়।'

ধেত্তেরি! নিজের ওপর রেগে উঠল রানা। পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে ও। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে, যেখানে তোমার সাধারণ পরিচয় দু'কান হতে দেয়া

উচিত নয়, পাসওয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে, পাসওয়ার্ড স্রেফ অর্থহীন একটা ব্যাপার। কিন্তু দঁওদে লিলাচ জোর করে গিলিয়েছেন।

তারপর মনে পড়ল রানার। 'মৌমাছি হুল ফোটায়।'

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল লোকটা। ফিদারের দিকে তাকাল রানা। রেনকোটের ভেতর কি যেন একটা ঢোকাচ্ছে সে।

কেউ একজন হোয়েলবোট থেকে নামছে, ক্রুদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য নিয়ে। ধীর পায়ে হেঁটে এলেন জন রোডস্, ঘোষণা করলেন, 'আমি পৌঁছুলাম।'

'আমিটা কে?' ফস্ করে জানতে চাইল ফিদার।

পাঁচ সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা যখন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, তিনি গমগমে কণ্ঠে বললেন, 'আমি জন রোডস্, অফকোর্স।'

'রানা।'

'ফিদার।'

জন রোডস্ বললেন, 'আমরা দু'জন। সাথে বিশ কিলো লাগেজ। সিত্রোঁটা কোথায়?'

'ঠিক আছে তো?' বা 'কোন অসুবিধে হবে না?' এ-ধরনের কিছু বললেন না। শুধু জানালেন। ওদের প্রত্যাশার বাইরে যদি কিছু ঘটে থাকে, বলা না বলা ওদের ওপর নির্ভর করে।

'আপনারা দু'জন?' এটা রানা আশা করেনি।

'আমার সেক্রেটারি, মিস লরেলি এমারসন।' জন রোডস্ স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন, রানা আরও কিছু বলবে তার অপেক্ষায় আছেন। অন্ধকারে তাঁকে দেখে রানা শুধু বুঝতে পারছে ভদ্রলোক চৌকো আকৃতির, গাঢ় রঙের কোটে নিরেট লাগছে। মাথায় হ্যাট নেই, কপালের নিচে চকচক করছে এক জোড়া গ্লাস। বেসুরো ডিকটাফোনের মত কণ্ঠস্বর, উত্থান-পতন এত সামান্য যে কানে ধরা পড়ে না বললেই চলে।

সৈকত ধরে আরও একজন এগিয়ে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে জন রোডসের পাশে। 'সব ঠিক আছে তো?' কোকিলকণ্ঠী, নিঃসন্দেহে ইংলিশ কণ্ঠস্বর। অভিজাত ইংরেজদের এই অ্যাক্সেন্ট নকল করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অন্ধকারেও বোঝা গেল বেশ লম্বা মেয়েটা। চুল আর গাঢ় রঙের কোট বৃষ্টির মধ্যে সামান্য চকচক করছে।

জন রোডস্ বললেন, 'আমার তাই বিশ্বাস। আমাদের লাগেজ পৌঁচেছে?'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল মেয়েটা, হাতে দুটো কেস নিয়ে এগিয়ে আসছে একজন নাবিক। বালিয়াড়ির ওদিকটা উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন জন রোডস্। রানার কাঁধে টোকা দিল ফিদার, দু'পা এগিয়ে জন রোডসের ডান কাঁধের পিছনে চলে গেল, একজন বডিগার্ডের ঠিক যেখানে থাকার কথা।

সবার আগে থাকল রানা।

*

সিত্রোঁর বুটে রাখা হলো কেস দুটো। জন রোডস্ মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় করে দিলেন নাবিককে।

অস্থির চোখে বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাতের ভেতর সারাক্ষণ কি যেন খুঁজছে ফিদার, একই সাথে জন রোডসের এমন এক পাশে দাঁড়িয়েছে যাতে সবচেয়ে সম্ভাব্য পথে গুলি এলে ওর গায়ে বাধা পায়। পাল্টা গুলি করা একজন বডিগার্ডের ওপর অর্পিত দায়িত্বের মাত্র দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অংশ বুলেট ঠেকানো।

'কোথায় বসতে চাও তুমি, ফিদার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামনে।'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলল, 'মি. রোডস্ হয়তো ওখানে বসতে চাইবেন।'

'চাইতে পারেন,' বলল রানা, 'কিন্তু সেক্ষেত্রে ওনাকে হতাশ হতে হবে। বসার আয়োজন ফিদার করবে।'

'মি. ফিদার–আপনি বডিগার্ড?' ভারী গলায় জানতে চাইলেন জন রোডস্।

'হ্যাঁ।'

'মশিয়ে লিলাচকে বলেছিলাম, আমার কোন বডিগার্ড দরকার নেই। একজন ড্রাইভারই যথেষ্ট। গোলাগুলি আমি পছন্দ করি না।'

'পছন্দ আমিও করি না,' জবাব দিল ফিদার, এখনও সে অন্ধকারে চোখ জ্বেলে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করছে। 'কিন্তু শুধু আমি আর আপনি মেজরিটি নই।'

'কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে না,' জন রোডস্ বললেন। 'ওটা শুধু মশিয়ে লিলাচের ধারণা। বিপদ একটাই, পুলিস যদি থামায়।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আজ রাতে কুইম্পার থেকে গাড়িটা আনার সময় দেখি ওতে একটা লাশ রয়েছে।'

গাড়ির ছাদে মৃদু আওয়াজ করছে বৃষ্টি।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন জন রোডস্, 'আপনি বলছেন খুন করা হয়েছে?'

'বলছি। সে-ই সম্ভবত গাড়িটা আমাদেরকে ডেলিভারি দিতে এসেছিল।'

'লাশ? এই গাড়িতে? ওহ্ গড!' ঢোক গিলল মেয়েটা।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন নেই-ও।'

'কো···কো-থায়?' জিজ্ঞেস করল লরেলি এমারসন।

রানা কিছু বলার আগেই জন রোডস্ বললেন, 'লাশ নিয়ে এরা কি করে বা কোথায় রাখে সত্যি তুমি জানতে চাও, মাই ডিয়ার?' যদিও রানার সন্দেহ হলো, কৌতুক করার প্রয়াসটা স্বতস্ফূর্ত কিনা।

বিরক্তির সাথে ফিদার বলল, 'গাড়িতে যদি ওঠা হয়, মি. রোডস্ আমার পিছনে বসবেন, ডান দিকে।'

চড়ল ওরা, যে যার নির্দিষ্ট জায়গায়, কোন তর্ক না করে। একটু হলেও ভয় পেয়েছেন জন রোডস্।

ত্রেগুয়েনেস পেরিয়ে এসে হেডলাইট জ্বালল রানা। এখনও দ্বিতীয় গিয়ারে রয়েছে গাড়ি, তাড়া আছে এমন কোন ভাব দেখাতে চায় না ও। এমনিতেই এত রাতে সাগরের দিক থেকে আসা যথেষ্ট সন্দেহজনক।

প্লোনওর লানভার্ন পেরিয়ে এসে থার্ড গিয়ার দিল রানা। বৃষ্টির বেগ সামান্য একটু বেড়েছে, উইন্ডস্ক্রীনে বিরতিহীন কাজ করছে ওয়াইপার, তারপরও মাঝখানটায় রয়ে যাচ্ছে খানিকটা পানি। বাঁ দিকে একটু কাত হয়ে দরজায় কাঁধ ঠেকাল রানা, আরাম করে বসার ইচ্ছে।

খানিক পর ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, কুইম্পারে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে?'

'কি জানি, করতে পারে।'

'এড়িয়ে যেতে পারি না?'

'অনেক ঘুরে পারা যায়। নদী পেরোতে হবে, কিন্তু কুইম্পারের পর বহুদূর কোন ব্রিজ নেই।'

পিছন থেকে জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কেন কেউ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে?'

'আমরা গাড়িতে পাওয়া লাশটার কথা ভাবছি, মি. রোডস্। তার সম্পর্কে কেউ না কেউ জানে। কাজেই তারা আমাদের সম্পর্কেও জানতে পারে।'

'এমনও তো হতে পারে তারা হয়তো আপনাদের একজনকে প্যারিস থেকে অনুসরণ করে এসেছে?'

'না,' বলল রানা, ফিদারের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখল না।

তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইলেন জন রোডস্, 'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?'

'কিভাবে নিশ্চিত হতে হয় আমরা জানি।'

ভাঙাচোরা পাথুরে পাঁচিলের মাঝখানে চওড়া হতে শুরু করল রাস্তা, এদিকের রাস্তায় ফাটল আর গর্ত খুব বেশি।

'আরও একটু আস্তে চালালে হয় না?' জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্, কিন্তু রানা কোন জবাব দিল না, স্পীডও কমাল না।

মাউজারটা ব্রীফকেসে ফিরে গেছে, জুতো বদলে নরম মোকাসিন পরেছে রানা। গাড়িতে অনেক দূর যেতে হলে পা দুটোকে আরামে রাখা দরকার।

খানিক পর জন রোডস্ বললেন, 'আমি আশা করব বিপদ-বিজয়ী হবার চেষ্টা না করে আপনি বরং বিপদ এড়াবার চেষ্টা করবেন, মি. রানা।'

'সে চেষ্টাই করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'তবে ব্রিটানি থেকে বেরুনোর আগে রুট বাছাইয়ের তেমন কোন সুযোগ নেই আমার—তারমানে আরও দুশো কিলোমিটার। আপনি সময় মতই পৌচেছেন, কাজেই সুবিধেটা কাজে লাগাতে পারি আমরা। ওরা হয়তো এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে আশা করছে না।'

কথাটা রানা নিজেও বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ। তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে ড্রাইভারের জন্যে তৈরি ছিল ওরা।

কুইম্পারে ঢুকল গাড়ি। সেকেন্ড গিয়ার দিল রানা। দরজার গায়ে বসানো

আর্ম-রেস্ট থেকে কনুই তুলে গোড়ালির দিকে হাত নামাল ফিদার। যতটা সম্ভব শান্তভাবে কেই অর্থাৎ স্টেশনের দিকে এগোল গাড়ি। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে, কিন্তু স্টেশনের সামনের রাস্তা জনমানব শূন্য। রাস্তার এক ধারে গাছ, তারপর নদী। গাছগুলোর মাঝখানের ফাঁকগুলোকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত লাগল।

হঠাৎ কথা বলল ফিদার, 'কি করলে! ডান দিকে বাঁক নেয়া উচিত ছিল! ওয়ান-ওয়ে রোড, রঙ সাইডে চলে এসেছ।'

'জানি। ওরা যা আশা করছে না।' সাইড লাইট নিভিয়ে দিল রানা, এখন আর নাম্বার প্লেট পড়তে পারবে না কেউ। অ্যাকসিলারেটরে চাপ বাড়াল ধীরে ধীরে। স্টেশন পেরিয়ে এল গাড়ি, ডান দিকে ঘুরে গেল–আবার রঙ সাইডে, ব্রিজের ওপর রাস্তাটাও ওয়ান-ওয়ে।

ব্রিজ পেরিয়ে এসে রাস্তা বদল করল রানা। পিছনে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে শহর। 'কেউ কাউকে দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

উত্তর দিল না কেউ। তারপর ফিদার বলল, 'শহরের মাঝখানে আমি কারও ঘাড় মটকাব না। দুনিয়ার লোক জানবে। ওরাও ইতিমধ্যে আশা করছে পাল্টা গুলি করব আমরা, জানে ড্রাইভারের লাশ পেয়েছি।'

'শুধু তাই নয়, গাড়িটাও রেখে গেছে। কাজেই ধরে নিতে পারি ওরা চাইছে এই জায়গাটা পেরিয়ে যাই আমরা।'

বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় নব্বুই কিলোমিটারে উঠেছে সিত্রোঁর স্পীড। এই প্রথম টপ গিয়ার দিয়েছে রানা। এতক্ষণে পালাতে শুরু করেছে ওরা।

গলায় সন্দেহ নিয়ে জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কেন ওরা তা চাইবে?'

'জানি না। ওরা হয়তো ভেবেছে একটা শহরে একাধিক লাশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ওদের সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনারই বেশি জানার কথা, মি. রোডস্।'

জন রোডসের গলা তীক্ষ্ণ হলো, 'আপনার বিশ্বাস এ-ধরনের লোককে আমি চিনি?'

'আপনাকে চাইছে ওরা, তাই না? আপনি এখানে তাই আমরাও এখানে।'

'দুঃখিত–আমি যে সমাজে ওঠাবসা করি সেখানে ভাড়াটে বন্দুকবাজদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ নেই। তাছাড়া, নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে আমার তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

আড়চোখে তাকিয়ে ফিদারের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেশ দেখতে পেল রানা। তবু ওর আশা, জন রোডস্ দু'একটা তথ্য হয়তো দিতে পারবেন। কথার পিঠে কথা তুলল ও, 'তাহলে আপনার ধারণা, ভাড়াটে বন্দুকবাজ ওরা?'

'মশিয়ে ব্লিলাচ আর আপনি যা বিশ্বাস করছেন তা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ কেউ যদি সত্যি আমাকে খুন করতে চায়, ভাড়াটে খুনী লেলিয়ে দেয়াই তো স্বাভাবিক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'নট নেসেসারিলি। সত্যিকার প্রফেশনাল গানম্যান অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণী, মি. রোডস্। বেশিরভাগ খুন ব্যক্তিগত কারণে হয়, কিংবা

ভুল করে–সাধারণ অপরাধীরা মার্ডার চার্জের ঝুঁকি নিতে চায় না। দু'একটা প্যাথোলজিকাল কেস বা ড্রাগ অ্যাডিক্ট টিন-এজার চোখে পড়তে পারে, খেলনার মত আগ্নেয়াস্ত্র নাড়াচাড়া করে, কিন্তু তারা প্রফেশনাল নয়, প্রফেশনালদের কাজ তাদের দ্বারা হবারও নয়। নির্ভর করা যায় এমন কাউকে পেতে হলে আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে আপনাকে।'

'মশিয়ে লিলাচ আপনাকে খুঁজে বের করেছেন,' বললেন তিনি।

'একটা ভুল হয়ে গেল না? আমি কি প্রফেশনাল গানম্যান?' রানার মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকেছে। আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে দঁওদে লিলাচের মোটামুটি ভাল ধারণা থাকার কথা অথচ এমন একজন ড্রাইভারকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি যে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বডিগার্ড হিসেবে এমন একজনকে নিয়েছেন মদ না খেলে যার সুস্থ থাকা প্রায় অসম্ভব। মনে মনে হাসল রানা, খদ্দের অভিযোগ না করা পর্যন্ত ব্যাপারটা যতক্ষণ গোপন থাকে থাকুক। 'প্রশ্ন হলো, আপনার বিরুদ্ধে যারা লোক ভাড়া করছে তারা ইউরোপিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে কিনা। অথবা ফ্রান্স সম্পর্কে বিস্তারিত তারা জানে কিনা?'

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে জন রোডস্ বললেন, 'কে লোক ভাড়া করছে আমি জানি না।'

এদিকের রাস্তা ভালই, স্পীড বাড়িয়ে একশো বিশ কিলোমিটারে তুলল রানা। হেডলাইটের আলোয় সামনেটা দিনের মত আলোকিত, তবে রাস্তার দু'পাশ আর বহুদূর সামনেটা ঘন অন্ধকারে মোড়া। অবিরাম বর্ষণ, এঞ্জিনের আওয়াজ, বিপদের ভয়, পালাই পালাই ভাব, পিছনের সীটে কোকিলকণ্ঠী সুন্দরী নারী, প্রায় অচেনা দেশ, সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা রোমান্টিক ভাব এনে দিয়েছে রানার মনে। হঠাৎ একটা দার্শনিক চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়, মানুষ কেন বুড়ো হয়! আহা, মানুষ যদি চিরতরুণ থাকতে পারত!

কুইম্পারলিতে ঢোকার সময় শুধু নিজের নয়, সবার আয়ু খতম করে দিচ্ছিল রানা। পাহাড় থেকে ঢাল বেয়ে নামছে গাড়ি, বাঁ দিকে বাঁক নিতে হবে। তেমন তীক্ষ্ণ নয় বাঁকটা, ধনুকের মত বেঁকে গেছে রাস্তা। স্পীড কমাবার কথা ভাবল না রানা। হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল একদিকে পাঁচিল নেই। বাঁক নেয়ার মধ্যে রয়েছে গাড়ি, অথচ সামনে বিশাল পাথুরে চত্বর, কোন্‌টা রাস্তা কোন্‌টা নয় বোঝে কার সাধ্য। প্রাণ বাঁচল বুদ্ধির গুণে যতটা না তারচেয়ে বেশি ভাগ্যগুণে। চরকির মত হুইল ঘুরিয়ে যেদিকে পাঁচিল থাকার কথা সেদিকে গাড়ি ছোটাল রানা। তা-ও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, খাদের কিনারা ছুঁয়ে আবার রাস্তার মাঝখানে ফিরে এল চাকা। সোজা গেলে ওই খাদেই সাঙ্গ হত ওদের ভবলীলা।

কুইম্পারলিতে এত রাতেও কিছু লোকজন দেখা গেল, ট্যুরিস্ট মরশুমের শুরুতে দোকান-পাট নতুন করে সাজানো হচ্ছে। শহর থেকে বেরিয়ে এসে আবার স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল ফিদারের দিকে। কথা না বলে একটা বের করে ধরাল ফিদার, ফিরিয়ে দিল

রানাকে। পকেট থেকে নিজের ব্র্যান্ড বের করল সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করল ওরা, তারপর ফিদার বলল, 'যদি মনে করো গাড়ির নম্বর কাউকে দেখতে দেবে না, পেছনের আলো আমি ভেঙে দিয়ে আসতে পারি।'

খানিক চিন্তা করে রানা বলল, 'না। আলো জ্বলছে না শুধু এই কথাটা বলার জন্যেই পিছু নিতে পারে পুলিস। যতটা সম্ভব আইন মেনে চলতে হবে।'

ড্যাশবোর্ডের ফ্রেশ-এয়ার গ্রিল থেকে হু হু করে বাতাস ঢুকছে, সেদিকে ধোঁয়া ছাড়ল ফিদার। 'হ্যাঁ, তার নমুনা দেখেছি বটে কুইম্পারে।'

রানা হাসল না। 'ওটাকে বলে "ক্যালকুলেটেড রিস্ক"।'

'অ্যাকসিডেন্টালি পার পেয়ে গেলে তাই বলা হয় বটে। আসলে আমাদের উচিত ছিল কার না নিয়ে ছোট ভ্যান নেয়া। ভ্যান দেখলে কেউ কিছু সন্দেহ করে না।'

'নাম্বার প্লেট দেখে সন্দেহ করত। ব্রিটানি বা সুইস সীমান্তে কোন ভ্যানে যদি প্যারিসের নম্বর থাকে, চোখে লাগবে না?'

'হয়তো। সেক্ষেত্রে দূর পাল্লার ট্রাক নিতে পারতাম—একটা ক্যামিয়ন।'

'কোত্থেকে? তাছাড়া আমার ক্যামিয়ন চালানোর অভিজ্ঞতা নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, বাঁ হাতে সিগারেট খাচ্ছে ফিদার। ধরাবার পর থেকে সিগারেটটা বাঁ হাতেই রেখেছে সে, কাজেই তাকে বাঁ হাতি বলে মনে হতে পারে—কিন্তু রানা জানে ডান হাতটা কি কারণে খালি রাখছে সে।

'বেশ, বুঝলাম। আমি আসলে বলতে চাইছি, প্ল্যান করার জন্যে আরও সময় দরকার ছিল আমাদের।'

'আরও সময় থাকলে এর সাথে আমাদের জড়াবারই দরকার হত না।'

'হুঁ।' ড্যাশবোর্ড ইন্সট্রুমেন্টের দিকে তাকাল ফিদার। 'তোমার গ্যাস লাগবে না?'

'এখনই নয়। সকাল পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই।'

'সূর্য পাঁচটা ত্রিশে।'

আড়চোখে তার দিকে তাকাল রানা, সব দিকে খেয়াল আছে লোকটার। মুখের চেহারা শান্ত, সিগারেট তোলার সময়টা বাদে গোটা শরীরও অনড়, শুধু চোখ দুটো বিরতিহীনভাবে রাস্তা আর দু'পাশের ভাঙা পাঁচিলে কি যেন খুঁজছে। বাড়ি, গাছ, লাইটপোস্ট, ডাস্টবিন, কিছুই তার সন্দেহের বাইরে নয়।

বড় একটা সিত্রোঁর সুবিধে হলো পিছনের আরোহীরা ড্রাইভারের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে না। আধ ঘণ্টার বেশি হবে পিছন থেকে কোন শব্দ পায়নি রানা।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে বাজে সাড়ে তিনটে। সকাল হতে আর দু'ঘণ্টা। লিখটেনস্টাইন এখনও ষোলো ঘণ্টার পথ।

রাত চারটে। সামনে নতুন শহর ভ্যানে। গত এক ঘণ্টায় যে-ক'টা শহর ছাড়িয়ে এসেছে ওরা সেগুলোর চেয়ে বড় এটা। 'তোমার সামনের পকেটে ম্যাপ আর গাইড বুক আছে,' ফিদারকে বলল রানা। 'পোস্ট অফিসটা কোথায়

দেখাও আমাকে। ফোন থাকলে মশিয়ে লিলাচের সাথে কথা বলব।'

'কেন?'

'উনি যোগাযোগ রাখতে বলেছিলেন। কুইম্পারের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে।'

কয়েক সেকেন্ড পর ফিদার বলল, 'সামনে বাঁক, ডানে। চৌরাস্তার মাথায় পোস্ট অফিস, ডানে।'

গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, একটা টেলিফোন বক্সের পাশে। আকস্মিক নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মত বাজল কানে। দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল ও।

বক্সটা খোলাই পাওয়া গেল। মিনিটখানেক চেষ্টা করে অপারেটরকে ঘুম থেকে তুলতে পারল রানা। দঁওদে লিলাচের প্যারিস নাম্বার জানতে চাইল ও।

ডায়াল করার পর বার কয়েক রিঙ হলো, তারপর ঘুম জড়ানো নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'হ্যালো?'

'মশিয়ে দঁওদে লিলাচকে রিসিভারটা দেয়া যায়? আমি মাসুদ রানা বলছি।'

'দাঁড়ান, দেখি,' বলল মেয়েটা, তারপর বেশ খানিকক্ষণ তার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর লাইনে ফিরে এসে বলল, 'উনি আপনাকে কয়েক মিনিট পর ফোন করবেন। আপনার নম্বরটা দিন, প্লীজ।'

নম্বর দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল রানা। 'ওঁকে পেলাম না,' ফিদারকে বলল ও। 'তবে রিঙ করবেন।' সিগারেট ধরাল একটা।

জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'কেন তাঁকে ফোন করছেন আপনি?'

'আপনি শোনেননি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আপনি তাঁর পরামর্শ চান, এই তো?' একটু কঠিন সুরে বললেন জন রোডস্। 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনি নিজেই একজন এক্সপার্ট।'

'এক্সপার্ট বলেই তো জানি কখন আরেকজন এক্সপার্টের সাহায্য নিতে হয়।'

বক্সের ভেতর ফোন বেজে উঠল। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল রানা।

'মশিয়ে মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করলেন দঁওদে লিলাচ।

'দুঃসংবাদ, মশিয়ে। ব্রিটানিতে আপনার বেয়াই অসুস্থ, খুব অসুস্থ।'

'খুব চিন্তার কথা। অসুখ বাধাল কিভাবে?'

'হঠাৎ–কোন নোটিশ ছাড়াই। আপনার কোন পরামর্শ আছে?'

'তার…তার যত্ন নেয়া হয়েছে তো?'

'যেখানে আছে দু'একদিন ভালই থাকবে, এই আর কি।'

'তাহলে, যেভাবে যাচ্ছেন সেভাবে যেতে থাকুন। আপনারা ভ্যানে-তে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, ওর অসুখটা ছোঁয়াচেও হতে পারে। ইদানীং এ-ধরনের কোন রোগীর কাছাকাছি গিয়েছিল কিনা জানেন নাকি?'

'কই, শুনিনি তো। তবে এখন…সকালে জিজ্ঞেস করব। আপনি আবার

আমাকে ফোন করবেন?'

'অবশ্যই। শুভরাত্রি, মশিয়ে।'

'শুভরাত্রি।'

গাড়িতে ফিরে এল রানা। 'উনি কিছু জানেন না।' এঞ্জিন চালু হলো। 'এখান থেকে বাঁক নিয়ে রেনে-তে যেতে পারি আমরা, তারপর লে ম্যান ধরে উত্তরের রুট ধরতে পারি। কিন্তু ওদিকের রাস্তা তেমন ভাল নয়। আমার মনে হয় বাঁক না নিয়ে সোজা নান্তে-র দিকে গেলেই ভাল।' বিশাল একটা ক্যামিয়ন সগর্জনে বেরিয়ে এল চৌরাস্তায়, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, রাস্তার সাথে সিত্রোঁও কাঁপল কিছুক্ষণ।

'গাড়ি ছাড়ো,' তাগাদা দিল ফিদার। 'দৈত্যগুলো বেরুতে শুরু করেছে, একটু পরই সব রাস্তা দখল করে নেবে।'

সমতল রাস্তা, দু'পাশে খেত-খামার। ব্রিটানি পেনিনসুলা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। ফার্মের ট্রাক আর ক্যামিয়ন প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়াল, ওগুলোর পিছনের চাকা থেকে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। খুশিই হলো রানা, ধুলোর মধ্যে ডুবে থাকায় সিত্রোঁর নাম্বার প্লেট পড়া অসম্ভব ব্যাপার।

কেউ কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে আলো জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে গাড়ির ভেতর, ফিদার কিংবা পিছনের সীটে মেয়েটা সিগারেট ধরাচ্ছে। ভোরের আগে এটাই শেষ ঘণ্টা। এমন একটা সময় যখন ব্যস্ত মানুষ বুঝতে পারে নবাগত দিনটার জন্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করা হয়নি তার। এমন একটা সময় যখন অসুস্থ মানুষ বুঝতে পারে রাতটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ, এবং হাল ছেড়ে দিয়ে মারা যায়। এবং দক্ষ একজন গানম্যান জানে এই সময়টাই অ্যামবুশ পাতার জন্যে আদর্শ সময়।

কিন্তু না, কেউ অ্যামবুশ পাতেনি। পাঁচটার খানিক পর দেখা গেল শিল্প শহর নান্তে-র ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ওরা।

'গ্যাস?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'শেষ হয়ে আসছে, তবে অ্যাঞ্জারস্ পর্যন্ত যেতে পারব বলে মনে হয়। আমরা মাত্র আড়াইশো কিলোমিটার পিছনে ফেলে এসেছি।'

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও থামা যায়? ব্রেকফাস্টের জন্যে?'

'ট্যুব-এ পৌঁছে দেখা যাবে।'

'তার আগে নয় কেন?'

'ট্যুর ট্যুরিস্টদের শহর, ওখানকার লোকজন আগন্তুকদের দেখে অভ্যস্ত,' রানার হয়ে জবাব দিল ফিদার।

ধীরে ধীরে ঘোমটা খুলছে ধরণী। গাছ আর বাড়ি-ঘরের আকৃতি আলাদা হয়ে গেল আকাশ থেকে। সিত্রোঁর হেডলাইটের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এল। সেই সাথে প্রায় থেমে এল বৃষ্টি। পিছন থেকে বাতাস দিচ্ছে।

দিনের আলো যথেষ্ট ফোটার পর এই প্রথমবার আরোহীদের দেখার জন্যে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাল রানা। জন রোডসের বয়স পঞ্চাশের

কাছাকাছি, চৌকো মুখ, ভরাট। ঘন ভুরু স্থিরভাবে কুঁচকে আছে। মুখে কোন ক্ষত বা চিহ্ন নেই, ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল, খুলি কামড়ে আছে। কালো রিমের চশমা, পুরু কাঁচ। ব্রোঞ্জ রঙের রেনকোট। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। কব্জিতে চৌকো একটা রিস্টওয়াচ পরেছেন তিনি। কাফ-লিঙ্ক জোড়া সোনার, ডিজাইনার নিশ্চয়ই একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। ওদের কৃতিত্ব হলো স্টেনলেস স্টীলকে এমন চেহারা দিতে পারে দেখে মনে হবে এক মিলিয়ন ডলার দাম, আর সোনাকে মনে হবে পঞ্চাশ সেন্ট।

মেয়েটা, লরেলি এমারসন, সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

চেহারায় নিরীহ আর গর্বিত ভাব দুটোই বর্তমান, যদিও এই দুইয়ের সংমিশ্রণ দুর্লভ কোন ব্যাপার নয়, দুর্লভ হলো এই দুই ভাবের সংমিশ্রণে যে সৌন্দর্যটুকু ফুটেছে। নির্ভেজাল চাঁদমুখ, রাত্রি জাগরণেও এতটুকু ম্লান নয়। ধনুকের মত বাঁকা ভুরু, পেনসিলের ছোঁয়া পেয়েছে। গ্রেটা গার্বো রানী ক্রিশ্চিয়ানা-র ভূমিকায় অভিনয় করার সময় যেভাবে চুল ছেঁটেছিল তারটাও সেভাবে ছাঁটা, চিবুকের নিচে কুঁকড়ে বৃত্তাকার হয়ে আছে। ঘুমিয়ে রয়েছে লরেলি, তবু মুখ খোলা নয় বা বিস্রস্ত দেখাচ্ছে না তাকে। ঘুমের মধ্যে খুব কম মানুষই মার্জিত ভঙ্গি বজায় রাখতে পারে, লরেলি তাদের একজন।

মেয়েটাকে জন রোডসের সাথে যেন মানায় না–কিংবা এক অর্থে হয়তো মানায়। অন্তত সামনের অফিসে কেন তাকে জন রোডসের দরকার সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়, অপূর্ব মুখশ্রী। এই মেয়ে যে ছোটখাট ধনকুবেরদের অপমান না করে ঝামেলা না বাড়াবার পরামর্শ দিতে পারে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওর কটু কথাও তারা মানবে।

চেহারার সাথে সাজুয্য বজায় রেখেছে সীলস্কিন কোট। গোটা শরীর মুড়ে রেখেছে ওটা, আলগা টাইবেল্ট দিয়ে কোমরের কাছে অবহেলার সাথে আটকানো, যেন ওটা একটা সাধারণ কোট। কোটের ভেতর সাদা ব্লাউজ।

ফিদারকে একবার দেখে নিয়ে রিয়ার-ভিউ মিরর ঘোরাল রানা, রাস্তার দিকে তাকাল। ছ'টার দিকে অ্যাঞ্জারস-এ পৌঁছুল ওরা। রাস্তা ভাল, তবে ক্যামিয়নগুলোকে ওভারটেক করতে হচ্ছে বলে স্পীড কমিয়ে রাখল রানা। চওড়া রাস্তা, বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা এখনও বন্ধ। ফরাসী কোন গ্রাম যখন ঘুমায়, মৃতপুরীর মত লাগে। এ যেন অনেকটা কবরের ভেতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে যাওয়া।

এখান থেকে ট্যুর পর্যন্ত একাধিক রাস্তা আছে, যে-কোন একটা বেছে নিতে পারে রানা। উত্তরের রাস্তায় ক্যামিয়নের সংখ্যা বেশি হতে পারে, নদীর পাশে ট্যুরিস্ট রোড ধরল ও। নদীর নাম লেয়ার, এদিকে আগেও আসা হয়েছে রানার।

'পেট্রলের জন্যে থামব আমরা,' বলল ও। 'এখন থেকে লোকজনের সাথে দেখা হবে। এখুনি ঠিক করা দরকার কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করব।'

'তুমি ফরাসী বলে চালাবে নিজেকে?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'যদি না পাসপোর্ট দেখাবার দরকার হয়,' বলল রানা। ফ্রেঞ্চদের ধারণা

ওরা ছাড়া আর কেউ ওদের ভাষা ভালভাবে বলতে পারে না, যদি কেউ পারে তাকে বিদেশী বলে মানতেই চায় না। এই মুহূর্তে কাজে লাগবে ওর।

'আমার ফ্রেঞ্চ তেমন ভাল নয়, কাজেই না জানার ভান করাই ভাল। আমি আমেরিকান ট্যুরিস্ট। এই প্রথম এসেছি ইউরোপে। আহ্, ফ্রান্স কি সুন্দর দেশ!'

পিছনের সীটকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনি? আপনার পাসপোর্ট কি বলে?'

'আমি অস্ট্রিয়ান নাগরিক, বাস করি সুইটজারল্যান্ডে।'

'পাসপোর্টটা নিজের নামে?'

'অবশ্যই।'

অন্য কোন উত্তর আশা করেনি রানা, তবে উপলব্ধি করল সততা প্রদর্শনের পরিমাণ ভারি অস্বস্তিকর। 'আপনি বরং ইংরেজিতেই কথা বলবেন,' বলল রানা। যদিও জন রোডসের ইংরেজি তেমন ত্রুটিমুক্ত নয়, তবে ফরাসী কোন কাফে মালিককে ধোঁকা দিতে পারবেন বলে মনে হয়। 'কিন্তু যদি পাসপোর্ট দেখাতে হয়, ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ কোনটাই বলবেন না। কোন ভাষাই জানেন না বোঝাতে পারলে নিজেকে আপনি সস্তা লোক বলে প্রমাণ করতে পারবেন।'

'ঠিক আছে,' জন রোডস্ বললেন। তাঁকে সস্তাদরের লোক হতে বলায় আহত হলেন কিনা বুঝতে পারল না রানা, তবে তাৎপর্যটা যে উপলব্ধি করেছেন সেটা পরিষ্কার।

'মিস লরেলি এমারসন?'

'আমারটা ইংলিশ পাসপোর্ট, অবশ্যই। তবে ফ্রেঞ্চও আমি ভাল বলতে পারি।'

'আপনি বরং ইংরেজিই বলবেন। দেখে আপনাকে তাই মনে হয়। আর চেহারার সাথে মিল রেখে অভিজাত ভাব-ভঙ্গি যেমন আছে তেমনি রাখবেন। ওরা একজন সেক্রেটারিকে আশা করলে একজন ডাচেসকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। যতটা সম্ভব খুঁতখুঁতে আর মেজাজী ভাব দেখাবেন—ওদের সাথে।'

'আমি আমার মতই আচরণ করব, মি. রানা,' এবং গলার আওয়াজটা এল পিছনের সীটেরও অনেক পিছন থেকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।'

তারমানে দলটার পরিচয় দাঁড়াল—একজন ইংলিশ ব্যবসায়ী, তার অভিজাতবংশীয়া গার্ল ফ্রেন্ড, একজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট, এবং একজন ফরাসী বন্ধু যে গাড়ি চালাচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত হয়তো হলো না, তবে আসল ঘটনার সাথে খানিকটা হলেও অমিল আনা গেল।

সম্ভবত এ-সবে কোন কাজ হবে না। সামান্য একটু ভুল করলেই ওদের মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। তবে যতটা সম্ভব সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেজন্যেই মেইন রোড ছেড়ে সরু একটা রাস্তায় ঢুকল রানা, আরও বার কয়েক বাঁক নিয়ে পুব দিক থেকে উঠে এল মেইন রোডে, দেখে যাতে মনে

হয় প্যারিস থেকে আটলান্টিক উপকূলের দিকে যাচ্ছে ওরা। সামনেই পেট্রল স্টেশন।

পঁয়তাল্লিশ লিটার চাইল রানা। অ্যাটেনড্যান্ট চোখ রগড়াল, ভাল করে ঘুম ভাঙেনি এখনও। গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। ফিদারও নামল, দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে। গাড়ি আর রাস্তার মাঝখানে পজিশন নিল সে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে বলল, 'না ভাই, তোমার ফ্রান্সের প্রশংসা করতে হয়। অসুবিধে শুধু একটাই, রান্নাটা।'

কটমট করে তাকাল রানা, দৃষ্টিতে তাপ থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত ফিদার। অ্যাটেনড্যান্ট তাকিয়ে আছে, কাজেই কৌতুকটা হজম করতে হলো রানাকে। 'তুমি ঠাট্টা করছ, ভাই, তাই না?' ফরাসীতে বলল সে। 'হোম-সিক, নিউ ইয়র্কের কথা মনে পড়ে গেছে?'

'না, ঠাট্টা করছি না–তোমাদের রান্না একটু ভাল হলে ছ'মাস দেশের নামও মুখে আনতাম না...'

অ্যাটেনড্যান্টের দিকে ফিরে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা। 'উফ্, আমেরিকানরা না!' পেট্রলের দাম মিটিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠল ও। পিছু পিছু ফিদার। বোকা শুধু ঘুম-কাতুরে একজন গ্যারেজ সহকারীকে বানিয়েছে ওরা, তবে শুরু করেছে এই যা।

আবার সাইড রোডে নেমে এল সিট্রোঁ, খানিক পরে মেইন রোডে যখন উঠল পেট্রল স্টেশন ওখান থেকে দেখা যায় না। সাড়ে ছ'টা বাজে, বৃষ্টি থামলেও পুব দিকের আকাশে গোমড়ামুখো মেঘের বিস্তার দেখে বোঝা গেল যে-কোন মুহূর্তে আবার ঝরতে পারে। রাস্তার একদিকে পাঁচিল, তারপর নদী, খানিক দূর পরপর একটা করে বাঁক। বাঁ দিকে খেত, সবুজ আর তাজা ঘাস ফিতের মত ঘিরে রেখেছে। ফ্রান্সের সবচেয়ে উর্বরা জমি এদিকটায়।

পথে একজোড়া মার্কিন সেনাবাহিনীর ট্রাক দেখল ওরা। তারপর চোখে পড়ল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে আইফেল-টাওয়ারের আকৃতি নিয়ে বিশাল পাওয়ার-পাইলন, ট্যুর শহরের প্রথম চিহ্ন। এরপর দেখা গেল জোড়া ক্যাথেড্রাল টাওয়ার। আর সার সার বহুতল আবাসিক ভবন। শহরে ঢোকার মুখে অসংখ্য অটোসাইকেল দেখে অবাক হলো রানা, রাস্তার ওপর মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলছে। অনেক দিন পর এই পথ দিয়ে যাচ্ছে ও, তখন এই জিনিস একটাও চোখে পড়েনি।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'বাজারের কাছে একটা রেস্তোরাঁ আছে, অনেক আগেই খোলার কথা,' বলল রানা।

ব্রিজ পেরিয়ে পুরানো শহরে ঢুকে পড়ল সিট্রোঁ। অটোসাইকেল, লরি আর ভ্যানগাড়ি গিজ গিজ করছে রাস্তা জুড়ে। প্লেস দে হালে পেরিয়ে এসে একটা সাইড রোডে ঢুকল ওরা, গাড়ি থামাল রানা।

বাঁ হাত গাড়ির ভেতর নাড়তে নাড়তে নিচে নামল ফিদার, জন, রোডস্ আর লরেলিকে নড়াচড়া করতে নিষেধ করছে সে। আশপাশে অনেক

লোকজন। চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'ভিড় না থাকলে খুশি হতাম।'

'যদি চাও ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিই,' কৌতুক করল রানা। 'মনে রেখো, ভিড় অনেক সময় প্রোটেকশন।'

'প্রোটেকশন আমি।' গাড়ির ভেতর তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ফিদার।

নিচে নামলেন জন রোডস্, পিছু পিছু লরেলি। দরজায় তালা লাগাল রানা।

চৌরাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রথম যে কাফেটা খোলা পাওয়া গেল সেটায় কোন চেয়ার খালি নেই। বেশ খানিক সামনে আরও একটা কাফে পাওয়া গেল। ছোট, তবে পরিষ্কার। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হলো। বেশিরভাগ খদ্দেরের পরনে নীল ওভারঅল আর লেদার অ্যাপ্রন, রেস নিয়ে কথা বলছে, আর এই সাত সকালে ঢক ঢক করে মদ খাচ্ছে। কোণের একটা টেবিল খালি হলো, সাথে সাথে দখল করল ওরা। ওয়েটার এগিয়ে এসে ঝুঁকল, রানার মুখের কাছে কান পাতল। ডিম, রুটি, মাখন আর কফির অর্ডার দিল রানা।

'আমারটা দুধ ছাড়া,' বলল লরেলি।

'দুঃখিত। কুইক সার্ভিস আর নো সার্ভিসের মধ্যে থেকে একটা বেছে নিতে হবে।' সবাইকে সিগারেট সাধল রানা, একটা নিল লরেলি। কিন্তু ফিদার মাথা ঝাঁকিয়ে তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সবাইকে নিজের আয়োজন অনুসারে বসিয়েছে ফিদার। নিজে বসেছে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে, দরজার দিকে মুখ। তার ডান দিকে জন রোডস্। জন রোডস্ আর দরজার মাঝখানে সরলরেখাটায় বাধা হয়ে আছে রানা। সরলরেখার অনেকটা বাইরে লরেলি।

জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'এরপর আমরা কোন্ রুট ধরব?'

'জেনেভার, যতটা সম্ভব সরাসরি। প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার এসেছি, সুইস সীমান্তে পৌঁছুতে হলে আরও ছ'শো কিলোমিটার যেতে হবে।'

'ঠিক কখন আমি লিখটেন...?'

'স্‌স্‌স্‌! আস্তে!'

লাল হয়ে উঠল জন রোডসের চেহারা। 'আপনি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করছেন, মি. রানা। আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে শত্রুরা যেন আশপাশেই আছে। কিন্তু আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'দেখতে আমিও পাচ্ছি না,' বলল রানা। 'সেটাই আমার ভয়ের কারণ। ওখানে আমরা আজ রাত নয় বা দশটায় পৌঁছুব—যদি কিছু না ঘটে।'

# চার

ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল ওয়েটার, লরেলির জন্যে দুধ ছাড়া কফি দিতে বলল রানা। পাশের টেবিলেই ট্র্যানজিসটর বাজছে, ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনছে লোকেরা—আজকের ঘোড়দৌড় নিয়ে আলোচনা।

লরেলি রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আরও উত্তরের পথ কেন ধরছেন না আপনি—ওরলিয়্যান্স, ডিজঁ আর নিউসাঁতেল?'

'কারণ এই পথটাই আমি পছন্দ করি।'

ট্র্যানজিসটর থেকে বেরিয়ে এল, 'জন রোডস্।'

স্থির হয়ে গেল রানা। রেডিও বলছে, '...ফ্রান্সের সমুদ্রসীমায় অনুপ্রবেশ করার দায়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফাইন্যানশিয়ার মি. জন রোডসের গ্র্যান্ড ইয়টকে আটক করে ব্রেস্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে...' কে যেন বন্ধ করে দিল রেডিও।

জন রোডসের দিকে তাকাল রানা। 'আপনার ক্রুরা নিশ্চয়ই সব ফাঁস করে দিয়েছে। সমুদ্রসীমার বাইরে থাকার বুদ্ধিটুকুও হয়নি আপনার?'

কফি দিয়ে গেল ওয়েটার।

ফিদার জানতে চাইল, 'নতুন প্ল্যানটা তাহলে কি হবে?'

'আমরা ধরে নেব ক্রুরা সব বলে দিয়েছে। মি. রোডস্ যে ফ্রান্সের কূলে পৌঁচেছেন ওরা জানে, জানে কোন্ দিকে যাচ্ছেন তিনি। আরও জানবে, আপনি তাঁর সাথে আছেন...,' লরেলির দিকে তর্জনী তুলল রানা, '...কিন্তু আপনি কে তা জানবে কি?'

উত্তর দিলেন জন রোডস্, 'মনে হয় না।'

ফিদার বলল, 'গাড়ির ব্যাপারটা কি হবে—চেষ্টা করে দেখবে বদলানো যায় কিনা?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল রানা। 'এখনও ওরা গাড়ির নম্বর পায়নি বলেই ধরে নেব। পাওয়ার পর টেলিপ্রিন্টারে পাঠাতে ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে। নতুন গাড়ি ভাড়া করতে গেলে পাসপোর্ট দেখাতে হবে, সিত্রোঁর নম্বরের সাথে সেটার নম্বরও একই সময়ে পেয়ে যাবে ওরা। কারণ সিত্রোঁটাকে তো আর আমরা কর্পূরের মত বাতাসে মিলিয়ে দিতে পারব না।'

'তারমানে এই গাড়ি নিয়েই...'

'হ্যাঁ।' জন রোডসের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'কিন্তু আজ রাতে লিখ-তে পৌঁছুনোর কথা ভুলে যেতে পারেন আপনি। এখন থেকে আমরা সাইড রোডে থাকব।'

'কেন?'

রানা জানে, স্থানীয় পুলিসকে ভয় না পেলেও চলবে। খবরটা দেরি করে পাবে তারা, গুরুত্বের সাথে নেবেও না। গ্রামের একজন পুলিস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন ব্যবসায়ীকে ধরার স্বপ্ন দেখে না, কাজেই ধরার জন্যে খোঁজই করবে না সে। খোঁজ করবে সুরেতি ন্যাশনাল। ওরা দক্ষ, তবে নজর রাখবে শুধু মেইন রোডগুলোর ওপর। সাইড রোড ব্যবহার করলে অবশ্য অনেক ঘুরপথে এগোতে হবে।

ব্যাখ্যাটা শোনার পর কফির কাপের দিকে তাকিয়ে থাকলেন জন রোডস্, তারপর মুখ তুললেন, চেহারায় কোন ভাব সেই। 'ঠিক আছে। আজ কোন এক সময় যদি মেসেজ পাঠাতে পারি, আরেকটা রাত বাজে খরচা হলে

অসুবিধে হবে না।'

ফ্রিদার বলল, 'তাহলে আর দেরি নয়, চলো…'

বিল মেটাবার জন্যে যথেষ্ট ভাঙতি টাকা রয়েছে রানার কাছে, ব্রেকফাস্টের দাম টেবিলে রেখে কাফে থেকে বেরিয়ে এল ওরা দুই জোড়া হয়ে—ফিদারের এক দিকে জন রোডস্, আরেক দিকে রানা আর লরেলি।

চৌরাস্তায় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ার একটা তাগাদা অনুভব করলেও যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল রানা। সিত্রোঁর ঠিক পিছনেই রয়েছে ছাই রঙের একটা মার্সিডিজ। আর ঠিক সামনে ছোট একটা সবুজ রেনোয়া ফোর-এল। রানাদের চেয়ে দু'গজ সামনে রয়েছে ফিদার আর জন রোডস্, তারাই সিত্রোঁর কাছাকাছি পৌঁছুল আগে। কিন্তু থামল না, যেমন হাঁটছিল তেমনি সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

লরেলির কাঁধে হাত রাখল রানা, কাছে টানল তাকে। রেগে মেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করবে লরেলি, তার আগেই ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমো খাওয়ার ভান করে রানা বলল, 'হাঁটতে থাকুন। বিপদ।'

দুটো বাঁক ঘুরল ওরা। জন রোডসকে পাশে নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ফিদার। 'সিত্রোঁর আগেপিছে বাধা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দুটোরই প্যারিস নম্বর।'

ঠোঁট কামড়াল ফিদার। 'তারমানে কোইন্সিডেন্স নয়। কি করা?'

'পুলিস নয়, ওদের কাজের ধরন এরকম নয়। তারমানে ওরা আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধু। গাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে কোথাও নিশ্চয় অপেক্ষা করছে।'

'চৌরাস্তার কাফেতে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

হাত মুঠো করল ফিদার, শান্ত গলায় বলল, 'চলো গিয়ে বলি গাড়িগুলো সরিয়ে নিক।' জন রোডসের দিকে ফিরল সে। 'আপনাকে একা রেখে যেতে চাই না, কিন্তু উপায়ও নেই। এখান থেকে নড়বেন না, আমরা এসে নিয়ে যাব আপনাকে। ঠিক আছে, রানা?'

ওদের দিকে পিছন ফিরে একটা হাঁটু ভাঁজ করল রানা, উরুর ওপর রেখে ব্রীফকেস খুলল। মাউজারটা বের করে চালান করে দিল রেনকোটের ভেতর ওয়েস্টব্যান্ডে। হাঁটতে একটু অসুবিধে হবে, কিন্তু ওটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না।

প্রথম বাঁকের কাছে ফিরে এল ওরা। কোন আলোচনা ছাড়াই সেটাকে পাশ কাটিয়ে সোজা এগোল দু'জন। খানিক দূরে আরেকটা বাঁক পড়ল, এটাও চৌরাস্তায় গিয়ে মিশেছে, আন্দাজ করা যায়। এটা ধরে চৌরাস্তার প্রথম কাফের পাশে চলে এল ওরা, কাফের ভেতর লোকজন জানালা দিয়ে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

চৌরাস্তায় ঢোকার মুখে দাঁড়াল ফিদার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চোখ বুলাল

চারদিকে। রাস্তার ওপারে গাড়ি পার্কিঙের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল দু'জন লেবার।

ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা সরু গলিটার দিকে তাকাল রানা। দু'পাশে কোন দরজা নেই, শুধু পাঁচিল। পথিকও নেই। 'গাড়ির চাবি ছিনতাইয়ের জন্যে গলিটা কিন্তু মন্দ নয়,' ফিদারকে বলল ও।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল ফিদার।

ওদেরকে খুঁজে বের করা সমস্যা হবে বলে মনে করেনি রানা, হলোও না। কাফের ভেতর বাজারের দোকান-কর্মচারী আর লেবারদের ভিড়, তাদের মাঝখানে লোক তিনজনকে পুকুর ভর্তি কুঁচো মাছের ভেতর কুমীরের মত লাগছে দেখতে। যেখানে বসার কথা সেখানেই বসেছে, জানালার পাশের একটা টেবিলে, দরজার কাছাকাছি। কফি কাপের পাশে কিছু খুচরো ফ্রাঁ পড়ে রয়েছে, যাতে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার সময় ওয়েটার পিছু ধাওয়া না করে।

তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে লীডারকে চিনে নিল রানা। মোটা এক লোক, বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স, গায়ে গত বছরের রেনকোট আর মুখে গতকালের দাড়ি। টেবিলের সামনে গিয়ে ওদের দিকে একটু ঝুঁকে রেনকোটটা ফাঁক করল ফিদার, যাতে শুধু ওরা ছাড়া কাফের আর কেউ ওর হাতের অস্ত্রটা দেখতে না পায়। বলল, 'প্রমাণ হয়ে গেল তোমরা অযোগ্য, তাই না?'

মোটা লোকটা স্থির পাথর হয়ে গেল, হলুদ চোখ ঘুরিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে তাকাল সে ফিদারের দিকে। বাকি দু'জনের মাঝখানে পৌঁছে গেছে রানা, তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হাসি উপহার দিয়ে রেনকোটের ভেতর মাউজারটা দেখাল। এরপর পিছু হটে এল ও, কাফের আর সবার দিকে নজর রাখার জন্যে।

এখনও কেউ ওদেরকে লক্ষ করেনি। ওয়েটারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লোকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত।

'মার্সিডিজ,' বলল ফিদার।

হঠাৎ টেবিলে দু'হাত রেখে ধাক্কা দিল মোটা লোকটা, চেয়ার নিয়ে পিছন দিকে পড়ে নাগালের বাইরে চলে যেতে চেষ্টা করল। বিদ্যুৎ খেলে গেল ফিদারের হাতে। থ্যাচ্ করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। ধীরগতিতে বাঁ হাতটা ডান হাতের দিকে নিয়ে এল লীডার, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। ডান হাতটা এখনও তার টেবিলের ওপর, সামান্য রক্তাক্ত। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন শরীরের কাছাকাছি টেনে নিল ফিদার, ধীরে ধীরে হ্যামার টেনে ফুল কক্ অবস্থায় আনল। ওদের পিছনে লোকজনের কথাবার্তার মধ্যে ক্লিক আওয়াজটা শুনতে পাওয়া গেল না। চোখ খুলল লীডার, বোকা দৃষ্টিতে তাকাল। তার দিকে লক্ষ্যস্থির করল ফিদার, ট্রিগার টেনে দিল।

হ্যামারটা পিছনে টেনে রেখেছে ও, কাজেই ফায়ার হলো না। হাঁ করে মাছের মত খাবি খেলো লীডার, দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে।

এখন যদি কোন কারণে ফিদারের আঙুল হ্যামার থেকে সরে যায়, গুলি

হবে। আধ সেকেন্ডের ফিউজ সহ গ্রেনেডের মত মারাত্মক এখন ওটা। এই অবস্থায় সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ ধাক্কা দিয়ে অস্ত্রটা সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না।

রানার মনে হলো অনেকক্ষণ হলো এখানে রয়েছে ওরা। যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে ওয়েটার, এবং এলেই দেখে ফেলবে। ঘামতে শুরু করল ও। তবে মোটা লোকটা আরও দ্রুত ঘামছে।

উঠে দাঁড়াল সে, তার দেখাদেখি সঙ্গী দু'জনও। পাঁচজনের দলটা মিছিল করে বেরিয়ে এল কাফে থেকে। গলিতে ঢুকে ছায়ায় দাঁড়াল ওরা, লীডারের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'মার্সিডিজ আর রেনোয়ার চাবি।'

পাঁচিলে হেলান দিয়ে মোটা লোকটা প্রতিবাদ জানাল, 'কি আশ্চর্য! কার মার্সিডিজ, কিসের রেনোয়া? আপনারা মশিয়ে শুধু শুধু না জেনে...'

আবার ফিদারের হাতে বেরিয়ে এল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। হ্যামার টেনে পুরোপুরি কক করল সে, নিস্তব্ধ গলির ভেতর ক্লিক আওয়াজটা পরিষ্কার শোনা গেল এবার। পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে লীডার, নিঃশব্দে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে কাঁধের কাছে তুলল সে। সেটা নেয়ার জন্যে এগোল রানা। 'মার্সিডিজ সরাতে এক মিনিট লাগবে আমার,' চাবি হাতে নিয়ে ফিদারকে বলল ও।

'যত খুশি সময় নিয়ো।'

রানার হিসেবে, সিত্রোঁর দু'দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকগুলো শহরের মাঝখানে বন্দুকযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিল। নেহায়েতই বোকার মত একটা কাজ। তবে বোকা হোক আর যাই হোক, ওদের টীম ওঅর্ক ভাল।

কোন সঙ্কেত চোখেই পড়ল না, লাইনের শেষ লোকটা প্রথমে লাফ দিল। ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর লম্বা হলো সে। তাকে কাভার দেয়ার জন্যে যেই ফিদার ঘুরতে শুরু করেছে, আধপাক ঘুরে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করল লীডার, কোটের ভেতর বাঁ হাত ঢুকে গেছে।

রানার সামনে রয়েছে ফিদার, গুলি করার কোন সুযোগ নেই ওর। লীডার যদি ফিদারের গায়ে ধাক্কা দেয়, ফিদার রানার গায়ে ধাক্কা খাবে। মাউজার বের করার চিন্তা বাদ দিয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল রানা।

ডান কাঁধ দিয়ে ফিদারকে ধাক্কা দিল লীডার, তার বাম হাতে একটা অটোমেটিক বেরিয়ে এসেছে। রানার দিকে পতন শুরু হলো তাদের। লীডারের বাঁ কাঁধে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের মাজল্ ঠেকিয়ে গুলি করল ফিদার।

ইতিমধ্যে রানার হাতেও মাউজার বেরিয়ে এসেছে, সিঙ্গল/অটোমেটিক বাটনে আঙুল চেপে রেখেছে ও।

চেঁচিয়ে উঠল ফিদার, 'ওটা দিয়ে আওয়াজ কোরো না, দোহাই তোমার!'

তৃতীয় লোকটা মাউজারের লম্বা ব্যারেল দেখে নিজের অটোমেটিক বের করার চিন্তা বাদ দিল। ঘুরতে শুরু করেছিল সে, আবার পাঁচিলের দিকে মুখ করল, মাথার ওপর হাত।

এক পা পিছিয়ে এল ফিদার, হাতের অস্ত্রটা লীডার আর তার দ্বিতীয় সঙ্গীর

দিকে পালা করে তাক করছে। মাউজারটা কোমরে গুঁজে চৌরাস্তার দিকে পা বাড়াল রানা।

চৌরাস্তায় কেউ বোধহয় গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি, অন্তত শব্দের উৎস সম্পর্কে কারও মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। মার্সিডিজটা দু'গজের মত সরাল রানা, সিত্রোঁর চাকাগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর সেটাকে চালিয়ে নিয়ে এল এক কোণে। রাস্তা পেরিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে এল ফিদার, রেনকোটের ভেতর ঢুকে আছে ডান হাতটা। রানার পাশে বসল সে, বাঁক নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল সিত্রোঁ। 'কি করলে ওদের নিয়ে?'

'লীডারকে রাস্তা থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছি। আমি একটা হাঁদারাম, বুঝলে!'

'কেন?'

'শালা বাঁহাতি, বুঝতেই পারিনি। জানতাম সে-ই বস্, তাকে ছাড়া ওরা কিছু করবে না। ভেবে নিয়েছিলাম শালার হাত থেঁতলে দেয়ায় সে আর বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু লক্ষ করিনি শালা বাঁহাতি!'

আরেকটা বাঁক নিয়ে মন্থর হলো সিত্রোঁর গতি। 'ভুল সবারই হয়।'

গাড়ি থামিয়ে পিছন দিকে ঝুঁকল রানা, দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন জন রোডস্, পিছু পিছু লরেলি।

'আমার পেশায় হওয়া উচিত নয়।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, খানিক পর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল প্লেস দে হালে-তে। মাছ আর ফল বোঝাই ট্রাকের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল সিত্রোঁ।

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে লরেলি বলল, 'গানপাউডারের গন্ধ পাচ্ছি!'

মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'একজনকে গুলি করতে হয়েছে। মারা যায়নি।'

হিসহিস করে লরেলি বলল, 'ব্যাড লাক।'

'ইচ্ছে করলেই মারা যেত,' বলল ফিদার।

'দর্শক হিসেবে আপনি না থাকায় লোকটাকে আমরা খুন করলাম না,' বলল রানা।

'বোঝা গেল আপনি রসিকতা করতে জানেন,' ঝাঁঝের সাথে বলল লরেলি। 'তা গুলি না করে আপনার উপাদেয় রসিকতা দিয়েও তো লোকটাকে কাবু করতে পারতেন!'

'রানা,' বলল ফিদার, 'ভদ্রমহিলা আমাদেরকে পছন্দ করেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনাদেরকে পছন্দ করার আছেটা কি?'

দু'জনেই ওরা এমন ভাব করল, লরেলির কথা যেন শুনতেই পায়নি। ফিদারকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'বিরোধী দল সম্পর্কে কি ধারণা হলো তোমার?'

'প্রথম দল হিসেবে ওদেরকে মানায়নি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আমি যা ভেবেছি। ওদের কাউকে চেনো নাকি?'

'না।'

'ঠিক কি করার প্ল্যান ছিল ওদের?' জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার ধারণা,' দ্রুত বলে গেল ফিদার, 'নির্দেশ অমান্য করেছে ওরা। ট্যুর শহরে আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে পাঠনো হয়েছিল ওদেরকে। তারপর আমাদেরকে অনুসরণ করার কথা ছিল। খুব সহজ কাজ। নদীটা পেরোতেই হবে আমাদের, আর ব্রিজ মাত্র দুটো। ওদের ওপর নির্দেশ ছিল নির্জন কোন জায়গা দেখে আমাদের ওপর চড়াও হতে হবে। কিন্তু কাফেতে আমাদেরকে ঢুকতে দেখে ওদের ধারণা হয় সুবর্ণ একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। পাগল আর কি!'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল রানা, কথায় যুক্তি আছে। 'সেজন্যেই কি ওরা কেউ তোমার হাতে মারা পড়ল না?'

দ্রুত, আড়চোখে তাকাল ফিদার। 'কাউকে মেরে ফেলার প্রয়োজন দেখিনি,' বলল সে। 'দেরি করছিল ওরা, আমার হাতে সময় ছিল।'

সামনের দিকে ঝুঁকে অবিশ্বাসের সুরে লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি চেয়েছিলেন কেউ খুন হয়ে যাক?'

কেউ খুন হয়নি দেখে সত্যি একটু উদ্বেগ বোধ করছে রানা। ভাল একজন বডিগার্ড-গানম্যানকে দ্রুত অস্ত্র চালাতে হবে বা লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ হতে হবে এমন কোন কথা নেই, এসব স্রেফ রিফাইনমেন্টস্। আসল ব্যাপার হলো খুন করার জন্যে তৈরি থাকা, যে-কোন পরিস্থিতিতে, কোন প্রশ্ন না করে। একজন বন্দুকবাজ চিতার মত ক্ষিপ্র হতে পারে, হতে পারে রবিন হুডের মত অব্যর্থ, কিন্তু প্রয়োজনের সময় যদি খুন করা উচিত কিনা এই নিয়ে বিবেকের সাথে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে ধরে নিতে হবে চাকুরিচ্যুত হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে, কিংবা মারা যাবার জন্যে।

অথবা হয়তো খুব বেশি মদ খাবার জন্যে।

বুলেভার্ড বেরেনগার ধরে ছুটল সিত্রোঁ, এখনও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ওরা। ফিদারের কোলের ওপর ম্যাপটা ফেলল রানা। 'দক্ষিণ পুব দিকের একটা কোর্স দেখাও আমাকে, শুধু ডি রোডে থাকব।'

'ব্রিটানি আর সুইটজারল্যান্ডের মাঝখানে যে মেইন লাইন রয়েছে সেটা থেকে দূরে থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ। কারণ রোডব্লকগুলো ওই মেইন লাইনেই থাকবে।'

ম্যাপের দিকে চোখ রেখে খানিক পর ফিদার বলল, 'সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অ্যাভারনি-তে গিয়ে পৌছুব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তাই চাইছি। ওখানে আমার বন্ধু আছে। অন্তত এক সময় ছিল।' আবার সুনয়না সোফিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

পুলিস দেখেই রানার ধারণা হলো, ধরা পড়ে গেছে ওরা। শহর থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে, শের নদীর ওপর ব্রিজে, ঠিক সেন্ট অ্যাভারটিন-এ ঢোকার

মুখে। ব্রিজের ওপর মেরামতের কাজ চলছে, চারদিকে ইঁট-বালি-সিমেন্ট আর লোহার রড, একপাশে দাঁড়িয়ে একজন পুলিস প্রতিটি গাড়ির ভেতর উঁকি দিচ্ছে।

তারপর ব্যাপারটা বোধগম্য হলো, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিস লোকটা। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকানোর কারণ মেয়েলোক দেখা। কোন গাড়িতে সুন্দরী মেয়ে থাকলে দু'কান পর্যন্ত লম্বা হাসি ফুটছে চেহারায়। সাবধানে, সতর্কতার সাথে সিত্রোঁ নিয়ে এগোল রানা। এক মিনিট পর দক্ষিণমুখী ডি টোয়েনটি-সেভেনে উঠে এল। তারপর রুট ন্যাশনাল পেরোল—কোন রোডব্লক বা টহল পুলিসের গাড়ি চোখে পড়ল না। সরু সড়কে নেমে এসে স্পীড আবার বাড়িয়ে দিল রানা, ঘণ্টায় নব্বুই কিলোমিটার।

সুরেতি কিভাবে কাজ করে জানা আছে রানার। এ-ধরনের কাজে সব এলাকার সব রাস্তায় রোডব্লক রাখে না তারা। প্রথমে তারা সময়ের হিসেব করে, অমুক সময়ে অমুক জায়গায় পৌঁছুবে ওরা, কাজেই ওখানে রোডব্লক থাকবে। তাই থাকে, এবং আশপাশের পুলিস কারগুলোকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

এড়িয়ে যাওয়া কঠিন কিছু নয়। ওদের পক্ষে আজ রাতে সুইটজারল্যান্ডের দুশো কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়, আর কাল সকালের মধ্যে সুরেতি হয়তো তেমন উৎসাহ বোধ করবে না। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল রানার, 'মশিয়ে লিলাচকে ফোন করা দরকার।'

ফিদার জানতে চাইল, 'কেন?'

'পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন রাখার জন্যে—তাছাড়া, দেখা দরকার উনি কিছু শুনেছেন কিনা। আর, মি. রোডস্, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চাই।'

জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'কেন? কার কাছে?'

'আপনার ইয়টের ক্যাপটেনের কাছে। বলা হবে, আপনি দুঃখিত, এবং শিগ্‌গিরই তাদেরকে মুক্ত করবেন। পুলিস টেলিগ্রামটা দেখে ভাবতে পারে আপনি এখনও প্যারিসে আছেন। তাতে হয়তো আমাদের সাহায্য হবে।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করলেন জন রোডস্। 'এ গুড আইডিয়া।'

লেয়ার উপত্যকার ঢাল বেয়ে উঠছে সিত্রোঁ, রাস্তার দু'পাশে ঝোপঝাড় আর গাছপালা এলোমেলোভাবে বেড়ে উঠেছে। সামনে কোথাও তুমুল বর্ষণ হচ্ছে, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পানির স্রোত। গাড়ির গতি কমিয়ে আনতে বাধ্য হলো রানা। ফিদার বলল, 'অ্যাভারনি যেতে হলে স্পীড তুলতে পারবে না, রাস্তার অবস্থা খারাপ।'

'যদি হারিয়ে যাই, পুলিসকে জিজ্ঞেস করে নেব।'

কথা না বলে একবার শুধু তাকাল ফিদার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'এখন যখন আমরা জানি পুলিস আমাদের খুঁজছে, ওরা থামতে বললে কি করব আমরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যদি বুঝতে পারি ধাওয়া করে আমাদের ধরতে পারবে না তাহলে পালাবার চেষ্টা করব।'

ঠাণ্ডা গলায় লরেলি বলল, 'বীরপুরুষ বন্দুকবাজের হলোটা কি? আপনার জন্যে পুলিস বুঝি একটু বেশি হয়ে যায়, মি. রানা?'

'এক অর্থে, হ্যাঁ। পুলিসের দিকে গুলি ছোঁড়া যাবে না, এই শর্তে রাজি হয়েছি আমি...'

'রাজি হয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্। 'কে আপনাকে রাজি হবার অধিকার দিয়েছে?'

কড়া একটা কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। 'আমার ধারণা ছিল কোন রকম গোলাগুলি আপনি পছন্দ করবেন না, মি. রোডস্!'

'মশিয়ে দঁওদে লিলাচের মাধ্যমে আপনার ফীর টাকা আমি দিচ্ছি,' জন রোডস্ বললেন। 'আপনি শুধু তাঁর বা আমার দেয়া অধিকারে রাজি হতে পারেন।'

ফিদার আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তুমি ভদ্রলোকের অহমিকায় আঘাত করেছ, রানা। সামনের চৌরাস্তায় থামো, পরবর্তী বাস ধরে চলো আমরা প্যারিসে ফিরে যাই।'

রানা বলল, 'আরও সরাসরি কথা বলা যাক। মি. রোডস্, আপনি কি চান পুলিসকে লক্ষ্য করে আমরা গুলি করব?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জন রোডস্ বললেন, 'আপনি কেন রাজি হননি সেটাই শুধু আমি জানতে চেয়েছি—ব্যস।'

'এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে একটু ভাবুন,' বলল রানা। 'আপনার বিরুদ্ধে রেপ করার অভিযোগ রয়েছে পুলিসের কাছে। আপনাকে তারা খুঁজছে, খুঁজছে আপনার মত আরও অনেক লোককে—ডাকাত, চোর, খুনী, মাস্তান, পলাতক আসামী। কিন্তু যেই আপনি ওদের একজনকে খুন করবেন, ওরা সব কাজ ফেলে একা শুধু আপনাকে খুঁজবে। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'আপনার ধারণা পুলিস ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নেবে?'

'কেন নেবে না? আপনি যেখানেই পালান, ওরা আপনার খোঁজ ঠিকই বের করে ফেলবে। যদি অন্য কোন দেশে চলে যান, সেদেশের পুলিসেরও সাহায্য পাবে তারা। আপনি যত বড় ধনীই হোন, যতই আপনার প্রভাব থাক, পুলিস খুন করে রেহাই পেয়ে যাবেন, এ স্রেফ হতেই পারে না।'

জন রোডস্ কথা বললেন না।

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'পুলিস সম্পর্কে আপনি এত কথা জানেন? দু'একটা মেরেছেন নাকি?'

'আমি স্রেফ একটা বডিগার্ড, মিস লরেলি। রানার কথা বলতে পারি না। বডিগার্ডরা কখনও পুলিস খুন করে না।'

'বডিগার্ড! একজন লোক বডিগার্ড হয় কি করে?'

'মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসে ছিলাম। প্রেসিডেন্ট প্যারিসে আসবেন, তাই আমাকে বদলি করে ওখানে পাঠানো হলো। প্যারিসকে পছন্দ হয়ে গেল, তাই

চাকরি ছেড়ে দিয়ে রয়ে গেলাম। টাকার জন্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলাম...'

ফিদারের সাথে চোখাচোখি হলো রানার, তার চেহারায় কোন ভাব নেই। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কবেকার ঘটনা?'

'কয়েক বছর আগের।'

তাহলে মদের নেশাটা আরও পরে রপ্ত করেছে ফিদার, ভাবল রানা। হয়তো প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নেমে ব্যবসা জমিয়ে তুলতে কষ্ট করতে হয়েছে ফিদারকে, সেই সূত্রে ফেঁসে গেছে সে।

'আপনার ব্যাপারটা কি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'আমি একজন গোয়েন্দা,' বলল রানা। ভাবল, জানে না যখন জানেই না, সবিস্তারে সব না বলাই ভাল।

'আমাদের বলা হয়েছে, ইউরোপে আপনার ইনভেস্টিগেটিং ফার্মটাই সবচেয়ে সেরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি জানি। এমন বোকা লোকেরও তো অভাব দেখি না যারা আমাদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে!'

ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ করে মেঘ সরে যাওয়ায় হেসে উঠল রোদ। দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ শ্যামল খেত দেখা গেল। কিন্তু সামনের রাস্তা সরু হতে হতে পায়ে হাঁটা পথে রূপান্তরিত হলো। কোন সন্দেহ নেই পথ হারিয়েছে ওরা। ম্যাপে চোখ রেখে ফিদার বলল, আরও এগোতে হবে। রাস্তার দু'পাশে নুড়ি পাথর আর বালি। ঘণ্টা দেড়েক এগোবার পর আবার ফিরে এল ওরা চওড়া রাস্তায়। ইতিমধ্যে ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে পড়েছে রানা। নয় ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে ও, ডি রোড মোটেও সমতল নয়, ঘুমে বুজে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। খিদেও পেয়েছে খুব। পান করার মত কিছু পেলে হত, উত্তেজক একটা কিছু দরকার। আড়চোখে ফিদারের দিকে তাকাল ও। বুদ্ধি করল, দঁওদে লিলাচকে ফোন করার সময় দু'এক ঢোক খেয়ে নেবে।

ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'লাঞ্চ করব কখন?'

'সামনের কোন গ্রামে থামব,' বলল রানা। 'মিস লরেলি আমাদের জন্যে কিছু কিনে আনতে পারেন, আমি যখন ফোন করব।'

'বললে যেতে পারি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল আপনি বলবেন রেস্তোরাঁয় যাওয়াটা বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক কিনা জানি না, তবে ঝুঁকি তো আছেই।'

'ঝুঁকি আছে জেনেও আমাকে পাঠাতে চাইছেন?'

'টোপ হিসেবে, বলতে পারেন,' জবাব দিল রানা। 'মশিয়ে লিলাচের সাথে আমার চুক্তি হয়েছে মি. জন রোডসকে লিখটেনস্টাইনে পৌঁছে দেব আমি, তাঁর সেক্রেটারি সম্পর্কে কোন কথা হয়নি। আপনি আমার ঘাড়ে অতিরিক্ত একটা দায়িত্ব, তার বেশি কিছু নন, মিস লরেলি।'

'তারমানে আমি বিপদে পড়লে আপনার কিছু আসে যায় না, এই কথা

বলতে চাইছেন?'

'আসে যায়, কারণ আপনি বিপদে পড়লে একা পড়বেন না, আমাদেরকে নিয়ে পড়বেন।'

'তাহলে পাঠাচ্ছেন কেন?'

'ওই যে বললাম, টোপ হিসেবে। আশপাশে বিপদ আছে কিনা সে সম্পর্কেও তো নিশ্চিত হতে হবে। আত্মরক্ষার এ-ও একটা পদ্ধতি।'

'হুঁহ্!' তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট ওল্টাল লরেলি।

পৌনে এক ঘণ্টা পর ছোট একটা গ্রামে থামল ওরা। বাংলাদেশী মফস্বল শহরের মত একটা রাস্তাতেই সীমিত গ্রাম। ছোট হলেও বার, নাইটক্লাব, পুলিস স্টেশন, টেলিফোন বক্স ইত্যাদি সবই আছে। পুলিস স্টেশনের কাছাকাছি গাড়ি রাখল রানা, কোন গলির ভেতর রাখলে বরং লোকের চোখে খারাপ দেখাবে। গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি ফোন বক্সে গিয়ে ঢুকল রানা, অপারেটরের কাছ থেকে দঁওদে লিলাচের অফিসের নম্বর জানতে চাইল।

মশিয়ে লিলাচের ফোনে কি আড়িপাতা যন্ত্র আছে? এত বড় একজন আইনবিদ, নাও থাকতে পারে। আবার বলাও যায় না, কারণ ইতিমধ্যে পুলিস নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছে জন রোডস্ সম্পর্কে কি না কি জানেন লিলাচ। সম্পর্কটার কথা তাদের না জানার কথা নয়।

দঁওদে লিলাচের সেক্রেটারি বলল, তিনি ব্যস্ত। তাগাদা দিল রানা, যত ব্যস্তই হোন, ওর সাথে কথা বলতে হবে। একটু পরই লাইনে এলেন লিলাচ। তাঁর প্রথম কথাগুলো ভেসে এল একটু দূর থেকে, 'এক্সকিউজ মি, ইন্সপেক্টর…' জাঁদরেল একজন লইয়ার যদি চান তবেই কেউ তাঁর কথা শুনতে পাবে, দুর্ঘটনাক্রমে শুনে ফেলার কোন উপায় তিনি রাখেন না। তারমানে রানাকে তিনি জানিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে পুলিসকে সঙ্গ দিচ্ছেন তিনি। তারপর তাঁর স্পষ্ট কণ্ঠ পেল রানা, 'হ্যালো?…ও, আপনি, মশিয়ে ফেরেল…কেমন আছেন, ভাই, আপনি?'

রানার ইচ্ছে হলো রিসিভার ফেলে পালিয়ে যায়। কিন্তু ইন্সপেক্টরের সন্দেহ তাতে বাড়বে বৈ কমবে না। কিছু একটা বলা দরকার। 'বোটটা কেনা হয়েছে, মশিয়ে লিলাচ। জমি লিজ নেয়ার ব্যাপারটাও অনেক দূর এগিয়েছে। আমাদের বন্ধুর নামে আপনি বোটে যদি একটা টেলিগ্রাম পাঠান তো খুব ভাল হয়, ভুল বোঝার অবকাশ থাকে।' ইংরেজিতে বলছে রানা, এত দ্রুত যে দূরে বসা ইন্সপেক্টর যদি শুনতেও পায়, বুঝতে পারবে না।

লিলাচ অভিযোগ করলেন, 'যে সার্ভেয়ার আপনি আমাকে দিয়েছেন সে ব্যাটা কোন কাজেরই নয়…'

'রাতে কোথায় থাকব সেটা স্থির হলেই আপনাকে ফোন করব আবার। ফোনটা কেমন? ভাল হলে বলুন জমির দাম বাড়িয়ে দেয়া উচিত।'

'উচিত।'

গাড়িতে ফেরার পথে মাথা চুলকাল রানা, মশিয়ে লিলাচের ফোনে যদি

আড়িপাতা যন্ত্র থাকে তাহলে ওদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে যাবে পুলিস। ফোন করাটা কি বোকামি হয়ে গেল তাহলে? অন্যমনস্কভাবে একটা কাফেতে ঢুকে পড়ল ও। ওয়েটারকে ডেকে ডাবল হুইস্কির অর্ডার দিল, ফুলের একটা তোড়া আর দু'প্যাকেট সিগারেটও আনাল। লিমোজেঁ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে জিজ্ঞেস করল লোকটাকে। ওরা যেদিকে যাবে ঠিক তার উল্টো দিকে লিমোজেঁ।

ফিরে আসার পর কৌতূহলের সাথে ওর দিকে তাকাল ফিদার। দু'সীটের মাঝখানে সিগারেটের প্যাকেট রাখল রানা। 'একটা তোমার।' ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল ও। 'কি খাচ্ছি আমরা?'

পিছন থেকে লরেলি বলল, 'রুটি, মাখন, সার্ডিন, চেরি টার্ট। যদি কারও দরকার হয়, লাল ওয়াইনের একটা বোতল আছে। আর আছে এক বোতল পেরিয়্যার।'

'আমি গাড়ি চালাচ্ছি, পেরিয়্যার আমার দরকার,' বলল রানা।

'আমারও দরকার ওটা, আমি গুলি চালাচ্ছি,' বলল ফিদার। 'তাছাড়া, কাফেতে ঢুকে লুকিয়ে কিছু খাইনি আমি।'

অবাক হবার ভান করে রানা বলল, 'কি? আমি?'

'তুমি।' হাসছে ফিদার। 'আমি কিছু মনে করিনি। তবে জানা হলো "কুইক ওয়ান" সাবাড় করতে কি রকম কুইক তুমি।'

'ফুল কেন, মি. রানা?' পিছন থেকে জানতে চাইল লরেলি। 'কার জন্যে আনা হলো?'

'বন্ধুর জন্যে,' ম্লান সুরে বলল রানা, বোঝা গেল এ-প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চায় না ও।

খাঁটি বন্ধু বলতে যা বোঝায় ক্লড মরেলিঁ তাই ছিল। সোফিয়া আর ক্লড দু'জনেই কাজ করত রানা এজেন্সিতে। ক্লড মোসাডের হাতে খুন হয়ে যাবার পর সোফিয়া চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে বসবাস করছে। বন্ধু হিসেবে ক্লডকে ভালবাসত রানা, আর বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে ভালবাসত সোফিয়াকে। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর একটা ভুল করে বসল সোফিয়া…রানার সাথে সম্পর্কটা সেই থেকে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সোফিয়া অনেকবার চিঠি লিখেছে, ফোন করেছে, কিন্তু রানা অত্যন্ত সতর্ক–নানা অজুহাতে দেখা করতে রাজি হয়নি ও। যদিও শুধু সৌন্দর্যেরও একটা আকর্ষণ আছে–নিজের কাছে অস্বীকার করার উপায় নেই, মেয়েটা ওকে টানে–।

## পাঁচ

চলন্ত গাড়িতে বসেই খেয়ে নিল ওরা। পরিবেশন করল লরেলি। একে ঠিক পরিবেশন বলে না, বিলি-বন্টন বলা যেতে পারে। সূক্ষ্ম একটা বৈষম্য লক্ষ করে

মনে মনে হাসল রানা। বেশ একটু অবাকও হলো।

দুশ্চিন্তার মাত্রা একটু কমেছে রানার। সামনে অ্যাভারনি, এলাকাটা ওর চেনা। মরেলিঁ-র সাথে সাথে বেশ ক'বার বেড়িয়ে গেছে এদিকটায়। পুলিস তাড়া করলে পালাবার অনেক রাস্তা খুঁজে নিতে পারবে ও। পাহাড় কম, খেত-খামার আর বন-জঙ্গল বেশি।

ফিদার জানতে চাইল, 'রাতটা আমরা কোথায় কাটাচ্ছি?'

'বন্ধুদের বাড়ি।'

'কি রকম বন্ধু?'

'ভাল।' রানা একটু অন্যমনস্ক।

'তুমি ঠিক জানো, তারা এখন এখানে আছে? কিংবা এখনও তারা তোমার বন্ধু কিনা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। লা কুরতিঁ পেরিয়ে এল ওরা। সামনে খোলামেলা প্রান্তর। তারপর দরদোঁনে উপত্যকা থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা।

পিছন থেকে জন রোডস্ ডাকলেন, 'মি. রানা।'

'উপস্থিত,' বলল রানা।

'আমরা যখন পুলিসের দিকে গুলি ছোঁড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললাম, আপনি নীতির প্রশ্ন তুললেন না। কেন?'

'আমি হয়তো আপনাকে ভুল বুঝেছি,' বলল রানা। 'হয়তো ভেবেছি যার বিরুদ্ধে রেপ করার অভিযোগ থাকে তার সাথে নীতি নিয়ে কথা বলা যায় না। হয়তো ভেবেছি যে লোক ট্যাক্স এড়াবার জন্যে লিখটেনস্টাইন যেতে চায় তার ভেতর আদর্শ আর কতটুকু থাকতে পারে।'

'ট্যাক্স এড়াবার কথা বলছেন, ফাঁকি দেয়ার কথা বলছেন না।'

'বলছি না, পার্থক্যটা আমার জানা আছে।' বলার সুযোগ থাকলেও রানা বলল না যে সে-ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর। 'এবং এ-ও বিশ্বাস করি যে আপনি বেআইনী কিছু করছেন না।'

'তবে নীতিসঙ্গত নয়?'

'আপনি ফ্যাক্টরি চালাচ্ছেন ফ্রান্সে, জার্মানীতে, অন্যান্য আরও অনেক দেশে অথচ ওই সব দেশকে ট্যাক্স দিচ্ছেন না।'

'দেশগুলোর সরকার এত ক্ষমতা রাখে যে তারা ইচ্ছে করলে বলতে পারে আমার রোজগার করা সব টাকাই তাদের। আমি যদি সব টাকা ওদের দিয়ে দিই, আমার আচরণটাকে কি আরও ন্যায়সঙ্গত বলা যাবে?'

'আপনি লিগ্যালিটি আর মরালিটি এক করে ফেলছেন, মি. রোডস্,' বলল রানা। 'আপনি ট্যাক্স দিতে রাজি আছেন কিনা সেটাই হলো আসল কথা। দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ।'

'লিগ্যালিটি আর মরালিটির পার্থক্যটা নিশ্চয়ই আপনি ব্যাখ্যা করবেন, মি. রানা?'

'প্রয়োজন দেখি না। আমি শুধু বলব, কোন সীমান্ত পেরোলেও মরালিটি বদলায় না।'

চাপা গলায় হেসে উঠল ফিদার।

খানিক পর জন রোডস্ বললেন, 'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এতটা কঠোর দেখে আশ্চর্যই হচ্ছি, মি. রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'প্রসঙ্গটা আপনি তুলেছেন।'

'মশিয়ে লিলাচ আমাকে বলেছেন, আপনি শর্ত দিয়েছিলেন আমি যদি সত্যি রেপ করে থাকি বা আমি যদি কারও সর্বনাশ করার জন্যে লিখটেনস্টাইনে যেতে চাই তাহলে কেসটা আপনি নেবেন না। তারমানে আপনার একটা আদর্শ আছে। এবং আপনি তখন ধরে নিয়েছিলেন আমি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এখন আপনি বলছেন আমার কাজ ন্যায়সঙ্গত বলে আপনি মনে করেন না। এরকম একটা ভুল আপনার হলো কেন?'

'আমি কোন ভুল করিনি,' হাসল রানা। 'মরালিটি আপেক্ষিকও হতে পারে। ট্যুরে যারা আমাদের বাধা দিতে চাইছিল আপনি তাদের চেয়ে বেশি মরাল। আপনি কাউকে খুন করার চেষ্টা করছেন না। কিন্তু ওরা আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছে। আপনি ট্যাক্সের ব্যাপারে সৎ কি অসৎ, এর সাথে আপনাকে আমার সাহায্য করার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি রেপিস্ট কিনা তার সাথে?'

'মশিয়ে লিলাচ অত্যন্ত নামকরা লইয়ার, তিনি বলেছেন ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। তাছাড়া, রেপ চার্জ সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতাও আছে।'

'আছে নাকি?' আগ্রহ প্রকাশ করল লরেলি। 'দু'একটা বলুন না, শোনা যাক।'

'গল্প? না, সময় নেই। রেপ চার্জের মজা হলো, এতে কোন সাক্ষী লাগে না। সাক্ষী থাকবে তা কেউ আশাও করে না। শুধু জানা দরকার নির্দিষ্ট একটা সময়ে লোকটা কোথাও একা ছিল, কেউ সেখানে তাকে দেখেনি, এবং মেয়েটা অভিযোগ করল তখন সেখানে লোকটা তাকে রেপ করেছে। গুরুত্ব পাবে, মেয়েটা কি বলছে। আর, কোনভাবে যদি অভিযোগ থেকে রেহাইও পাওয়া যায়, কলঙ্কের দাগ একটু থেকেই যায়।'

ফিদার বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি শুধু মেশিন-গান সম্পর্কে জানো।'

'এত সব কথা আপনি জানলেন কিভাবে?' একটু বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'রেপিস্টদের জানতে হয়!'

হো হো হা হা করে হাসতে লাগল ফিদার, এমনকি জন রোডস্ পর্যন্ত মুচকি একটু হাসলেন। শুধু রাগে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকল লরেলি।

'তবে,' হাসি থামার পর বলল রানা, 'মি. রোডস্, ষড়যন্ত্রের পিছনেও একটা কারণ থাকে। অভিযোগটা আনা হলো কেন?'

কয়েক সেকেন্ড পর জন রোডস্ বললেন, 'যাতে আমার গতিবিধি বাধা পায়। বিশেষ করে ফ্রান্সে। তবে অভিযোগটা এমনই, যে-কোন দেশে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। আর আমি যদি জেলে থাকি তাহলে এমন একটা ব্যাপার ঘটবে…এমন একটা ব্যাপার ঘটবে…যা আমরা এড়াতে চাইছি।'

হাসল রানা, জন রোডস্ কোন তথ্যই ফাঁস করতে চাইছেন না। 'কিন্তু আপনি ফ্রান্স ত্যাগ করার আগে মেয়েটা চিৎকার করেনি। তারমানে আপনাকে কেটে পড়ার সুযোগ দিয়েছে ওরা, কাঠগড়ায় দাঁড়াবার ঝুঁকির মধ্যে ফেলেনি। আরও একটা প্রশ্ন ওঠে। আপনার অনুপস্থিতিতেও তো বিচার হতে পারে, ফ্রান্সের আইনে সে-কথা আছে। হয়নি কেন?'

'আবেদন জানিয়ে সে-চেষ্টা বাতিল করে দিয়েছে মশিয়ে লিলাচ। বিবাদীরাও জোর তাগাদা দেয়নি।'

'দেবে কেন, জানেই তো অভিযোগ টিকবে না। এবারে আসল প্রশ্ন। অভিযোগ যখন মিথ্যে, আপনি লড়লেন না কেন?'

'উত্তরটা আপনিই দিয়েছেন, মি. রানা। গুরুত্ব পাবে, মেয়েটা কি বলছে। তাছাড়া, দুনিয়ায় এমন কোন কোর্ট নেই যেখান থেকে ভুল রায় বেরোয় না।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা, 'আমি কোর্টে লড়ার কথা বলছি না। অত দূর যাবার দরকারই বা কি!'

'বুঝলাম না!'

'মিথ্যে রেপ চার্জের যেমন অসুবিধে আছে তেমনি সুবিধেও আছে। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করবে মেয়েটার ওপর। সে যদি ভুয়া হয়, তারমানে তাকে ভাড়া করা হয়েছে। আর, একবার যদি তাকে কেনা যায়, দ্বিতীয়বারও তাকে কেনা যাবে। আরও বেশি টাকা পেলে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে বলবে, আপনি সে লোক নন–ব্যস, কেস ডিসমিস।'

'এ ধরনের সমাধানকে আমি টাকার অপচয় ছাড়া কিছুই মনে করি না,' কঠিন সুরে বললেন জন রোডস্।

রানা আর ফিদার দৃষ্টি বিনিময় করল। একটা চোখ টিপে রানাকে চালিয়ে যাবার উৎসাহ দিল ফিদার। 'ভেবে দেখুন, মি. রোডস্, তাতে আপনার অনেক টাকা বাঁচত। আপনি যদি এক মাস আগে কাজটা রানা এজেন্সিকে দিতেন, আর আমরা যদি বুঝতে পারতাম যে মেয়েটাকে কেনা সম্ভব, আজ তাহলে পুলিসের ভয়ে আপনাকে ফেরারি হতে হত না। একজন দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার উচিত ছিল...'

'একজন ব্যবসায়ীরও আদর্শ থাকতে পারে, মি. রানা। নৈতিক একটা ব্যাপার আছে...'

'নৈতিকতা? কি বলছেন! আমরা তো নীতি নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি ষড়যন্ত্র নিয়ে। আর যদি নীতিটাকেই বড় করে দেখতে চান, তাহলে কোর্টে দাঁড়িয়ে কেন লড়েননি?'

'মাফ করবেন, মি. রানা–আপনার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে বিষয়টা নিয়ে ভাবছি আমি।' শান্ত এবং নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললেন জন রোডস্। 'যেহেতু আমি নিরপরাধ, তাই কোর্টের কাছ থেকে আমার কিছু আশা করার নেই। কোর্টে যাওয়া মানে ভুল রায় পাবার ঝুঁকি নেয়া। আর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে ঘুষ দিতেও আমি রাজি নই। সুবিচারের জন্যে কেন আমি টাকা খরচ করব,

যেখানে সুবিচার আমার পাওনা অধিকার? এটা একটা নৈতিক প্রশ্ন।'

অনেকক্ষণ আর কেউ কিছু বলল না। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিদা বলল, 'ধনী লোক হওয়া বড় মজার, আঙুলে আঠা লাগিয়ে পাত্তি গোনো।'

'টাকা যার হোক, গরীবের বা ধনীর, সেটা খারাপ বা ভালভাবে ব্যবহার করার একটা প্রশ্ন কি নেই, মি. ফিদার?'

ভিউ মিররে তাকিয়ে রানা দেখল, জন রোডস্ সামান্য একটু ঝুঁকে আছেন সামনের দিকে, চোখের দৃষ্টি ফিদারের ঘাড়ের ওপর।

ফিদার সহাস্যে বলল, 'ধনীরা কিভাবে টাকা খরচ করে সেটা কোন দিনই আমার গুরুতর মাথাব্যথা ছিল না, মি. রোডস্। আমি শুধু বলব, আপনার একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে।'

'তা আছে,' বলল রানা। 'উনি একটা সাম্রাজ্য হারাতে পারেন, তবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি একটা আছে বটে।'

সাদা কালো মেঘে আবার ঢাকা পড়ে গেল আকাশ, তবে বৃষ্টি এল না। পাঁচটার খানিক পর কঁদাত-অঁ-ফেনিয়ের পেরিয়ে এল সিত্রোঁ। আবার দু'একটা করে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ঢালে ঢালে সবুজের সমারোহ। উত্তরমুখো হয়ে ঘণ্টায় নব্বুই কিলোমিটার গতিতে ছুটছে গাড়ি। লে রোঁ-কে পাশ কাটিয়ে আবার দক্ষিণমুখো হলো ওরা, কোথাও থামল না। ক্লান্তির এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে রানা, জানে একবার থামলে আবার শুরু করতে পারবে না।

গ্রামটার নাম ডিনাডান। সাইনবোর্ডটা ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে, সেটার পাশেই গাড়ি থামাল রানা, গ্রামটাকে দেখতে পাবার আগেই।

'কোথায় যেতে চাইছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ফিদার। 'কোন ফার্মে?'

'না, গ্রামের ভেতর একটা বাড়িতে।'

রাস্তার কিনারাটা ইঙ্গিতে দেখাল ফিদার। 'ফোনের তার। চারটে লাইন।'

গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা, মনে হলো জয়েন্ট খুলে আলাদা হয়ে যাবে হাত-পা। 'এখুনি আসছি,' বলে রাস্তা পেরোল ও, ঢাল বেয়ে চলে এল মাথায়, তারপর নামতে শুরু করল। ঢালের নিচেই একটা পাথুরে গেট, ভেতরে কবরস্থান।

ক্লড মরেলিঁর কবরে ফুল দিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ঘুরতে যাবে, পিছন থেকে লরেলি বলল, 'তাজা বাতাসের জন্যে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম আপনাকে চোখে চোখে রাখলে ফিরতে দেরি হবে না। আপনি কিছু মনে করলেন না তো?'

মাথা নাড়ল রানা, গেট পেরিয়ে ঢালের দিকে এগোল।

'ভদ্রলোক...কে ছিলেন?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'বন্ধু, আমরা একসাথে কাজ করতাম,' বলল রানা। 'একটা অ্যাসাইনমেন্টে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি খায় ক্লড। এই গ্রামে ওর মা-বাবা আছেন, তাঁদের কাছেই এসেছি আমরা।'

গাড়িতে ফিরে এসে আবার স্টার্ট দিল রানা।

স্লেট রঙের পাথর দিয়ে তৈরি গ্রামটা। বাড়িগুলো সরু সরু, একটার সাথে আরেকটা গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে সার সার দেবদারু গাছ, ডালে এখনও পাতা আসেনি। গ্রামের চার্চটা দুর্গের মত দেখতে। আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে তিনতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল রানা। দোতলায় একটা ঝুলবারান্দা, পাথুরে সিঁড়িটা সেখান থেকে রাস্তার কিনারায় নেমে এসেছে। সিঁড়ির তলায় বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক ঝাঁক মোরগ-মুরগী। ধূসর একজোড়া বিড়ালও দেখা গেল, .ানার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন চোর এসেছে।

গাড়ি থেকে নামল রানা, কিন্তু কোথাও না গিয়ে হেলান দিল সিত্রোঁর গায়ে। বাড়ির ভেতর যারা আছে তাদেরকে একটা সুযোগ দিতে চায় আগে দেখতে পাবার। এক মিনিট পর সিঁড়ির মাথার দরজা দড়াম করে খুলে গেল, ধাপ বেয়ে তর তর করে নেমে এল অ্যাপ্রন জড়ানো মোটা একটা বস্তার আকৃতি।

'রানা, আমাদের লক্ষ্মীসোনা!' ছুটে এসে রানার বুকে আছাড় খেলেন মহিলা। 'আমার মন বলছিল তুমি আসছ! সেই গত বছর তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি অপেক্ষা করছি...' ম্যাডাম মরেলি বুকের সাথে এত জোরে চেপে ধরলেন, দম বন্ধ হয়ে এল রানার। হাসি এবং কান্না বুড়ির চেহারায় দুটোই দেখতে পেল ওরা গাড়ি থেকে।

অভ্যর্থনার ধকল একটু সামলে উঠে রানা কুশলাদি জানতে চাইল, তারপর বলল, 'একটু বিপদে আছি, ম্যাডাম মরেলি। পুলিস লেগেছে পিছনে। রাত কাটানোর জন্যে একটু জায়গা দরকার।'

শুনেও কোন গুরুত্ব দিলেন না ম্যাডাম মরেলি। 'ও-সব কথা পরে হবে। আগে ঠাণ্ডা হও...'

পিছন থেকে জন রোডস্ বললেন, 'আপনি ওকে বলতে পারেন যে আমরা পেমেন্ট করব...'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' ধমক দিল রানা। 'আমাকে ওঁরা আপনজন বলে জানেন।'

সিঁড়ির মাথায় উদয় হলেন মশিয়ে জ্যাকুয়েস মরেলি। বিশাল শরীর, গোটা মাথা জুড়ে টাক, চওড়া গোঁফ। মুচকি মুচকি হাসছেন। 'ছেলেটাকে তুমি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?' স্ত্রীকে বললেন তিনি। 'ওদেরকে ওপরে আনো।'

সোজা রান্নাঘরে ঢুকে টেবিলে বসে পড়ল রানা। 'আমি খাব।' তার দেখাদেখি বাকি সবাইও বসল, মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। 'খিদে পেয়েছে।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রানার কুশলাদি জানতে চাইলেন ম্যাডাম আর মশিয়ে, কিন্তু ম্যাডামের হাত থেমে নেই। দুটো চুলো জ্বালা হয়েছে, একটায় পাউরুটি সেঁকা হচ্ছে, আরেকটায় ডিম পোচ, সবই একহাতে করছেন ম্যাডাম মরেলি।

অন্যান্য সব ঘরের মত, রান্নাঘরেও ক্লড মরেলিঁর একটা বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে।

স্মৃতি বেদনাদায়ক হলেও, মরেলিঁ পরিবারের জন্যে সামান্য একটা কিছু করতে পারায় মানসিক শান্তিটা হারায়নি রানা। ক্লড মারা যাবার পর ফ্রান্সের একটা ব্যাংকে ক্লডের বাবা-মার নামে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে, দশ লাখ ফ্রঁঙ্ক রানা এজেন্সির তরফ থেকে জমা রাখা হয়েছিল। তা থেকে বছরে যা ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, বুড়ো-বুড়ির তাতে ভালই চলে যায়। ওদের আর কোন সন্তান নেই।

ক্লড মারা যাবার পর এ-বাড়িতে থাকেনি সোফিয়া। চাকরি ছেড়ে দেয়ায় এজেন্সি থেকে সে-ও মোটা একটা টাকা পায়, তার সাথে যোগ হয় রানার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে দেয়া দশ লাখ ফ্রাঁ এবং বীমার টাকা। মা-বাবার সাথেও থাকেনি সোফিয়া, স্বামীর কিনে রাখা একটা জায়গায় বসবাস করছে সে। বিয়ে করেনি, নিজস্ব ব্যবসার কাজে ব্যস্ত রেখেছে নিজেকে। শ্বশুর-শাশুড়ির নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখে সে।

হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে ওরা, বুড়ো-বুড়ি পরিবেশন করছে। এক সময় রানার কানের কাছে ফিসফিস করলেন ম্যাডাম, যদিও সবাই শুনতে পেল, 'উনি বোধহয় মি. জন রোডস্, তাই না?' তারমানে খবরের কাগজ পড়ে ব্যাপারটা তিনি জেনেছেন। রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না উনি রেপ করতে জানেন!'

বিষম খাচ্ছিল রানা, কোন রকমে সামলে নিল। ওর পিঠে একটা ঘুসি মারল ম্যাডাম। নিজেকে সামলে নিয়ে রানা বলল, 'চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে ওনাকে।'

'সে আমি আগেই বুঝেছি, তোমার সাথে ওঁকে দেখেই,' ম্যাডাম মন্তব্য করলেন।

জ্যাকুয়েস মরেলিঁ এ-প্রসঙ্গে কোন কথা বললেন না, অন্দরমহলটা তিনি স্ত্রীর ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

জন রোডসের প্রতিক্রিয়া একটু দেরিতে হলো, রানাকে তিনি বললেন, 'আমার সম্পর্কে এ-ধরনের কথাবার্তা...আমি ঠিক পছন্দ করছি না।'

'আপনি রেপ করতে জানেন না, এই কথাটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিন্তু কথাটা কি মিথ্যে বলেছেন ম্যাডাম মরেলিঁ? আপনার দ্বারা সম্ভব? আপনিই বলুন?'

'আমরা অন্য কোথাও রাত কাটাতে পারি না?' জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি পারেন, গাছতলায়,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'কিন্তু ওখানেও লোকে আপনাকে বিরক্ত করবে। সম্ভবত এই একই ধরনের প্রশংসা করে।'

'প্রশংসা তো অবশ্যই,' জন রোডসের প্লেটে আরও রুটি আর ডিম দিতে দিতে বললেন ম্যাডাম মরেলিঁ। 'কাউকে রেপ করা যেমন জঘন্য একটা অপরাধ, তেমনি কারও বিরুদ্ধে মিথ্যে রেপের অভিযোগ আনাও জঘন্য একটা

কাজ। মন খারাপ করবেন না, মি. রোডস্। আমাদের লক্ষ্মীসোনার সাথে আছি আমরা, তারমানে আপনার পক্ষে।'

জন রোডসের চেহারা থেকে খানিকটা মেঘ কেটে গেল।

সিত্রোঁর জন্যে নতুন একটা নাম্বার প্লেট দরকার, মশিয়ে জ্যাকুয়েসকে বলল রানা। একটু চিন্তা করে তিনি বললেন, তাঁদের সিত্রোঁ আই-ডি থেকে খুলে দিতে পারেন তিনি। পুলিস যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তারা বলবেন, ওটা চুরি গেছে। কিন্তু পুলিস আসবে না, কারণ তাঁরা জানেন পুলিস কোনদিনও ধরতে পারবে না রানাকে।

সবাই কফি নিয়ে বসেছে, আসছি বলে বেরিয়ে গেলেন মশিয়ে জ্যাকুয়েস। একটু পর ম্যাডামও গেলেন, সবার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে।

ফিদারকে রানা বলল, 'গাড়ির নম্বর বদলানো হচ্ছে।'

'কিন্তু কাগজ-পত্র তো পুরানোই থাকবে, সীমান্ত পেরোব কিভাবে?'

'এমনিতেও আমরা সীমান্ত পেরোতে পারব না, পুলিস ইতিমধ্যে সিত্রোঁর নম্বর জেনে ফেলেছে।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকালেন জন রোডস্। 'আমরা তাহলে কি করব?'

'কথাটা ভাবা উচিত ছিল বোটটাকে যখন তিন মাইলের ভেতর নিয়ে এলেন। এখন…কাউকে না জানিয়ে যদি জেনেভায় পৌঁছুতে পারি, ওখান থেকে নতুন একটা গাড়ি ভাড়া করা যেতে পারে। তাছাড়া, সুইস ট্রেন তো আছেই।'

ভারী গলায় ফিদার বলল, 'আমি গাড়িই পছন্দ করব।'

রানাও জানে, ট্রেনে গোলাগুলি হলে অনেক সাক্ষী থেকে যাবে।

ব্যাপারটা নিয়ে ওরা আলোচনা শেষ করেছে এই সময় ফিরে এলেন ম্যাডাম, হাতে নীল ওয়াইনের একটা বোতল। প্রথমে রানার গ্লাসে ঢাললেন তিনি, তারপর ফিদারের গ্লাসে ঢালতে গেলেন। দ্রুত, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ফিদার। তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন ম্যাডাম, কিন্তু কোন প্রশ্ন করলেন না। জন রোডস্ নিজের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলেন, দেখাদেখি লরেলিও।

হঠাৎ বোতলের গায়ে চোখ আটকে গেল রানার। লেবেলে লেখা রয়েছে, মরেলিঁ। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ও। 'বোতলে এটা কেন লেখা রয়েছে?'

'ক্লডের বউ, সোফিয়া,' এক গাল হেসে বললেন ম্যাডাম। 'মদের কারখানা চালাচ্ছে। এদিকে এসেছ যখন, ওর সথে দেখা না করে যেয়ো না। ওর খুব দুঃখ যে…'

'ঠিক বলতে পারছি না…'

'প্লীজ, রানা। কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগটা অন্তত আমাদের পাওয়া উচিত। এই যে আমরা এত ভাল অবস্থায় আছি, এ কার কারণে?' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ম্যাডাম মরেলিঁ, ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর।

*

দু'ঘণ্টা পর ডিনার, কিন্তু অপেক্ষা করতে রাজি হলো না ফিদার। দুটো স্লিপিং পিল খেয়ে সে জানাল, তাকে ঘুমাতে হবে। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন ম্যাডাম, আবার হাসিখুশি হয়ে উঠেছে পরিবেশটা। ফিদারকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি, তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেবেন। যাবার সময় জন রোডসকে ফিদার বলল, 'যদি গুলি খান, আমি দুঃখিত হব।'

ডিনারের পর জন রোডস্ সিদ্ধান্ত নিলেন লিখটেনস্টাইনে একটা মেসেজ পাঠাবেন, রানারও মশিয়ে লিলাচকে ফোন করার কথা মনে পড়ল। রাজনীতির সাথে জ্যাকুয়েস মরেলিঁ জড়িয়ে আছেন, তাই বাড়ির ফোন নিরাপদ নয় বলে মত প্রকাশ করলেন ম্যাডাম, জানালেন নতুন রেস্তোরাঁটা থেকে ফোন করলে কোন অসুবিধে হবে না। রানার সাথে লরেলি এল রেস্তোরাঁয়। জন রোডস্ নিজে ফোন করবেন না, জানা কথা।

রেস্তোরাঁর এক কোণে একটা বাক্সের ভেতর ফোনটা। অপারেটরকে নম্বর দিল লরেলি। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'কি বলব? কখন পৌঁছব আমরা লিখটেনস্টাইনে?'

'কাল সন্ধ্যার মধ্যে—ভাগ্য সহায়তা করলে।'

'কতটা?'

'বেশ অনেকটা। সীমান্তে যদি আমাদের খোঁজে লোক থাকে, রাতের অন্ধকার ছাড়া পেরোনো যাবে না।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল লরেলি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে যদি আমাদের ধরতে না পারে, ভাববে না আমরা চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'রঙ অ্যাপ্রোচ টু পুলিস মেন্টালিটি। ধরতে না পারলে ওরা ভাববে আমরা পালাবার চেষ্টাই করিনি। দুর্ভাগ্য, ঠিকই ভাববে ওরা।'

লাইন পেয়ে গেল লরেলি, সরে এসে একটা খালি টেবিলে বসল রানা।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় ম্যাডাম আর মশিয়ের সাথে বসে ড্রইংরুমে কফি খাচ্ছে রানা, পিছনে ফিদারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন জন রোডস্। ম্যাডাম মরেলিঁ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন রানার সাথে আছে বলেই ওদেরকে খাতির-যত্ন করা হচ্ছে। জ্যাকুয়েস মরেলিঁ কাল রাতে বাড়ি ছিলেন না, ম্যাডামের সাথে শুয়েছিল লরেলি। জন রোডস্ আর ফিদারকে দেয়া হয়েছিল একটা কামরা। বাড়ির সবচেয়ে সেরা কামরাটা খুলে দেয়া হয়েছিল রানার জন্যে, ক্লড মরেলিঁ মারা যাবার পর থেকে তালা দিয়ে রাখা হয় ওটা।

সামান্য কিছু নাস্তা মুখে দিয়ে কাপে কফি ঢেলে নিল ফিদার, জানতে চাইল, 'কাল রাতে মশিয়ে লিলাচকে ফোন করেছিলে?' জ্যাকুয়েস মরেলিঁ আগেই বিদায় নিয়েছেন, নাস্তা দিয়ে ম্যাডামও চলে গেলেন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। ফিদারকে লক্ষ্য করছে ও। ঘুমালেও চেহারা থেকে ক্লান্তির ছাপ সম্পূর্ণ দূর হয়নি, নড়াচড়ার মধ্যে মন্থর একটা ভাব। তবে কাপ ধরা হাতটা স্থির।

'কি বললেন তিনি?'

'বললেন রাতের মধ্যেই সিমপ্লন-ওরিয়েন্ট ট্রেন ধরে জেনেভায় পৌঁছে যাবেন। আমরা যদি সীমান্ত পেরোতে না পারি, উনি সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। খানিকটা সাহায্য হয়তো পাব...'

ফিদারের দৃষ্টি কাপের ভেতর। 'বিপদ হয়েও দেখা দিতে পারেন, সত্যি যদি পুলিস তাঁর ওপর নজর রেখে থাকে।'

'হ্যাঁ। তবে উল্টোটাও ঘটতে পারে। পুলিসকে তিনি হয়তো আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর সাথে কথা বলার বা একসাথে হবার দরকার কি!'

ঝট্ করে মুখ তুললেন জন রোডস্। 'লিখটেনস্টাইনে আমার সাথে তাঁকে থাকতেই হবে!'

সেটা অন্য সমস্যা, ভাবল রানা। জেনেভা ছাড়িয়ে খানিকদূর যাবার পর মশিয়ে লিলাচকে ফোন করা যায়। প্লেনে করে তাঁর জুরিখে পৌঁছুতে লাগবে দু'ঘণ্টা, তারপর ট্রেন ধরে বা গাড়ি নিয়ে লিখটেনস্টাইনে চলে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়।

জন রোডস্ বললেন, 'বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমি তৈরি।' কথাগুলো নির্দেশের মত শোনাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা। রানার ব্রীফকেসে হাতে বোনা উলের মোজা আর সোয়েটার ভরে দিলেন ম্যাডাম, ছলছলে চোখে ওর জন্যে প্রার্থনা করলেন, প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন বারো মাসের মধ্যে আবার আসতে হবে রানাকে। সবশেষে চুমো খেলেন, কানে কানে বললেন, 'এবার যখন আসবে সাথে যেন রাঙা টুকটুকে একটা বউ থাকে!'

রানা গাড়ি ছাড়ার পর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। প্রথম নড়ে উঠল ফিদার, আগ্নেয়াস্ত্রটা গোড়ালির কাছে রাখল সে। তারপর ম্যাপের ভাঁজ খুলল। 'রোঁ আর সত্তর কিলোমিটার। নদীটা কোথায় পেরোব আমরা?'

'সম্ভবত ল পাউজিন-এর কাছে।'

'নদীটা বড়,' সন্দেহের সাথে বলল ফিদার। 'ওরা হয়তো সব ক'টা ব্রিজের ওপর নজর রাখছে।'

'আশা করছি ওরা ভাববে আমরা লিয়নের উত্তর দিক থেকে নদীটা পেরোব। মশিয়ে লিলাচ বোটে টেলিগ্রাম পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন, কাজেই ওরা ধরে নেবে আমরা প্যারিস থেকে যাচ্ছি। আর লিয়ন থেকে দশটা ব্রিজ পাশ কাটালে তারপর ল পাউজিন ব্রিজ পড়বে।'

'হুম।'

সামনের দিকে ঝুঁকে জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'পুলিস কতটা কি জানে বলে আপনার ধারণা, মি. রানা?'

'জানে...,' আঙুলের গিঁট গুনতে শুরু করল রানা, 'আমরা ফ্রান্সে আছি। আমরা চারজন। মিস লরেলির কথা অবশ্যই নাবিকরা জানিয়েছে, তবে আমার আর ফিদারের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেনি। নাবিকদের দু'জন মাত্র কাছাকাছি

এসেছিল, অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পায়নি। আর টেলিগ্রামের কথাটা জানে।'

লরেলি বলল, 'কেন, ট্যুরে যে মারামারি করলেন আপনারা? ওদের কাছ থেকে পুলিস কিছু জানবে না?'

ফিদার বলল, 'না। হাতুড়ে কোন ডাক্তারকে দিয়ে লীডারের কাঁধ মেরামত করবে ওরা। পুলিসকে জানাবে কিভাবে, ব্যাখ্যা করতে হবে না ওখানে কি করছিল তারা?'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলে জন রোডস্ বললেন, 'আশা করি আপনারা কোন ভুল করছেন না!'

'গড, শুধু আমাদেরকে প্রতিবার নির্ভুল হতে হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু পুলিস একবার নির্ভুল হলেই ব্যস, খেল্ খতম।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ফিদার। 'তুমি, রানা, অ্যাডভেঞ্চারটা উপভোগ করছ না!'

ডিনাডান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ঘন একটা পাইন বনকে পাশ কাটাল ওরা, এখান থেকে ঢাল বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা। সামনে পাথুরে চূড়া নিয়ে পাহাড়।

পাহাড়ের কাঁধে উঠে বাঁক নিল রানা, বাঁ দিকে। সামনে একটা লম্বা গর্তের ভেতর ডুবে আছে রাস্তাটা, দু'পাশে মাথায় ঝোপ-ঝাড় নিয়ে উঁচু পাঁচিল।

হালকা সবুজ একজোড়া রেনোয়া ফোর-এল ব্যারিকেড তৈরি করেছে।

সতর্কতার সাথে প্ল্যান করা হয়েছে। দুই গাড়ির পিছনের অংশ প্রায় ঠেকে আছে পরস্পরের সাথে, তীর চিহ্নের মাথার আকৃতি নিয়ে ওদের দিকে তাক করা। যাই করুক রানা, সংঘর্ষ অনিবার্য।

এক সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল ও, অপ্রত্যাশিত এই একটা কাজই করার আছে ওর। সংঘর্ষের ঠিক আগের মুহূর্তে, গোড়ালির কাছ থেকে ছোঁ দিয়ে অস্ত্র তুলল ফিদার, উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে পর পর দুটো গুলি করল।

কর্কশ ধাতব শব্দে রি রি করে উঠল শরীর, সেই সাথে তীব্র ঝাঁকি খেলো ওরা। তারপর হঠাৎ করে সব স্থির এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

রানার মুখ স্টিয়ারিং হুইলে বিশ্রাম নিচ্ছে, তবে খুব জোরে আঘাত পেয়েছে বলে মনে হলো না। এক হাতে হাতল ধরে দরজায় লাথি মারল ও, গড়িয়ে নেমে এল রাস্তায়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ম্যাপ, মাউজার, স্পেয়ার ম্যাগাজিন—খোলা ব্রীফকেস থেকে। শব্দ শুনে বুঝল, আরেক দিক থেকে ফিদারও নেমে পড়েছে।

ভাঙা কাঁচের ওপর শুয়ে চারদিকে তাকাল রানা, হাতে ফিরে এসেছে মাউজারটা। ওকে তিন দিক থেকে কাভার দিচ্ছে সিত্রোঁ, রাস্তার পাশে ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল, আর দুটো রেনোয়ার একটা—ধাক্কা খেয়ে একপাশে সরে গিয়েছে, এই মুহূর্তে সেটা সিত্রোঁর পিছনে রয়েছে। সিত্রোঁর তলা দিয়ে ফিদারকে

দেখতে পেল রানা। তার নিজের দিকে পাঁচিল ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে সে।

গাড়ির তলা দিয়ে রানার দিকে তাকাল ফিদার। 'আমার মাথার ওপরটা কাভার দাও,' বলল সে।

'ঠিক আছে।' তারপর বুঝতে পারল রানা আসলে কি বলতে চায় ফিদার।

অ্যামবুশটা ওরা খুব ভাল একটা জায়গায় পেতেছে। গর্তের ভেতর পাথুরে পাঁচিল থাকায় দু'পাশে কোথাও ওরা পালাতে পারবে না। সামনে একটা রেনোয়া থাকায়, এবং নিঃসন্দেহে আড়ালে লোক থাকায় ওদিকে যাবার পথও বন্ধ। পিছনে খানিক দূরেই বাঁক, লোকও না থেকে পারে না। নির্দিষ্ট, ছোট্ট একটা জায়গায় আটকা পড়ে গেছে ওরা। পাঁচিলের ওদিকেও প্রতিপক্ষরা আছে, ধরে নিতে হবে।

তবে সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে রেনোয়া দুটোকে ধাক্কা দেয়ায় গোটা দৃশ্যটাকে কয়েক গজ দূরে সরিয়ে এনেছে রানা। গুলি করার আগে প্রতিপক্ষকে জায়গা বদল করতে হবে।

রানার মাথার ওপর থেকে গুলির শব্দ হলো, সিত্রোঁর ছাদে লেগে পিছলে গেল বুলেট। পাল্টা জবাব দিল ফিদার। পাঁচিল খাড়া হওয়ায়, এবং গোড়ার দিকটা ভেতর দিকে দেবে থাকায়, রানার দিকের লোক রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারবে না। ফিদারের দিকের লোকও ফিদারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারবে না। এদিকের পাঁচিল থেকে ওদিকে গুলি করতে হবে, ওদিকের পাঁচিল থেকে এদিকে।

হঠাৎ ফিদারের মাথার ওপর পাঁচিল থেকে হাত বাড়িয়ে রানার দিকে দুটো গুলি করল এক লোক। শরীর গুটিয়ে নিয়ে সিত্রোঁর গায়ে সেঁটে এল রানা। কাঠের হোলস্টারটা মাউজারের পিছনে আটকে শোল্ডার পীস তৈরি করল, টেনে অটোমেটিকে নিয়ে এল বাটন।

আরেকটা গুলি হলো, পিছনের রাস্তা থেকে। রানার পাশের দোমড়ানো রেনোয়ায় লাগল বুলেট। তারপর আরেকটা। মনে হলো যেন একটা সঙ্কেত দেয়া হলো। পাথরের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এল এক লোক, একের পর এক গুলি করল, কিন্তু সব কটা বুলেট বেরিয়ে গেল রানার মাথার ওপর দিয়ে।

মাউজারটা কাঁধে ঠেকাল রানা, বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ম্যাগাজিন, তারপর ফায়ার করল। সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণের সাথে রানার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইল মাউজার। লোকটা লাফ দিয়েছিল আবার পাথরের আড়ালে চলে যাবার জন্যে, শূন্যে থাকতেই দমকা বাতাস যেন আরেক দিকে ঠেলে নিয়ে গেল তাকে, হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিল যেন বাতাসে ভর করে উড়তে চাইছে। ঘাড় ভাঙা মাথাটা নড়বড় করতে লাগল। একটা পাথুরে স্তূপের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

বিস্ফোরণের আওয়াজে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে রানার, শুনতে পেল ফিদার বলছে, 'বাটনটা সিঙ্গল শটে আনো।'

এত দ্রুত ফায়ার হয়, প্রতিটি শট আলাদাভাবে শোনা সম্ভব নয়। রানা

আন্দাজ করল দশটা গুলি বেরিয়ে গেছে, ম্যাগাজিনের অর্ধেক।

'গুনেছি,' বলল ফিদার। 'ওরা মাত্র তিনজন চেহারা দেখিয়েছে।' রানার দিকে পাঁচিলের মাথা লক্ষ্য করে আবার গুলি করল সে।

তারপর আর কোন শব্দ নেই। গাড়ি তিনটের অবস্থান খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল রানা। দ্বিতীয় রেনোয়াটা তির্যক ভঙ্গিতে সিত্রোঁর সামনে, পিছনটা সিত্রোঁর নাকের সাথে আটকানো। আড়াল হিসেবে ভাল কাজে আসছে ওটা। লোকগুলো যারাই হোক, সাথে করে গ্রেনেড আনতে ভুলে গেছে। গ্রেনেড থাকলে চেহারা না দেখিয়েও চারজনের দলটাকে অনায়াসে খতম করে দিতে পারত।

রানার পিছন থেকে একটা গুলি হলো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল ও, তারপর উপলব্ধি করল বুলেটটা ওর কাছাকাছি কোথাও আসেনি।

রাস্তার মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতের পিস্তল আকাশের দিকে তাক করা। চিৎকার করে বলল, 'ফিদার!'

সিত্রোঁর তলায় থাকলেও অস্ত্র ধরা ফিদারের হাতটা ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। পরপর তিনটে গুলি করল সে। আবার যখন পিছনের রাস্তায় তাকাল রানা, লোকটার প্রাণহীন দেহ একটা স্তূপের আকৃতি নিয়েছে।

রানার দিকের পাঁচিলের মাথা থেকে আরও দুটো গুলি হলো, সিত্রোঁর ছাদে লাগল বুলেট। খাড়া হলো ফিদার, গাড়ির ছাদের কিনারা থেকে গুলি করল, তারপর রানার দিকে ব্যাকুলচোখে তাকাল। 'ওটা একবার দাও আমাকে, প্লীজ!'

সিত্রোঁর ওপর দিয়ে মাউজারটা ছুঁড়ে দিল রানা। লুফে নিয়ে পাঁচিলের মাথা লক্ষ্য করে ব্রাশ করল ফিদার। এরপর সে গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, যদিও তাকিয়ে আছে পাঁচিলের দিকে। সিধে হলো রানা, হেঁটে চলে এল ফিদারের পাশে, সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে।

মনে হলো নির্জন হয়ে গেছে গোটা এলাকা। আর কোন গুলি হলো না।

'ওই একজনই ছিলো,' বলল ফিদার। 'শুধু মাথাটা দেখতে পেয়েছি, ছুটে পালাচ্ছিল।' খালি মাউজারটা রানাকে ফেরত দিয়ে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনে কার্ট্রিজ ভরতে ভরতে ফেলে আসা রাস্তা ধরে এগোল সে। তার পিছু নিয়ে রানাও ওর মাউজারে ম্যাগাজিন ভরে নিল।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ফিদার, তার পাশে এসে থামল রানা।

'স্টুপিড বাস্টার্ড!' গুলি খাওয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে ফিদার। বিচলিত, নরম শোনাল তার গলা। 'পাগল নাকি, কি করতে চাইছিল? রাস্তার মাঝখানে বেরিয়ে এসে চিৎকার করার মানে কি?' একটা পা তুলল সে, রানার মনে হলো লাশের গায়ে লাথি মারবে। কিন্তু না, জুতোর ডগা দিয়ে লাশের হাত থেকে পিস্তলটা শুধু খসিয়ে নিল।

'চেনো?' রানার দিকে তাকাল ফিদার।

মাথা ঝাঁকাল রানা। লোকটা বেলিং–ইউরোপের সেরা গানম্যানদের অন্যতম। ফিদারের বদলে রানা যাদেরকে চেয়েছিল তাদের একজন।

'আমিও চিনি ওকে,' বলল ফিদার। 'আমাকে দেখে চিনতে পারে...নাম

ধরে ডাকল। কিন্তু কি চাইছিল ও?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সম্ভবত যুদ্ধবিরতি। তার হয়তো বিশ্বাস ছিল কুকুর কুকুরের মাংস খাবে না। জন রোডসকে চাইতো সে, পেলে আমাদেরকে নিরাপদে ফিরে যেতে দিত।'

অবাক হয়ে তাকাল ফিদার। 'কি বলছ!'

'ভেবে দেখো এর চেয়ে ভাল কিছু পাও কিনা।'

লাশের দিকে ফিরল ফিদার। 'স্টুপিড বাস্টার্ড! বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা সিরিয়াস?' তারপর আবার তার গলা কোমল হয়ে উঠল, 'বেলিং আমার হাতে শেষ হবে এ আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি।'

বেলিং-ও কি ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু সে-কথা না বলে রানা বলল, 'এবার কিন্তু ওদেরকে প্রথম দল হিসেবে মানিয়েছে, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিট্রোঁর দিকে হাঁটা ধরল ফিদার।

বেলিংকে সার্চ করে তেমন কিছু পেল না রানা, ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ও। এখনও সিট্রোঁয় বসে আছেন জন রোডস্। লরেলি নিচে নেমে মাউজারের খালি কার্ট্রিজ কেসগুলো কুড়োচ্ছে, সম্ভবত ফিদারের নির্দেশে। সিট্রোঁর নাকের সাথে আটকে থাকা রেনোয়া পরীক্ষা করছে ফিদার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। প্রথমবারই স্টার্ট নিল গাড়ি। সুইচ অফ করে সিট্রোঁর সামনে চলে এল ও।

দ্বিতীয় রেনোয়া চিঁড়ে-চ্যাপ্টা চেহারা পেয়েছে, পিছনের বাঁ চাকাটা দোমড়ানো কাঠামোর ভেতর এমনভাবে ঢুকে পড়েছে, ঘুরছে না। সিট্রোঁর সাথে রেনোয়াকে আলাদা করতে গলদঘর্ম হয়ে গেল দু'জন। সামনের রাস্তায়, খানিক দূরে, পাঁচিল নেই, কিন্তু চাকা না ঘোরায় রেনোয়াকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না, কাজেই কিনারা থেকে ওটাকে ফেলে দেয়ার প্ল্যান বাতিল করতে হলো। সিট্রোঁর অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল রানার। দুটো হেডলাইটই চুরমার হয়ে গেছে। গাড়ির নিচে তাকাল ও। সামনের দুই চাকার মাঝখানের পাথুরে রাস্তার ওপর লালচে তরল পদার্থ দেখে মাথা ঘুরে উঠল। টপ্ টপ্ করে ঝরছে তেল। মেইন হাইড্রলিক রিজারভয়ার ফুটো হয়ে গেছে। সিধে হয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে ফিদারকে বলল রানা। 'কিছুদূর হয়তো যেতে পারব, তবে দেরি করলে তাও পারব না।'

'রাইট,' লরেলির দিকে ফিরে বলল ফিদার। 'গাড়িতে উঠুন, তাড়াতাড়ি।'

ফ্যাকাসে দেখাল লরেলিকে, দু'হাতে পেটের কাছে ধরে আছে খালি শেলগুলো। ব্রীফকেস খুলল রানা, লরেলি ভেতরে ফেলল সব। তারপর সে বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত...এ-ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন...'

'তাড়াতাড়ি,' তাগাদা দিলো ফিদার। এক রকম ঠেলেই লরেলিকে ব্যাক সীটে তুলে দিল সে।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা।

'গাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা করা যাবে তো?' জন রোডস্ জানতে চাইলেন।

'না,' বলল রানা। 'দেখছেন না গাড়ির চেহারা। গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, কোন গ্রামেও নিয়ে যাওয়া যাবে না।' ফিদারের সামনে উইন্ডস্ক্রীনে দুটো গর্ত, একটা বুটের ঢাকনি ভেদ করে গেছে, দুটো ছাদ ফুটো করেছে, আরেকটা গর্ত জন রোডসের পাশে দরজায়।

'এখন তাহলে কি হবে?'

'কারও চোখে না পড়ে যতটা যেতে পারি যাব, একটা ফোন পেলে কাউকে ডেকে বলব, হেলপ!'

পরবর্তী প্রশ্নটা কি হবে জানা আছে রানার—কাকে? উত্তরটা ওর নিজেরও জানা নেই। যদিও জন রোডস্ শুধু বললেন, 'পৌঁছুতে তাহলে দেরি হয়ে যাবে।'

সামনে ঢাল, সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। সামনে আর রাস্তার দু'পাশে অস্থির চোখে তাকিয়ে আছে ফিদার। সে ভোলেনি একজন গানম্যান পালিয়ে আছে।

ঢালের দু'পাশে গাছপালার সংখ্যা বাড়তে লাগল। সামনে বোধহয় বনভূমি। খক্ খক্ করতে শুরু করল এঞ্জিন, জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে। মাত্র চার কিলোমিটারের মতো এগিয়েছে ওরা।

বনভূমির ভেতর গিয়ে ঢুকল পথটা, এখনও ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। সামনে পায়ে চলা একটা পথ দেখে হুইল ঘোরাল রানা, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল সিত্রোঁ। তারপর একটা গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে থেমে গেল। 'এখন থেকে গা সম্বল,' ঘোষণা করল রানা।

চারদিকে ফার গাছ, আর রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে ওরা, সহজে কারও চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। রানা আর ফিদার একসাথে নিচে নামল। সিত্রোঁর সামনে আর পিছন থেকে নাম্বার প্লেট খুলল রানা, পুরানো প্লেট জোড়াও ওর হাতে রয়েছে। ভেতর থেকে লাগেজ বের করার পর ফিদার ব্যস্ত হয়ে উঠল হাতের ছাপ মোছার কাজে।

জন রোডস্ বললেন, 'গাড়িটা আমার। বীমা কোম্পানী পেমেন্ট করবে কিনা সন্দেহ।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না। লরেলিকে সাথে নিয়ে কিছু ডালপালা কেটে নিয়ে এল ফিদার, ছড়িয়ে দেয়া হলো সিত্রোঁর গায়ে। তারপর হাঁটা ধরল ওরা।

রাস্তায় ফিরে এসে জন রোডস্ বললেন, 'এঞ্জিনের নম্বর দেখে গাড়িটা কার জেনে ফেলবে ওরা।'

'হ্যাঁ, তবে কয়েক ঘণ্টা পর।'

সামনে একটা ঝর্ণা পাওয়া গেল, জঙ্গলের ওখানেই শেষ। কিন্তু ঢাল থেকে নামার পর আবার শুরু হলো জঙ্গল। একটু ভেতরে ঢুকে একটা নাম্বার প্লেটের সাহায্যে নরম মাটিতে গর্ত করল রানা, তারপর প্লেটগুলো গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিল। ফিদার সব সময় জন রোডসের পিছনে থাকছে, সে জিজ্ঞেস করল, 'প্ল্যানটা কি, রানা?'

'সামনে গ্রাম পাব, তবে এত মালপত্তর নিয়ে চারজন একসাথে ঢোকা উচিত হবে না,' বলল রানা। 'বলা যায় না, অ্যামবুশের ঘটনাটা ইতিমধ্যেই রটে গিয়ে থাকতে পারে।' সাড়ে ন'টা বাজে, গোলাগুলি হবার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

'ঠিক আছে। তারমানে হলো মিস লরেলিকে নিয়ে তুমি ভেতরে ঢুকবে। আমি মি. রোডসের সাথে থাকব।'

লরেলির দিকে ফিরল রানা। 'আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল লরেলি।

ফিদার বলল, 'ফোন করার ব্যাপারটা, রানা...আমার একটা পরামর্শ আছে।'

'বলো।'

'ডিনাডানে ফোন কোরো না, প্লীজ।'

তা রানা করতে যাচ্ছেও না, কিন্তু ফিদার নিষেধ করছে কেন শোনা দরকার। 'কেন বলো তো?'

'ওরা জানতো ঠিক কোথায় আমাদের জন্যে অ্যামবুশ পাততে হবে। গ্রাম থেকে যতটা সম্ভব দূরের জায়গা বেছে নিয়েছিল ওরা, কিন্তু ওরা জানত ওটাই একমাত্র রাস্তা আমরা ব্যবহার করতে পারি, যদি আমরা রোঁ-র দিকে যেতে চাই। ওরা জানত আমরা ডিনাডানে ছিলাম–অথচ ট্যুর থেকে কেউ আমাদের পিছু নিয়ে আসেনি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওরাও জানতো, তা ঠিক। কিন্তু ডিনাডান সম্পর্কে তোমার সন্দেহ ভুল। যদিও এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে আমি তর্ক করব না। তবে ওখানে আমি ফোন করব বলে ভাবিনি।'

'তাহলে কোথায়?' শান্তভাবে, নরম সুরে জানতে চাইল ফিদার।

'লিয়নে এক লোক আছে...'

'সে তো অনেক দূরে। কাল রাতে কার কথা আলোচনা করছিলে তোমরা, লাল ওয়াইনের বোতলে মরেলিঁ লেখা দেখে? বোতলে এলাকার নামটাও ছিল কোট দু রোঁ। জায়গাটা তো মনে হয় কাছাকাছি কোথাও।'

হ্যাঁ, সোফিয়ার বাড়ি এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু একান্ত বাধ্য না হলে, সোফিয়ার কাছে যাবার কোন ইচ্ছে ওর নেই। 'ওখানে যাবার কথা ভাবছি না...'

'কেন, বিশ্বাস করা যায় না?'

'বিশ্বাস করা যায়...'

'তাহলে ওখানেই ফোন করো। মদের কারখানায় ডেলিভারি ট্রাক বা ভ্যান থাকবেই, সহজেই ওরা আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।'

রানা ভাবছে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। ক্লড মরেলিঁ মারা যাবার পর সোফিয়া আর বিয়ে করেনি, তার কারণ স্বামীর স্মৃতি নয়। রানাকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সে। আঘাতটা সইতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে সোফিয়া। রানা ভাবছে, সব কি ভুলে যেতে পেরেছে সে? পুরানো ক্ষতে খোঁচা দেয়া হয়ে যাবে না তো? কৌতূহল আর আকর্ষণও অনুভব

করল—কেমন আছে সোফিয়া? ওর কথা আজও সে ভাবে?

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ফিদারের কথাতেও যুক্তি আছে। 'ঠিক আছে, তাই হোক।'

লরেলিকে নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে একটা গ্রামে পৌঁছুল রানা। ডিনাডান থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখন বলা যায় ফ্রান্সের দক্ষিণে রয়েছে ওরা। খেত-খামার শুকনো আর ধুলোময়, বাড়িগুলোর দেয়াল ঘেঁষা বাগানে ফুটে আছে নানা রঙের গোলাপ। ঘর-বাড়ি এখানেও পাথরে তৈরি, তবে ছাদে লাল টালি। চৌরাস্তায় একটা কাফে দেখা গেল, বাইরেও কয়েকটা টেবিল ফেলা হয়েছে। কফি আর পেস্ট্রির অর্ডার দিল ওরা। ওয়েটার সরে যাবার পর লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'যা ঘটে গেল, এর জন্যে সত্যিই কি আপনাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা যাবে?'

'দু'জন লোককে খুন করেছি—ইন্টেনশন্যালি। মার্ডার তো বটেই।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। ব্যাপারটা সেলফ-ডিফেন্স নয়?'

'সেলফ-ডিফেন্স খুন করার একটা অজুহাত, যদি আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা কোর্টে যাচ্ছি না, জানা কথা, কাজেই ঘটনাটা জোড়া খুন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।'

'রেপ আর খুন অবশ্যই এক জিনিস নয়।'

'না, বিশেষ করে জন রোডস্ যখন কাউকে রেপ করেননি। কিন্তু আমরা—টেকনিক্যালি—দু'জন লোককে খুন করেছি। তবে আমাদের পরিচয় ওরা জানে না। জন রোডসকে ওরা চেনে।'

'আপনাদের সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত জানবে ওরা?'

'জানতে পারে, নাও পারে। প্যারিসের দু'জন কুখ্যাত গানম্যান খুন হওয়ায় কর্তৃপক্ষ মনে খুব একটা কষ্ট পাবে বলে মনে হয় না।'

ওয়েটার কফি আর পেস্ট্রি দিয়ে গেল। ভ্যাল-লে-বেঁই-এর বাস কখন ছাড়বে জিজ্ঞেস করল রানা। ওরা যে দিকে যেতে চায়, জায়গাটা ঠিক তার উলোদিকে। যা ভেবেছিল, দু'ঘণ্টার মধ্যে কোন বাস নেই। এরপর রানা জিজ্ঞেস করল, একটা ফোন করা যায় কিনা।

ফোন বক্সে ঢুকে সোফিয়ার বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল রানা।

'মরেলিঁ ওয়াইন,' পুরুষকণ্ঠ।

'ম্যাডাম সোফিয়াকে ডেকে দেয়া যায়?'

'আপনি কে বলছেন, মশিয়ে?'

সরাসরি পরিচয়টা দেবে কিনা ভাবছে রানা, এই সময় গলার আওয়াজ স্মৃতিতে একটা আলোড়ন তুলল। 'ঝান? আনথান ঝাঁন?'

কয়েক সেকেন্ড সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর পুরুষকণ্ঠ বলল, 'মশিয়ে মাসুদ রানা? তাই তো বলি…এক মিনিট…'

কয়েক সেকেন্ড পর নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'সত্যি তুমি, রানা?' উত্তেজিত

গলা, নিঃশ্বাস চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'সোফিয়া? হ্যাঁ।'

'গড! কোত্থেকে?'

'সোফিয়া–আমরা বিপদের মধ্যে আছি। চারজন। বলতে খারাপ লাগছে, সাহায্য করতে পারবে? কাছাকাছিই আছি–গাড়ি দরকার, গাড়ি করে খানিক দূর পৌঁছে দিলেই চলবে। এর মধ্যে তোমাকে জড়াব না, বিপদটা কি নিয়ে তাও জানতে হবে না তোমাকে...'

'কোথায় তুমি, রানা?'

গ্রামের নাম বলল রানা।

'ছাই রঙের সিত্রোঁ ভ্যান, কোম্পানীর নাম লেখা থাকবে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছুবে। তুমি সোজা আমার কাছে আসছ।'

'কিন্তু, না, সোফিয়া, তোমাকে আমি এ-সবের সাথে জড়াতে চাই না। শুধু...'

'জড়াতে চাইছ না?' মৃদু শব্দে হেসে উঠল সোফিয়া, সেটা তিক্ত নাকি ব্যঙ্গাত্মক ঠিক বুঝতে পারল না রানা। 'কিন্তু আমি যে অনেক আগেই জড়িয়ে গেছি, রানা? শোনো, আমি যা বলছি তাই হবে। ভয় নেই, এখানে তোমার জন্যে কেউ রশি হাতে অপেক্ষা করছে না। তোমাকে আমি...তোমাকে আমি...মানে একবার দেখতে চাই, ব্যস।'

'গ্রামের বাইরে, সাউথ রোডের পাশে থাকব আমরা,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কাফে থেকে বেরোয়নি তখনও, কংক্রিটের সাথে চাকার তীব্র ঘর্ষণে কান ঝালাপালা করা কর্কশ আওয়াজ হলো। বাইরে বেরিয়ে এসে পুলিস জীপটাকে দেখতে পেল রানা। নর্থ রোড থেকে ছুটে এসে চৌরাস্তায়, কাফের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

# ছয়

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানা, 'চুপচাপ থাকো, ভাব দেখাও কৌতূহলে মরে যাচ্ছ। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে, আমরা বন্ধু।' চোখ বড় বড় করে কথাগুলো শুনল লরেলি, তারপর ঝট্ করে জীপের দিকে ঘাড় ফেরাল।

জীপ থেকে একজন সার্জেন্ট নামল, প্রায় ছুটতে ছুটতে কাফের ভেতর ঢুকল সে। জীপের পেছন থেকে নামল আরও তিনজন পুলিস। একজন চৌরাস্তার শেষ মাথার দিকে ছুটল, বাকি দু'জন ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সিগারেট ধরাল।

'শুধু গাড়িগুলো নয়, অন্তত একটা হলেও লাশ পেয়েছে ওরা,' বলল রানা। 'শুধু গাড়ি পেলে এরকম অস্থির হত না।'

'অস্ত্রটা আছে তো?' জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'এখন আমরা কি করব ভাবছেন?'

'ভাগ্যকে ধন্যবাদ, নেই। এ-ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ওটা বড় হয়ে যায়। কিছুই করব না, অন্তত এখুনি নয়।'

সার্জেন্ট আর কাফে মালিক বাইরে বেরিয়ে এল, দু'জনেই অনর্গল কথা বলছে, কেউ কারও কথা শুনছে না। সামনের দিকে ঝুঁকে রানা জিজ্ঞেস করল, ফরাসীতে, 'কোথায় কি ঘটল? আমরা কি নিরাপদ?'

ওদের দিকে সার্জেন্ট একবার তাকাল বটে, কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্যে যে ওদের লিঙ্গ সম্পর্কেও বোধহয় কিছু জানল না। কড়া ভাষায় কাফে মালিককে কি যেন একটা বলে জীপে গিয়ে উঠল সে, চিৎকার করে নিজের লোকদের ডাকছে।

কাফে মালিককে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল। শোরগোলের মধ্যে রানার কানে এল...পাহাড়ের ঢালে দু'দল ডাকাতের মধ্যে মারামারি হয়েছে...গুলি খাওয়া গাড়ি পাওয়া গেছে একটা...অন্তত একজন লোক খুন হয়েছে। কাফে মালিকের ধারণা, পুলিস যাই বলুক, অন্তত পাঁচ-সাতজন লোক খুন না হয়েই পারে না...। সবাই তাকে সমর্থন করল।

পুলিসরা জীপে উঠল। ত্রিশ গজ এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ, সাউথ রোডের মুখে। ওই পথ দিয়েই গ্রামে ঢুকেছে ওরা। জীপ থেকে লোহার পোল নামানো হলো, পায়া লাগানো। পোলে তার পেঁচিয়ে তৈরি করা হলো ব্যারিকেড। একজোড়া লাইট-মেশিন গানও নামানো হলো। এরপর জীপের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তারা।

আরেক দফা কফির অর্ডার দিল রানা।

'পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে,' ফিসফিস করে বলল লরেলি। 'কিছু একটা করা দরকার না?'

'অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' বলল রানা।

'মি. রোডসের কাছে ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে...'

'জানি। গ্রামের পিছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে ওদেরকে নর্থ রোডে আনতে হবে। মরেলি ওয়াইনের ভ্যানটাকে দাঁড় করাতে হবে ওই রাস্তায়।' কি আয়োজন করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল রানা। সবশেষে বলল, 'খুব একটা সমস্যা হবে না। দেখছ না, পুলিস সিরিয়াস নয়।'

'সিরিয়াস নয় মানে?'

'গোটা ব্যাপারটা লোক দেখানো, বুঝতে পারছ না? রোড-ব্লকটা ওখানে তৈরি করার কি অর্থ? ওদের অস্ত্রের যে রেঞ্জ তার দ্বিগুণ দূরত্ব থেকে লোকে ওদেরকে দেখতে পাবে। ওদের ধারণা স্থানীয় মাস্তানদের খুঁজছে ওরা, তারা এলাকা ছেড়ে পালাবে না। রোড-ব্লক লোক দেখানো ব্যাপার। আসল বিপদ শুরু হবে "জন রোডস" শব্দ দুটো উচ্চারিত হলে।'

পরপর দুটো গুলি হলো। দূরে, কিন্তু বেশি দূরে নয়। চেনা গেল, পিস্তলের আওয়াজ।

'কিংবা,' রানার কথার খেই ধরে লরেলি বলল, 'আপনার বন্ধু বন্দুকবাজী শুরু করলে।'

'ফোন! ফোন!' ছুটতে ছুটতে আবার কাফেতে ঢুকল সার্জেন্ট, চেহারায় যতটা উদ্বেগ তারচেয়ে বেশি বিস্ময়।

'আরও লোক ডাকবে,' বলল রানা। খানিক পর কাফে মালিকের সাথে সার্জেন্টিকে বেরিয়ে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। চিৎকার করে পুলিস প্রোটেকশন দাবি করল। গুণ্ডা-পাণ্ডারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, মাঝখানে পড়ে প্রাণ হারাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে, গ্রাম তছনছ হয়ে যাবে। নিরাপত্তা কোথায়?

চোখে বিদ্বেষ নিয়ে রানার দিকে তাকাল সার্জেন্ট, জানাল এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। হাত তুলে রানা বলল, মাত্র ত্রিশ গজ দূরে লোকজন কাভার নিচ্ছে অথচ খোলা জায়গায় বসে থাকবে সে? ওদিকটা কি নিরাপদ? আবার হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখাল সে।

হ্যাঁ, জানাল সার্জেন্ট। ঘাড় থেকে ঝামেলা নামাতে পারলে বাঁচে সে। ছুটে আবার জীপের কাছে চলে গেল।

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে খপ্ করে লরেলির হাত ধরল রানা, ছুটল উত্তর দিকে। খানিকদূর গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল। কাফের পাশ দিয়ে সরু একটা গলি ধরে জঙ্গলের দিকে, সম্ভবত ঝর্ণার দিকে হেঁটে যাচ্ছে দু'জন পুলিস। দুর্বৃত্তদের ঘেরাও করার পরিকল্পনা।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় থামল ওরা। মাঠের ওপর দিয়ে একটা পাঁচিল চলে গেছে জঙ্গলের দিকে, সম্ভবত ঝর্ণা পর্যন্ত। লরেলিকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলল ও। আধ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যানটা আসবে না। যদি আসে, রানার নাম করে সেটাকে থামাবে লরেলি। ড্রাইভার যেন কোন অবস্থাতেই গ্রামে না যায়।

তারপর পাঁচিলের কিনারা ঘেঁষে ছুটল রানা। পিছন থেকে লরেলি বলল, 'প্লীজ, সাবধানে থাকবেন!'

পাঁচিলের শেষ মাথায় এসে ঝর্ণাটা দেখতে পেল রানা। পুলিসরা আগেই পৌঁচেছে, অন্তত একজনকে দেখতে পেল ও, ঝর্ণার পানিতে মুখ ধুচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটাকে কোথাও দেখা গেল না। এখান থেকে আরও বোধহয় সিকি মাইল দূরে রয়েছে ফিদার, জন রোডসকে নিয়ে। পথে ঝর্ণা পড়ায় পুলিসরা ধরে নিয়েছে তল্লাশি চালাবার এটাই তাদের শেষসীমা, ঝর্ণা পেরিয়ে আরও ভেতর দিকে ওরা যাবে বলে মনে হয় না।

ঝোপ-ঝাড় আর গাছের আড়াল থেকে লোকটাকে দেখছে রানা, ত্রিশ গজ দূরে। মুখ ধুয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, সিধে হবার সময় সাব-মেশিনগানটাও তুলল। ঝর্ণার ওদিকে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে।

খানিক চিন্তা-ভাবনা করে ঝর্ণাটা পেরোল পুলিস লোকটা। সরাসরি মাঠ

পেরিয়ে রাস্তার দিকে না গিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে ঝর্ণা পেরোল ও, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল রাস্তার দিকে।

রাস্তা ধরে ছোটার সময় একপাশে চোখে পড়ল গাড়িটা। চট্ করে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। তারপর একটু একটু করে সতর্কতার সাথে এগোল। হালকা সবুজ রঙের রেনোয়া ফোর-এল, গাছাপালার আড়ালে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে। কাফে মালিকের কথাগুলো মনে পড়ল রানার। গুলি খাওয়া গাড়ি পাওয়া গেছে।

তৃতীয় লোকটার কাণ্ড, ভাবল রানা। পালায়নি, প্রথম রেনোয়া নিয়ে ওদের পিছু নিয়েছিল। ওদেরকে চোখে চোখে রাখার দরকার হয়নি, হাইড্রলিক ফুয়েলের চিহ্ন অনুসরণ করে এসেছে সে। পর পর দুটো গুলির শব্দ হয়েছে, কাফেতে বসে শুনেছে রানা। তারমানে ফিদার আর জন রোডসকে দেখামাত্র গুলি করেছে লোকটা।

গাড়ির ভেতরটা তল্লাশি করেও কোন অস্ত্র পেল না রানা। জন রোডস্ আর ফিদার, দু'জনই কি আহত হয়েছে?

রাস্তায় না ফিরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটা ধরল ও, তবে রাস্তার পাশেই থাকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল, কিন্তু চারদিকে কোথাও ফিদার বা জন রোডসের ছায়া পর্যন্ত দেখল না। একটা গাছের আড়ালে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, যেন কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে জঙ্গল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো ওর, ছায়ার ভেতর কালো আর সোনালি কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সন্দেহ হলো মানুষের একটা মাথা হতে পারে। মাথার আকৃতিটা যেন ফিদারের বলেও মনে হলো একবার।

রাস্তার এদিকটায় কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। নড়ার ইচ্ছে হলেও নড়ল না, কোন শব্দ করা উচিত নয়।

মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। কিন্তু কিছু করার আগে শুয়ে পড়তে হবে। পায়ের চারদিকে তাকাল রানা। ভেজা ভেজা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও, আশপাশে শুকনো কোন পাতা নেই। হাঁটু ভাঁজ করে ধীরে ধীরে বসতে শুরু করল। তারপর ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল।

কান পাতল রানা, চোখ জোড়া ঝোপের ভেতর দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ দেখতে পেল। পুরো একটা হাত নয়, আঙুলগুলো। একটা পিস্তলের অর্ধেক। শুয়ে আছে লোকটাও, তাকিয়ে আছে রাস্তার ওদিকে।

তারমানে অপেক্ষার পালা চলছে। কে আগে নড়ে তার পরীক্ষা।

'ফিদার, আমি রানা!' হাঁক ছাড়ল রানা। পরমুহূর্তে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল ও।

গুলির শব্দ হলো, ছিটকে এসে ঝোপের ডালপালা বাড়ি খেলো রানার মুখে। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কানের পাশ দিয়েও বেরিয়ে গেল একটা

বুলেট। তারপর আরেকটা গুলি হতেই অঁর্ক করে যন্ত্রণাকাতর একটা আওয়াজ করল লোকটা। ভারী বস্তার মত ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

রাস্তা থেকে ওকে ডাকল ফিদার, 'হ্যালো, পরিত্রাতা—অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি এসে ওকে কাভার থেকে টেনে বের করবে, এরকম একটা কিছু সত্যি আমি কামনা করছিলাম।'

দাঁড়াল রানা, ওর বাঁ দিকে নিঃসাড় পড়ে আছে লোকটা, বিশ গজ দূরে। রাস্তায় পৌঁছুবার আগেই রক্তের দাগ দেখতে পেল রানা। ফিদারের বাঁ পাঁজরের কাছে ফুটো হয়ে গেছে জ্যাকেট।

'খারাপ?' তার সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল রানা।

'না।' রানাকে নিয়ে লোকটার কাছে চলে এল ফিদার। 'বিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছিলাম, কখন বেরোয়। ওদিকের খবর কি?' লাশটাকে পা দিয়ে চিৎ করল সে।

ফিদারের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দৌড়াতে হবে, পারবে বলে মনে করো?' বুলেট পাঁজরের মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ভেতরে ঢোকেনি। সম্ভবত হাড়েরও কোন ক্ষতি হয়নি। তবে এখনও একটু একটু রক্ত বেরোচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'পারব।'

'তাহলে গ্রামটাকে ঘুরে নর্থ রোডে চলে যাও।'

ঝোপ-ঝাড় দুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন জন রোডস্, তারপর ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, হাতে রানার ঢাউস মাউজার। সেটা চেয়ে নিল রানা। ফিদার বলল, 'লিখটেনস্টাইন এখন ওদিকে,' হাত তুলে পশ্চিম দিকটা দেখাল সে। 'যান, লাগেজগুলো নিয়ে আসুন।'

'লাগেজের কোন দরকার নেই···'

'আছে,' বলল রানা। 'ওগুলো প্রমাণ করবে কে এখানে ছিল।' প্রতিবাদ না করে লাগেজ আনতে চলে গেলেন জন রোডস্।

মাঠের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, 'আঁদ্রে, অ্যাই আঁদ্রে!'

রানা বলল, 'চেষ্টা করে দেখি ওদেরকে বোকা বানানো যায় কিনা। তোমরা পশ্চিম হয়ে উত্তরে যাও, গ্রামের বাইরে থাকবে। আমার জন্যে ফিরে আসবে না, যাই ঘটুক না কেন।'

দুটো কেস হাতে নিয়ে ফিরে এলেন জন রোডস্। তাঁকে নিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল ফিদার। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, বলল, 'এই প্রথম আমি গুলি খেলাম।' চিন্তিত দেখাল তাকে। 'আমার পিছনে চলে এল, আমি টের পেলাম না, কি ব্যাপার!' কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে জন রোডসকে অনুসরণ করল সে, একটা হাত পাঁজরের কাছে, আরেক হাতে এয়ার ফ্রান্স সুটকেস।

মাউজারের পিছনে হোলস্টারটা আটকে শোল্ডার পীস বানাল রানা, তারপর লাশটাকে সার্চ করল। ইউ.এস. আর্মি কোল্ট পয়েন্ট ফোর-ফাইভ পাওয়া গেল একটা, শরীরের নিচে। সেটা পকেটে ভরে কাঁধে তুলে নিল লাশ।

জঙ্গলের কিনারায় এসে লাশটা নামিয়ে রাখল। কোল্ট বের করে ম্যাগাজিন বের করল, ক'টা রাউন্ড আছে গুনে দেখল। ওর যা প্ল্যান, তাতে তিনটেই যথেষ্ট, বাকিগুলো পকেটে ভরল। কোল্টটা লাশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কয়েক পা সামনে এগোল ও, উঁকি দিয়ে মাঠে তাকাল।

পুলিসদের একজন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; একশো গজ দূরে, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে লম্বা ঘাসে। লোকটা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বিতীয় লোকটাকে কোথাও দেখা গেল না।

হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় ফিরে এল রানা। কোনাকোনি তাকালে গ্রামের দু'একটা ঘর দেখা যায়, সবচেয়ে কাছের ঘরের দেয়াল লক্ষ্য করে পর পর দুটো গুলি করল ও, সিকি মাইল দূরে। পাঁচিল থেকে ধুলো উড়তে দেখল ও। পুলিসরা এখন ধরে নেবে তাদের দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। হয়তো বিশ্বাস করবে আগের দুটো গুলিও তাদেরকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল।

লাশের কাছে ফিরে এল রানা। পুলিস লোকটা এখনও মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার ধারণা পিস্তল রেঞ্জের বাইরে রয়েছে সে। মাউজারের সাথে শোল্ডার-পীস থাকায়, গুলি করে লোকটার ভুরু চেঁছে দিতে পারে রানা। সেরকমই একটা কিছু করার ইচ্ছে ওর, কিন্তু তার আগে জানা দরকার দ্বিতীয় লোকটা কোথায়।

সাবধানে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা, তারপর পাগলের মত চিৎকার জুড়ে দিল। শালা ঠোলারা, আমার বাপ-ভাইকে খুন করেছিস। সাহস থাকে তো আয়, আমাকেও খুন কর! তোদের একজনকে সাথে নিয়ে তবেই মরব আমি।

রানা চিৎকার শুরু করার সাথে সাথে আড়াল নিয়েছে লোকটা, তবে পুরোপুরি নয়। তার মাথার যথেষ্ট কাছাকাছি একটা গুলি করল রানা। ডাইভ দিয়ে ঘাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পাশ থেকে হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিল তার সঙ্গী, রানার দিকে সাব-মেশিন গান তাক করে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। গাছের বাকল আর পাতা খসে পড়ল রানার মাথায়। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ও, তারপর গলা দিয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রীর ঘড় ঘড় আওয়াজ বের করল। মাউজারের খালি কার্ট্রিজ কেসগুলো মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, লাশের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'পুলিসকে গুলি করার মজা টের পাবে এইবার!' ব্রীফকেস নিয়ে ছুটল রানা।

উত্তরের রাস্তা ধরে খানিক দূরে যেতেই ওদেরকে দেখতে পেল রানা।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে ওদের তুমি বোকা বানাতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল ফিদার, রানার চিৎকার ইত্যাদি নিশ্চয়ই শুনছে সে।

'অন্তত কয়েক ঘণ্টা,' বলল রানা। 'তাই বা মন্দ কি!'

'এক সময় ওরা জানতে পারবে লোকটা থারটি-এইটের গুলি খেয়েছে, ওদের সাব-মেশিনগানের গুলি নয়।'

'কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলে পোস্ট-মর্টেমের জন্যে ওরা তাড়াহুড়ো

করবে না।'

জন রোড্‌স্‌ মাথা নিচু করে হাঁটছেন, নির্বাক। সামনে বাঁক, হাতঘড়ি দেখল রানা। আধ ঘণ্টা হলো লরেলিকে এই রাস্তায় রেখে গেছে ও।

বাঁক নেয়ার সাথে সাথে ভ্যানটাকে দেখা গেল, মাথার ওপর কাঠের সাইনবোর্ড, তাতে লেখা মরেলি ওয়াইন। লরেলির সাথে আরেকজন হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সামনের একটা চাকার পাশে, যেন মনোযোগের সাথে কিছু একটা পরীক্ষা করছে।

ওরা কাছাকাছি পৌঁছুতে সিধে হলো দু'জনেই, তারপর ঘুরল। ঢোলা, হালকা নীল ট্রাউজার আর সাদা শার্ট গায়ে মেয়েটা আর কেউ নয়, সোফিয়া স্বয়ং।

ফিদার আর জন রোডসের, দু'জনের দু'রকম প্রতিক্রিয়া হলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফিদার, চেহারায় বজ্রাহত একটা ভাব নিয়ে। আর জন রোড্‌স্‌ যেন নতুন প্রাণ শক্তি লাভ করে তারুণ্যে পুনঃপ্রবেশ করলেন। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তাঁর, ত্রস্ত পায়ে সামনে এগোলেন, আনন্দে এবং বিস্ময়ে উদ্ভাসিত চেহারা।

মুগ্ধ হলেও, রানার দৃষ্টিতে বিস্ময় বা ঘোর নেই, মিটিমিটি হাসছে ও।

লরেলি একবার সোফিয়া আর একবার রানাকে দেখছে।

আর সোফিয়া শুধু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল উত্তেজিত এবং অস্থির সে, কিন্তু নিজেকে সামলে রাখতে পারছে, তবে যেন কথা বলতে পারবে না কিছুক্ষণ।

'কেমন আছ তুমি, সোফিয়া?' রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল।

ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোফিয়া, মুখ নিচু করে পায়ের দিকে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে আবার মুখ তুলল। 'তুমি ভাল তো?'

এগিয়ে এসে সোফিয়ার একটা কনুই ধরল রানা। 'কথাবার্তা পরে হবে, আগে আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

সবাই লক্ষ করল রানার ছোঁয়া পেয়ে শিউরে উঠল সোফিয়া।

এগিয়ে এসে সোফিয়ার সামনে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন জন রোড্‌স্‌, কিন্তু সবাই ভ্যানে চড়তে শুরু করায় তাঁর চেষ্টা সফল হলো না। অগত্যা প্রাইভেট সেক্রেটারি লরেলির পাশে চলে এলেন তিনি, ফিসফিস করে বললেন, 'এই রকম একটা মুখ আমাদের হেড অফিসে দরকার, তুমি কি বলো, লরেলি?'

রানার দিক থেকে সোফিয়ার দিকে তাকাল লরেলি। প্রায় পৌনে ছয় ফুট লম্বা হবে মেয়েটা, হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে ধীরগতি নৃত্যের কোমল একটা ছন্দ আছে। চোখ দুটো হরিণীসুলভ মায়ায় ভরা। কোঁকড়ানো কালো চুল কোমরের নিচে ঝুলে আছে। মৃদু নিঃশব্দ হাসির সাথে ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক, ভেতর থেকে ঝিলিক দিচ্ছে এক সার মুক্তো। যৌবন আর রূপের এমন অঢেল আয়োজন একসাথে কোন মেয়ের মধ্যে আগে কখনও দেখেনি লরেলি। ঈর্ষা হওয়ারই কথা তার। সে কোন জবাব দিল না, শুধু মাথা ঝাঁকাল।

সবার শেষে ভ্যানে চড়ল সোফিয়া। অনেকেই আশা করেছিল তার পাশের

সীটে বসবে রানা। কিন্তু ইঙ্গিতে সেখানে লরেলিকে বসার নির্দেশ দিল ও।

শ্যাতোর গেট খোলা, কাঁকর ছড়ানো গাড়ি-পথ ধরে ভেতরে ঢুকল ভ্যান, গাড়ি-বারান্দায় থামল। নিচে নেমে সোফিয়ার সামনে দাঁড়াল রানা, 'ঠিক বুঝতে পারছি না সবার সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত কিনা...'

জন রোডসের দিকে তাকাল সোফিয়া। 'আমি জানতে চাই।'

'মি. জন রোডস্...সোফিয়া।' রানার কথা শেষ হবার আগেই সামনে এগিয়ে এসে সোফিয়ার হাত ধরলেন জন রোডস্, সমীহের সাথে বাউ করলেন। 'মাই প্লেজার, ম্যাডাম।'

লরেলির সাথে আগেই পরিচয় হয়েছে, এরপর ফিদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। সোফিয়া বলল, 'আপনি দেখছি আহত হয়েছেন। আনথান ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে।' গাড়ি-বারান্দার অদূরে সাদা পাথুরে সিঁড়ির ধাপের কাছে ছায়ায় প্রৌঢ় আনথান ঝানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, শ্যাতোর পুরানো চাকর।

এগিয়ে গিয়ে তার সাথে করমর্দন করল রানা, আপাত কোন কারণ ছাড়াই লোকটার চোখে পানি এসে গেল, দু'কান লম্বা হাসিটা কাঁপছে।

টেরেসে উঠে এল ওরা সবাই। জন রোডস্ বললেন, 'আজ আমরা একশো কিলোমিটারও এগোতে পারিনি...'

'ও-সব কথা পরে হবে,' বলল সোফিয়া, অতিথিপরায়ণ গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় নেমে পড়েছে সে। 'আনথান, মিং রোডসকে একটা ড্রিঙ্ক দাও।' লরেলির দিকে ফিরল সে। 'এসো, বোন, তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।' লরেলিকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে এগোল সে।

সামনের কামরাটা অফিস/ড্রইংরূমের আদলে সাজানো। একটা বড় টেবিলকে ঘিরে বসল সবাই। এক হাতে একাধিক কাজ করছে আনথান। টেবিলের ওপর বোতল আর গ্লাস রাখল সে, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফিদারের শুশ্রূষায়।

রানার মনে হলো শ্যাতোর কোন কিছুই বদলায়নি, সব আগের মতই আছে। এত বড় শ্যাতো, মানুষ একা শুধু সোফিয়া, আর তার দেখাশোনা করার জন্যে আনথান। আর কোন লোকজন না দেখে ভাবল, কারখানাটা নিশ্চয়ই শ্যাতোর বাইরে কোথাও হবে।

ফিদার খুব ক্লান্ত বোধ করায় তাকে তার ঘরে নিয়ে গেল আনথান।

নিজের গ্লাসে আয়েশ করে চুমুক দিয়ে জন রোডস্ বললেন, 'এরপর, মি. রানা? আপনার প্ল্যান কি?'

'কাল খুব সকালে জেনেভায় ঢুকতে চাই,' বলল রানা। 'অন্ধকার থাকতে।'

'ভোরে? আরও আগে নয় কেন?'

সিগারেট ধরাল রানা। 'এখন আর পাসপোর্ট দেখানোর কোন উপায় নেই, বেআইনীভাবে ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্ধ্যার পরপরই যদি ঢুকি, গোটা রাতটা

জেনেভায় আটকা পড়ব আমরা। একটা গ্যারেজ খুঁজে বের করতে অনেক রাত হয়ে যাবে, আর রাতের ট্রেন আমি পছন্দ করি না। সকালে জেনেভায় ঢুকলে রাস্তায় অনেক লোক থাকবে, তাদের সাথে মিশে যেতে পারব।'

'মশিয়ে লিলাচ বলেছেন তিনি জেনেভায় থাকবেন। তাঁকে ফোন করলে তিনি হয়তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখবেন। তাহলে আমরা এখানে রাত না কাটিয়ে সন্ধ্যার পরপর...'

মাথা নাড়ল রানা, ক্লান্ত বোধ করছে ও। 'কাল মশিয়ে লিলাচের সাথে কথা হবার পর পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, মি. রোডস্। কেউ আমাদের খোঁজ পাচ্ছে। খোঁজটা হয়তো মশিয়ে লিলাচের ফোন ট্যাপ করে পাচ্ছে তারা। তার জেনেভার ফোনেও যে আড়িপাতা যন্ত্র বসানো হয়নি, কে বলবে?'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন পুলিস তাঁর মত গুরুত্বপূর্ণ লইয়ারের ফোনে আড়িপাতা...'

'কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি তারা পুলিস নয়...আপনার প্রতিপক্ষ।'

'ফোন ট্যাপ করা কি এতই সহজ একটা কাজ...?'

'না। বিশেষ করে একটা শহরে কাজটা আরও কঠিন। সেজন্যেই কাল পর্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিনি আমি। কিন্তু আজ সকালে লোকগুলো সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পেরেছি আমরা। যেমন, বেলিঙের মত লোককে ভাড়া করতে পারে তারা। প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখছি না আমি।'

'মি. ফিদারের ধারণা ডিনাডানের লোকেরা আমাদের সাথে বেঈমানী করেছে।'

'ফিদার ব্যাপারটা নিয়ে আরও একটু ভাবতে পারত। মরেলি পরিবার জানতো না পুলিস ছাড়া আর কার কাছে আমাদের কথা ফাঁস করা যায়। প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে আগে ওদের কাছে পৌঁছায়নি, কারণ আমরা কোথায় যাচ্ছি কেউ তা জানত না। তাছাড়া, মরেলি পরিবার সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন না। আমার জন্যে দরকার হলে মরতেও রাজি আছেন ওঁরা।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে জন রোডস্ বললেন, 'লিখটেনস্টাইনে মশিয়ে লিলাচকে আমার দরকার।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখন থেকে, সীমান্ত পেরোনোর আগে, কেউ আমরা তাঁকে ফোন করছি না। এখান থেকে কেউ আমরা কাউকে ফোন করছি না। এটা একটা নির্দেশ।' এক ঢোকে গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কিটুকু গিলে ফেলল রানা।

নিজেই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'কাল রাতে অবশ্য আরেকটা ফোন করা হয়েছিল।'

রানা অনুভব করল ওর দিকে তাকিয়ে আছেন জন রোডস্। 'আমার সেক্রেটারি লিখটেনস্টাইনে আমার সহকর্মীকে ফোন করেছিল,' ভারী গলায় বললেন তিনি।

'লরেলি বলেছে আমাকে।'

কয়েক সেকেন্ড পর জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সন্দেহ

লরেলি অন্য কাউকেও ফোন করে থাকতে পারে? এ আপনার উদ্ভট কল্পনা!'

'আমি শুনিনি, কাজেই বলতে পারব না,' জবাব দিল রানা। 'তবে, আমি যদি কাউকে খুন করতে চাইতাম তাহলে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্য পাবার চেষ্টা করতাম।' এবার রানা তাঁর চোখের দিকে তাকাল।

দরজা খুলে গেল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আনথান ঝান ঘোষণা করল, 'মশিয়ে মাসুদ রানা, টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।'

খাবার টেবিলে ওরা শুধু তিনজন বসল—সোফিয়া, জন রোডস্, আর রানা। ফিদার জানিয়ে দিয়েছে তার খিদে নেই। আর লরেলি নিজের ঘরে ঢুকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, 'নার্ভাস লাগল, কি হয়েছে ওর?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এর আগে হয়তো আশপাশে কাউকে খুন হতে দেখেনি।'

'আজ সকালের ঘটনা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ডিনাডানের কাছে আমাদের ওপর হামলা করা হয়। ওদের মধ্যে বেলিং ছিল।' সোফিয়া তার সম্পর্কে জানে।

সবার প্লেটে গ্রিলড ট্রাউট পরিবেশন করল আনথান। রানার মনে পড়ল, সোফিয়া জানে ট্রাউট ওর প্রিয় মাছ। সবশেষে টেবিলে কফি পট আর রেড ওয়াইনের একটা বোতল রেখে গেল আনথান। খাবার সময় আর তেমন কোন কথা হয়নি, তবে দৃষ্টির সাহায্যে মনের ভাব বিনিময় থেমে থাকেনি। সোফিয়ার মায়া ভরা চোখে বিষাদ, সে যেন বলতে চায় তার ওপর অন্যায় করা হয়েছে। রানা ক্লান্ত, চেহারা ভাবগম্ভীর, যেন বলতে চায় সত্যি সে দুঃখিত।

কফি শেষ করে চেয়ার ছাড়লেন জন রোডস। 'আমাকে মাফ করতে হবে, বিশ্রাম না নিলে মারা যাব। কয়েকটা বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনাও করা দরকার...'

সোফিয়া ডাকল, 'আনথান...'

'বসুন,' বলল রানা।

দাঁড়িয়েই থাকলেন জন রোডস্। 'কিছু বলবেন, মি. রানা?

'সময় হয়েছে, এবার আপনার সব কথা আমার জানা দরকার। কেন আপনি লিখটেনস্টাইনে যাচ্ছেন ইত্যাদি।'

'আপনার জানার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন জন রোডস্, কিন্তু আবার বসলেন তিনি।

'কেন দরকার শুনুন তাহলে,' বলল রানা। 'আজ সকালে আমাদের সবার খুন হয়ে যাবার কথা ছিল। বেলিং ইউরোপের সেরা গানম্যানদের একজন। আমরা বেঁচে গেছি ভাগ্যের জোরে। আপনার প্রতিপক্ষ যারাই হোক, আপনাকে খুন করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে চেষ্টা করছে তারা। এটা একটা পয়েন্ট।

'দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, আপনি কি করতে চাইছেন ওরা জানে, কিন্তু আমি জানি না। দু'দু'বার ওরা আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে আগেভাগে জেনে ফেলেছে। তৃতীয়বার...,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছে, কি জানতে চান আপনি?'
'পুরো কাহিনী।'

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন জন রোডস্।

রানা বলল, 'ও আমার সহকারিণী ছিল, মি. রোডস্। আমাদেরকে আলাদা করে না দেখলে খুশি হব।'

রানার দিকে তাকালেন জন রোডস্। 'অ্যারো এজি সম্পর্কে আপনি জানেন, তাই না, মি. রানা?'

'জানি এইটুকু যে ওটা একটা হোল্ডিং আর মার্কেটিং কোম্পানি, লিখটেনস্টাইনে রেজিস্টারড্, ইউরোপের এদিকে বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক্স ফার্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই–করপোরেশনের তেত্রিশ পার্সেন্টের মালিকানা আমার।'

'ওয়ান-থার্ড।'

'না, মি. রানা,' বলে হেসে উঠলেন জন রোডস্। 'লিখটেনস্টাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আরও একটা সুবিধে আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মালিকানা গোপন রাখা, সম্ভবত।'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন জন রোডস্। 'হ্যাঁ। কোম্পানির মালিক কে কারও সেটা জানার দরকার নেই। একটু ব্যাখ্যা করি–আমি তেত্রিশ পার্সেন্টের মালিক। শেয়ারগুলো ভাগ হয়েছে–তেত্রিশ, তেত্রিশ, আর চৌত্রিশ।'

চৌত্রিশ? একজনের শেয়ার বেশি। এক পার্সেন্ট হলেও বেশি। আগ্রহী হয়ে উঠছে রানা। 'তারমানে চৌত্রিশ অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি আপনাকে ভোটে হারাতে পারে, কিন্তু দুইজনকে পারে না। কারা তারা?'

'অপর তেত্রিশ পার্সেন্টের মালিক ফাস্টেন সিকার, লিখটেনস্টাইনের অধিবাসী। লিখটেনস্টাইনে নতুন আইন হয়েছে এ-ধরনের কোম্পানির বোর্ডে একজন স্থানীয় লোক থাকতে হবে। ফাস্টেন সিকার কোম্পানির দৈনন্দিন কাজ-কর্ম পরিচালনা করেন।'

'বেশ,' বলল রানা। 'বাকি চৌত্রিশ পার্সেন্টের মালিক?'

'সমস্যা হলো, মি. রানা,' জন রোডস্ বললেন, 'আমরা ঠিক জানি না।'

গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'দুঃখিত, মি. রোডস্, বুঝলাম না। মেজর শেয়ার হোল্ডার হিসেবে অ্যারো-র খাতা দেখেই আপনি বলে দিতে পারেন কে মালিক।' তারপর খেয়াল হলো ওর। 'নাকি আমরা বেয়ারার শেয়ার নিয়ে কথা বলছি?'

'ঠিক তাই।' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন জন রোডস্। 'প্রশ্নটা ছিল গোপনীয়তার। বেয়ারার শেয়ার হলে অনেক দিক থেকে অনেক সুবিধে, সেজন্যেই আমরা রাজি হয়েছিলাম সবাই। কোম্পানি চালাতে হলে ম্যানেজার রাখতে হবে, ম্যানেজারদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে, তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেয়ারার শেয়ার হলে...'

'আমি জানি,' বলল রানা। বেয়ারার শেয়ার মানে কাগজ, শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রমাণ করে নির্দিষ্ট একটা কোম্পানির অতগুলো শেয়ারের মালিকানা–কিন্তু সার্টিফিকেটে মালিকের নাম থাকে না, নাম থাকে না কোম্পানির খাতাপত্রেও। ওগুলো যার কাছে থাকবে সেই মালিক, যদি না কেউ অন্য রকম কিছু প্রমাণ করতে পারে। মালিকানার কোন রেকর্ড নেই, হাত বদলের সময় কোন স্ট্যাম্প ডিউটি পেমেন্ট করতে হয় না। কাজেই কেউ কারও পকেট থেকে মেরে দিলেও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে পকেটমার ওগুলোর মালিক নয়। 'বেশ, এই চৌত্রিশ পার্সেন্ট কার কাছে থাকার কথা? অপর তেত্রিশ পার্সেন্ট সম্পর্কে আপনি জানেন, চৌত্রিশ পার্সেন্ট সম্পর্কেও আপনার জানা উচিত।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লেন জন রোডস্। 'এই ভদ্রলোকই গোপনীয়তার ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন ছিলেন। ডেভিড গ্রিমানা।'

ভদ্রলোক সম্পর্কে শুনেছে রানা। সোফিয়ার দিকে তাকাল ও। তার চোখের পাতা নড়ে ওঠা দেখে বুঝল, সে-ও চেনে। আন্তর্জাতিক ফাইন্যানশিয়াল জগতে ডেভিড গ্রিমানা কিংবদন্তীর নায়ক। গসিপ কলামে তার ভাগ্নে সম্পর্কেও মুখরোচক গল্প ছাপা হয়, কারণ সে গ্রিমানার ভাগ্নে। হঠাৎ করে একটা খবরের কথা মনে পড়ে গেল রানার, ডেভিড গ্রিমানা যেটা গোপন রাখতে পারেননি। 'তিনি মারা গেছেন,' বলল ও। 'এক কি দু'হপ্তা আগে আল্পস-এ তাঁর প্লেন ক্র্যাশ করে।'

তিক্ত একটু হাসলেন জন রোডস্। 'এখান থেকেই সমস্যার শুরু, মি. রানা। গ্রিমানা মারা যাবার কয়েক দিন পর তাঁর শেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে লিখটেনস্টাইনে উদয় হলো এক লোক, এবং দাবি জানাল অ্যারো-য় গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্তন আনার। বুঝতেই পারছেন, তার কাছে চৌত্রিশ পার্সেন্ট থাকায় ভোটে সে ফাস্টেন সিকারকে হারিয়ে দেবে, যদি না আমি ওখানে পৌঁছুতে পারি।'

বেয়ারার শেয়ারের অসুবিধে হলো, প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেয়া যায় না। তোমার কাছে শেয়ার আছে প্রমাণ করার একমাত্র উপায় ওগুলো দেখাতে হবে।

জন রোডস্ বলে চলেছেন, 'কোম্পানির আইন হলো, কমপক্ষে সাত দিন সময় দিয়ে, মাঝরাত থেকে মাঝরাত পর্যন্ত, যে-কোন শেয়ারহোল্ডার লিখটেনস্টাইনে মীটিং ডাকার জন্যে নোটিশ দিতে পারে।'

'নোটিশের সময় কখন পার হবে?'

'কাল মাঝরাত–বারোটায়। অতিরিক্ত এক মিনিট সময় দেয়া আছে–তারমানে বারোটা এক মিনিটে।'

'চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বাস দিলো রানা। 'ওখানে পৌঁছুবার যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু, ধরুন, যদি না পৌঁছাতে পারেন, আপনি একটা সাতদিনের নোটিশ দিয়ে মীটিং ডাকতে পারেন না? সেই মীটিঙে আপনারা দু'জন, আপনি আর ফাস্টেন সিকার, তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারেন না?'

'তার প্রস্তাব, মি. রানা, অ্যারোর সমস্ত হোল্ডিং বিক্রি করার প্রস্তাব। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেল তা আর ফিরিয়ে আনার কোন উপায় থাকবে না।'

'সব বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা হাতে পেতে চাইছে। শুনে তো আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার বলে মনে হচ্ছে না। কে সে?'

'ফাস্টেন সিকারের কথা মত, নিজেকে সে ক্যাসপার এভরিল বলছে। একজন বেলজিয়ান, ব্রাসেলস্-এর অধিবাসী। আগে কখনও আমি তার নামও শুনিনি।'

সোফিয়ার দিকে তাকাল রানা, সোফিয়া মাথা নাড়ল।

'এমনকি কোন কোর্টও যদি পরে রায় দেয় যে ক্যাসপার এভরিল শেয়ারগুলোর বৈধ মালিক নয়, তাহলেও অ্যারোর হোল্ডিংস আমরা আর ফেরত পাব না।'

'অ্যারো হোল্ডিংসের কি রকম দাম পড়বে, মি. রোডস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একদিকের কাঁধ উঁচু করলেন জন রোডস্। 'আমরা যে-সব কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করি তার দাম খুব কম—কারণ সব লাভই ঘরে তোলে অ্যারো। কিন্তু এখানে আমরা শুধু আমাদের শেয়ার বিক্রি করছি না, কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধিকারও বিক্রি করছি। তাতে করে এখন যা দাম, তার দশ গুণ বাড়িয়ে ধরা যেতে পারে। ধরুন···একশো মিলিয়ন পাউন্ড।'

মাথা চুলকাল রানা। 'ওই টাকার তেত্রিশ পার্সেন্ট···হ্যাঁ, বুঝেশুনে চললে পাঁচ-সাতশো বছর চলে যাবে একজন লোকের।'

চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন জন রোডস্। 'এখন আপনি বুঝতে পারছেন তো নিরাপদে লিখটেনস্টাইনে পৌঁছুনো আমার জন্যে কতটুকু জরুরী?'

'দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমান,' তাঁকে পরামর্শ দিল রানা। 'আপনাকে আমি সময়মত এবং বহাল তবিয়তে লিখটেনস্টাইনে ঠিক পৌঁছে দেব।'

আনথান ঝানের সাথে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন জন রোডস্।

জন রোডস্ বেরিয়ে যেতে অনেকক্ষণ সোফিয়ার দিকে তাকাল না রানা। মদের গ্লাসে চুমুক দিল, সিগারেট ধরাল। তারপর যখন তাকাল, চোখ নামিয়ে নিল সোফিয়া।

খানিক পর ও বলল, 'ম্যাডাম মরেলিঁর ওখানে গিয়েছিলাম···'

'জানি। উনি আমাকে ফোন করেছিলেন।'

'তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?'

'ভাল। তোমার এজেন্সি?'

'ভাল।'

আবার চুপচাপ। তারপর নিস্তব্ধতা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, রানা বলল, 'আমরা সহজ হতে পারছি না।'

'হ্যাঁ,' বলে মুখ তুলল সোফিয়া। 'সেজন্যে আমি দায়ী।'

'না, কেন, তুমি কেন দায়ী হবে…'

'তুমি আমাকে ভালবাসনি, বিয়ের কথা বলে বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম তোমাকে…'

অস্থির হয়ে উঠল রানা। 'ছি, কি বলছ! দুঃখিত, এতদিনে ভুলটা ভাঙানো উচিত ছিল আমার।'

সরাসরি রানার দিকে তাকাল সোফিয়া। 'কি বলতে চাও?'

'তোমাকে আমি ভালবাসিনি বা বাসি না কথাটা ঠিক নয়। যেসব মেয়েকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তুমি তাদের একজন, সোফিয়া। আমি জানি, তোমাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব।'

কেমন যেন হতবিহ্বল দেখাল সোফিয়াকে। 'তাহলে?'

'শুধু একটা ব্যাপারে কোন দিন আমি নিজের সাথে কম্প্রোমাইজ করতে পারব না। ক্লড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বলতে পারো এই একটা ব্যাপারে আমি গোঁড়া বা রক্ষণশীল, তোমার যা খুশি তাই বলতে পারো–আমার বিশ্বাস, তোমাকে একান্তভাবে পেতে চাইলে ক্লডকে অপমান করা হবে।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সোফিয়া, ঘুরল, কিন্তু তারপর আর নড়ল না।

রানাও দাঁড়াল। 'জানি আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারোনি…'

হাঁটতে শুরু করল সোফিয়া।

'সোফিয়া, শোনো,' পিছন থেকে ডাকল রানা।

সোফিয়া থামল না, জবাবও দিল না, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

বুকটা যেন খালি হয়ে গেল রানার। একবার ইচ্ছে হলো ছুটে যায়, কিছু বলে। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করল, বলার কিছু আছে কি?

পাঁচ মিনিট পরই ফিরে এল সোফিয়া। কেঁদেছে, বোঝা যায় চোখ লালচে আর ফোলা। তবে মুখ-চোখ ধুয়ে শান্ত হয়ে ফিরে এসেছে সে। 'দুঃখিত,' নিজের চেয়ারে বসে বলল সে। 'রাতে তুমি আমার ঘরে শোবে…'

'পুরোটা রাত আমরা হয়তো থাকছি না…'

'যতক্ষণ থাকো।'

'কিন্তু…'

'ভয় নেই, আমি অন্য ঘরে…'

কেন এই আয়োজন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রানা, নিজের খেয়াল মিটিয়ে একটু যদি শান্তি পায় তো পাক না, কেন সে বাদ সাধতে যায়!

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল আনথান। আলমারি থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, রানা জিজ্ঞেস করল, 'কার জন্যে?'

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল আনথান, এক গাল হাসল সে। 'আপনার বন্ধু, মি. ফিদার, দারুণ মজার লোক! ব্র্যান্ডির বোতল শেষ করে বলছেন হুইস্কি না হলে কি জমে!' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা।

'কি হয়েছে, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া।

'সর্বনাশ হয়েছে, সোফিয়া!' দ্রুত চেয়ার ছাড়ল রানা। 'ফিদার

অ্যালকোহলিক!'

গায়ে রোদ নিয়ে টেরেসে বসে আছে ফিদার, ভারি উৎফুল্ল। সাথে লরেলিও আছে, গল্প করছে দু'জনে। অ্যালকোহলিক হলেই যে ঢক্ ঢক্ করে গিলবে তা নাও হতে পারে। তবে ছাড়ার পর আবার যখন ধরেছে, এখন আর থামতে পারবে না, একনাগাড়ে চালিয়ে যাবে।

তার মুখের রেখা আর ভাঁজগুলো কোমল হয়ে এসেছে, চেহারায় লালচে একটা আভা। রানা লক্ষ করল, গোসল সেরে নতুন কাপড় পরেছে লরেলি। আগুন রঙা ব্লাউজ আর সাদা টুইডের স্কার্ট। ওদেরকে দেখে চেয়ার ছাড়ল ফিদার। টলল বা কাঁপল না একটু। কালো উলের শার্ট পরেছে সে, ঢাকা পড়ে গেছে ক্ষতটা।

'আবার ভিজছ, ফিদার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দীর্ঘ যাত্রা, বুঝতেই পারছ।' ধরা পড়া চোরের মত হাসল ফিদার, নিজের চেয়ারটা সোফিয়াকে অফার করল সে। সবিনয়ে মাথা নেড়ে দরজার পাশে, দেয়ালে হেলান দিল সোফিয়া।

'দীর্ঘ যাত্রা, কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আজ মাঝরাতে রওনা হব আমরা।'

চোখ ছোট ছোট করল ফিদার। 'বলো কি! রাতটা আমরা এখানে কাটাচ্ছি না?' চট্ করে একবার সোফিয়ার দিকে তাকাল সে।

'ভোরে জেনেভা সীমান্ত পেরোতে চাই। তুমি ঠিক থাকবে তো?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

ভুরু কুঁচকে রানাকে লক্ষ করছে লরেলি, জানতে চাইল, 'আপনার কি মনে হয় ওর বিশ্রাম নেয়া উচিত, আঘাতটার জন্যে? আমি তাই মনে করি।'

ফিদার বলল, 'আরে না, রানা অন্য কথা বলছে।'

আবার ভুরু কোঁচকাল লরেলি। 'তাহলে কি বলতে চাইছেন আপনি, মি. রানা?'

বাঁকা হেসে রানার দিকে তাকাল ফিদার, 'বলো, রানা, কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বলতে চাইছি,' কঠিন সুরে বলল রানা, 'ও একজন অ্যালকোহলিক! মাঝরাতের মধ্যে নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়বে!'

ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত চেয়ার ছাড়ল লরেলি। 'কি বললেন! কে বলেছে আপনাকে? একটু মদ খেলেই মানুষ অ্যালকোহলিক হয়ে যায়? ও আহত হয়েছে আপনি জানেন না?'

ফিদারের হয়ে লরেলিকে ওকালতি করতে দেখে মোটেও আশ্চর্য হলো না রানা, ব্যাপারটা আগেই আঁচ করেছিল ও। 'অ্যালকোহলিক কিনা ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না,' শান্তভাবে বলল রানা।

'কথাটা সত্যি, ফিদার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফিদার। 'আমার ঠিক জানা নেই। প্রফেসর মাসুদ রানা ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাইকোঅ্যানালিসিস্ করাইনি।'

'আপনি তাহলে এত জোর দিয়ে বলছেন কিভাবে?' চোখে আগুন নিয়ে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'মাঝরাত আসতে দাও, নিজেই দেখতে পাবে,' বলল রানা।

ফিদারকে কেঁপে উঠতে দেখল সবাই, সেই সাথে ছোট্ট রিভলভারটা বেরিয়ে এল তার হাতে, রানার পেটের দিকে তাক করা। বাঁ হাতে গ্লাস, সেটা একটুও কাঁপছে না।

'আমার প্রতিপক্ষ হতে চাইছ? ঘোষণা না দিয়েই?' রিভলভারের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

ধীর ধীরে রিভলভারটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল সে, শার্ট টেনে ঢাকা দিল।

ভাব দেখে মনে হলো এতক্ষণে সে উপলব্ধি করল সবাই থমকে আছে।

আরও কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না বা নড়ল না। তারপর পিছনে লুকানো হাতটা সামনে আনল সোফিয়া, লম্বা আর সরু, চকচকে কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল তার হাতে। ফিদারের পাশে চেয়ারে গিয়ে বিঁধল সেটা। এতক্ষণে সবাই দেখতে পেল জিনিসটা। একটা ছুরি। চেয়ারের পিঠে কাঁপছে।

ফিদারের চোখ একটু বড় হলো।

'আপনি যে খেলা খেলছেন, মি. ফিদার,' শান্ত সুরে বলল সোফিয়া, 'সে খেলা আমারও জানা আছে।'

ক্ষীণ বিস্ময়ের সাথে সবার দিকে একবার করে তাকাল ফিদার, দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ। তারপর এক চুমুকে হাতের গ্লাসটা খালি করল সে, মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—স্বীকার করলাম বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কিন্তু রানা আমাকে আরেকটু কম অপমান করলেও পারত। তা, প্রফেসর, আমার ব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ? পাহারা দেবে?'

'দুটো ট্যাবলেট খেয়ে তোমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত,' বলল রানা।

'ট্যাবলেট তুমি আমাকে জোর করে গেলাবে?' বাঁকা হাসিটা আবার ফিরে এল ফিদারের ঠোঁটে।

মাথা নাড়ল রানা।

লরেলি বলল, 'কথাটা সত্যি, ফিদার?'

ধাতব টেবিলে গ্লাসটা সজোরে ঠুকে ভেঙে ফেলল ফিদার। টেরেস থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে লরেলি। রানার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সোফিয়া।

'ও যদি অসুস্থই হয়, ওর ওপর কারও নজর রাখা উচিত নয়?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'কে তোমাকে ধরে রেখেছে? তবে, মনে রেখো—কারও সমালোচনা করার, কাউকে শত্রু ভাবার জন্যে একজনকে দরকার ওর। যেতে চাও যাও, তবে নিজেকে তৈরি রেখো।'

'ওর চিকিৎসাটা কি, রানা?' প্রশ্নটা লরেলির নয়, সোফিয়ার কাছ থেকে এল।

'ওর জীবনটা ধ্বংস করে দাও, চিকিৎসা হিসেবে দারুণ কাজ দেবে,' বলল রানা। 'ওর অতীত, কাজ ইত্যাদি যা কিছু ধ্বংস করতে পারো সব গুঁড়িয়ে দাও। এই পদ্ধতির ডাক্তারী একটা নাম আছে বটে, তবে চিকিৎসার ধরনটা এরকমই।'

'কেন, ওর জীবনটা কেন ধ্বংস করতে হবে?'

'কোন বাড়িতে প্লেগ দেখা দিলে কি করি আমরা? বাড়িটাকে আগুনে পোড়াই না? ফার্নিচার, কার্পেট, বিছানা, সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। একজন অ্যালকোহলিকের ব্যাপারেও তাই করতে হয়। তার জীবনে কিছু একটা ঘটনা আছে, যার দরুন মদখোর হয়ে পড়েছে সে। কাজেই তার জীবন ধ্বংস করা দরকার।'

লরেলি হিস্ হিস্ করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না!'

'ভাল কথা, ওর ব্যাপার নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন, জানতে পারি?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা।

লরেলির চিবুক উঁচু হলো। 'ওকে আমি পছন্দ করি।'

'কাল পর্যন্ত করোনি। তোমার ধারণা ছিল আমরা দু'জন হলিউডি গুণ্ডা।'

'তার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টেছে।' পরমুহূর্তে লরেলির চেহারার উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'না, দুঃখিত। আপনাদের দু'জন সম্পর্কেই আমার ধারণা পাল্টেছে। আপনি ওকে চেনেন, ওকে সাহায্য করতে পারেন না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে আমি চিনি না, মাত্র দু'দিন আগে পরিচয় হয়েছে।'

দরজা দিয়ে লনের দিকে তাকাল লরেলি। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল সে। 'আমি ওর কাছে যাচ্ছি, ওর সাথে কথা বলব।' ওদের দিকে পিছন ফিরল সে।

রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'কথাগুলো সবই জানা আছে ফিদারের। তিন দিন ধরে মদ ছোঁয়নি সে, জানে মদ আর বন্দুক মিত্র নয়। মনে করার দরকার নেই যে নিজেকে বোকা বানাচ্ছে সে। কোন্ পথে উদ্ধার জানা আছে তার। পথটা অবলম্বনের জন্যে একটা কারণ দরকার ওর। বডিগার্ড হিসেবে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে, সেটা বন্ধ করলেই যে সব সমস্যার ইতি ঘটবে তা নয়।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'অনেকের বেলায় কেন সে অ্যালকোহলিক হলো এটা কোন বড় প্রশ্ন নয়। অ্যালকোহল নিজেই একটা কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই এখন তার দরকার থামার একটা কারণ। চালিয়ে যাবার কোন কারণ নেই, শুধু এটা বুঝিয়ে ওকে পারা যাবে না।'

রানার মুখে তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজল লরেলি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সে। বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

আধঘণ্টা পর, বিকেলের রোদে বাগানে হাঁটছে ওরা। মালীরা দূরে সরে গেছে,

কিন্তু তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ করল রানা। 'কি ব্যাপার, তোমার মালীরা তোমাকে পাহারা দিচ্ছে নাকি?'

ব্যাপারটা সোফিয়াও লক্ষ করেছে। কারণটাও আন্দাজ করতে পারছে সে। মৃদু হেসে বলল, 'অনেক বড় বাগান, তাই না, রানা? দেখেই বোঝা যায় খুব যত্ন নেয়া হয়, ঠিক?'

'হ্যাঁ, তো কি হলো?'

'এখানে আমাকে কখনও দেখেনি ওরা,' বলল সোফিয়া। 'আমার বাগান আর আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, রানা। আমরা জানতাম, তুমি একদিন না একদিন আসবে।'

কি বলবে রানা ভেবে পেল না।

'আচ্ছা, তখন কি তুমি ফিদারের কারণ হতে পরামর্শ দিলে লরেলিকে?'

'বলতে চেয়েছি, ফিদারকে ভাল করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। উপদেশ, নীতিকথা, শুধু এ-সবে কাজ হবে না।'

'ফিদারের চেয়ে গুরুতর অসুখে আমি যে ভুগছি, তার কি?'

রানা নির্বাক।

'রানা,' আবার বলল সোফিয়া। 'আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।'

এবার রীতিমত উৎসাহের সাথে মাথা ঝাঁকাল রানা, যেন ওর মনের কথা বলেছে সোফিয়া।

'তোমার গোঁড়ামি না কি যেন তখন বললে, আমার পছন্দ নয়; কিন্তু জানি ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি তোমার ওই জিনিস নিয়ে থাকো, আপত্তি করব না; কিন্তু তোমার বন্ধুত্ব থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না, প্লীজ। কামনা করতে নাই পারি, তোমার সান্নিধ্য পেলে বেঁচে থাকার একটা কারণ সৃষ্টি হবে...কথা দাও, রানা, এখন থেকে আমাকে তুমি এড়িয়ে চলবে না...'

'কথা...'

শ্যাতোর ভেতর একটা গুলির শব্দ হলো।

# সাত

'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট সেলুনে বোতল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে,' বলল সোফিয়া, আড়াল নেয়ার ভঙ্গিতে ফুল গাছের দিকে ঝুঁকে আছে সে। চাকরি ছেড়ে দিলেও ট্রেনিং ভোলেনি। 'তোমার বন্ধু ফিদার।'

রানাও তা ভেবেছে, কিন্তু স্বস্তিবোধ করছে না। শুধু বোতলেই গুলি করবে ফিদার তার কি নিশ্চয়তা? অথচ মাউজারটা সাথে নেই ওর।

হন হন করে বাগান থেকে বেরিয়ে এল ও।

হলের ভেতর স্থির মূর্তি হয়ে আছে ওরা তিনজন। ডান দিকের দেয়ালে

হেলান দিয়ে রয়েছে ফিদার, হাতের রিভলভারটা পায়ের দিকে মেঝেতে তাক করা। তার উল্টো দিকের দেয়ালে পিছিয়ে গেছে আনথান, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছে ফিদারের দিকে। লরেলি শুধু দাঁড়িয়ে আছে। হুক থেকে পড়ে গেছে ফোনের রিসিভার, মেঝেতে।

রানা ঢুকতেই ওর দিকে রিভলভার তুলল ফিদার।

'সরাও ওটা। কি হয়েছে?'

'কোন পুরুষ কোন মেয়ের গায়ে হাত দেবে, এ আমি একদম সহ্য করতে পারি না…,' হড়বড় করে বলল ফিদার, সামান্য একটু হাঁপাচ্ছে।

'ঠিক আছে, যা ঘটার ঘটে গেছে। তুমি তোমার বোতলের কাছে ফিরে যাও।' আনথানের দিকে ফিরল রানা। 'কি ব্যাপার, আনথান?'

আনথানকে কিছু বলতে না দিয়ে ফিদারই আবার শুরু করল, 'লরেলির চিৎকার শুনে ছুটে আসি আমি, এসে দেখি এই লোকটা ওর সাথে ধস্তাধস্তি করছে…'

লরেলি বলল, 'আমি শুধু ফোনটা ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ…'

'কাকে?'

চোখ বড় বড় করে তাকাল লরেলি, চেহারায় নিরীহ ভাল মানুষের ভাব। 'কি কাকে?'

'কাকে ফোন করতে যাচ্ছিলে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি…এক…একজন বন্ধুকে। ভেবেছিলাম…'

লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল রানা, মেঝে থেকে তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল রিসিভারটা। 'হ্যালো?' কিন্তু না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রিসিভার হুকে রেখে দিল ও। তাকাল লরেলির দিকে। 'আনথান আমার নির্দেশ পালন করছিল। তুমি ভুলে গেছ কোথাও ফোন করতে নিষেধ করা হয়েছিল সবাইকে? কাকে করছিলে?'

'আমার এক বন্ধুকে।' লরেলির চেহারায় গোয়ার্তুমির একটা ভাব ফুটে উঠল, যেন বেয়াড়া স্কুল-ছাত্রী, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেসের বিছানায় কে মরা ব্যাঙ ফেলে এসেছে বলবে না।

'ওদের হামলার ধরন লক্ষ্য করোনি?' লরেলিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়া হলে তোমার গায়েও একটা লাগতে পারে। কাজেই ওদেরকে সাহায্য করার আগে ভাল করে ভেবে দেখো।'

দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করল ফিদার। 'মানে? কি বলছ তুমি?'

ঝট করে ফিরল রানা, ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিদারের হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেয়।

সোফিয়া বলল, 'রিভলভারটা রানাকে দিন, তা না হলে এই মুহূর্তে আপনাকে আমি খুন করব।'

সবাই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হলের শেষ মাথায়, ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়া, একটা কাঁধ ঠেকে আছে দেয়ালে। রানার মাউজারটা দু'হাতে

ধরা। 'অটোমেটিকে রয়েছে, মি. ফিদার,' আবার বলল সে।

'এখানে আপনি ওটা ফায়ার করতে পারবেন না,' বলল ফিদার, সতর্কতার সাথে সোফিয়ার হাবভাব লক্ষ করছে সে।

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে সোফিয়া বলল, 'ইচ্ছে হলে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারেন।'

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড নড়ল না ফিদার। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল রানার দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল সোফিয়া। 'দয়া করে মনে রাখবেন, নিজের বাড়িতে গুলি করার অধিকার আমার আছে। বুলেটটা কোথায় গেল, আনথান?'

টেলিফোনের কাছে দেয়ালে গর্তটা দেখাল আনথান। এগিয়ে এসে মাউজারটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সোফিয়া। কিন্তু মাথা নাড়ল রানা। 'এখন আর দরকার নেই। ওকে আমি শুইয়ে দিয়ে আসি।' রিভলভারটা পকেটে ভরল ও।

তির্যকদৃষ্টিতে রানাকে লক্ষ করছে ফিদার, ঠোঁটের কোণও বেঁকে আছে। 'তুমি জানো, খালি হাতেও তোমার সাথে লড়তে পারি আমি?'

'কেন পারবে না। আনআর্মড কমব্যাটে একই ধরনের ট্রেনিং পেয়েছি আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার আমার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়, তুমি জানো।'

'হুঁহ্!' বলে ঘুরে দাঁড়াল ফিদার, সিঁড়ির দিকে এগোল।

লরেলিকে রানা বলল, 'বোতলটা নিয়ে এসো।'

'কেন! আর ওকে দেয়া উচিত হবে কি!'

'যা বলছি শোনো!' ফিদারের পিছু নিয়ে ওপরতলায় উঠে এল রানা। সিঁড়ির মাথায় জন রোডস্ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর দিকে একবারও না তাকিয়ে পাশ কাটাল ফিদার। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন জন রোডস্। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। কিছু বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু রানাও তাঁর দিকে না তাকিয়ে পাশ কাটাল।

ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল ফিদার। এক মুহূর্ত পর চিৎ হলো সে। 'সত্যিই বোধহয় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

রানার পিছনে কামরায় ঢুকল লরেলি কুইন অ্যানি হুইস্কির বোতলটা নিয়ে। সেটা হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করল রানা, বেশ হালকা লাগল।

'কি করতে চান আপনি?' ব্যাখ্যা দাবি করল লরেলি।

একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল রানা। 'কাল যাতে তৈরি থাকতে পারে তার ব্যবস্থা।'

'আবার মদ খাইয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর ওপর আপনার কোন মায়া নেই, তাই না?'

'তুমি ফোন করছিলে কাকে?'

কটমট করে তাকাল লরেলি। 'একদিন হয়তো জানতে পারবেন।' কামরা

থেকে বেরিয়ে গেল সে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল ফিদার। 'সত্যি তুমি মনে করো লরেলি বেঈমানী করছে?'

'কেউ করছে।'

'লরেলি? নাহ্।' মাথা নাড়ল ফিদার। 'ও খুব ভাল মেয়ে।'

'তুমি তো বলবেই। ও তোমাকে সুস্থ করতে চায়।'

'লক্ষ করেছি।' আবার চুমুক দিল ফিদার। 'কিন্তু তুমি কেয়ার করো না?'

'আমার কোন ব্যাপার নয়। আগামী পরশু থেকে আর আমাদের দেখা হচ্ছে না। তুমি জানো।'

'জানি।' গ্লাস খালি করে ফেলল ফিদার।

হাত বাড়াল রানা। 'আরও?'

বালিশে কাঁধ ঝাঁকাল ফিদার। 'মনে হয়।'

ড্রেসিং টেবিলে, বোতলের কাছে ফিরে এল রানা।

'যদি কথা দিই আর কোন হাঙ্গামা করব না, রিভলভারটা ফেরত দেবে?'

'দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম,' ভোলেনি রানা, অপেক্ষায় ছিল কখন কথাটা তুলবে ফিদার। রিভলভারের সিলিন্ডার ঘুরিয়ে খালি কার্ট্রিজ বের করল ও। 'আর নেই?'

'কোট-পকেটে।'

চেয়ারে ঝুলছে জ্যাকেটটা। ফিদারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। তাজা কার্ট্রিজের সাথে পকেট থেকে ট্যাবলেটের একটা শিশিও বেরুল। দুটো ট্যাবলেট গ্লাসে ফেলল ও। তারপর কার্ট্রিজ-ভরে রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল বিছানার দিকে, ফিদারের পায়ের কাছে।

বিছানায় বসতে হলো ফিদারকে। রিভলভারটা নিয়ে চেক করল সে, তারপর আবার শুয়ে পড়ল, বালিশের তলায় চলে গেল অস্ত্রটা। ইতিমধ্যে গ্লাসের হুইস্কির সাথে গলে মিশে গেছে ট্যাবলেট। রানা জানে হুইস্কির সাথে ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত নয়, কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিতে নিতে ফিদার বলল, 'তুমি মানুষটা কিন্তু খুব খারাপ নও হে, মাসুদ রানা।'

রানা হাসল না। আরেকটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে চেয়ারটায় বসল ও। 'ঘুমোবার চেষ্টা করো, আজ রাতেই আমরা রওনা হব।'

একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ফিদার।

বেরিয়ে এসে রানা দেখল সিঁড়ির মাথায় জন রোডস্ দাঁড়িয়ে আছেন, সাথে লরেলি। নিচু সুরে কি যেন বলার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু খুব বেশি দূর এগোতে পারছে না। রানাকে দেখেই বারুদের মত জ্বলে উঠলেন জন রোডস্। 'আপনি আমাকে জানাননি কেন ফিদার একজন ড্রাঙ্কার্ড?'

'রওনা হবার পর জেনেছি,' রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'মশিয়ে লিলাচের কাছে আমি ব্যাখ্যা চাইব। আমি খুন হয়ে যেতে পারতাম, শুধু একটা মাত্রা...'

'চুপ করুন তো,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'গত দু'দিন আপনি মরেননি, কার কৃতিত্ব বলে মনে করেন সেটা? আমরা যা করেছি, এরচেয়ে বেশি আর কারও দ্বারা সম্ভব হত না। যান, বিছানায় যান।'

'আমি এখনও ডিনার খাইনি,' বিস্ময়ের সাথে বললেন জন রোডস্।

কোন রকমে হাসি চাপল রানা।

সিঁড়ির নিচ থেকে সোফিয়া বলল, 'একটু পরেই আনথান আপনাকে সার্ভ করবে, মি. রোডস্। তার আগে আপনি কিছু পান করতে পারেন।'

আড়ষ্ট ঘাড় আর পিঠ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন জন রোডস্। আনথান তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

রানা নিচে নেমে আসতে সোফিয়া ওর একটা হাত ধরল। 'তুমি আমার ঘরে খাবে।'

রানার অনুরোধেও কাজ হলো না, একা খেতে বসতে হলো ওকে। সোফিয়া পরিবেশন করল। ওর প্রিয় খাবার সম্পর্কে জানা আছে তার, বিশেষ করে সেগুলোই রান্না করা হয়েছে। প্লেট খালি হবার আগেই আবার তুলে দিচ্ছে সোফিয়া, এক সময় বাধ্য হয়ে বলতে হলো রানাকে, 'তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

ইতিমধ্যে রানা লক্ষ করেছে, সোফিয়ার খাটের উল্টো দিকের দেয়ালে বাঁধানো ফটোটা ওরই। মস্ত একটা ঢেকুর তুলে চেয়ারে হেলান দিল ও, জিজ্ঞেস করল, 'ফটোটা কি অফিস থেকে চুরি করা?'

হাসল সোফিয়া। 'তুমি ভুলে গেছ একটা বিষয়ে এক্সপার্ট আমি।'

বুঝল না রানা। 'হ্যাঁ, কাগজ-পত্র, নক্সা ইত্যাদি জাল করতে পারো। তার সাথে কি সম্পর্ক?'

'ফটোটা চুরি করা নয়,' বলে ওর হাত ধরল সোফিয়া। 'চলো, শোবে চলো। সামনে কঠিন দিন, যতটা পারো ঘুমিয়ে নাও। চুরি করা তো নয়ই, এমনকি ওটা ফটোই নয়।'

তারপর রানার খেয়াল হলো, চুরি করবে কিভাবে, অফিসে ওর কোন ফটো তো রাখা হয় না। 'ফটো নয়?'

'জ্বী-না, স্যার।' রানাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথার কাছে বসল সোফিয়া। 'ওটা আমার নিজের হাতে আঁকা।'

'মন থেকে এঁকেছ? মাই গড!'

'চোখ বোজো,' শাসন করল সোফিয়া। রানার মাথার চুলে আঙুল ঢোকাল সে। 'ঢিল করে দাও পেশী। সব ভুলে যাও।'

'তোমার কথাও?'

'হ্যাঁ, আপাতত।'

চোখ বুজল রানা, এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

এন/নাইনটি-টু ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। এটা সেই একই সিট্রোঁ ডেলিভারি ভ্যান, রানা আর সোফিয়া পালা করে চালাচ্ছে। ভ্যানের পিছনে কাঠের বাক্সে ওয়াইনের বোতল, পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আছে তিনজন আরোহী। পিছনের দরজা খোলা হলেও বাইরে থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না।

ঘুমন্ত ফিদারকে ধরাধরি করে ভ্যানে তোলা হয়েছে, এখনও সম্ভবত ঘুমাচ্ছে সে। রানার ধারণা ভ্যানে চড়ার পর জন রোডসও সম্ভবত আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। ঘাড়ের পিছনে তাঁর নিঃশ্বাস পেল রানা, জানতে চাইলেন, 'সুইটজারল্যান্ডে কিভাবে ঢুকছি আমরা, মি. রানা?'

'প্রথমে আমরা গেক্স-এ যাব, জেনেভা থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ওখান থেকে হেঁটে এয়ারপোর্টে।'

প্ল্যানটা পছন্দ হলো না জন রোডসের। 'বড় কোন একটা শহরে কেন যাচ্ছি না? গাড়ি ভাড়া করতে পারতাম। কিংবা ইভিয়াঁ-য় কেন যাচ্ছি না? ওখান থেকে বোটে করে লেক পেরিয়ে লজেন-এ চলে যেতে পারতাম।'

'কিন্তু পুলিস থাকলে? আমার ধারণা: থাকবে।'

'জেনেভা সীমান্তে থাকবে না?'

'থাকবে, কিন্তু সীমান্তটা লম্বা, সবটুকু পাহারা দেয়া সম্ভব নয়। অন্তত বিশটা রাস্তা সীমান্তের দিকে গেছে, খেত-খামারের মাঝখান দিয়ে। হেঁটে পেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'সুইস পুলিস যদি...'

'ওরা আমাদের খুঁজছে না। ফ্রেঞ্চ পুলিস অনুরোধ না করলে আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না ওরা, যদি ধরাও পড়ি। আর ফ্রেঞ্চ পুলিস অনুরোধ করবে না, কারণ এটা তাদের মান-সম্মানের প্রশ্ন। অন্তত এখুনি তারা স্বীকার করতে রাজি হবে না যে আমরা তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি।'

জন রোডস্ আপাতত চুপ করলেন। ক্যাব আর ভ্যানের মাঝখানের জানালা থেকে মাথাটা সরিয়ে নিলেন তিনি।

রানার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল সোফিয়া।

'পুলিস থামালে কি বলবে তাদের?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'জেনেভার দুটো রেস্তোরাঁয় ওয়াইন সাপ্লাই দিই আমরা, গেক্সের একটা রেস্তোরাঁয় অনিয়মিত।'

'কিন্তু এত সকাল সকাল কেন পৌঁছুতে হবে তোমাকে?'

'কারণ, শ্যাতোয় জরুরী একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে লাঞ্চের সময়।'

'সত্যি আছে নাকি?'

'আনথানকে বলে এসেছি, স্থানীয় মাতবরদের একটা মীটিং ডাকবে সে।'

এর খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল রানা। ভ্যান ঘন ঘন ঝাঁকি খাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। উত্তর-পশ্চিম থেকে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা, আর মাত্র দু'এক কিলোমিটার বাকি।

সোফিয়ার উচিত ছিল আগেই ওর ঘুম ভাঙানো। ওর পালাবার সময়টুকুও

গাড়ি চালিয়েছে সে। যদিও লিখটেনস্টাইন এখনও চারশো কিলোমিটার দূরে।

'প্রায় এসে গেছি, রানা,' বলল সোফিয়া। গেক্সের কয়েক কিলোমিটার আগে ডান দিকে বাঁক নিল ভ্যান, সোজা সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে।

'আর সামনে যাবার দরকার নেই তোমার,' বলল রানা। সীমান্তের ঠিক ওপর নয়, খানিকটা ভেতর দিকে টহল দেয়ার কথা পুলিসের। একটা ভ্যান এল, থামল, ঘুরে আবার ফিরতি পথ ধরল–দেখে কি ভাববে ওরা?

রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল সোফিয়া। 'তাহলে এখানে।' ক্যাব থেকে নেমে পিছনে চলে এল রানা, দরজা খুলে দিল।

ওয়াইনের বোতল সরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সবার আগে নিচে নামলেন জন রোডস্, তারপর লরেলি। ফিদারকে ঠিক মাতালের মতই লাগল, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে লাফ দিল রাস্তার ওপর। দরজা বন্ধ করে ক্যাবের পাশে চলে এল রানা। 'ধন্যবাদ, সোফিয়া। এবার তুমি ফিরে যাও।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করল সোফিয়া, রানার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, রানা–প্লীজ।'

'আমি খবর দেব। সম্ভব হলে আজ রাতেই।'

'প্লীজ।'

হঠাৎ রানার গালে হাত বুলাল সোফিয়া, ঝট্ করে হাত আর মাথা টেনে নিল জানালার ভেতর। ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল ভ্যান, ঘুরল, ধুলো উড়িয়ে ছুটল ফেলে আসা পথ ধরে।

রাস্তার ধারে মাঠের দিকে হাত তুলল রানা। 'ওদিকে, মাঠে। তাড়াতাড়ি!'

লম্বা ঘাসের ভেতর গা ঢাকা দিতে এক মিনিট লাগল ওদের। নিজের ব্রীফকেসটাই শুধু সাথে নিয়েছে রানা, আর কাউকে কোন লাগেজ আনতে দেয়নি, সব ফেলে রেখে আসা হয়েছে শ্যাতোয়। রানার এক হাতে ব্রীফকেস, অপর হাতে ফিদারের কনুই ধরে আছে।

রাতটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার, আকাশে চাঁদ তারা কিছুই নেই। তবে ভাগ্য ভাল যে বৃষ্টি হচ্ছে না। সামনে, বেশ দূরে, আলো দেখা যাচ্ছে–কখনও সাদা, কখনও সবুজ। উজ্জ্বল আলো, প্রতিফলিত হচ্ছে মেঘের গায়ে। ওটাই জেনেভা-কোইনট্রিন এয়ারপোর্ট বীকন। সেদিকেই দলটাকে নিয়ে যাচ্ছে রানা। হাতঘড়িতে পৌনে পাঁচটা বাজে, পৌনে এক ঘণ্টা পর ভোরের আলো ফুটবে।

'ওটা...কি ওটা?' ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ঘাড় বাঁকা করে তাকাল। দিগন্তে গাঢ় একটা কাঠামো। সম্ভবত বড় একটা বাড়ি। কয়েকশো গজ দূরে অস্পষ্ট। আশপাশে গাছের মাথা।'

'ভলতেয়ার'স শ্যাতো,' বলল রানা।

ঘাস থেকে পা তুলে চুলকাল লরেলি। 'মহারথীর কিছু একটা কোট করলে কেমন হয়? যেমন: অল'স ফর দ্য বেস্ট ইন দিস বেস্ট অভ অল পসিবল ওয়ার্ল্ডস?'

'জেসাস,' কণ্ঠে রাজ্যের কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে এই প্রথম কথা বলল

ফিদার। 'আমরা কি লিটারারি কোচ ট্যুরে বেরিয়েছি, নাকি কোন শব্দ না করে সীমান্ত পেরোতে চাই?' ঝাপটা দিয়ে রানার মুঠো থেকে নিজের কনুই ছাড়িয়ে নিল সে।

বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ফলের বাগান পেরচ্ছে ওরা। খানিক পর লরেলিকে নিচু গলায় বলল রানা, 'স্কুলে কখনও ক্যাপটেন ছিলে?'

'ন্‌না।' লজ্জা এবং বিস্ময়ের সাথে মাথা নাড়ল লরেলি। 'হকি বা অন্য কোন খেলায় কখনোই ভাল ছিলাম না।'

'কংগ্রাচুলেশন্স। শোনো, ক্যাপটেন হবার এই সুযোগটা তোমার হাতছাড়া করা উচিত হবে না। পিছনের ওই দু'জনের ক্যাপটেন তুমি। ওদেরকে নিয়ে আমার ঠিক দশ গজ পিছনে থাকবে তুমি। দশ গজ পিছনে, কিন্তু আমার ওপর চোখ। আমি থামলে তুমিও থামবে। আমি বাঁক নিলে, তুমিও সাথে সাথে বাঁক নেবে–আমি যেখানে বাঁক নিয়েছি সেখানে আসবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কাজটা ফিদারের নয়...?'

'ফিদারের,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি তোমাকে দিয়ে করাতে চাইছি। ঠিক আছে?'

রাজি হলো লরেলি। সামনে কাঁটাতারের বেড়া, সতর্ক ছিল বলে ওদের কারও গায়ে বিঁধল না। বেড়ার নিচের অংশে পা রেখে ওপরের অংশটা ধরে ফাঁক বড় করল রানা, এক এক করে গলে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল তিনজন। সবশেষে রানাও বেরিয়ে এল।

ত্রিশ গজ এগোল রানা। তারপর চল্লিশ গজ। গাছের আড়ালে আড়ালে থাকছে ও। ভোরের আলো এরইমধ্যে ফুটতে শুরু করেছে, ওদের হিসেব করা সময়ের আগেই। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। জন রোডস্ আর ফিদারকে পথ দেখিয়ে ঠিকমতই নিয়ে আসছে লরেলি, তবে দশ গজের চেয়ে একটু বেশি পিছনে রয়েছে সে। বেড়া গলে বেরিয়ে আসার পর পঞ্চাশ গজের মত এগিয়েছে ওরা, দ্বিতীয় বাগানটার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের দেখা পেতে চেষ্টা করল রানা। সামনে আরও একটা কাঁটাতারের বেড়া থাকার কথা। কিন্তু বীকনের নিয়মিত আভা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। নিজেও জানে না কেন। পিছনে তিনজনের দলটাও পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তারপর বুঝতে পারল রানা। সিগারেটের গন্ধ।

একটা আঙুল চুষে মাথার ওপর তুলল রানা, বাতাস কোন্ দিকে বইছে জানতে চায়। বিশেষ একটা দিক নয়, আঙুলের সবটুকু ভেজা অংশ ঠাণ্ডা লাগল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু শীত এত বেশি নয় যে নিঃশ্বাসকে ঘন করে তুলবে। মাঠে তো বাতাস তেমন ছিলই না, গাছপালার ভেতর একেবারেই নেই।

পরবর্তী পদক্ষেপ, প্লীজ।

হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, মাটির একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল নাক বরাবর সামনে।

ফরাসী ভাষায় বিস্ময় ধ্বনি ভেসে এল, 'কিসের আওয়াজ?' বাঁ দিক থেকে।

বারো গজ পিছনের দলটাকে নিয়ে ডান দিকে সরে এল রানা। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না, কারণ সামনে রাস্তা, রাস্তায় জীপ গাড়ি।

ইতিমধ্যে একটা লম্বা ঝোপ দেখতে পেয়েছে রানা, হাতছানি দিয়ে সবাইকে সেখানে ডাকল। সবাই পৌঁছুতে বলল, 'আমাদের বাঁয়ে পুলিস, ডানে রাস্তা আর জীপ। রাস্তার খানিক সামনে কাস্টমস পোস্ট। অথচ কারও চোখে ধরা না পড়ে সীমান্ত পেরোতে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

ইঙ্গিতে ঝোপটা দেখাল রানা। 'আমরা ডান বা বাঁয়ে না গিয়ে এখান দিয়েই পার হব।' একটা জায়গা খুঁজে বের করল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভেতর ঢোকা যায়। প্রথমে একাই ঢুকে পড়ল ও। অপর দিকে মাথা বের করতেই কাস্টমস পোস্টটা দেখতে পেল, খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে। ছোট একটা বাংলো, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। একজোড়া জীপ, কাছে পিঠেই। কয়েকজন লোককেও দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের পায়ের আওয়াজ অত দূরে পৌঁছুবে না, কিন্তু এয়ারপোর্ট বীকনের উজ্জ্বল আলোর ভেতর দিয়ে এগোতে হবে ওদেরকে। রাস্তা পেরিয়েই যেতে হবে, এবং হয়তো বাংলোর ভেতর লোক আছে যাদের কাজ রাস্তার ওপর নজর রাখা। ঝোপ গলে ইতিমধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে দু'একজন। 'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আরও খানিকটা বাঁ দিকে সরে যেতে হবে, এখান দিয়ে রাস্তা পেরোনো সম্ভব নয়।'

কাস্টমস পোস্টের উল্টো দিক থেকে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ওদের সামনের রাস্তা আলোকিত হয়ে উঠল হেডলাইটের আলোয়। তারপর রাস্তা ধরে ছুটে গেল একটা গাড়ি।

হঠাৎ রানার পাশ থেকে হেসে উঠল ফিদার। 'একেই বলে উপকারী বন্ধু। দেখো হে, দেখো–ওখানে ওটা কি করছে?'

কাস্টমস্ পোস্টের দিকে তাকাল রানা। কাস্টমস্ হাউসের সামনে এইমাত্র থামছে ডেলিভারি ভ্যানটা। কয়েকজন লোক হন হন করে সেটার পিছন দিকে এগোচ্ছে দরজা খোলার জন্যে। মনে মনে সোফিয়ার ওপর রেগে গেল রানা। রুটটা জানা আছে তার, ওদেরকে নিরাপদে সীমান্ত পেরোবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ঝুঁকিটা নিচ্ছে সে। কাস্টমস্ অফিসারদের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে।

ভ্যান দেখে কাস্টমস্ অফিসারদের সন্দেহ তো হবেই, একটা ভ্যানে অনায়াসে চারজন লোককে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

'হ্যাঁ, এখান থেকেই,' বলে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে সবটুকু

বেরিয়ে এল রানা। 'কুইক!' একটু থেমে ফিদারকে আগে যেতে দিল ও, তারপর লরেলিকে। জন রোডস্ ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার পর তাঁকে অনুসরণ করল ও। সোফিয়া কাস্টমস্ অফিসারদের সন্তুষ্ট করার আগেই রাস্তা পেরিয়ে অপর দিকের ঝোপের আড়ালে চলে এল দলটা। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওরা, মাথা নিচু করে আছে সবাই, কিন্তু বীকনের আলো এখন সরাসরি ওদের মুখে লাগছে। কাঁটাতারের উঁচু বেড়াটা দুশো গজ সামনে।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল ফিদার। 'এয়ারপোর্টের বেড়া টপকানো কি এতই সোজা?'

'খুব কঠিন। তবে সাথে ওয়ায়্যার-কাটার থাকলে পানি।'

'ওয়ায়্যার-কাটার? কোথায় পেলে?'

'তুমিই না বললে সোফিয়া আমার উপকারী বন্ধু?'

দু'মিনিট পর বেড়ার সামনে পৌঁছল ওরা। ব্রীফকেস খুলে ওয়ায়্যার-কাটার বের করল রানা। কাটতে শুরু করেছে, হঠাৎ চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো পড়ল গায়ে। স্থির হয়ে গেল হাত, হার্টও মিস করল একটা বিট্। তারপর, আলোর পিছন থেকে ভেসে এল জেট এঞ্জিনের আওয়াজ। একটা প্লেন আসছে ল্যান্ড করতে, ল্যান্ডিং লাইট জ্বেলে। তবু নড়ল না রানা। পাইলট ওদের দেখতে পাবে না, কিন্তু গায়ে আলো থাকায় মাঠে ওদের ছায়া পড়ছে। ছায়াগুলো নড়াচড়া করলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে।

প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করল। কর্কশ যান্ত্রিক গর্জনে কান পাতা দায়। বেড়া কাটার কোন শব্দ রানা নিজেই শুনতে পেল না। জন রোডসের দিকে ফিরল ও। 'ওয়েলকাম টু সুইটজারল্যান্ড।'

বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকল ওরা, আধ মাইল ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আরেকবার বেড়া কেটে এয়ারপোর্ট সীমানা থেকে বেরিয়ে এল। যতটা সম্ভব আবার জোড়া লাগিয়েছে রানা কাটা তার, খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না কাটা হয়েছিল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে এয়ারপোর্টের সামনে পৌঁছুবার জন্যে বাঁক নিল ওরা। লরেলির ধারণা, এয়ারপোর্টের টয়লেট ব্যবহার করে চেহারা পরিবেশনযোগ্য করার এটা একটা সুযোগ।

ভোর হয়েছে, সূর্য না উঠলেও, হাতঘড়িতে ছ'টা বারো। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের ভেতর এখনও আলো জ্বলছে, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট একটা মিনিবাস, পাশে লাগেজ-ট্রেইলার, দুটোই খালি।

'দরজার কাছে দশ মিনিটের মধ্যে আবার সবাই এক হব,' বলল রানা। নিজের পথে চলে গেল লরেলি। তাকে দেখে মনেই হয় না একটা ভ্যানের পিছনে পাঁচ ঘণ্টা লুকিয়ে ছিল বা বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দু'মাইল হেঁটেছে। তার সর্বাঙ্গে এতই লাবণ্য, কাদামাটি গায়ে সেঁটে থাকতে পারে না। মুখ একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে শুধু, আর পায়ের দিকটা ভিজে।

কিন্তু জন রোডস্‌কে দেখে মনে হবে বুনো একটা বিড়ালের সাথে তাঁর

গুরুতর মতপার্থক্য ঘটে গেছে। রেনকোটে কাদা, দু'জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। প্রায় গোটা ট্রাউজারই ভিজে। চুল এলোমেলো। চেহারাও কালিমাখা হাঁড়ির মত। তাঁর এখনও বোধহয় ধারণা: শুধু শুধু রানা তাঁকে এত কষ্ট করাচ্ছে, ইচ্ছে করলেই আরও ভাল পথ ধরে আসতে পারত ওরা। প্রায় ধরাধরি করে টয়লেটে ঢুকিয়ে দেয়া হলো তাঁকে, রানা আর ফিদার দু'পাশে এমনভাবে থাকল যাতে ভাল করে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

সাত মিনিটের মাথায় দরজার কাছে ফিরে এল সবাই।

সবার শেষে এল লরেলি, তবে প্রথম কথা বললেন জন রোডস্, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, মশিয়ে লিলাচকে ফোন করতে হবে?'

ইচ্ছে করে ভুলে আছে রানা, এবং কেউ মনে না করিয়ে দিলেই ভাল হত। কিন্তু চুক্তিটা যেহেতু তাঁর সাথেই, একটা যোগাযোগ রাখা দরকার। লাউঞ্জে ঢুকে পাশাপাশি কয়েকটা টেলিফোন বুদ দেখল ও, ঢুকে পড়ল একটার ভেতর। মশিয়ে লিলাচের হোটেলে রিঙ করল, বলল খুব জরুরী ব্যাপার। একটু পরই লাইনে এলেন দঁওদে লিলাচ।

'এর মানে কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'কি হয়েছে আপনাদের! ডিনাডানের পর একটা খবর পর্যন্ত দেননি! একদিনের বেশি হয়ে গেল...রেডিও শুনে আর কাগজ পড়ে এদিকে আমার অবস্থা...অ্যাভারনিতে গোলাগুলি হলো কেন? উনি আছেন কেমন...কোত্থেকে...?'

'এবার থামুন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'যাই ঘটে থাকুক, এখানে আমরা পৌঁচেছি। আপনি যদি দেখা করতে চান, বিশ মিনিট পর করনাভিন স্টেশনে পাবেন।'

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর দঁওদে লিলাচ বললেন, 'আমি আসছি।'

'বুকিং হল দিয়ে হেঁটে বুফে-র দিকে এগোবেন।'

পাশের টেলিফোন বুদে কে যেন ঢুকল। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাল রানা। চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। তাড়াতাড়ি বলল, 'তাহলে সেই কথাই রইল।'

নিজের বুদ থেকে রানা বেরুবার আগেই ডায়াল শেষ করেছে লরেলি। ভেতরে ঢুকে তার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিল ও, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বোকা বোকা, বিস্মিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লরেলি। 'কেন আপনি...?'

'তোমাকে না আমি বলেছি ফোন করা নিষেধ?'

'কিন্তু সে তো শুধু শ্যাতোয়।'

'জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারতে।' লরেলির ভাঁজ করা কনুইয়ের ভেতর একটা হাত গলিয়ে দিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। লাউঞ্জে লোকজন নেই বললেই চলে।

অভিমানের সুরে লরেলি বলল, 'ভাবলাম জিজ্ঞেস করলেই আপনি "না"

বলবেন।'

কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। মিনিবাসটা ইতিমধ্যে ভরতে শুরু করছে। গিটার, বেহালা ইত্যাদি নিয়ে একদল ছাত্র-ছাত্রীকে দেখা গেল। তাদের পিছনে বসল ওরা—লরেলির সাথে রানা, পিছনের সীটে জন রোডসকে নিয়ে ফিদার। পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে রানা বলল, 'স্টেশনে হয়তো মশিয়ে লিলাচের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে।' কন্ডাক্টরকে ভাড়া দিল ও।

'স্টেশন?' জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্।

'করনাভিন। রেলওয়ে স্টেশন, এয়ার টার্মিনালটাও ওখানে। পৌঁছুবার পর আলাদা হয়ে যাব সবাই। ফিদার আমার সাথে থাকবে।'

ফিদার বলল, 'না। রুল নাম্বার ওয়ান—বডিগার্ড সব সময় বডির সাথে থাকবে।'

'জানি,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু স্টেশনের ভেতর কেউ কাউকে গুলি করতে যাচ্ছে না। ভয় হলো, পুলিস হাতকড়া পরিয়ে দেবে। মি. রোড়সকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

যুক্তিটা মেনে নিল ফিদার।

জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর আমরা কি করব?'

'বার্ন-এর ট্রেন ধরব।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিল আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করব।'

'আপনার ধারণা ভুল ছিল,' বলল রানা। আশপাশে লোকজন থাকায় কেউ আর তেমন উচ্চবাচ্য করল না।

ছ'টা চল্লিশে করনাভিন স্টেশনে পৌঁছুল মিনিবাস। ছাত্র-ছাত্রীরা হৈ-চৈ করতে করতে নামছে, জন রোডসের দিকে ফিরল রানা। 'লরেলির সাথে আপনি আগে নেমে যান। বার্নের দুটো সেকেন্ড ক্লাস টিকেট কাটবেন—লরেলিকে দিয়ে কেনান। টিকেট নিয়ে চলে যান প্ল্যাটফর্মে। আমাদেরকে চিনবেন না।'

লরেলি বলল, 'টিকেট কিনতে হলে তো সুইস টাকা লাগবে আমার।'

'তোমার কাছে আছে। ফোন করছিলে কিভাবে?'

মুখ কালো করে মিনিবাস থেকে নেমে গেল লরেলি। তার পিছু নিলেন জন রোড়স্। ওরা দশ বারো গজ এগোবার পর ফিদারকে পিছনে নিয়ে নামল রানা।

বুকিং হলটা লম্বা আর ঠাণ্ডা, যথেষ্ট নোংরাও বটে। লম্বা বেঞ্চগুলোয় একদল শ্রমিক বসে আছে, ট্রেনের অপেক্ষায়। প্যারিস আর লন্ডন থেকে আসা কয়েকটা পরিবারকেও দেখা গেল, রেস্তোরাঁয় ঢুকছে।

চারদিকটা একবার ঘুরে এল রানা আর ফিদার। মাথা নাড়ল ফিদার, তার সাথে একমত হলো রানা—কাউকেই ওদের সাদা পোশাক পরা পুলিস বলে মনে হয়নি।

টিকেট বিক্রির মাত্র একটা জানালা খোলা। পিছনে রয়ে গেলেন জন

রোডস্, লরেলি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রানার ইঙ্গিত পেয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল ফিদার। লম্বা একটা টানেল আকৃতির র‍্যাম্প্ পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যেতে হয়। স্টেশনের ভেতর সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওটা, ওটার মাথায় দাঁড়ালে চারদিকে নজর রাখা সহজ। র‍্যাম্প্ সবাইকেই পেরোতে হবে, এবং একধারে বুফে এক্সপ্রেস কাউন্টার থাকায় ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে খারাপ লাগে না।

লরেলির পিছনে লাইন দিল রানা, ওদেরও টিকেট দরকার। জানালা থেকে টিকেট নিল লরেলি, ঘুরল, নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে রানাকে পাশ কাটাল। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, জন রোডসের সাথে মিলিত হলো সে, তারপর র‍্যাম্প্-এর দিকে এগোল দু'জন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। মুঠোর ভেতর টিকেট নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

বড়সড় সাদা একটা বলের মত ড্রপ খেতে খেতে রেনকোট পরা মশিয়ে দঁওদে লিলাচ হলে ঢুকলেন। জন রোডসকে দেখতে পেয়েছেন তিনি, কিন্তু রানাকে এখনও দেখেননি। অভ্যেস, রানার চোখ চলে গেল তাঁর পিছনে।

ট্রেঞ্চ-কোট পরা একহারা গড়নের এক লোক, মাথায় সরু কার্নিসের সবুজ ট্রিলবি, যেন ধাক্কা খেয়ে একটা দরজা দিয়ে হলে ঢুকল। হন হন করে হাঁটা শুরু করে গতি নিয়ন্ত্রণ করল সে, নোটিশ সাঁটা একটা বোর্ডের দিকে ফিরে সেটা পড়ার কাজে ভারি মনোযোগী হয়ে উঠল।

কেউ পিছু নিতে পারে, মশিয়ে লিলাচকে সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল রানার। এবং বলে রাখা উচিত ছিল ওর সঙ্কেত না পেলে তিনি যেন ওদের কারও সাথে কথা না বলেন। কিন্তু ফোনে এ-সব কথা বলার সময় পায়নি ও। লরেলির ওপর রাগে পিত্তি জ্বলে গেল।

দ্রুত কথা বলছেন লিলাচ আর জন রোডস্। ওঁদের দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে এগোল রানা, একটা চোখে আটকে আছে ট্রেঞ্চ-কোট। ঘাড় ফেরাল লোকটা, লিলাচ আর রোডসের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাল।

একটা কিছু করতে হবে রানাকে। ট্রেঞ্চ-কোট পরিচয় জানার আগেই জন রোডসকে সরিয়ে নিতে হবে। তবে এরই মধ্যে হয়তো আন্দাজ করে নিয়েছে সে। লোকটা পকেট থেকে খবরের কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল ব্যস্ত হাতে, মুখের সামনে তুলে আড়াল করল চেহারা।

দঁওদে লিলাচ, জন রোডস্ আর লরেলিকে পাশ কাটিয়ে র‍্যাম্পের দিকে এগোল রানা। র‍্যাম্পের গোড়ায় দাঁড়াল ও, ট্রেঞ্চ-কোট ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘন ঘন হাতছানি দিল রানা।

ধীর পায়ে লরেলি চলে এল। 'মশিয়ে লিলাচ ফেউ নিয়ে ঢুকেছেন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'মি. রোডসকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে যাও। আমাকে বা ফিদারকে এখনও তোমরা চেনো না। ঠিক আছে?'

র‍্যাম্প্ ধরে উঠতে শুরু করল রানা। ছোট্ট একটা দলের সাথে বুফে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এল ফিদার, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। রানা পাশে চলে আসতেই বলল, 'এখানেও কেউ নেই।'

ইঙ্গিতে নিচের হলটা দেখাল রানা। 'মশিয়ে লিলাচ এসেছেন, সাথে ফেউ নিয়ে। ওদেরকে আমি আলাদা হতে বলেছি।'

'জেসাস!' বলে র‍্যাম্পের দিকে এগোল ফিদার। বডিগার্ডের জায়গা বডির পাশে।

রানা তাকে থামাল। 'লোকটা যদি পুলিস হয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর যদি পুলিস না হয়, ওখানে দাঁড়িয়ে গুলি করবে না। শুধু জানতে হবে মি. রোডসকে চিনতে পেরেছে কিনা।' টেনে বুফে কাউন্টারের ভিড়ের মধ্যে তাকে নিয়ে এল রানা।

জন রোডস্ আর লরেলি র‍্যাম্প্ বেয়ে উঠে এল, পাশ কাটাল বুফে কাউন্টারের, তারপর একটা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের সময়সূচী পড়তে শুরু করল। খানিকটা দূরে থেকে ওদের পিছু পিছু উঠে এল ট্রেঞ্চ-কোট। ওদেরকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু দাঁড়াল না।

'শালা জানে,' ফিসফিস করে বলল ফিদার। 'ট্রেনে চড়ার ঝুঁকি এখন আর নেয়া চলে না।'

'বরং ট্রেনই এখন আমাদের দরকার। যদি পিছু না ছাড়ে, ফোন করার সুযোগ পাবে না।'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' বিড়বিড় করে বললেন জন রোডস্, লরেলির সাথে ধাপ বেয়ে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলেন। বুফে কাউন্টার থেকে ওদের পিছু নিল ট্রেঞ্চ-কোট। তার পিছনে থাকল ফিদার।

র‍্যাম্প্ বেয়ে নিচে নামবে রানা, মশিয়ে লিলাচ নিজেই উঠে এলেন। ওর দিকে তাকালেন তিনি, তবে প্রথম কথা বলার দায়িত্ব নিজে নিলেন না।

'লেজে করে মাছি নিয়ে এসেছেন আপনি,' বলল রানা। 'মি. রোডসের পিছু নিয়েছে।'

'ভুল হয়ে গেছে, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!' হতাশায়, অনুতাপে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন দঁওদে লিলাচ। 'বয়সেরই দোষ, আজকাল এত ভুল হয়! এখন আমি কি করতে পারি, প্লীজ, মি. রানা?' তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। 'চলুন দু'জন একসাথে যাই। ব্যাটাকে ঘায়েল করতে আপনাকে আমি সাহায্য করব।'

ভাব দেখে মনে হলো লোকটাকে তিনি ট্রেনের তলায় ফেলে দিতেও দ্বিধা করবেন না। হেসে ফেলে রানা বলল, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। কোন তথ্য আছে কিনা বলুন। ক্যাসপার এভরিল সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা?'

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়াতে অবাক হলেন দঁওদে লিলাচ।

'বেলজিয়ান লোকটার কথা বলছি,' আবার বলল রানা। 'আমাদের প্রতিপক্ষ।'

'বুঝতে পারছি কার কথা বলছেন,' মাথা ঝাঁকাললেন দঁওদে লিলাচ। 'চেষ্টার ত্রুটি করিনি, মি. রানা। ব্রাসেলসে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে। কিন্তু...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। '...কিন্তু কেউ তাকে চেনে না। আমার ধারণা এটা তার আসল নাম নয়। আর, বেয়ারার শেয়ার তো, তার কোন নামের দরকারও করে না।'

রানা গম্ভীর। 'এরকম কিছু একটাই আশা করেছিলাম। তবে, ব্যবসাটা সে বোঝে, সন্দেহ নেই।' মাথার ওপর একটা ট্রেন এসে থামল। 'বেশ, আপনি তাহলে চলে যান। আজ রাতেই লিখটেনস্টাইনে আবার দেখা হবে। সাবধান, ওখানেও যেন আবার লেজে মাছি নিয়ে যাবেন না।'

ধাপ বেয়ে উঠছে রানা, তখনও হতাশায় ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন দঁওদে লিলাচ। ফরাসী লইয়াররা এই কাজটা খুব ভাল পারে।

# আট

ট্রেনটা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামেনি। বিশ-পঁচিশ জন লোক, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফিদার ধাপের কাছে, জন রোডস্ আর লরেলি বিশ গজ দূরে, মাঝখানে ট্রেঞ্চ-কোট খবরের কাগজ পড়ছে। 'ট্রেন ক'টায়?' ফিদারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।' ইঙ্গিতে লোকটাকে দেখাল ফিদার। 'ওর সম্পর্কে কি ধারণা তোমার?'

'বোধহয় পুলিস। প্রতিপক্ষদের এত লোক নেই যে সব ক'টা স্টেশনে পাঠাবে।'

'পুলিস হলে ওর সঙ্গী কোথায়?'

সঙ্গত প্রশ্ন। দল ভারী করতে না পারলেও, পুলিস কখনও একা কোথাও যায় না। কাউকে অনুসরণ করতেও অন্তত দু'জন লাগে। তবে হতে পারে মশিয়ে লিলাচ এত সকালে হোটেল ছেড়ে বেরুবেন আশা করেনি ওরা, ওর বন্ধু হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল। কিংবা হোটেলের ওপর নজর রাখার জন্যে রাতে হয়তো এক জনকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

একটু পরই লজেন আর বার্নের ট্রেন পৌঁছুল। একটা ক্যারিজে উঠে গেল লরেলি জন রোডসকে নিয়ে। পরের ক্যারিজে, পিছনেরটায় উঠল ট্রেঞ্চ-কোট। তার পিছু পিছু উঠল রানা আর ফিদার। বসার সময় অবশ্য সবাই সেকেন্ড ক্লাস নন-স্মোকারে বসল।

মাঝখানে সরু প্যাসেজ, দু'পাশে একজোড়া করে সীট—পাশাপাশি নয়, সামনাসামনি। সীটের পিঠ বেশ উঁচু। বসার পর কেউ দেখতে পাবে না, যদি না দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে। জন রোডস্ আর লরেলি মুখোমুখি দুটো সীটে বসল। ওদের সীট বাছাই লক্ষ্য করে রানা আন্দাজ করতে পারল ট্রেঞ্চ-কোট কোথায় বসবে—বসলও তাই। পিছনের জোড়া সীটের একটায়। জন রোডস্ বা লরেলি দাঁড়ালে তাদের দেখতে পাবে সে।

আরও দু'জোড়া সীটের পিছনে বসল রানা আর ফিদার, দ্বিতীয় সারিতে। ট্রেন ছাড়ার পর ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'ওকে নিয়ে কি করা হবে বলে ভাবছ?'

'লজেনে নামতে চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদেরকে জানানোর উপায়

কি?’

'তুমি কোন প্ল্যান দিতে পারছ না,' অভিযোগের সুরে বলল ফিদার। 'বড়জোর বলা চলে পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছ।' বিপদের গন্ধ পেয়ে মদের নেশা ছুটে গেছে তার। হ্যাংওভারের প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে, ফলে এখনও তৃষ্ণা অনুভব করছে না। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তৃষ্ণার মত হ্যাংওভারও যদি দীর্ঘস্থায়ী হত অ্যালকোহলিক বলে কেউ থাকত না।

লেকের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন, সুযোগ পেলেই থামছে। আট-দশ জন আরোহী উঠেছিল ওদের সাথে, নাইওন-এ পৌঁছে দেখা গেল তাদের বেশিরভাগই নেমে গেছে।

কোমরের কাছে ঝুলে থাকা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টিকেট কালেকটর এল, জন রোডসের টিকেট দেখে বলল, 'বার্ন পর্যন্ত, কেমন?' সবাই শুনতে পাওয়ায় খুশিই হলো রানা।

ট্রেঞ্চ-কোটকে টিকেট কিনতে হলো। কি বলে শোনার জন্যে কান খাড়া করে রাখল রানা, ওর সন্দেহ কালেকটরের সাহায্যে কোন মেসেজ পাঠাবে। কিন্তু না।

ট্রেন নাইওন ছাড়ার পর প্যাসেজ ধরে পিছন দিকে এলেন জন রোডস্। সোজা ল্যাভেটরির দিকে চলে গেলেন তিনি। কাগজকলম বের করে তাড়াতাড়ি রানা একটা মেসেজ লিখল—'ফেউ আপনার ঠিক পিছনের সীটে। জোরে কথা বলবেন না। লজেনে নামবেন। যারা নামতে চায় তাদেরকে আগে নামতে দেবেন।'

ল্যাভেটরি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছেন জন রোডস্। রানা শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিল প্যাসেজের দিকে। না থেমেই কাগজটা ওর হাত থেকে নিলেন জন রোডস্, সীটে না ফিরে পড়ার চেষ্টাও করলেন না। এখন শুধু অপেক্ষা করা আর দেখার পালা জন রোডস্ রানার নির্দেশ পালন করেন কিনা।

পরবর্তী কয়েকটা স্টেশন থেকে বেশ ক'জন লোক উঠল। রানার ভয় হতে লাগল, ভিড় হয়ে গেলে অসুবিধে। সামনে লজেন, বেশিরভাগ আরোহী উঠে দাঁড়াল সীট ছেড়ে। ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে খসাবে ওকে?'

প্ল্যানটা বলল রানা।

ট্রেন থামল। লোকজন আস্তে-ধীরে নামছে। শেষ লোকটা নামার পর কয়েকজন উঠল, তারপর খালি হয়ে গেল দোরগোড়া। সীট ছাড়লেন জন রোডস্, বেরিয়ে এলেন প্যাসেজে, লরেলি তার পিছু নিল। রানার ব্রীফকেস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিদার, ওরা বেরিয়ে আসছে প্যাসেজে। হঠাৎ ওদের সামনে লাফ দিয়ে পড়ল ট্রেঞ্চ-কোট। 'এক্সকিউজ মি!' যদিও ওদের দিকে তাকাল না, প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তার পিছনে পৌঁছুল রানা।

কাঁচের দরজা পেরিয়ে ল্যাভেটরির পাশে আর নিচে নামার সিঁড়ির সামনে পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চ-কোট, তার সামনেই লরেলি। লরেলিকে পাশ কাটিয়ে

আগেই প্ল্যাটফর্মে নেমে গেছেন জন রোডস্ লাফ দিয়ে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল ট্রেঞ্চ-কোট। জন রোডসকে লাফ দিতে দেখে সে বুঝল তিনি জানেন তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। সেজন্যেই এত দেরি করে ট্রেন থেকে নামছেন তিনি। তার পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল, মন্থর হলো গতি, পিছন দিকে তাকাবার জন্যে ঘুরতে শুরু করল মাথা।

ট্রিলবির নিচে লোকটার কানের পাশে একটা ঘুসি মারল রানা, অপর হাত দিয়ে ধরে ফেলল অজ্ঞান দেহটা।

ওকে সাহায্য করল ফিদার, দু'জন মিলে ল্যাভেটরির ভেতর নিয়ে এল লোকটাকে। দরজা বন্ধ করে দিল ফিদার।

ট্রেঞ্চ-কোটের পকেটে একটা ছোট ওয়ালথার পি.পি.কে. পাওয়া গেল, ব্রেস্ট পকেট থেকে বেরুল কাগজ-পত্র আর সার্টিফিকেট। আরেক পকেটে পাওয়া গেল মানিব্যাগ, চাবি। শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে, কিন্তু সেটা খোলার সময় নেই। বাকি সব পকেটে ভরে ট্রেন থেকে নেমে এল ওরা।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশন বুফেতে ঢুকল ওরা। কোণের একটা টেবিলে বসল, অর্ডার দিল রোলস আর কফির। 'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্।

পকেট থেকে কাগজ-পত্র বের করে দেখছে রানা, জবাব দিল না।

'একেও কি আপনারা পরপারে পাঠিয়ে দিলেন?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল লরেলি।

কাগজ-পত্রের মধ্যে একটা ফ্রেঞ্চ আইডেনটিটি কার্ড পেল রানা। 'নাম ফিলিপি মন্টিয়ার। পুলিস। সুরেতি।' সাথে একটা অনুরোধপত্রও রয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে, দয়া করে যেন তারা ফিলিপি মন্টিয়ারকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করে। চিঠিটা সবাইকে দেখাল রানা। বাকি কাগজের মধ্যে ফ্রেঞ্চ আর ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে।

কফি আর রোলস দিয়ে গেল ওয়েটার। চিঠিটা পড়া শেষ করে রানাকে ফিরিয়ে দিলেন জন রোডস্। পকেটে রেখে দিয়ে রানা বলল, 'ফিলিপি মন্টিয়ারের পালা শেষ। ভাগ্য ভাল হলে বার্নের আগে তার জ্ঞান ফিরবে না। তবে, রুট বদলানো দরকার আমাদের। ট্রেনে করে বার্নে যাওয়া উচিত হবে না।'

'ট্রেনে বিপদের ভয় বেশি,' বললেন জন রোডস্, আড়ষ্ট দেখাল তাঁকে। 'এখানে আমরা গাড়ি ভাড়া করতে পারি।'

'লজেনে কিছু করা উচিত হবে না,' বলল রানা। 'ফিলিপির জ্ঞান ফিরবে এক সময়, মনে পড়বে লজেনেই শেষ দেখেছে আমাদেরকে। সূত্র পাবার জন্যে এখান থেকেই খোঁজ শুরু করবে সে। ট্রেনে করে মনট্রুতে যাব আমরা, সেখান থেকে...'

প্রস্তাবটা কেউ পছন্দ করল না। জন রোডস্ বললেন, 'আমি সুইটজারল্যান্ড ট্যুর করতে বেরোইনি, মি. রানা। জেনেভা থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটার

এসেছি আমরা, আর মনট্রু পথের শেষ মাথা। লেকের একেবারে শেষ প্রান্তে। ওখানে গিয়ে যদি গাড়ি পাইও, মেইন রোডে আসতে হলে ফিরতি পথ ধরতে হবে...'

'ঠিক। কাজেই আশা করতে পারি আমাদের খোঁজে প্রতিপক্ষ বা পুলিস ওখানে যাবে না। তাছাড়া, ওখানে এক লোকের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

'মি. রানা, আপনার বন্ধু-বান্ধব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাদের সাথে দেখা করার জন্যে আমরা আসিনি...'

'কিন্তু এতদূর যে আসতে পেরেছেন, আমার বন্ধু-বান্ধবদের সেজন্যে ধন্যবাদ দেবেন না? আমরা মনট্রু যাচ্ছি।'

ন'টার আগে মনট্রুতে ওরা পৌঁছুতে পারল না। ট্রেন সার্ভিস খুব খারাপ, আরোহী পাবার আশায় প্রায় প্রতিটি স্টেশনে অপেক্ষা করে ড্রাইভার, কিন্তু পায় না। শহরে পৌঁছে চারদিকে শুধু হুইলচেয়ারে বসা প্রৌঢ়া আর বুড়িদের দেখল ওরা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ওগুলোই ট্রাফিক জ্যামের প্রধান কারণ।

দলটা আবার ভাগ হয়েছে দু'জোড়ায়। লরেলি আর জন রোডস্ আগে, ওদের বারো ফুট পিছনে রানা আর ফিদার। স্টেশন থেকে শ' দুয়েক গজ এগিয়ে একটা কাফেতে ঢুকল প্রথম জোড়া, লরেলিকে সে নির্দেশই দেয়া ছিল রানার। ফিদারকে নিয়ে সে-ও ঢুকল কাফেতে, বসল ওদের কাছাকাছি একটা টেবিলে। স্টেশন থেকে খবরের কাগজ কেনা হয়েছে, কফির অর্ডার দিয়ে সেটার ভাঁজ খুলল রানা।

অবশেষে ফ্রেঞ্চ পুলিস জন রোডসের আট বছরের পুরানো ফটোটা উদ্ধার করতে পেরেছে। দেখে বোঝা যায় পাসপোর্টের ফটো। কিন্তু পুরানো হলেও জন রোডসের এখনকার চেহারার সাথে কোন অমিল নেই। ইলেকট্রনিক্সে তিরিশ মিলিয়ন পাউন্ডের শেয়ার আর আটলান্টিকে ইয়ট যাদের থাকে তাদের বয়স দ্রুত বাড়ে বলে শোনা যায় না।

কাহিনীটা তিক্ত লাগল, হজম করতে কষ্ট হলো রানার। ফটোটা জেনেভা সীমান্তে বিলি করেছে ফ্রেঞ্চ পুলিস। বলা হয়েছে, বর্ডার সীল করা হয়েছে, যাতে একটা ইঁদুর পর্যন্ত গলতে না পারে। জেনেভার নাগরিকদের ভয় পেতে নিষেধ করা হয়েছে, পুলিসের কড়া দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই রেপিস্ট মনস্টার সুইস সীমান্তের ধারেকাছে পৌঁছুতে পারবে না। কিন্তু, মজার ব্যাপার, কে এই জন রোডস্, সে সম্পর্কে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

সব শুনে ফিদার বলল, 'আর, ওই লোকটাকে আমার ভাল ঠেকছে না!'

তাড়াতাড়ি চোখ তুলল রানা। দূর প্রান্তের একটা টেবিল থেকে বয়স্ক এক লোক উঠে দাঁড়াল, হাতে খবরের কাগজ। দরজার কাছে পৌঁছে চেহারায় দ্বিধার ভাব ফুটিয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে, তারপর চোরা চোখে জন রোডসের দিকে তাকাল একবার।

লোকটার বয়স হবে ষাটের মত, মাঝারি গড়ন, কিন্তু এখনও শক্ত-সমর্থ,

তবে একটু যেন কুঁজো। গোঁফ বেশ চওড়া, মাত্র সাদা হতে শুরু করেছে। কাপড়চোপড় দেখে রানার মনে হলো, লোকটা শোফার–কালো লেদার লেগিংস, কালো রেনকোট, কালো টাই, মাথায় কমলা রঙের টুইড ক্যাপ। আর কিছু না হোক, এই পোশাকের জন্যেও লোকের চোখে পড়বে সে।

'প্রফেশনাল নয়,' ফিদারকে বলল রানা।

'জন রোডসকে চিনতে পারলে একটা গাধাও বিপদ হয়ে উঠবে,' বলল ফিদার।

'ওদে । নিয়ে বেরিয়ে যাও তুমি,' বলল রানা। 'পাশের কাফেতে বসবে।' দাঁড়াল , দশ ফ্রাঁর একটা নোট রাখল টেবিলে। 'মি. রোডসকে চশমা খুলে ফেলতে বলবে, চুলও যেন অন্যরকম করে আঁচড়ান।' ভাঁজ খোলা কাগজটা ফিদারের সামনে রেখে কাফে থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তা প্রায় খালি, লোকটাকে সহজেই দেখা গেল। রানার বাঁ দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে, শহরের আরও ভেতর দিকে যাচ্ছে। রাস্তা পেরোল রানা, উল্টোদিকে চলে এল। যানবাহন নেই বললেই চলে, লোকটা যদি হঠাৎ কোন গলিতে ঢুকে পড়ে, আবার রাস্তা পেরোতে অসুবিধে হবে না। লোকটা বার দুয়েক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বটে, কিন্তু একবারও রাস্তার উল্টো দিকে তাকাল না। শপিং এরিয়ার ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, লেকের সামনে জোড়া হোটেলের কাছে চলে এল। আরও খানিক সামনে এগিয়ে রাস্তা পেরিয়ে রানার দিকে চলে এল লোকটা, একটা গলিতে ঢুকল। একসেলশিয়রকে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিক্টোরিয়া হোটেলে।

লবিতে ঢুকে রানা দেখল লোকটা এলিভেটরের দিকে হাঁটছে। লম্বা পা ফেলে তাকে পাশ কাটাল রানা, বোতামে চাপ দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। দু'জন একসাথে উঠল এলিভেটরে। অপারেটর জিজ্ঞেস করল, 'ক'তলা?'

চোখ ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে দিল রানা, লোকটা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

'পাঁচ।'

অপারেটরকে অবাক করে দিয়ে চারতলায় নেমে পড়ল রানা, দরজা বন্ধ হবার পর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠল খানিকটা। এলিভেটর থেকে পাঁচতলায় নামল লোকটা, সিঁড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সিঁড়ির মাথায় উঠে এল রানা। করিডরটা লম্বা, বিশ গজ এগিয়ে বাঁ দিকের একটা দরজার সামনে থামল কমলা ক্যাপ। একটা ঝুল-বারান্দায় গা ঢাকা দিল রানা।

উঁকি দিয়ে দেখল, দরজার ভেতর ঢুকছে। কামরার নম্বর পাঁচশো বারো, করিডরে আর কেউ নেই। নক করল রানা।

পাঁচ সেকেন্ড পর সাড়া পাওয়া গেল, 'কে?'

'রুম সার্ভিস, মশিয়ে।'

দরজা মাত্র ছয় ইঞ্চি ফাঁক হলো, ফাঁকের ভেতর খানিকটা কাঁচা-পাকা

গোঁফ আর একটা চোখ দেখা গেল। ফিলিপ মন্টিয়ারের ওয়ালথার পি.পি.কে. ফাঁকের ভেতর গলিয়ে দিল রানা, ওটার পিছু পিছু মার্চ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লম্বাটে কামরা, ঝুল-বারান্দার দিকে দরজাটা খোলা, দূরে লেক। ভেতরে গরম, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। আগুনের পাশে আরেকজন লোক। মেঝেতে লাল কার্পেট, ফার্নিচারগুলো ভিক্টোরিয়ায় যে মান তারচেয়েও যেন দামী।

পা দিয়ে কবাট বন্ধ করে দরজার গায়ে হেলান দিল রানা। রেনকোট পরা লোকটা পিছিয়ে গিয়ে টাইয়ের নট ঠিক করল। দ্বিতীয় লোকটার দিকে অস্ত্র তাক করল রানা, চেয়ারে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

বলল, 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যেয়ো না। আপনার পরিচয়, মহাশয়?'

কত বয়স হবে আন্দাজ করা কঠিন। একশো? বেশিও হতে পারে। সারা মুখে বলি রেখা, চোখ দুটো আধবোজা। দাড়ি-গোঁফ সব কামানো, মাথায় কোন চুল নেই। মুখ নয়, যেন কর্কশ একটা মুখোশ পরে আছে। কানের লতিতে প্রচুর চুল, সব সাদা। রানার মনে হলো জোরে বাতাস লাগলে মুখটা ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়বে। চোখের পাপড়ি আর ভুরুও ধবধবে সাদা। বসার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, যেন কয়েক বছর ধরে ওভাবে বসে আছে। দুই হাঁটুর ওপর কাঠের টেবিল, তাতে কফি পট আর একগাদা কাগজ। লোকটার পরনে কালো আর সোনালি ড্রেসিং গাউন।

জবাব না পেয়ে আবার কথা বলল সে, 'আপনি যদি আমাকে খুন করতে এসে থাকেন, করতে পারেন, কিন্তু পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না—পারবে, সার্জেন্ট?'

'না, স্যার, পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না,' কালো টাই বলল।

'শুনলেন তো?' বুড়ো বলল। 'পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।'

'আমি হয়তো আপনাকে খুন করতে আসিনি,' বলল রানা।

'ওটা একটা পিস্তল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'যদিও স্রেফ একটা ওয়ালথার পিপিকে—খেলনাই বলা চলে, তবু পিস্তল তো! তাছাড়া, পিস্তলটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ওটার পিছনের লোকটা। তাই না, সার্জেন্ট?'

'বড় কথা হলো পিছনের লোকটা, ইয়েস স্যার!'

'শুনলেন তো?' বুড়ো হাসল, মুখের ভেতর কোন দাঁত দেখল না রানা। 'বড় কথা হলো পিছনের লোকটা।'

একটা চেয়ারের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা। 'বেশ, না হয় তাই হলো, বড় কথা হলো পিছনের লোকটা—আমি। তো কি হলো?'

'বুঝলে, সার্জেন্ট,' বুড়ো হাসল আবার, 'আমার পরিচয় মহাশয়ের জানা নেই।'

'জানতাম না, এইমাত্র আন্দাজ করলাম,' বলল রানা, একটা চেয়ারে বসল। 'আপনি জেনারেল বাঁউ। মনট্রুতে আপনার সাথেই আমি দেখা করতে

এসেছি।'

সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও জেনারেল দ্য বাঁউ সম্পর্কে বহু বছর ধরে শুনে আসছে রানা। বলা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে থেকে একা একা একটা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক পরিচালনা করে আসছে সে। কোন্ ব্যবসা লাটে উঠতে যাচ্ছে, কোন্ কোম্পানীর শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে, কোন্ কোম্পানী আগামী মাসে কি পরিমাণ প্রোডাকশন দেবে, ইত্যাদি তথ্যের জন্যে তার কাছে ভিড় করে মানুষ, চড়া দামে এ-সব তথ্য বিক্রি করে বেশ ভালই রোজগার করে জেনারেল বাঁউ। তবে তার সম্পর্কে কিছু অভিযোগও আছে, সত্যিমিথ্যে বলতে পারবে না রানা। শুনেছে ভোগী পুরুষ, এবং সৌখিন, যেমন রোজগার করে তেমনি খরচাও করে। বলাই বাহুল্য, তার বেশিরভাগ কাজই বেআইনী। জানা কথা, নীতিহীন পুলিসদেরও সাহায্য পায় সে।

'আমার ড্রাইভার, সার্জেন্ট এলিন,' বলল জেনারেল বাঁউ। 'এবার আপনার পরিচয়, মহাশয়?'

সার্জেন্ট এলিন বলল, 'একটা কাফেতে মি. জন রোডসকে দেখেছি আমি, স্যার। সম্ভবত সেখান থেকেই উনি আমাকে অনুসরণ করে এসেছেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! তাহলে ওই বোকাটার সাথে আপনার একটা সম্পর্ক আছে!' জেনারেল বাঁউ আধবোজা চোখে হাসল; লোভে চক চক করছে তার চোখ। 'মহাশয়ের পরিচয়টা?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'মাসুদ রানা। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'অ। কিন্তু, এই বুড়োর দিকে ওটা ধরে থাকাটা কি উচিত হচ্ছে? বিশেষ করে আমরা যখন সমব্যবসায়ী?'

ওয়ালথারটা হাতেই রাখল রানা, তবে জেনারেলের দিক থেকে সরাল।

'আপনি তাহলে দেখেছেন মি. রোডসকে সার্জেন্ট চিনতে পেরেছে, আর তারপর তাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছেন। কঠিন কোন কাজ নয়। এলিন একটু সরল, ক্লোক-অ্যান্ড-ড্যাগার ভাল বোঝে না। তা বেশ বেশ। আপনার অফারটা এবার শোনা যাক।'

'কিসের অফার?'

'পুলিসকে না জানাবার অফার, ইউ ড্যাম ফুল!'

তারমানে ব্ল্যাকমেইলও জেনারেল বাঁউয়ের ব্যবসার একটা অংশ। নিজের ফার্নিচার সহ ভিক্টোরিয়ায় একটা কামরা নিয়ে থাকার রহস্য জানা গেল। সেজন্যেই সে প্রথম ভেবেছিল রানা তাকে খুন করতে এসেছে।

'মি. রোডসকে গ্রেফতার করার অনুরোধ কি পুলিস পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ রানাকে লক্ষ করল জেনারেল বাঁউ। 'গুড কোশ্চেন। বুঝলে সার্জেন্ট, এই ভদ্রলোক মোটেও বোকা নন। বিদেশ থেকে অনুরোধ না পেলে রোডসের মত কাতলাকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা পুলিসের

নেই। খবরের কাগজে কি ছাপা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে কোন ঝুঁকি তারা নেবে না। তবে, যদি না সে বেআইনীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে থাকে। তা পেরোলে সুইটজারল্যান্ডে একটা অপরাধ করেছে সে। ঠিক কথা?'

'যদি তা প্রমাণ করা যায়।'

'উহুঁ, এখন মনে হচ্ছে আপনি সত্যি একটা বোকা, মি. রানা।' বয়সের বা চেহারার তুলনায় জেনারেল বাঁউয়ের কণ্ঠস্বর বড় বেশি ভারী, তবে খসখসে। 'লোকটা যে বেআইনীভাবে সীমান্ত পেরিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, মাত্র কাল তাকে ফ্রান্সে দেখা গেছে।'

'কে দেখেছে? আপনি বলতে চাইছেন যারা দেখেছে তারা এখনও বেঁচে?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জেনারেল বাঁউ। তারপর মুখ বন্ধ করে ওপর-নিচে মাথা দোলাল সে। 'আচ্ছা, কাল অ্যাভারনিতে যে গোলাগুলি হয়েছে তার কৃতিত্ব তাহলে আপনাদের! তাহলে আমার প্রথম ধারণাটাই ঠিক। আপনি একজন খুনী, কিন্তু বোকা নন। সার্জেন্ট, তালিকা থেকে "বেআইনী অনুপ্রবেশ" বাদ দাও। তাহলে আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তাকে গ্রেফতার করার জন্যে সুইস পুলিস কি কোন অনুরোধ পেয়েছে? সার্জেন্ট!'

ফোনের দিকে দু'পা এগোল এলিন। হাতের অস্ত্রটা তুলল রানা, 'স্টপ!'

জেনারেল এবং সার্জেন্ট, দু'জনেই অবাক হয়ে তাকাল রানার দিকে।

'পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করি,' বলল রানা। 'তথ্যটা আমার দরকার, আপনাকে টাকাও দেব, কিন্তু যদি আপনার সাথে আমার না বনে পুলিসকে আপনি মি. রোডসের কথা বলতে পারবেন না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল জেনারেল বাঁউ। 'কেন, কেন পুলিসকে জানাতে পারব না? তথ্য বিক্রি করে খাই আমি, এটা আমার ব্যবসা। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন–আমাকে বেশি টাকা দিয়ে পুলিসকে হারাবার একটা সুযোগ পাচ্ছেন আপনি।'

'তথ্যটার দাম আমি ঠিক করব, আর পুলিসের সাথে নিলামে যেতেও আমি রাজি নই। মি. রোডসকে আমি লিখটেনস্টাইনে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি, সেটা আমি পালন করব।'

'টাকাটা আপনি দেবেন না, দেবে রোডস্। তাকে আপনি বলবেন মন্ত্রী হয়ে যেতে হলে খাজনা দিতে হয়।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, জেনারেল,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটার দায়িত্ব আমার ওপর, সমস্ত সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি। আমার এই মুহূর্তের সিদ্ধান্ত, আপনার সার্জেন্ট যদি পুলিসকে আজেবাজে কিছু বলে, আপনাদের দু'জনকেই আমি এখানে গুলি করে মারব।'

কয়েক সেকেন্ড পর জেনারেল বাঁউ বলল, 'আলো তো নিভু নিভু, যে-কোন মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। হয়তো কালই স্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করতে হতে পারে। আজ যদি মেরে ফেলেন, আমার হারাবার কিছু নেই।'

'আছে, আর সবার যেমন থাকে–জীবনের বাকি সময়টা। তা কত সামান্য

সে বিবেচনা করছি না।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল জেনারেল বাঁউ। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে সার্জেন্টকে বলল সে, 'শ্যাম্পেন আর দুটো গ্লাস দাও, সার্জেন্ট। মি. রানার সাথে অনেক কথা আছে আমার।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল রানা। ফায়ার প্লেসের ওপর একটা বোর্ডে ঝুলছে গোটা দশ-বারো অ্যান্টিক পিস্তল। দেখে মনে হলো কোন কোনটা আঠারোশো চোদ্দ কি পনেরো সালের।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে জেনারেল বলল, 'এই সাইজের কালেকশনের মধ্যে সারা দুনিয়ায় এটাই বেস্ট।' ড্রেসিং গাউন খুলে ফেলল সে, পুরোদস্তুর জেনারেলের ইউনিফর্ম দেখা গেল ভেতরে, বুকে অনেকগুলো মেডেল আর ব্যাজ।

টেবিলে শ্যাম্পেন দিয়ে গেল সার্জেন্ট। তাকে জেনারেল বলল, 'মি. রানা আমাদের সাথে লাঞ্চ খাবেন।'

'ইয়েস, স্যার!' ফোনের দিকে এগোল সে, কিন্তু হাত বাড়াবার আগেই ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল সেটা। রিসিভার তুলল সে, কানে ঠেকাল, তারপর ইঙ্গিত করল জেনারেলকে। তার পাশেও একটা রিসিভার রয়েছে।

জেনারেল অপরপ্রান্তের কথা মন দিয়ে শুনল। হুঁ-হ্যাঁ-আচ্ছা ছাড়া কিছু না বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

তারপর সার্জেন্টের দিকে তাকাল সে। 'সার্জেন্ট, লাঞ্চের অর্ডার দেয়ার দরকার নেই, অন্তত মি. রানার জন্যে নয়।' রানার দিকে তাকাল এবার। 'তথ্যটা আগে বিক্রি করতে পারলে হত। আপনার বন্ধু রোডসকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলেও সম্পূর্ণ শান্ত থাকল রানা। 'কোত্থেকে?'

'কাফে দে গ্রুতো থেকে,' বলল জেনারেল বাঁউ। 'ওটার মালিকই ফোন করেছিল আমাকে।'

সার্জেন্ট বলল, 'কিন্তু না, আমি তো তাঁকে সেখানে দেখিনি…'

'পাশের কাফেটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সার্জেন্ট চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'তাহলে মি. রোডস্, বোঝা গেল।'

'একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল—গ্রেফতার করার জন্যে অনুরোধ পেয়েছে পুলিস। ধ্যেৎ, এই খবরটা আপনাকে দিয়ে আমি কিছু কামাতে চেয়েছিলাম…'

'এখনও পারেন,' বলল রানা। 'পুলিস হয়তো কাগজ পড়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে উৎসাহী হয়েছে। চেষ্টা করলে আপনি কি খবর নিতে পারবেন?'

'সার্জেন্ট, মি. রানা জানেন না এই ব্যবসায় আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে আছি!' জেনারেল বাঁউকে আহত দেখাল।

'কেন পুলিস তাকে গ্রেফতার করল, এই খবরটা কিনব আমি, জেনারেল। আর কেউ গ্রেফতার হয়েছে কিনা বলল?'

'শুধু রোডস্।'

'ঠিক আছে। কাফেতে থাকব আমি। ওখান থেকে ফোন করব আপনাকে।' দর কষার সুযোগ না দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

# নয়

কাফে দে গ্রুতোয় পৌঁছুতে পাঁচ মিনিট লাগল রানার। ফিদার আর লরেলি দু'জনকেই পাওয়া গেল ভেতরে। রানা বসতেই শুরু করল ফিদার, 'সব শেষ, রানা। মি. রোডস্...'

'জানি। কিভাবে ঘটল বলো।'

'ওদেরকে আমি এখানে নিয়ে এলাম। চুলের স্টাইল বদলাতে রাজি হলেন না উনি, অনেক বলে-কয়ে শুধু চশমা জোড়া খোলাতে পেরেছিলাম। তাতে ঘোড়ার ডিম কাজ হয়েছে...'

'বলে যাও।'

'আলাদা একটা টেবিলে একা ছিলাম আমি, আমেরিকান ট্যুরিস্ট। কফি খাবার জন্যে একজন পুলিস ঢুকল, সম্ভবত মি. রোডস্কে দেখেই চিনে ফেলে। এরপর লরেলি কিছু কেনাকাটার জন্যে বেরিয়ে যায়। দশ মিনিট পর একজন অফিসারকে নিয়ে ফিরে আসে পুলিস, মি. রোডস্কে নিলে চলে যায়...'

'তুমি কি করলে?'

ফিদারের চেহারা নির্লিপ্ত, কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'কিছুই না।'

লরেলির দিকে ফিরল রানা, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'আশা করি আপনার মনে আছে, মি. রানা,' বলল লরেলি, 'আপনি আমাদের সব লাগেজ ফ্রান্সে রেখে আসতে বাধ্য করেছেন—কয়েকটা জিনিস না কিনে উপায় ছিল না আমার...'

'কয়েকটা ফোন না করেও পারা যাচ্ছিল না, কি বলো?'

কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর ঝাঁঝের সাথে লরেলি বলল, 'হয়তো।'

সশব্দে চেয়ারে হেলান দিল ফিদার। 'আমার খানিকটা হুইস্কি দরকার।'

প্রায় চমকে উঠে তার দিকে তাকাল লরেলি।

রানা বলল, 'এখানে নয়। ভিক্টোরিয়া হোটেলে চলে যাও, পাঁচশো বারো নম্বর কামরায় গিয়ে বলবে আমি পাঠিয়েছি। বুড়োর নাম জেনারেল বাঁউ।'

'আর তুমি?'

'দেখি থানা থেকে মি. রোডস্কে বের করা যায় কিনা।'

ওরা চলে যাবার পর ফোন বুদে ঢুকল রানা। ভিক্টোরিয়ায় ফোন করে জেনারেল বাঁউকে চাইল ও।

খানিক পর অপরপ্রান্ত থেকে জেনারেল বাঁউ খসখসে গলায় বলল, 'আপনি চলে যাবার পর আমার বুদ্ধি খোলে, মি. রানা। তথ্যটা আপনার দরকার। কত দেবেন তার ওপর নির্ভর করছে…'

'খাতায় লিখে রাখুন,' বলল রানা। 'সময় হলে পাবেন। কি তথ্য?'

'কাজটা পুলিস নিজেদের উৎসাহে করেছে, কোথাও থেকে কোন অনুরোধ আসেনি। কাজেই আপনি বোধহয় রেপিস্ট মনস্টারটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবেন…'

'আশা করি,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। 'কি করতে হবে আপনাকে, মন দিয়ে শুনুন। দশ মিনিটের মাথায় ডিউটি অফিসারকে ফোন করবেন। বলবেন, আপনি শুনেছেন মি. রোডস্ নাকি গ্রেফতার হয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দেবেন, ফ্রেঞ্চ পুলিস তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিল সেটা তুলে নিচ্ছে। আমি চাইছি, তাকে আপনি ভয় পাইয়ে দেবেন। ডিউটি অফিসার কে হবে বলে মনে করেন?'

'কুবার্ত অথবা ডুকান। খাতায় কিন্তু চার্জ লেখা হবে, মি. রানা।'

'জানি। শুনুন, দু'জন মেহমান পাঠাচ্ছি, আমি না ফেরা পর্যন্ত ওদের ওপর একটু নজর রাখবেন, কেমন?'

'কি আশ্চর্য! আমি একটা হোটেলে থাকি, হোটেলটা চালাই না।'

'কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে থাকেন। ওদের একজন সুন্দরী।'

ফত্ ফত্ শব্দ করে হাসল জেনারেল বাঁউ। 'ঠিক আছে। এখন থেকে দশ মিনিট পর, তাই না?'

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে ছুটল রানা।

চার মিনিট পর থানার পুলিসকে রানা বলছে তার সমস্যাটা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ, সাংঘাতিক গোপনীয়, বিচ্ছিরী রকম জটিল আর অসম্ভব জরুরী। এভাবে বলায় পরিবেশটা স্বাভাবিক হলো, তা না হলে প্র্যাকটিকাল জোকার মনে করে ঘাড় ধরে থানা থেকে বের করে দেয়া হত ওকে। আরও চার মিনিট লাগল ডিউটি অফিসার ডুকানকে বাইরের অফিসে বের করে আনতে। ডুকান ভেতরে ব্যস্ত ছিল, রানা আন্দাজ করল মি. রোডসকে নিয়েই।

লোকটা রোগাপাতলা, লম্বা, চোখেমুখে সন্দেহের স্থায়ী ছাপ। রানাকে সে বসতে বলল না। শুধু পরিচয় জিজ্ঞেস করল।

রানা গম্ভীর সুরে বলল, 'ফিলিপি মন্টিয়ার, সুরেতি ন্যাশন্যাল।' ডুকানের দিকে না তাকিয়ে স্মার্ট ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল সে, টেবিলে অ্যাশট্রে দেখতে না পেয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল একটা। তারপর পকেট থেকে সাহায্যের আবেদন-পত্রটা বের করে দিল। আবেদন-পত্রের সাথে ফিলিপির ফটোটা বহুকালের পুরানো, তার চেহারার সাথে মেলে না, মেলে না রানার চেহারার সাথেও। তবে সম্ভবত রানার চেহারার সাথে ফটোটা মিলিয়ে দেখা

হলো না, কিংবা দেখা হলেও খুঁটিয়ে দেখা হলো না।

এরপর বক্তব্য পেশ করতে শুরু করল রানা। 'মশিয়ে ডুকান মি. রোডসকে গ্রেফতার করেছেন, তাই না? শাবাশ, চমৎকার! আপনি কি তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কোন অভিযোগ এনেছেন? দয়া করে দুটো দিন শয়তানটাকে আটকে রাখা যায় না? ইতিমধ্যে ফ্রান্সে আমার কর্তারা চিন্তা করে বের করে ফেলবেন ঠিক কি অভিযোগ আনা যায় তার বিরুদ্ধে। রেপ চার্জের কথা বলছেন? আরে না, ওটা টিকবে না–অভিযোগকারিণী মেয়েটাকেই তো পাওয়া যাচ্ছে না! হ্যাঁ, অস্বীকার করা যায় না, শয়তানটার বিরুদ্ধে হয়তো মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেজন্যেই তো ফ্রান্সে আমার কর্তারা দু'দিন সময় চেয়েছেন নতুন অভিযোগ তৈরি করার জন্যে···।'

আর মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ড পর জেনারেল ফোন করবে···।

রানা বলে চলেছে, 'আচ্ছা, বেআইনীভাবে সুইটজারল্যান্ডে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনলে কেমন হয়? আমি বাজি ধরে বলতে পারি শয়তানটার পাসপোর্টে এন্ট্রি স্ট্যাম্প পাওয়া যাবে না···।'

ডুকান রানাকে স্মরণ করিয়ে দিল, ঠাণ্ডা গলায়, এন্ট্রি স্ট্যাম্প না থাকাটা ইউরোপের কোন কোর্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করবে না। কারণ এমন অনেক ফ্রন্টিয়ার পোস্ট আছে যেখানে পাসপোর্টে সীলই মারা হয় না। তাছাড়া, আইনত মি. রোডস্ সুইটজারল্যান্ডের একজন নাগরিক, তাতে করে ব্যাপারটা আরও জটিল দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি ধনকুবের, সেটা যদি বাদও দেয়া যায়।

রানা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল, 'গ্রেফতার যখন আপনি করেছেন, অভিযোগ একটা আপনাকেই তৈরি করতে হবে···'

ফোন এল। রিসিভার তুলল ডুকান। কিছুক্ষণ হুঁ-হ্যাঁ করার পর বলল সে, 'কে বলল আপনাকে মি. রোডস্ গ্রেফতার হয়েছেন?'

রানা তার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'সাবধান, কেউ যেন না জানে শয়তানটাকে আপনি আটক করেছেন। বিশেষ করে শয়তানটার লইয়ার যেন কোনভাবেই জানতে না পারে, তা হলে আমরা দু'জনেই, আপনি এবং আমি, ধ্বংস হয়ে যাব···'

হাত নেড়ে রানাকে চুপ থাকতে বলল ডুকান। জেনারেলকে বলল, 'অফিশিয়ালি কিছুই আমি বলব না।' রানা আশা করল, জেনারেল বাঁউ বোধহয় ডুকানকে জানাল, খবরটা সে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।

জেনারেল সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাবি করল রানা। দাবি জানাল লোকটাকে এখুনি গ্রেফতার করা হোক। ওর চেঁচামেচি যখন আর সহ্য হলো না ডুকানের, সহকর্মীদের নির্দেশ দিল সে, 'লোকটাকে থানা থেকে বের করে দাও!' বের করতে হলো না, গজ গজ করতে করতে রানা নিজেই বেরিয়ে এল। ওর পিছু পিছু জন রোডস্ও।

সিকি মাইল জন রোডসকে অনুসরণ করল রানা, দেখল কেউ ওদের পিছু নেয়নি। জন রোডসকে ভিক্টোরিয়ায় যেতে বলে দ্বিতীয় একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল ও।

পাঁচশো বারোতে একসাথে ঢুকল দু'জন। লরেলি আর ফিদার কোট খুলে বসেছে, সামনে শ্যাম্পেন। জেনারেল বাঁউ তার পুরানো চেয়ারে একই ভঙ্গিতে। ওদেরকে দরজা খুলে দিয়ে হাঁ করে থাকল সার্জেন্ট, কিন্তু কোন শব্দ করল না।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফিদার। 'জেসাস, কি করে সম্ভব হলো?'

'শুধু বললাম, প্লীজ ছেড়ে দিন।' জেনারেলের দিকে ফিরল রানা, জন রোডসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু দু'জনকে দেখে মনে হলো, পরস্পরকে তারা চেনে। জন রোডসের চোখ জোড়া ধিকিধিকি জ্বলছে। আর সকৌতুকে হাসছে জেনারেল।

'আপনিই তাহলে সেই বোকা, জন রোডস্?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না,' পরামর্শ দিল রানা। 'ওর ধারণা দুনিয়াটা দুই ভাগে বিভক্ত—সে, আর বোকারা।'

চরকির মত আধ পাক ঘুরলেন জন রোডস্। 'এই লোকের সাথে আপনি আমাকে জড়ালেন কেন?'

'উপকারী বন্ধুকে পছন্দ করছেন না, কেমন? ভুলে গেছেন, দু'একটা স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে আমার দ্বারা? আপনার মত গ্রিমানা আর সিকারও কি ভুলে গেছে? আপনারা চোখ উল্টে নিতে জানেন বটে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার কোন দামই নেই আপনার কাছে।'

'যে-সব তথ্য দিয়ে আপনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন সেগুলোর দাম যথেষ্টই ছিল,' বললেন জন রোডস্। 'সেজন্যেই ভাবছি, আমার সম্পর্কে তথ্যগুলো কার কাছে কত দামে আপনি বিক্রি করবেন।'

'ইচ্ছে করলে আপনিও সেগুলো আমার কাছ থেকে কিনতে পারেন,' প্রস্তাব দিল জেনারেল।

'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'আমার ঠিক করা দরে কেনাবেচা হবে।'

খানিক চিন্তা করে কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। চুক্তি হয়েছে।' দেরাজ থেকে একটা লালচে ফোল্ডার বের করল সে, পড়তে শুরু করল,,'অ্যারো এজি। উনিশশো ষাট সালে ব্যবসা শুরু করে। চল্লিশ হাজার সুইস ফ্রাঁ পুঁজি দেখানো হয়।' জন রোডসের দিকে তাকাল সে। 'আইন অনুসারে পঁচিশ হাজার ফ্রাঁর ওপর হওয়া চাই অঙ্কটা, আর যদি পঞ্চাশ হাজারের বেশি হয় তাহলে একজন কন্ট্রোলার নিতে হবে। পছন্দ করেননি ব্যাপারটা, তাই না? কোন কাজেই গোপনীয়তার আশ্রয় না নিয়ে পারেন না।' কার্ডের দিকে তাকাল সে। 'তেরোটা কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করেন—ফ্রান্সে, জার্মানীতে, অস্ট্রিয়ায়...'

রানার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন জন রোডস্। 'আমার ব্যবসা নিয়ে ওর সাথে আপনি কথা বলেছেন?'

শান্ত গলায় জেনারেল বলল, 'বেশিরভাগ তথ্য লিখটেনস্টাইনের পাবলিক রেজিস্ট্রি অফিস থেকে পেয়েছি আমি। বাকিগুলো আমি জেনেছি, কারণ জানাই

আমার পেশা।'

রানাকে এখনও ছাড়তে রাজি নন জন রোডস্। 'কেন আপনি ওর সাথে আমাকে জড়ালেন? আমাদের খবর উনি এখন গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে দেবেন।'

'আপনার বুঝি ধারণা এখনও কারও জানতে বাকি আছে?'

চুপ মেরে গেলেন জন রোডস্।

জেনারেল বলল, 'সুদর্শন যুবক ঠিকই বলেছে, রোডস্। এভাবে আপনার কাছ থেকে কানাকড়িও আমি আদায় করতে পারব না। হয়তো অন্য কোন উপায় আছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'সুরেতি গ্রেফতার করার অনুরোধ করেনি, পুলিসকে এটা বলে ছাড়িয়ে আনলেন ওকে, তাই না? কিন্তু যখন অনুরোধ করবে তখন কি হবে?'

'ততক্ষণ এখানে আমরা থাকলে তো,' বলল রানা।

'বলছেন চলে যাবেন? কোথায়? কিভাবে?' কৌতূহলে আধবোজা চোখ চকচক করে উঠল।

'সেটা গোপন ব্যাপার, জেনারেল।'

'বুঝলাম, আপনিও দ্বিতীয় দলে, অর্থাৎ বোকাদের দলে। কোথায় যাবেন, কিভাবে যাবেন, ভেবেছেন এই তথ্য আমি বিক্রি করতে পারব? কে কিনবে? সবাই জানে আপনারা লিখটেনস্টাইনে যাচ্ছেন—ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট।' শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ঠোঁট ভেজাল সে। 'লিখটেনস্টাইন সম্পর্কে কি জানেন আপনি, মি. রানা? ওটা ছোট্ট একটা দেশ। সুইটজারল্যান্ডের সাথে মাত্র পনেরো মাইল লম্বা সীমান্ত। আপনি জানেন ওই সীমান্তটা আসলে কি? আপার রাইন। জানেন কি, লিখটেনস্টাইনে যাবার ক'টা পথ আছে? শুধু ছ'টা। মাত্র ছ'টা। পাঁচটা ব্রিজ, আর একটা মাইন ফিল্ড হয়ে বালজারস্ পর্যন্ত সাউথ রোড। ছ'টা পথে নজর রাখার জন্যে মাত্র আঠারো জন লোক দরকার ওদের। তার আগে শত শত লোক লাগিয়ে আপনাদের ধরার কোন চেষ্টাই করবে না পুলিস। তারা আপনাদের জন্যে ওই ছ'টা পথে অপেক্ষা করবে।'

অনেকক্ষণ কেউ নড়ল না।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল ফিদার, চোখে কৌতূহল আর প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। কোট খুলে ফেলায় বেল্টে গোঁজা রিভলভারটা সবাই ওরা দেখতে পাচ্ছে। 'আমি কখনও লিখটেনস্টাইনে যাইনি,' মৃদু গলায় বলল সে। 'তুমি, রানা? জেনারেল যা বললেন, সব সত্যি?'

'সত্যি।'

'অথচ তোমাকে একদম শান্ত দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফিদার। 'কিভাবে সীমান্ত পেরোনো যায় ভেবেছ কিছু?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পিছনে এত গোলমাল না করলে সামনে কোন বাধা থাকত না। এমনিতে ব্রিজগুলোর ওপর নজরই রাখা হয় না।' কাস্টমসের প্রশ্নে লিখটেনস্টাইনকে সুইটজারল্যান্ডের একটা অংশ বলে মনে করা হয়, কাজেই

কোন পক্ষই এই সীমান্ত নিয়ে মাথা ঘামায় না। কড়া প্রহরার ব্যবস্থা আছে অস্ট্রিয়া আর লিখটেনস্টাইন সীমান্তে। কিন্তু ওদিকের সীমান্ত পেরোতে হলে আগে ওদেরকে সুইটজারল্যান্ড থেকে অস্ট্রিয়ায় যেতে হবে। সমস্যার সংখ্যা বাড়াবার কোন যুক্তি নেই।

ফিদার বলল, 'বেশ, ব্রিজে ওঠার পথে বাধা দেবে ওরা। ব্রিজ বাদ। কিন্তু সাউথ রোড? কোনভাবে রোডের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব, তারপর রাস্তা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরোনো যাবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'গোটা এলাকা ফরটিফায়েড, ভেতর দিয়ে রাস্তা ওই একটাই।' পাঁচ-সাত বছর আগে ওখানে একবার গেছে রানা, দৃশ্যটা এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। উপত্যকা ওখানে সরু হতে হতে আধ মাইল চওড়ায় দাঁড়িয়েছে, দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর। এটাই হলো সেন্ট লুজিস্টাইগ গিরিপথ, অনুপ্রবেশকারী সেনাবাহিনীকে ঠেকাবার জন্যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তারপরও দুশো বছর ধরে সেন্ট লুজিস্টাইগকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে, সেই একেবারে লিখটেনস্টাইন সীমান্ত পর্যন্ত। কোন সন্দেহ নেই বেশিরভাগ পাথুরে কাঠামো এতদিনে ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু ট্রেঞ্চ, পিলবক্স, ট্যাঙ্ক-ট্র্যাপ, গান পিট, মর্টার পিট সবই আগের মত আছে। আর আছে কাঁটাতার। কুণ্ডলী পাকানো কাঁটাতার পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে এখানে সেখানে। গোটা এলাকাটা একমাইল চওড়া আর কয়েকশো গজ গভীর।

এখনও ফিদার লক্ষ করছে রানাকে। 'স্বীকার করো তো, রানা, ব্যাপারটা নিয়ে আগেই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ছিল?'

'কে বলল করিনি? মুশকিল হলো, আমার মাথায় কোন প্ল্যান আসেনি।'

'জেসাস!' হাতের খালি গ্লাসটার দিকে তাকাল সে, তারপর লরেলির দিকে ফিরল। 'আরও কড়া কিছু আছে নাকি?'

'আপাতত শ্যাম্পেনই চলুক,' বলল রানা।

ফিদার বলল, 'ভাবছি এখনও তুমি এত শান্ত থাকছ কিভাবে!'

'কারণ জানি জেনারেলের কাছে একটা প্ল্যান আছে। উনি সেটা আমাদের কাছে বিক্রি করবেন।'

'আছে নাকি, মি. রানা?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল জেনারেল বাঁউ।

'আছে তো বটেই। এখনও আপনি আমাদের কাছ থেকে তেমন কিছু খসাতে পারেননি। আর, সমস্যাটা আপনিই তুললেন। হ্যাঁ, প্ল্যান একটা আছে আপনার।'

আধবোজা চোখে কৌতুক নিয়ে হাসল জেনারেল। 'হয়তো আছে। কিন্তু যদি থাকে, সেটা কেনার সামর্থ্য আপনাদের হবে কি?'

'মি. রোডস্ বলতে পারবেন। লিখটেনস্টাইন সম্পর্কে জানা আছে তাঁর, সমস্যাগুলোও আশা করি বুঝতে পারছেন।'

জন রোডস্ গম্ভীর, শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জেনারেলের দিকে।

রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার ধারণা প্ল্যানটা আমাদের দরকার। তবে আপনি পেমেন্ট করবেন আংশিক, বেশিরভাগটা রেজাল্ট দেখার পর।'

'ঠিক আছে,' রানার দিকে ফিরে বললেন জন রোডস্, তারপর আবার জেনারেলের দিকে তাকালেন। 'কত? আমি আপনাকে তিনের এক ভাগ দেব এখন।'

জেনারেল বলল, 'চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। অর্ধেক এখুনি।'

মাথা নাড়লেন জন রোডস্। 'বিশ হাজার, অর্ধেক পাবেন।'

'চল্লিশ। তবে তিনের এক ভাগ নেব আমি।'

'তিরিশ হাজার হলে তিনের এক ভাগ দিতে রাজি। প্ল্যানটা কি?'

'প্ল্যানটা চমৎকার। ছত্রিশ হাজার, তিনের একেই রাজি।'

রানা বলল, 'তেত্রিশের তিনের এক দিন ওকে।'

'পঁচিশের অর্ধেক রাজি আছেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন জন রেডস্। 'বেশ। এখন সাড়ে বারো হাজার, সীমান্ত পেরোতে পারলে বাকি অর্ধেক।'

চোখ বুজে নাক টানল জেনারেল বাঁউ, যেন মনোবেদনায় ফোঁপাল। 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বোকা লোকেরাও আমাকে ঠকাতে পারছে। ঠিক আছে, রোডস্, আপনার সুইস ব্যাংকের একটা চেক দিন। সার্জেন্ট, আপার রাইনের ফাইলটা!'

পকেট থেকে চেক-বুক বের করলেন জন রোডস্, জানতে চাইলেন, 'জেনেভা?' মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। চেক লিখলেন জন রোডস্। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট, হাতে সবুজ ফোল্ডার। সেটা খুলে কাগজ-পত্র ঘাঁটতে লাগল সে। ভাঁজ করা একটা কাগজ বেছে নিয়ে ধরিয়ে দিল জেনারেলের হাতে। ভাঁজ খুলে কাগজটার একটা কোণ ছিঁড়ে পকেটে ভরল জেনারেল।

চেকটা টেবিলে রাখলেন জন রোডস্। বিনিময়ে কাগজটা তাঁকে দিল জেনারেল, বলল, 'মি. রানাকে দেখান। তিনি হয়তো জিনিসটা কি বুঝতে পারবেন।'

কাগজটা দেখে প্রথমে কিছুই বুঝল না রানা। একটা ড্রইং-এর ফটো কপি। আঁকাবাঁকা, বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার রেখা গিজ গিজ করছে, প্রচুর ত্রিভুজ। প্রতিটি রেখায় আধ এক ইঞ্চি পরপর একটা করে ক্রস চিহ্ন। কাগজের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাল কালি দিয়ে একটা রেখা আঁকা হয়েছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিনিসটা খাপে খাপে মিলে গেল। আধুনিক সেন্ট লুজিস্টাইগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা প্ল্যান। বৃত্ত আর অর্ধবৃত্তগুলো ঘোরা-পথ; ত্রিভুজগুলো ট্রেঞ্চ, কাঁটাতার, ট্যাংক ট্র্যাপ ইত্যাদি। আর লাল রেখাটা...'

জেনারেল বাঁউ জিজ্ঞেস করল, 'কি? বোধগম্য হচ্ছে?'

'সম্ভবত। লাল রেখা ধরে যাব আমরা। কি ওটা?'

'প্যাট্রল-পাথ।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল রানা। 'এটা কম করেও ত্রিশ বছরের পুরানো, কাজেই বাতিল হয়ে গেছে...'

'আরে ধ্যেৎ! ত্রিশ বছরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। হবেই বা কেন?'

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আছেন জন রোডস্। 'এটার কোন তাৎপর্য আছে, মি. রানা?'

'জাল নয় এটুকু বলতে পারি। জাল একটা প্ল্যান এত বছর ধরে রাখবেন কেন উনি? সম্ভবত উনিশশো ষাট সাল থেকে ফাইলে রেখেছেন, কারও কাছে বিক্রি করার আশায়।'

'বোদ্ধা,' রানাকে দেখিয়ে সার্জেন্ট এলিনকে বলল জেনারেল। জরাগ্রস্ত চেহারায় হাসির সাথে কদর্য আরও কিছু রেখা ফুটল।

জন রোডস্ কাগজটার ছেঁড়া অংশে আঙুল রাখলেন। 'এখান থেকে আপনি কি ছিঁড়ে নিলেন?'

'যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তার নাম,' বলল জেনারেল।

ভাঁজ করে প্ল্যানটা পকেটে ভরল রানা। 'বেশ। ডিফেন্স জোন না হয় পেরোলাম। কিন্তু যাওয়ার মাধ্যম?'

চোখ বুজল জেনারেল। 'ভাড়া লাগবে না, সার্জেন্ট এলিন আপনাদেরকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে।'

'গাড়ি করে নিয়ে যাবে? গাড়ি তো আমরা ভাড়াও করতে পারি।'

জেনারেল চোখ খুলল না। 'ভাড়া করলে পুলিস জানবে। কিন্তু গাড়িটা যদি আমার হয়, ওরা থামাবে না। সবাই ওরা চেনে। আর এটা কি যা-তা একটা গাড়ি ভেবেছেন?'

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম মুখ খুলল ফিদার, 'আইডিয়াটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না...'

'আইডিয়াজ ডিপার্টমেন্ট আমি চালাচ্ছি,' বলল রানা। 'তুমি চুপ থাকো। সময় না কাটলে অ্যান্টিক পিস্তলগুলো দেখো।'

ফিদার এমনভাবে তাকাল যেন রানা তাকে চড় মেরেছে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দেয়ালে সাঁটা বোর্ডের দিকে তাকাল।

রানার দিকে বিরূপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরেলি।

জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন আমরা রওনা হচ্ছি?'

হাতঘড়ি দেখল রানা, প্রায় দুপুর। তিনশো কিলোমিটার যেতে হবে। ধরা যাক পাঁচ ঘণ্টার ধকল। 'তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই,' বলল ও। 'সন্ধ্যার আগে অর্থাৎ সাড়ে আটটার আগে সীমান্ত পেরোনো যাবে না। অতিরিক্ত সময়টা রাস্তায় না থেকে এখানে থাকাই নিরাপদ।'

'তারমানে আপনারা আমার সাথে লাঞ্চ খাবেন?' জিজ্ঞেস করল জেনারেল।

'তারমানে কি ন'টার আগে লিখটেনস্টাইনে আমরা পৌঁছুতে পারব না?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্। 'অসুবিধে নেই, তারপরও হাতে সময় থাকবে। কিন্তু রাস্তায় যদি দেরি হয়ে যায়? যদি গাড়ি নষ্ট হয়...?'

'সার্জেন্ট!' হাঁক ছাড়ল জেনারেল। 'শেষ কবে আমাদের গাড়ি নষ্ট

হয়েছে?'

একগাল হেসে এলিন বলল, 'সাইলেন্সার নিয়ে অসুবিধে দেখা দিয়েছিল, স্যার, উনিশশো ছাপান্ন সালে, তবে সেটাকে ঠিক নষ্ট হওয়া বলে না। তবে শুনেছি ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম দেখা দিয়েছিল একবার উনিশশো আটচল্লিশ সালে...'

হেসে ফেলল রানা। 'থাক, থাক। লাঞ্চ কি আমরা এখানে আনাব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' এই প্রথম নড়েচড়ে বসল জেনারেল বাঁউ।

পাশের কামরায় লাঞ্চ দিয়ে গেল ওয়েটার। কিন্তু খেতে বসে জন রোডস্ আর ফিদার তেমন কিছু মুখে দিল না। রাস্তায় কিছু ঘটলে সময়মত পৌঁছানো যাবে না, এই দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন জন রোডস্। আর ফিদারকে রানা এক গ্লাসের বেশি ওয়াইন খেতে নিষেধ করায় রেগে গেছে সে, মুখে কিছু না বললেও খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকল হাত গুটিয়ে। এটা-সেটা সামান্য কিছু খেয়ে, তার দেখাদেখি লরেলিও হাত তুলে ফেলল।

কফি নিয়ে বসল ওরা, দুটোর সময় ওদের লাগেজ গাড়িতে রেখে এল এলিন। আড়াইটার সময় ওদেরকে বিদায় জানাল জেনারেল। 'সময়সীমা মধ্যরাত, তাই না?' খসখসে গলায় বলল সে। 'আশা করি তার অনেক আগেই জায়গামত পৌঁছে যাবেন আপনারা। বিদায়।'

'গুডলাক বললেন না যে?' জিজ্ঞেস করল ফিদার, দরজার কাছে থেমে বাঁকা চোখে তাকাল।

'গুডলাক কি ব্যাডলাক, সেটা আপনাদের নিয়তির সাথে সম্পর্কিত,' দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসল জেনারেল। 'আমি বললেই যদি আপনাদের নিয়তি বদলে যেত, তাহলে তথ্য কিনতে না এসে লোকে আমার কাছে আশীর্বাদ কিনতে আসত।'

পিছনের এলিভেটরে চড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে নেমে এল ওরা। গাড়িটা দেখেই পছন্দ হলো রানার, বুঝল সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদেই থাকবে ওরা। উনিশশো ত্রিশ সালের মডেল, রোলস-রয়েস ফ্যান্টম টু-ফরটি-ফিফটি। এলিনই সব ব্যাখ্যা করল। ট্রেনের ক্যারিজের মত দেখতে গাড়িটা, সাত সীটের লিমুসিন। 'পেট্রোলের জন্যে কোথাও থামতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মনে মনে হিসেব করে এলিন বলল, 'মনে হয় না, স্যার। বিশ গ্যালন শুধু ট্যাংকে আছে, পিছনের বুটে আছে আরও দুই গ্যালন।'

ফিদারের পিছু পিছু গাড়িতে উঠে পড়ল রানা। রোলস-রয়েসের চাকা গড়াতে শুরু করল। রানার হাতঘড়িতে দুটো পঁয়ত্রিশ।

ফিরতি পথ ধরে মনট্রু থেকে বেরিয়ে এসে ডানদিকে বাঁক নিল ওরা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বোলানি হয়ে চলে এল ফ্রাইবর্গ-এ যাবার মেইন রোডে।

পিছনে দু'সারি সীট, প্রথম সারিতে রানা আর ফিদার বসেছে। ওদের সামনে কাঁচের পার্টিশন। পিছনের সারিতে লরেলি আর জন রোডস্। রওনা

হবার পর থেকেই গাড়িটা পরীক্ষা করছে ফিদার, তার চেহারায় কেমন যেন অসন্তোষের ছাপ।

প্রথমে কাঁচের পার্টিশন, তারপর সীটগুলো, সবশেষে সিলিং আর দরজাগুলো পরীক্ষা করল ফিদার। গাড়িটা পুরানো হলেও, এঞ্জিনের অবস্থা এখনও ভাল। হঠাৎ করে ফলাফল ঘোষণা করল সে, 'সব দিক থেকেই নিরাপদ এটা। কোথাও কোন মাইক্রোফোন নেই, পার্টিশনটাও সাউন্ডপ্রুফ—এলিন আমাদের কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না। কাজেই, রানা, এখন তুমি বলতে পারো, জেনারেল বাঁউয়ের গাড়ি কেন আমরা ব্যবহার করছি।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'কেন আবার, ফ্রি রাইড, তাই।'

ফিদারের চোখে ঠাণ্ডা, সতর্ক দৃষ্টি। 'প্রশ্ন এড়িয়ে যেয়ো না, রানা।'

'কেন,' জিজ্ঞেস করল লরেলি, 'তুমি কি মনে করো জেনারেল…?'

'হ্যাঁ, আমি মনে করি জেনারেল।' ফিদার এখনও তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'জানি, রানা, এর আগে প্রতিবার তোমার বুদ্ধিতে কাজ হয়েছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ভেবে দেখো। এই প্রথম কেউ জানে, এরপর কোথায় থাকব আমরা। এমনকি কোন্ পথ ধরে সীমান্ত পেরোব আমরা। যদি জিজ্ঞেস করি, ফাঁদ পাতার একটা সুযোগ কেন রাখলাম আমরা?'

'ব্যাপারটাকে উল্টো করে দেখো না,' পরামর্শ দিল রানা। 'আমরা জানি ঠিক কোথায় ওদেরকে আশা করব। এরকমটি আগে কখনও ঘটেনি।'

'তুমি বলতে চাইছ এটা সত্যি একটা ফাঁদ?' ফিদারের একদিকের ভুরু একটু উঁচু হলো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই এটা একটা ফাঁদ। জেনারেলের কাছ থেকে এরচেয়ে কম কি আশা করতে পারো তুমি? ভেবেছ মাত্র সাড়ে বারো হাজার ফ্রাঁ সন্তুষ্ট হবার লোক সে?'

পিছনের সীটে খাড়া হয়ে গেলেন জন রোডস্, তাঁর তন্দ্রা ছুটে গেছে। 'আপনি বলতে চাইছেন জেনারেল বাঁউ তার হয়ে কাজ করছে—ক্যাসপার এভরিলের হয়ে?'

পিছনে তাকিয়ে হাসল রানা। 'বিশ মিনিট আগের কথা বলতে পারব না, তবে এই মুহূর্তে অবশ্যই ক্যাসপার এভরিলের হয়ে কাজ করছে জেনারেল। সম্ভবত এভরিলকে অনেক দিন থেকেই চেনে সে। এদিকে এ-ধরনের যত রকম ঘাপলা দেখা দেয়, জেনারেলের একটা ভূমিকা থাকেই। আপনি বা ফাস্টেন সিকার তাকে ভাড়া করেননি, কাজেই ধরে নিতে হয় এভরিল তাকে ভাড়া করেছে।'

রেগে গেলেন জন রোডস্। 'আপনি আগেই জানতেন, অথচ অতগুলো টাকা নষ্ট হলো আমার।'

'নষ্ট হলো বলেন কি করে? জেনারেল আপনাকে সীমান্ত পর্যন্ত তার গাড়িতে করে পৌঁছে দিচ্ছে না? ইচ্ছে করলে সে মনট্রু পুলিসকে ডেকে আপনাকে গ্রেফতার করাতে পারত। কিন্তু করায়নি।'

কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল, তারপর জন রোডস্ বললেন, 'কেন?'

'কারণ আপনি ধরা পড়ুন সেটা ওরা চাইছে না, চাইছে আপনি খুন হয়ে যান।'

'আর আপনি আমাকে খুন হওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন ওদের ফাঁদে ফেলে?'

'জেনারেল কি বলেছে মনে নেই আপনার? তার গাড়ি দেখলে পুলিস থামাবে না। এই সুযোগটা নিচ্ছি আমরা। আগে পুলিসের হাত থেকে তো বাঁচি। তাছাড়া, জেনারেলের সাহায্য চাওয়ায় আরও একটা লাভ হয়েছে আমাদের। আমরা জানি ঠিক কোথায় বিপদ ঘটবে।'

ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে গোটা ব্যাপারটা তার নয়, তোমার প্ল্যান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ধরো জেনারেল একটা পঁচিশ পয়সা, আমি টস করছিলাম। হয় সে এভরিলের হয়ে কাজ করছে না, সেক্ষেত্রে মোটা টাকার বিনিময়ে আমাদেরকে নির্ভেজাল সাহায্য করবে, নয়তো এভরিলের হয়ে কাজ করছে, এবং সাহায্য করার ভান করে একটা ফাঁদে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। আমার শুধু জানার দরকার ছিল সে হেডস নাকি টেইলস।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল লরেলি। 'কিভাবে জানলেন আপনি?'

'জেনারেল খুব বেশি টাকা চাইল না। সাড়ে বারো হাজার ফ্রাঁ এই খেলায় কোন টাকাই নয়। এমনকি থানা থেকে মি. রোডসকে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করলেও কোন ফি দাবি করেনি সে। তারপর ফর্টিফিকেশন-এর ব্যাপারেও আমাদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করল সে।'

'তুমি বলতে চাইছ ম্যাপটা জাল?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'না। জাল একটা ম্যাপ নিজের কাছে এত দিন ধরে রাখবে কেন, সে তো আর জানত না আমরা তার কাছে আসছি। আমি যখন ফর্টিফিকেশনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললাম ওই পথ দিয়ে যাওয়া কঠিন, সে আমাকে সমর্থন করল। ফর্টিফিকেশন সম্পর্কে জানা আছে তার, ধরে নিয়েছে আমি একেবারে অজ্ঞ।

'পায়ে হেঁটে যাবার জন্যে ফরটিফায়েড জোন কোন সমস্যাই নয়। ট্রেঞ্চ কি? সাত ফিট নিচে পথ ছাড়া কিছুই নয়। ওই পথ তৈরিই করা হয় রি এনফোর্সমেন্ট পাঠানোর জন্যে কিংবা সদলবলে পিছু হটার জন্যে। কিন্তু জেনারেল চাইল আমরা যেন বুঝি ফরটিফায়েড জোন ধরে এগোনো অত্যন্ত কঠিন। কারণ সে যাতে আমাদেরকে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় আনতে পারে। ম্যাপটাকে সেজন্যই প্যাট্রল-পাথ বলে চালাবার চেষ্টা করেছে সে। প্যাট্রল-পাথ বলে আসলে কিছু নেই। প্যাট্রল আসা-যাওয়া করার জন্যে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চই তো রয়েছে...'

'তাহলে ম্যাপটা কি?'

'একটা ট্যাংক পাথ। একটা ফিক্সড লাইন কাউন্টার অ্যাটাকের বেস হিসেবেও কাজ করে, ওই লাইনে ট্যাংক পাঠাবার সুবিধে থাকতে হবে, কারণ

ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে ট্যাংক যেতে পারবে না। ট্যাংকের জন্যে আলাদা একটা পথ দরকার, কখনও ট্রেঞ্চের ওপর ব্রিজ থাকবে, কখনও ট্রেঞ্চের তলা দিয়ে এগোবে। ম্যাপের কোণ ছিঁড়ে নিয়েছিল জেনারেল, মনে আছে? ওখানে ম্যাপের টাইটেল ছিল।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ফিদার। 'কোন সন্দেহ নেই ম্যাপের একটা কপি এই মুহূর্তে লিখটেনস্টাইনের পথে ট্রেনে রয়েছে।'

'আমার তাই বিশ্বাস। আমাদের জন্যে তৈরি হবার যথেষ্ট সময় পাবে ওরা।'

'হুঁ।' নড়েচড়ে আরাম করে বসল ফিদার। 'তারমানে আমরা জানি, ওই জায়গায় না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমরা নিরাপদ?'

'ওরা প্রফেশনাল।'

চোখ বুজল ফিদার। 'জেনে খুশি হলাম।'

# দশ

মনট্রুর বেশির ভাগ লোক হোটেলে বাস করে, খেত-খামারের আশপাশে কিছু লোক ঘর বানিয়ে আস্তানা গাড়লেও তাদের সংখ্যা খুব কম। রাস্তার ধারে নারসিসাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরী মেয়েরা, গাড়ি থামাবার জন্যে চিৎকার করছে। কিন্তু ফুলের ভক্ত নয় এলিন, পিছন থেকে কেউ তাকে থামার নির্দেশও দেয়নি। ঘণ্টায় নব্বুই মাইল গতিতে ছুটে চলল রোলস-রয়েস। রানা ক্ষণিকের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। নারসিসাসের কথা ভাবছে ও। আত্মপ্রেম কি সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, নারসিসাস তার প্রমাণ। নিজের প্রতিমূর্তির প্রেমে পড়ে মারা যায় গ্রীক পুরাণের এই যুবক, রূপান্তরিত হয় ফুলে। নারসিসাসের জন্যে নয়, দুঃখ হয় একোর জন্যে।

রানার পাশে ঝিমুচ্ছে ফিদার। পিছনে জন রোডস্ খবরের কাগজ পড়ছেন, জেনারেলের কামরা থেকে নিয়ে এসেছেন ওটা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লরেলির সাথে শেয়ারের দাম নিয়ে কথা বলছেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, দেখল কাগজে দামগুলো লিখে নিচ্ছে লরেলি।

সাড়ে তিনটের সময় ফ্রাইবর্গ-কে পাশ কাটাল ওরা। পাহাড় চূড়ায় ফ্রাইবর্গ প্রাচীন শহর। রোড ম্যাপ আর হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে একটা হিসেব করল রানা। সময়ের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছে ওরা।

পাহাড়ী পথে ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, তবু ঘুমে বুজে আসতে চাইছে রানার চোখ। কিন্তু জানে, ফিদার জেগে থাকলেও ওর ঘুমানো উচিত হবে না। সাবধানতাই বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। জেনারেলের গাড়িতে রয়েছে ওরা, ড্রাইভার লোকটাও তার, কাজেই ধরে নেয়া চলে রাস্তার মধ্যে কোথাও বন্দুকযুদ্ধের আয়োজন করে রাখেনি সে। তবে, এ-ধরনের লোক সম্পর্কে

জোর করে কিছু বলাও যায় না।

বার্নের কাছাকাছি চলে এসেছে রোলস-রয়েস, ঘুম ভাঙল ফিদারের। নড়াচড়ায় মন্থর ভাব, একটা সিগারেট ধরাল সে। বার কয়েক কাশল। 'কোথায়?'

'বার্ন।'

'আর কতদূর?'

'প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা।'

'জেসাস।' মুখে হাত বুলাল সে, তারপর হাতটা চোখের সামনে ধরে পরীক্ষা করল। আড়চোখে তাকিয়ে আছে রানা। ফিদারের আঙুলগুলো একটু একটু কাঁপছে।

অপেক্ষায় থাকল রানা, কিন্তু ফিদার কিছু বলল না।

রাজকীয় ভঙ্গিতে শহরের মাঝখান দিয়ে এগোল রোলস-রয়েস। জাতীয় পার্লামেন্টকে পাশ কাটাল ওরা, নদী পেরোল। পথিকেরা অনেকেই কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে, দু'একজন পুলিস স্যালুটও করল। বোঝা গেল জেনারেল বাঁউয়ের গাড়িটাকে চেনে তারা।

শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার শুরু হলো এবড়োখেবড়ো রাস্তা। পিছন দিকে তাকিয়ে খুক্ করে কাশল রানা।

'কিছু বলবেন, মি. রানা?' জন রোডস্ জানতে চাইলেন।

'আপনি বলেছেন, ক্যাসপার এভরিল সম্পর্কে আগে কখনও আপনি শোনেননি।'

'শুনিনি।'

'দারুণ স্মার্ট এক লোক, তাই না? সব খবরই রাখে সে, তা না হলে জেনারেলের সাহায্য পেত না। বেলিংকে ভাড়া করে প্রমাণ দিয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কেও খুবই ভাল ধারণা রাখে সে। আপনার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও সম্ভবত সে এনেছে। তার আরও একটা কৃতিত্ব, ডেভিড গ্রিমানার শেয়ার বাগিয়েছে।'

'এই ব্যাপারটা সত্যিই ভারি আশ্চর্যজনক,' জন রোডস্ বললেন। 'গ্রিমানার একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল, কাগজ-পত্র সব নিজের সাথে রাখত সে।'

'বড় একটা কালো ব্রীফকেস,' বিড়বিড় করে বলল লরেলি। 'কব্জির সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা। ভেতরে গাদা গাদা বেয়ারার শেয়ার, বন্ড, ডীড। কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডের কাগজ-পত্র থাকত তাঁর ব্রীফকেসে।'

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তিনি যখন নিহত হলেন, ব্রীফকেসটা পাশে পাওয়া যায়নি কেন?'

অন্ধকারে হাসল লরেলি, দেখতে পেল না রানা। 'এটা তো রহস্যভেদীর কাজ, মি. রানা। কেউ জানে না কেন পাওয়া যায়নি।'

জন রোডস্ হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'মি. রানা, আপনি বললেন এভরিলই হয়তো আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে। হয়তো কেন?'

'হয়তো বলছি এই জন্যে যে অভিযোগটা যদি সে এনে থাকে তাহলে ধরে

নিতে হয় অ্যারোর, বৈঠকে আপনার উপস্থিতি ঠেকাতে চাইছে সে, পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিতে চাইছে। গত দু'দিনে সে-সুযোগ অনেক বার নিতে পারত, কিন্তু তা সে নেয়নি, প্রতিবারই চেষ্টা করেছে আপনাকে খুন করার জন্যে। কেন, আমি জানি না। আপনার পার্টনার ফাস্টেন সিকারকে ভোটে হারাবার জন্যে আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, খুন করার প্রয়োজন পড়ে না।'

জন রোডস্ বললেন, 'আমার কোম্পানী ধ্বংস করাই যার উদ্দেশ্য, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার সাহস তার হয় কি করে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আইনসঙ্গত সিদ্ধান্তের পর একবার যদি অ্যারো বিক্রি হয়ে যায়, কি আপনি করতে পারেন তার? সে তো বেআইনী কিছু করছে না, কোম্পানীটাকে নগদ টাকায় রূপান্তর করছে। সে তার শেয়ার পাবে, আপনি আপনার। অভিযোগ করার সুযোগ কোথায়?'

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন এই এভরিল লোকটা আসলে আমাদেরকে সত্যি সত্যি খুন করার চেষ্টা করছে না?'

চাপা গলায় হেসে উঠল ফিদার।

'না, তা আমি বলতে চাইছি না। বলতে চাইছি, তোমাদের খুন করার জন্যে বেলিঙের মত লোককে যে ভাড়া করে, সে কোন্ যুক্তিতে রেপ চার্জ আনবে?' রানার মাথায় আরও একটা প্রশ্ন জাগল। 'এমন হতে পারে কি গোটা ব্যাপারটা ফাস্টেন সিকারের ষড়যন্ত্র, অ্যারোকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে সে? এমন হতে পারে কি, ক্যাসপার এভরিল বলে আসলে কেউ নেই? হতে পারে না দুর্ঘটনার সাথে গ্রিমানার শেয়ার নষ্ট হয়ে গেছে? তোমরা কেউ এভরিলকে কখনও দেখোনি।'

'আমরা দেখিনি, কিন্তু মশিয়ে দ'ওদে লিলাচ দেখেছেন,' বললেন জন রোডস্। 'সিকার আমাকে খবর দিতেই, ওদের সাথে দেখা করার জন্যে প্লেনে করে ছুটেছিলেন মশিয়ে লিলাচ।'

'মশিয়ে লিলাচ এভরিলকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে লাথি মেরে এভরিলের দাঁত ভাঙেননি কেন তিনি, কেড়ে নেননি কেন শেয়ারগুলো?'

'মি. রানা, লইয়াররা ওভাবে কাজ করেন না। তাছাড়া, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, এভরিল হয়তো আইনসঙ্গতভাবেই শেয়ারগুলোর মালিক হয়েছে। আমরা কি জানি সে গ্রিমানার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী নয়?'

'হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম গোটা ব্যাপারটার মধ্যে আইনসঙ্গত কিছু একটা আছে,' হেসে উঠে বলল রানা।

'এবং যে-কোন পরিস্থিতিতে,' বলে যাচ্ছেন জন রোডস্, 'একা ফাস্টেন সিকার মীটিং ডাকতে পারেন না। আইন অনুসারে মীটিং ডাকতে হলে কমপক্ষে দু'জন শেয়ারহোল্ডারকে উপস্থিত থাকতে হবে।'

'বেশ। আমরা ধরে নিচ্ছি ফাস্টেন সিকার লোক ভাল। তাহলে আপনাকে বাদ দিয়ে এভরিল তাঁকে কেন খুন করার সুযোগ নিচ্ছে না? আপনাদের

দু'জনকেই ভোটে হারাতে পারে সে, যদি দু'জনের একজন অনুপস্থিত থাকেন আপনারা। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি গোটা ইউরোপ জুড়ে তাড়া খেয়ে ফিরছেন আর ফাস্টেন সিকার দিব্যি বসে আছেন লিখটেনস্টাইনে। আমার তো মনে হয় সিকারকে খতম করা এভরিলের জন্যে অনেক সহজ হত।'

ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিলেন জন রোডস্। তারপর তিনি বললেন, 'অ্যারোর আইন অনুসারে, ফাস্টেন সিকার, একজন রেসিডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে, বিশেষ একটা দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। যে-কোন কোম্পানী মীটিঙে তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি না থাকেন, অথচ জীবিত আছেন, তার ভোট আপনাআপনি মেজরিটি সাইডে চলে যাবে। যখন একজন মাত্র শেয়ারহোল্ডার উপস্থিত হয়ে মীটিং ডাকতে চাইবে তখন যাতে সিকার ইচ্ছাকৃতভাবে মীটিং অনুষ্ঠানে বাধা দেয়ার জন্যে অনুপস্থিত থাকতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা, বুঝতেই পারছেন।

'কিন্তু আমি উপস্থিত হতে বাধ্য নই। কাজেই এভরিল যদি ফাস্টেন সিকারকে খুন করে, আমি অনুপস্থিত থেকে মীটিং অনুষ্ঠিত হতে বাধা দিতে পারি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানা বলল, 'বুঝলাম। কাজেই আপনাকে যতক্ষণ খুন করার চেষ্টা করছে এভরিল, তার দ্বিতীয় কাজ হবে ফাস্টেন সিকারকে বাঁচিয়ে রাখা।' কিন্তু তবু রানা বুঝতে পারল না এভরিলের উদ্দেশ্য পূরণে জন রোডসকে জেলে আটকে রাখাই যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে না কেন।

নড়েচড়ে বসে আবার মুখে হাত বুলাল ফিদার, তারপর চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল আঙুলগুলো। ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, নির্লিপ্ত চেহারা।

'তোমার একটা ড্রিঙ্ক দরকার।'

'তাই মনে হচ্ছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ফিদার।

'আধঘণ্টার মধ্যে লুজার্ন-এ পৌঁছুব, ওখানে দু'ঢোক খেতে পারবে।'

'তারচেয়ে একটা বোতল কিনলে হয়।'

'পুরো একটা বোতল কি তোমার...?'

লরেলিকে বাধা দিয়ে ফিদার বলল, 'সবটা খাব বলেছি?' পিছন দিকে ফিরল সে, লরেলির চোখের সামনে হাত তুলল, আঙুলগুলো নাচছে।

মাথা নিচু করে ব্যাগ থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করল লরেলি, ফিদারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আগেই কিনে রেখেছি, জানতাম তোমার লাগতে পারে।' তার হাত থেকে নিয়ে ফ্লাস্কের মুখ খুলল ফিদার, কাপে খানিকটা ঢেলে এক ঢোকে খেয়ে ফেলল। হুইস্কি হোক বা ব্র্যান্ডি, আধ বোতলের মত আছে।

'কনিয়্যাক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' খুশি মনে বলল ফিদার। 'আর কোন সমস্যা হবে না।'

একমত হতে না পারলেও কিছু বলল না রানা।

*

লুজার্ন পৌঁছুল ওরা, রাস্তায় যানবাহন থাকায় রোলস-রয়েসের গতি কমে গেল। শহর ছাড়িয়ে আসার পর লেকের পাশ ঘেঁষে ছুটল গাড়ি, খানিক পর ঢাল বেয়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে শুরু করেছে রাস্তা। চূড়ায় ওঠার পর নিচে আবার লেক দেখা গেল। চারদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য, ছবির মত। মাঝে মধ্যে দু'একজন রাখালকে দেখা গেল পথের পাশে, ছাগলের পাল নিয়ে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। এদিকের মেয়েরা অস্বাভাবিক সুন্দরী, আর ছেলেরা নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী। লেকের ধারে একদল যুবতী গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন খেলছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানার মনে হলো, মানুষের যে আকৃতি তার কোন তুলনা নেই। সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে মানুষই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর। ব্যাপারটা নিয়ে আগেও ভেবেছে রানা। সব মিলিয়ে মানুষের যে আকৃতি, এরচেয়ে সুন্দর কিছু ওর কল্পনায় আসে না। কার প্রতি জানে না, তবে এই আকৃতি পাবার জন্যে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যায় অন্তর। শুধু আকৃতি আর কাঠামো নয়, মানুষের ভেতরটাও কিন্তু ভারি সুন্দর—স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি সবই আছে, শুধু দুঃখ এই যে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে এসব গুণ বিসর্জন দিয়ে বসে তারা, জানে না কারও মনে আঘাত দিয়ে বা কারও ক্ষতি করে নিজেরই ক্ষতি করছে সে, অকৃতজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করছে নিজেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে হাতঘড়ি দেখল রানা। দেড় ঘণ্টা পর সন্ধ্যা। পাঁচ ঘণ্টা পর মাঝরাত।

পিছন থেকে জন রোডস্ জানতে চাইলেন, 'কোথায় আমরা পার হব ঠিক করেছেন, মি. রানা?'

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করল রানা পার্টিশনটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। ফিদারের হাতের ওপর হাত পড়ল, সে-ও পরীক্ষা করছিল। চোখাচোখি হলো দু'জনের, ফিদার হাসছে। শরীরে অ্যালকোহলের অভাব দূর হওয়ায় তার আঙুল এখন আর কাঁপছে না। ফটোস্ট্যাট ম্যাপটার ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর রাখল রানা।

'একটা রিজের ওপর আড়াআড়িভাবে রয়েছে ফরটিফিকেশন,' বলল ও। 'রাস্তার পাশেই ট্যাংক পাথ, প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়েছে, কয়েকশো গজ দূরে। কাজেই আমরা যদি রিজ পেরোই, নদীর ধার ঘেঁষে, হেঁটে পেরিয়ে গেলেও কেউ কোন শব্দ পাবে না।'

'সব মিলিয়ে কতক্ষণ লাগবে?'

'সাড়ে আটটার দিকে রওনা হলে...প্রথমদিকে কিছু কাঁটাতারের বাধা পেরোতে হতে পারে...ধরুন, ওপারের একটা ফোনের কাছে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। ফোনে আপনি আপনার বন্ধু ফাস্টেন সিকারকে ডাকবেন, তিনি আমাদেরকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাদুজ-এ নিয়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমরা তো ভাদুজে যাব না।'

ঘাড় ফিরিয়ে জন রোডসের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত। আগেই

জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমার। লিখটেনস্টাইনের কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কোম্পানীর মীটিং বসে ফাস্টেন সিকারের বাড়িতে, বাড়িটা স্টেগ-এ।'

'স্টেগ?' প্রথমে নামটার কোন তাৎপর্য ধরা পড়ল না, তারপর মনে পড়ল রানার। একটা মাত্র রাস্তা ধরে গ্রামটায় যাওয়া যায়, গ্রামটা পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের মাথার ঠিক নিচেই একটা স্কি হোটেল আছে। মাথাটা অস্ট্রিয়ান বর্ডার।

'বলেন কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'ওটা তো একেবারেই নির্জন একটা জায়গা।' যতদূর মনে পড়ছে রানার, দু'একটা কুঁড়েঘর ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। 'সিকার ওখানে থাকেন কিভাবে? কোম্পানী মীটিঙের জন্যে আর কোন ভাল জায়গা পাননি আপনারা?'

'এর আগে তো আর গোলাগুলির আশঙ্কা দেখা দেয়নি, যথেষ্ট নিরাপদই মনে করা হয়েছে জায়গাটাকে,' বললেন জন রোডস্। 'সিকার আমাদেরকে নিতে আসবে, এই ধারণাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, ততক্ষণে সিকারের কাছে পৌঁছে যাবে এভরিল। এভরিল যদি জানে যে আমরা তার অ্যামবুশ ব্যর্থ করে দিয়েছি তাহলে সে...।' এভরিল আর কি করতে পারে আন্দাজ করতে হিমশিম খেয়ে গেলেন জন রোডস্।

রানা জিজ্ঞেস করতে চাইল, ততক্ষণে মশিয়ে লিলাচও সিকারের কাছে পৌঁছুবেন কিনা, কিন্তু জন রোডসকে বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওরা না পৌঁছে যদি মশিয়ে লিলাচ পৌঁছান, তাহলেও এভরিলকে চমকে দেয়ার সুযোগটা হারাবে ওরা।

জন রোডস্ শান্ত গলায় বললেন, 'কাজেই সীমান্তের ওপারে যাবার জন্যে আপনাকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।'

গাড়ির ব্যবস্থা করা এতই কি সহজ! পাথুরে ঢাল বেয়ে কোন ড্রাইভার যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ। ট্যাক্সি শুধু ভাদুজে পাওয়া যেতে পারে, সীমান্ত থেকে দশ কিলোমিটার এদিকে। তাছাড়া, ড্রাইভারকে চেহারা দেখাবার ঝুঁকিটাও নিতে হবে।

লিখটেনস্টাইন এবং সমস্যা সম্পর্কে ভালই জানেন জন রোডস্। 'আপনাকে হয়তো গাড়ি একটা চুরি করতে হতে পারে।'

'পেলে তো। সীমান্তের এদিকে গ্রামগুলো ছোট ছোট, গাড়ি খুব কমই দেখা যায়। যদি বা দু'একটা থাকে, রাস্তায় পার্ক করা পাব কিনা কে জানে। যদি পাই, হয়তো চাবি থাকবে না।'

'তাহলে অন্য কিছু ভেবে বের করতে হবে। কথা হয়েছে আপনি আমাকে স্টেগে পৌঁছে দেবেন...'

'জানি। বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।' কিন্তু মাথায় যে চিন্তাটা এল সেটা তেমন পছন্দ করল না রানা। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবল, ততই অপছন্দ করল। কিন্তু দ্বিতীয় কোন উপায়ও দেখল না। বলল, 'একটা গাড়িতে তো রয়েছিই আমরা।'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল ফিদার। 'কি বলতে চাও?'

'ট্যাংক পাথ। ওই পথে যদি একটা ট্যাংক যেতে পারে, তাহলে একটা

গাড়িও যেতে পারবে। এলিন ওরফে সার্জেন্টকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও গাড়ি থেকে, তারপর চলো নিজেরা গাড়ি চালিয়ে পার হয়ে যাই। ওপারে পৌঁছে আরেকটা গাড়ির জন্যে চেষ্টা করা যাবে।'

লরেলি রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কিন্তু আপনি বলেছেন শত্রুরা ওখানে অপেক্ষা করছে, জানে আমরা আসছি!'

'জানে। কিন্তু জানে আমরা পায়ে হেঁটে বা ভাড়াটে কোন গাড়ি নিয়ে পার হব, রোলস-রয়েস নিয়ে নয়। ওরা অপেক্ষা করছে, জানে না আমরাও তা জানি। ছোটখাট হলেও এগুলো আমাদের পক্ষে সুবিধে।'

'তবু আমাদের গায়ে গুলি লাগতে পারে,' মন্তব্য করল ফিদার।

'তাহলে এরচেয়ে ভাল কোন উপায় বের করো,' আহ্বান জানাল রানা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে হাসল ফিদার। 'বুঝলে, রানা, তোমার মেশিন-গানটা আরেকবার ব্যবহারের সুযোগ পাবে তুমি। ঠিক আছে, তাই।' কথা শেষ করে আবার ব্র্যান্ডি খেলো সে।

আঁকাবাঁকা একটা পাহাড়-প্রাচীর, প্রাচীরের ওপর রাস্তা। রোলস-রয়েস বাঁক নিতেই প্রাচীরের শেষ মাথাটা দেখা গেল, সেই সাথে দেখা গেল পুলিস আর পুলিসের গাড়ি। প্রাচীরের শেষ মাথা থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তা, সোজা নিচের উপত্যকায়। দু'জন পুলিসই হাত নেড়ে ওদেরকে সামনে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিল, ওদের পিছনের দু'একটা গাড়িকে অবশ্য দাঁড় করানো হলো। রোলস-রয়েসকে না থামাবার একাধিক কারণ আন্দাজ করল রানা। লিখটেনস্টাইনের আগে রাস্তার ওপর খুব কড়া নজর রাখছে না পুলিস। আসল রোড-ব্লক থাকবে সীমান্তে। তাছাড়া, পুলিসের জানা নেই ওরা মনট্রুতে ছিল। জানলে রোলস-রয়েসটা জেনারেলের গাড়ি হওয়া সত্ত্বেও দাঁড় করাত। তারমানে ধরে নেয়া যায় মনট্রুর পুলিস ইন্সপেক্টর মুখ খোলেনি। খোলেনি যখন বোধহয় আর খুলবেও না। অফিশিয়াল অনুরোধ ছাড়া নামকরা একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করার ঘটনা তার পক্ষে চেপে যাওয়া স্বাভাবিক, আরও স্বাভাবিক তাকে ছেড়ে দেয়ার ঘটনাটা গোপন করা।

সূর্যের শেষ রশ্মি লেকের ওপারে পাহাড়চূড়ায় বরফের গায়ে লেগে ঝলমল করছে, ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে দিনের আলো, সী টাল উপত্যকায় নেমে এল ওরা। তারপর যেন এক নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। হেডলাইট জ্বালল এলিন, সামনের রাস্তায় বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল হলুদ আলো।

আবার ব্র্যান্ডি খেলো ফিদার। 'গাড়ি কখন আমরা দখলে আনব?'

'যেখানে আমাদের নামিয়ে দিতে চাইবে, সীমান্তের কাছাকাছি,' বলল রানা। 'লক্ষ করেছ, ওর কাছে অস্ত্র আছে?'

কাপে চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ফিদার। 'কোথায় ওরা অপেক্ষা করবে বলে মনে করো?'

ফটোস্ট্যাট ম্যাপটা বের করে খুলল রানা, ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজল।

সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে ফরটিফিকেশনের প্ল্যান করা হয়েছে।

ফায়ার ট্রেঞ্চের তিনটে লাইন–প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, সংরক্ষিত সারি। প্রতিটি কোণ আর বাঁক চিহ্নিত করা আছে, উল্লেখ করা আছে কোথায় কোথায় আঁকাবাঁকা কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চের সাথে মিলিত হয়েছে ওগুলো। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পিলবক্স, ব্লকহাউস, ডাগআউট ইত্যাদি।

'বলো,' তাগাদা দিল ফিদার।

'আমার ধারণা সরাসরি লিখটেনস্টাইন থেকে আসবে ওরা। ওখানেই তারা অপেক্ষা করছে। তার আগে কোথাও আমাদেরকে ধরার প্ল্যান করেনি, কারণ আমরা ঠিক কোথায় সীমান্ত পেরোব সেটা ওরা মাত্র খানিকক্ষণ আগে জানতে পেরেছে। লিখটেনস্টাইন থেকেই আসবে ওরা, কাজ সেরে আবার ওখানেই ফিরে যেতে চাইবে। সীমান্তের সুইস দিকটায় গিজগিজ করবে পুলিস, কিন্তু শুধু ওই সুইস দিকটায়। লিখটেনস্টাইনে পুলিসই মাত্র পনেরো জন, প্রতিটি ফ্রন্টিয়ার পোস্টে লোক রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তারমানে সীমান্ত পেরিয়ে এদিকে ওরা সামান্য একটু আসবে?'

'আমার তাই ধারণা,' বলল রানা। 'ফরটিফায়েড জোনের বেশিরভাগটাই ফরটিফায়েড নয়। হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং, আর্টিলারি প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি প্রচুর জায়গা দখল করে রেখেছে। ফরটিফায়েড জোন শুধু শেষ দুশো গজ, মূল ব্যাটল জোনটা।'

'প্রচুর কাভার পাওয়া যাবে,' বলল ফিদার। 'কিন্তু সুইস পুলিস গোলাগুলির শব্দ শোনার পর কি করবে বলে মনে করো?'

'ছুটে আসবে। কিন্তু আধ মাইল দূরে থাকবে তারা, রাস্তার ওপর। আসতে হবে ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে। আমরা যে সিনটা ক্রিয়েট করব, তারা দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু জানবে আমি লিখটেনস্টাইনে পৌঁচেছি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন জন রোডস্।

'হ্যাঁ, আন্দাজ করে নেবে। কিন্তু পিছু ধাওয়া করে সীমান্ত পেরোবার উপায় থাকবে না তাদের। ফ্রেঞ্চ সুরেতিকেও আবার নতুন করে শুরু করতে হবে–লিখটেনস্টাইন কর্তৃপক্ষকে অফিশিয়ালি অনুরোধ করতে হবে তারা যেন আপনাকে বহিষ্কার করে। ওখানে আপনার বা ফাস্টেন সিকারের যথেষ্ট প্রভাব থাকার কথা, কর্তৃপক্ষকে দু'চার দিন দেরি করাতে পারবেন। ততদিন···।' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

মালস্ আর বালজারস্-এর আলো, সীমান্তের ঠিক লাগোয়া দুটো ছোট শহর। এখনও কয়েক মাইল দূরে, একটা নদীর ওপারে। এখনও নদীটাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। দূরে হলেও শহরটা খুব কাছাকাছি আর উজ্জ্বল লাগল। সীমান্ত পেরিয়ে ও-দুটোর যেকোন একটাতে পৌঁছুতে পারলেই হয়, সমস্ত বিপদ আর ভয় ওদের পিছনে পড়ে থাকবে। কাউকে না বললেও, আসল রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছে রানা। দু'একটা আলগা সুতো জোড়া লাগলেই খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর হয়ে যাবে মন থেকে।

সামনে প্রথম যে ব্রিজটা পড়ল সেটা দিয়ে নদী পেরোল ওরা, নদীর দুই তীরই সুইস ভূখণ্ড। ব্রিজ পেরিয়ে উত্তর দিকে বাঁক নিল রোলস-রয়েস, মাইনফিল্ড-এর ভেতর দিয়ে এগোল। এরপর ঢাল বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা, সেন্ট লুজিস্টাইগে। ওখান থেকেই শুরু হবে ট্যাংক পাথ।

ওদের ডান দিকে খাড়া পাহাড় পাঁচিল, হাজার ফুট ওপর থেকে বরফের রাজ্য শুরু হয়েছে–ওটাই সেন্ট লুজিস্টাইগ ফরটিফিকেশনের লেফট উইং। ওদের সামনে এবং বাঁ দিকে গাঢ় রঙের কাঠামোটা রিজ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সহায়ক। আশপাশে মাথাচাড়া দিয়ে আছে শত বছরের পুরানো পাথুরে ঘর-বাড়ি, আধুনিক ডাগআউটস, আর্টিলারি লোকেশন ইত্যাদি। তারপরই ট্রেঞ্চ, পিলবক্স, কাঁটাতার। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবে আছে।

অল্প দু'একটা আলোর উৎসকে পাশ কাটাল ওরা, সেন্টলুজিস্টাইগের আগে ওগুলো শেষ কয়েকটা গ্রাম। গাড়ির গতি কমাল এলিন, রাস্তার দু'পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একটা নোটিশে লেখা রয়েছে, এখানে থামা বা ফটো তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ঠিক জায়গায় পৌঁচেছে ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস।

ঢালের মাথায় উঠে গেছে রাস্তাটা, তার ঠিক নিচে রয়েছে ওরা। ঢালের মাথা থেকে রাস্তাটা ওদিকে নেমে গেছে সরাসরি লিখটেনস্টাইনে, মাইল তিনেক দূরে। প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছে এ-কথা ধরে নিয়েই যে ট্যাংকগুলো এখান পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে আসবে, ঢালের ওদিক থেকে শত্রুরা দেখতে পাবে না। তারপর ওগুলো নাক ঘুরিয়ে নেমে পড়বে ট্যাংক পাথে।

আলো নিভিয়ে গাড়ি থেকে নামল এলিন, বাঁ দিকের পিছনের দরজাটা খুলল। খোলা ব্রীফকেসের ভেতর মাউজারটা ধরে আছে রানা, তবে এখনও এলিন নম্র শোফারের ভূমিকা পাল্টায়নি। মাথায় ডাণ্ডা মারার দায়িত্ব নিয়ে আসেনি সে, নরকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই তার কাজ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিচে নামল রানা, আকাশের দিকে তাকাল।

সরু উপত্যকার ভেতর রয়েছে ওরা, চারদিকে অন্ধকার হলেও আকাশ একেবারে কালো নয়। প্রচুর খণ্ড খণ্ড মেঘ রয়েছে, পাহাড়ের এক চূড়া থেকে যেন লাফ দিয়ে দিয়ে আরেক চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে ওগুলো, মাঝখানের ফাঁকে মাঝে মধ্যে হেসে উঠছে চাঁদ। ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে দিল রানাকে, রেনকোটের বোতাম লাগল ও। কিন্তু ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরের ভেতর বয়ে যাচ্ছে, বোতাম লাগিয়ে সেটার প্রবাহ থামানো গেল না।

রানার আর এলিনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ফিদার, রিভলভার বের করে চেক করল। এই প্রথম তাকে কাজটা করতে দেখল রানা। চেক করতে হয় না, কারণ বন্দুকবাজ সব সময় হিসেব রাখে ক'রাউন্ড আছে আর। এলিনের দিকে তাক করে ধরল রিভলভারটা, বলল, 'তোমারটা বের কোরো না।'

নিস্তব্ধতার মাঝখানে এলিনের নিঃশ্বাস ফেলার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ পেল ওরা। রানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'জানতাম আপনারা লোক ভাল নন!'

'পণ্ডিত।' এলিনের পিছনে এসে রেনকোটের ভেতর থেকে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ ওয়েবলি সার্ভিস রিভলভারটা বের করে নিল রানা। মনে মনে

হাসল ও, এই কামান সাথে নিয়ে গাড়ি চালানো সহজ কথা নয়, ঘষা লেগে হাড় ক্ষয়ে যাবার কথা।

'আপনারা নিশ্চয়ই গাড়িটাও নিয়ে যাবেন?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল এলিন। 'কিন্তু যদি ভেবে থাকেন গ্রেফতার এড়াতে পারবেন…'

'ট্যাংক পাথ ধরে গেলে কোন বিপদ হবে না।'

'কি! না!' এমনভাবে চিৎকার করে উঠল এলিন তার গায়ে যেন আগুন ধরে গেছে। 'গাড়ি নিয়ে গেলে…যা ঘটবে তার ফলে পুলিস জেনে ফেলবে জেনারেল এর সাথে জড়িত…।' কি বলছে বুঝতে পেরে হঠাৎ থেমে গেল সে।

'ঠিক উত্তর হলো না, সার্জেন্ট,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'মনে নেই তোমার? এটা যে একটা ট্যাংক পাথ আমাদের তা জানার কথা নয়। জানার কথা নয় ওই পথ ধরে গেলে কিছু ঘটবে কিনা। আর জেনারেলের জড়িয়ে পড়ার কথা বলছ? সে তো এরই মধ্যে নাক পর্যন্ত চাপা পড়ে গেছে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর—আমাদের সাথে বেঈমানী করার ফল।'

চোখে ঘৃণা আর আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে থাকল এলিন, তারপর সে বলল, যেন অনেকটা সম্মান রক্ষার্থে, 'আপনাদের চেয়ে অনেক শক্ত লোককেও তিনি ঘোল খাইয়েছেন।'

'তাকে পাচ্ছি না, কাজেই তার বদলে তোমাকেই…,' বলে তার নিতম্বে লাথি মারল ফিদার। হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে সামলাল সে, তারপর ওদের দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল। তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর রাস্তা ধরে খানিকদূর গেল সে, বাঁক নিল, রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁটাতারের বেড়া পরীক্ষা করতে শুরু করল।

বিশ গজ এগিয়ে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা, রাস্তার বাঁ দিকে। রাস্তা থেকে খানিকটা নেমে কাঁটাতারের বেড়ার সামনে দাঁড়াল ও। ব্রীফকেস থেকে ওয়ায়্যার-কাটারটা নিয়ে এসেছে, তার কাটতে শুরু করল। ওর পিছনে এসে দাঁড়াল লরেলি।

জিজ্ঞেস করল, 'এটাই ট্যাংক পাথ?'

কাজ না থামিয়ে জবাব দিল রানা, 'হ্যাঁ।'

'অন্ধকারে তার কাটা সহজ নয়। তাছাড়া, ওদিকে হয়তো উঁচু ঝোপ-ঝাড় গজিয়েছে…'

'দু'এক বছর পর পর পরিষ্কার করা হয়। আর, ছোট একটা ট্যাংক যদি ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এগোতে পারে, একটা রোলসও পারবে।'

'রোলসটা কে চালাবে?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'আমি।'

'বললে আমিও চালাতে পারি। আমার বাবা গভর্নর জেনারেল থাকার সময় অফিস থেকে একটা রোলস-রয়েস ফ্যান্টম পেয়েছিল। তখন চালাতে শিখেছিলাম।'

কোথাকার গভর্নর জেনারেল, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রানা।

লরেলির কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

'আমি গাড়ি চালালে আপনার হাত খালি থাকবে,' যুক্তি দেখাল লরেলি। 'আপনারা দু'জন যুদ্ধ করতে পারবেন।'

এবারও কোন জবাব দিল না রানা।

'নাকি এখনও আপনি ভাবছেন আমি প্রতিপক্ষদের একজন?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'তা আমি কখনোই ভাবিনি। নিজেকে বা ফিদারকে তুমি খুন করার চেষ্টা করছ না। আমার শুধু সন্দেহ ছিল ফোন করার বিপদ সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে কিনা। যাকেই ফোন করো, হোক সে তোমার বন্ধু, কি করে জানছ তুমি তার ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র নেই? কি করে বুঝবে সে লোকজনকে কথায় কথায় বলে বসবে না—জন রোডসের সেক্রেটারি আমাকে ফোন করেছিল? কাজেই ফোন করা মানেই সবার জন্যে বিপদ ডেকে আনার ঝুঁকি নেয়া।' কয়েক সেকেন্ড পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি কাকে তুমি করছিলে?'

'একজন লোককে…শ্যামোনিক্স-এর কাছে তার একটা হাসপাতাল আছে। ফিদারের জন্যে। আমি জানি এই ডাক্তার ভদ্রলোক একজনকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন। ভাবলাম উনি হয়তো ফিদারকেও সাহায্য করতে পারবেন…'

'আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

'জানাইনি…জানাইনি, কারণ ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া, আমার ধারণা হয়েছিল আপনি আমাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না।'

'সত্যিই তুমি তাহলে সিরিয়াস? কিন্তু সব দিক ভেবে দেখেছ? কাজটা অনেকটা কুকুরের লেজ সোজা করার মত।'

'জানি না। তবে অসম্ভব, এ আমি মানি না। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে চাই। আমাকে জানতে হবে কেন সে মদ খায়। কেন সে নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

'এটা একটা ফুল-টাইম জব। আরও সমস্যা আছে। তোমার সাথে সে যদি যেতে না চায়?'

'যেতে চাইবে না জানি। কিন্তু আমি তো ওর সাথে যেতে পারি, তাই না? মি. রোডসকে আমি জানিয়েছি, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ কাজ করল রানা, তারপর বলল, 'ফিদারের এখনকার চেহারা যা দেখছ তা সে মদ খায় বলেই দেখতে পাচ্ছ। মদ ছেড়ে দিলে সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হবে সে। সেই অন্য মানুষটাকে তোমার পছন্দ নাও হতে পারে।'

'জানি। এটা একটা ঝুঁকি। আমি নিতে চাই।'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। কেউ যদি বুঝে শুনে মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়, কার কি বলার থাকে? খুশিই হলো রানা।

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'আমি তাহলে গাড়ি চালাব?'

'বেশ, ঠিক আছে।'

*

গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। কোমরে হাত দিয়ে ফিদার জিজ্ঞেস করল, 'এত দেরি হলো কেন?'

'গোপীবাগে ওয়াসা পানি সরবরাহ করছে না, ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলাম। লরেলি গাড়ি চালাবে।'

রানার দ্বিতীয় কথায় আঁতকে উঠল ফিদার, প্রথম কথার অর্থই বুঝল না। 'কি! কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম লরেলি এখান থেকে ফিরে যাবে কাছের কোন গ্রামে...'

'সিদ্ধান্ত পাল্টেছে।'

'কিন্তু...'

'ওর বাপের একটা রোলস-রয়েস ফ্যান্টম ছিল,' বলল রানা। 'চালাতে জানে।'

'তবু...'

'যাও, ওর সাথে কথা বলো।' গাড়িতে উঠে মাউজার চেক করল রানা। এলিনের রিভলভারটা জন রোডসের হাতে ধরিয়ে দিল।

জন রোডস্ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, রানা বলল, 'কেউ এটা আপনাকে ব্যবহার করতে বাধ্য করছে না। কিন্তু আত্মরক্ষার সময় কাজে লাগতে পারে, পারে না?'

আবার যখন গাড়ি থেকে নামল রানা, লরেলির সাথে তর্ক শেষ করেছে ফিদার।

'কি ঠিক হলো?'

'এমন জেদি মেয়ে আমি আর দেখিনি,' বলে গাড়ির ডান দিকের রানিং-বোর্ডে উঠে দাঁড়াল ফিদার। রানা উঠল বাঁ দিকেরটায়। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল লরেলি।

রওনা হয়ে গেল ওরা।

# এগারো

প্রথম কয়েকশো গজ ভালভাবেই এগোল ওরা। বেশ খানিকদূর শুধু ঘাস, তারপর জোট বাঁধা কয়েকটা করে গাছ, কিছু ঝোপ-ঝাড়–সবই প্রাচীন পাথুরে ফরটিফিকেশনের অংশবিশেষ। লরেলি বেশ ভালই চালাচ্ছে গাড়ি।

ওদের ওপর আর পিছন দিকের রাস্তা থেকে ক্রমশ কোনাকোনিভাবে দূরে সরে আসছে গাড়ি। ছোট্ট উপত্যকার মেঝেতেই থাকছে বরাবর, তবে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হলো এত ঘন ঘন বাঁক থাকাটা অর্থহীন। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়ে প্রতিটি বাঁক একটা নিয়ম ধরে সৃষ্টি হয়েছে–সুযোগ পেলেই পথটা মাটির উঁচু কোন ভাঁজ বা উত্থান, ঘাস বা ঝোপ,

জোট বাঁধা গাছ ইত্যাদির গা ঘেঁষে এগিয়েছে, আড়াল পাবার জন্যে। এটা একটা মিলিটারি জোন।

খানিক পর পাইন বন দেখা গেল। জঙ্গলের কিনারা থেকে সামান্য ভেতর দিয়ে এগিয়েছে এদিকের পথ। ঘন অন্ধকার।

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'আলো জ্বালতে পারব?'

জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর মুখ ঢোকাল রানা। 'না। তবে আমি বললে সাথে সাথে হেডলাইট জ্বালবে।'

'তা কি উচিত হবে?'

'উচিত না হলে জ্বালতে বলব না।'

রোলস্ এগোচ্ছে। গাছগুলোর কোন রঙ নেই, ছেঁড়া-ফাড়া কালো চাদরের গায়ে কালো কঙ্কালের মত সার সার দাঁড়িয়ে ওগুলো। মাত্র পাঁচ-সাত গজ দূরে। তারপর আর দৃষ্টি চলে না।

তবে গাছপালার ভেতর কেউ সাধারণত বন্দুকযুদ্ধের আয়োজন করে না। বড় বেশি অন্ধকার, গুলি করার জন্যে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব, লাফ দিয়ে আড়াল নেয়ার প্রচুর সুযোগ। সব মনে আছে রানার।

কিন্তু প্রতিপক্ষের মনে আছে কি?

'স্পীড বাড়াও,' লরেলিকে নির্দেশ দিল রানা। 'যতটা পারা যায়।'

এবার জানালা দিয়ে লরেলি মুখ বের করল। 'কিন্তু আপনি না বলেছিলেন ওরা একেবারে সীমান্তের কাছে অপেক্ষা করবে?'

'এখনও আমার তাই ধারণা। কিন্তু হঠাৎ ভয় পাচ্ছি।'

লরেলি মনে মনে হাসল কিনা বোঝা গেল না, তবে স্পীড বাড়াল সে। তার হাতে বন বন করে ঘুরতে শুরু করল স্টিয়ারিং হুইল।

বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি, সেই সাথে বুলেট ছুটে আসার ভয়টাও রানার মন থেকে দূর হলো। জঙ্গলের কিনারায় হঠাৎ একটা লম্বা, চৌকো আকৃতি দেখা গেল। আধুনিক ফরটিফিকেশনের প্রথম নমুনা। জানালায় মুখ নামিয়ে রানা বলল, 'এখানে একবার থামো।'

গাড়ি থামাল লরেলি। হেঁটে ফিরে গেল রানা খানিক দূর, চৌকো আকৃতির সামনে থামল। পাশে এসে দাঁড়াল ফিদার। 'কি এটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্লকহাউস।' লূপহোলের কাছে নিরেট কংক্রিটের দেয়াল আঠারো ইঞ্চি পুরু। প্রবেশ পথের সামনে নিচু পাঁচিল, বিস্ফোরিত বুলেট আর শেলের ভগ্নাংশ ঠেকাবার জন্যে। লূপহোলগুলো ডানে-বাঁয়ে লম্বাটে ফাঁক, আধ হাতের বেশি চওড়া নয়। গোটা কাঠামোটা মাটির নিচে কয়েক ফুট দেবে আছে, ফলে মাত্র তিন কি চার ফুট চোখে পড়ছে।

এরপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য নমুনা ঘন ঘন চোখে পড়তে লাগল। অনেকগুলো গাছ যেখানেই জোট বেঁধেছে সেখানেই একটা করে পিলবক্স দেখা গেল। মর্টার পিট খোলা কবরের মত মুখ ব্যাদান করে আছে। কামান বসানোর প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু কংক্রিটের তৈরি। পথের অবস্থা শোচনীয় হয়ে

উঠল, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এগোচ্ছে ওদের গাড়ি। চাঁদের আলোয় সিলভার কালার রোলসকে নিওন সাইনের মত লাগছে। মনে মনে শংকিত হলো রানা।

আবার উপত্যকার মেঝেতে ফিরে এল ওরা, এদিকে সমতল ভূমি। আধ মাইল দূরে, ওদের ডান দিকে, সীমান্ত রোডে হেডলাইট জ্বলছে আর নিভছে। ওখানে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে পুলিস। পাসপোর্ট চেক করা হচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখা হচ্ছে গাড়ির ভেতরটা। অন্য এক জগৎ।

গাড়ির গতি কমে এল। শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল ফিদার, 'এটাই কি?'

সামনে তাকাল রানা। এটাই।

লম্বা বাঁধের মত, সাত ফুট উঁচু, উপত্যকার মাঝখানে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথাও কোন গর্ত বা উঁচু-নিচু ভাব নেই, অদ্ভুত লাগে দেখতে, লনের শেষে নিচের দিকে নেমে যাওয়া ঢালের মত। তারপর মেঘ সরে যাওয়ায় চাঁদের আলোয় আরও একটু দেখতে পেল রানা। বাঁধ বা পাড় নয়, ছোট একটা মালভূমি। জেনারেলদের প্রিয় ধারণা ছিল, দাঁড়াবার জায়গা যত উঁচু হবে যুদ্ধ করতে তত সুবিধে। কাজেই উপত্যকার একটা অংশ উঁচু করে নিয়েছিল তারা।

বাঁধের সামনে গাড়ি থামাল লরেলি। উঁচু প্ল্যাটফর্মের অনেক সুবিধের একটা হলো, পিছনের জায়গা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারবে না শত্রুপক্ষ। ঢাল বেয়ে সতর্কতার সাথে উঠল রানা, সাথে ফিদার। ব্যাটল জোনের দিকে তাকাল।

প্রথমে শুধু ঝোপ-ঝাড় ভর্তি বিশাল মাঠ চোখে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে চোখে ধরা পড়তে লাগল ঝোপের আড়ালে কঠিন, চৌকো আকৃতি। ব্লক হাউস, পিলবক্স,কমান্ড পোস্ট, মর্টার পিট, আঁকাবাঁকা কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ ইত্যাদি।

চাঁদের আবছা আলোয় সামনের গোটা এলাকা বিপজ্জনক আর রহস্যময় লাগল। মৃদু সুরে ফিদার বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।' কি বলতে চায় সে বুঝতে পারল রানা। এই ব্যাটল জোনে গোটা একটা সেনাবাহিনী লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ও বলল, 'ওরা পথের কাছাকাছি থাকবে। আলোর যা অবস্থা, ধরো দশ গজেরও কম দূরে। আমরা যদি ট্রেঞ্চ সিস্টেমের ভেতর ঢুকে এগোই, ওদেরকে চমকে দিতে পারব।'

খানিক চিন্তা করে মাথা নাড়ল ফিদার। 'দুঃখিত, রানা। যদি গোলাগুলি হয়, মি. রোডসের সাথে থাকতে হবে আমাকে।'

'ওদেরকে কাবু করার জন্যে আমাকে সাহায্য করলে আরও ভালভাবে দায়িত্ব পালন করা হবে তোমার,' যুক্তি দেখাল রানা।

'কিন্তু কাবু করতে গিয়ে আমরা যদি পটল তুলি, মি. রোডস্ একা অসহায় হয়ে পড়বেন। না, রানা।'

রাগ চেপে রানা বলল, 'আমার কাজ তাঁকে ওপারে নিয়ে যাওয়া। তুমি

সাহায্য না করলে আমি একাই নিয়ে যাব।'

মাথা নাড়ল ফিদার। 'না। আমার কাজ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি মনে করি পার হতে গিয়ে ভদ্রলোক মারা পড়বেন, আমার সিদ্ধান্ত হবে পার হবার চেষ্টা না করা।' রানার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'শুরুতেই তোমাকে আমি বলেছিলাম, রানা, এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে। দু'জন দু'রকম চাইতে পারি।'

'মি. রোডস্ হয়তো চেষ্টা করে দেখতে চাইবেন।'

'সামনে মৃত্যু আছে জানলে কোটিপতিরা খিঁচে দৌড় দেয়, পিছন দিকে। জীবন ওদের কাছে বেশি প্রিয়।'

সতর্ক চোখে দেখল রানা ফিদারকে। 'তুমি কি গোটা ব্যাপারটা বাতিল করতে চাইছ?'

ফিদার নির্লিপ্ত সুরে বলল, 'হ্যাঁ। ফিরে যেতে চাই আমি।'

'এসো শুনি মি. রোডস্ কি বলেন।' গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল রানা।

জন রোডস্ এরইমধ্যে জানালা দিয়ে মুখ বের করেছেন। 'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এত দেরি হচ্ছে কেন?'

ফিদার বোঝাবার ভঙ্গিতে শুরু করল, 'ব্যাটল জোন অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা, মি. রোডস্। প্রতিপক্ষ যা করতে চাইছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই জোনটাকে তৈরি করা হয়েছে। যদি যেতে চান, আপনার নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না। আমার পরামর্শ, যাবেন না।'

'আপনি কি বলেন, মি. রানা?'

'আমিও কোন নিশ্চয়তা দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'তবে যেতে আমার আপত্তি নেই। এই অন্ধকারে আপনার আমার দু'জনেরই গুলি খাবার সম্ভাবনা সমান।'

জেদের সুরে ফিদার বলল, 'রানা আর আমি দুটো আলাদা কাজ করছি...'

'মনে হচ্ছে মি. রানাই আমার পছন্দমত কাজটি করতে চাইছেন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন জন রোডস্। 'আপনিও তাই করতে চাইছেন না কেন?'

নির্জন প্রান্তরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর, রানার মনে হলো প্রায় এক যুগ পর, ধীরে ধীরে ফিদার বলল, 'আমি খুব বেশি মদ খাই, মি. রোডস্। দুঃখিত ইত্যাদি বলে কোন লাভ নেই। তবে আমার ক্ষিপ্রতা আগের মত নেই।'

এ-ধরনের কথা বলার জন্যে সৎ সাহসের দরকার। কোন অ্যালকোহলিক কথাটা স্বীকার করে না, কোন বন্দুকবাজও স্বীকার করে না যে সে হেরে যেতে পারে।

রানার দিকে তাকালেন জন রোডস্। রানা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি এখনও মনে করি, আমরা পারব।'

সামনের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এল লরেলি। 'ফিদার যদি যেতে না চায়, তাকে জোর করার কোন মানে হয় না...!'

'ফিদারকে আমি যেতে বলছি না। কিন্তু আমি যাব।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল ফিদার। 'তুমি জানো কে ওখানে অপেক্ষা করছে? বুললক।'

হ্যাঁ, জানে রানা, বুললক। বুললক আর বেলিং, ইউরোপের সেরা দু'জন গানম্যান। সব সময় একসাথে কাজ করে ওরা দু'জন। শুধু অ্যাভারনিতে দু'জনকে একসাথে দেখা যায়নি।

এবং বেলিং মারা গেছে। সে মারা যাওয়ায় অবশ্যই ওদের অপেক্ষায় ওখানে বুললক থাকবে।

ফিদারই আবার কথা বলল, 'বুললককে তুমি চেনো। কি মনে করো, তার সাথে পারবে তুমি?'

রানা কথা বলল না। এ-ধরনের প্রশ্নের আসলে কোন উত্তর হয় না। কিন্তু উত্তরের জন্যে ফিদার একা নয়, ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। ও শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

'আমি বিশ্বাস করি না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল ফিদার।

রানাকে এবার মুখ খুলতেই হলো। 'আয়োজনটা কার, ফিদার?'

'মানে?'

'আয়োজনটা আমি করেছি, বুললক নয়। ওখানে আমি তাকে দাঁড় করিয়েছি। বুঝতে পারছ কি বলছি? বুললক এখনও জানে আমরা পায়ে হেঁটে আসব বিপদের কোন ভয় না করে। যা কিছু ঘটছে, সব আমার প্ল্যান করা, তার নয়। এখন বলো, কেন আমি পারব না?'

ফিদার বোবা।

'পনেরো মিনিট পর গাড়ি নিয়ে আসবে তোমরা। যদি গোলাগুলির শব্দ না শোনো। আর যদি গোলাগুলি হয়, যদি আমি বেঁচে থাকি, আমিই তোমাদেরকে নিতে আসব।'

বাঁধ ধরে ডান দিকে এগোল রানা, কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চে ঢোকার প্রবেশ পথটা খুঁজছে।

ট্রেঞ্চে ঢুকে সাবধানে এগোল রানা। প্রথম বাঁকটা ঘুরল। কংক্রিটের পাঁচিল ঘিরে ধরল ওকে। আরও সাবধান হলো রানা—পাঁচিলগুলো পরীক্ষা করল, কংক্রিটের মেঝেতে গর্ত আছে কিনা দেখল। ট্রেঞ্চ মানে ছাদহীন কংক্রিট-টানেল, এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়েছে। পাঁচিলগুলো ভেজা ভেজা, মেঝেতে মাটির স্তূপ, তাতে ঘাস জন্মেছে।

কোথায় তুমি, বুললক? ইউরোপের সেরা বন্দুকবাজ তুমি, নিয়মিত প্র্যাকটিস করো। অথচ বীরের মত যুদ্ধ করতে আসোনি, আড়াল থেকে গুলি করে খুন করতে এসেছ, কাপুরুষের মত। কোথায় লুকিয়েছ, হে?

প্রতিটি ট্রেঞ্চ সাত ফুট গভীর। কবরের চেয়ে মাত্র এক ফুট বেশি।

পরবর্তী বাঁকটা তীক্ষ্ণ। প্রথমে কোণ থেকে একটা ভুরু, তারপর একটা চোখ আগে বাড়াল রানা। বাঁক নিয়ে চলে এল থার্ড লাইন ফায়ারিং ট্রেঞ্চে।

একটা চৌরাস্তায় পৌঁছুল রানা, এখান থেকে কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চে যাওয়া যায়। এদিকের টানেলগুলোও কংক্রিটের তৈরি, তবে অনেক বেশি চওড়া, এবং ডিফেন্ডারের দাঁড়াবার জন্যে আঠারো ইঞ্চি চওড়া ফায়ারস্টেপ আছে পাঁচিলের গায়ে ট্রেঞ্চের ঠোঁটের কাছে, ঝোপের চারপাশে উটের পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে মাটি। স্যান্ডব্যাগ প্যারাপেট।

পা ফেলল রানা, পায়ের তলায় নরম কি যেন চ্যাপ্টা হতে শুরু করল। কর্কশ আওয়াজ শুনে পিছিয়ে নিল রানা পা। লাফ দিয়ে সরে গেল একটা ব্যাঙ। বড় একটা শ্বাস টেনে ফায়ারস্টেপে দাঁড়াল রানা।

ট্রেঞ্চের ওপর মাথা তুলতেই তাজা বাতাসে জুড়িয়ে গেল প্রাণ। সামনে ঝোপ-ঝাড়ের শাখা আর পাতা দুলছে।

তুমি কি ট্রেঞ্চের ভেতর, নাকি বাইরের ঝোপ-ঝাড়ে, বুললক? জানি, একা আসোনি। অন্তত আরেকজনকে সাথে রেখেছ। পথের দু'ধারে দু'জন, তাই না? দু'জন না হলে ক্রস-ফায়ারের সুযোগ থাকে না। যদি প্রথম গুলি লক্ষ্যভেদ করতে না পারে, যেদিকেই আমরা লাফ দিই, লাফ দেব তোমাদের একজনের বন্দুকের দিকে।

ফায়ারস্টেপ থেকে নামল না রানা, ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। ছেঁড়া বস্তা থেকে ফায়ারস্টেপের মেঝেতে বালি পড়েছে, কিন্তু কোন ঘাস গজায়নি।

ফায়ারিং ট্রেঞ্চের নিজস্ব একটা প্যাটার্ন আছে। ঠিক যেন মাটিতে নামিয়ে আনা বিশাল একটা ব্যাটলমেন্ট প্রথম সারির সমান্তরাল পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে জেতার জন্যে লড়বে যোদ্ধারা, আর পিছনের প্যারালেল ওয়ালের আড়ালে ক্লান্ত যোদ্ধারা বিশ্রাম নেবে। পিছনের পাঁচিলগুলোকে ট্র্যাভারস্ বলে।

বেশ কয়েকটা কোণ ঘুরে এল রানা, ট্র্যাভারস্ থেকে সামনের উঁচু পাঁচিল পর্যন্ত গেল, তারপর ফিরে এল আবার। প্রতিটি সামনের পাঁচিলের কাছাকাছি একটা না একটা কিছু আছেই—গভীর ডাগআউটের দুর্গন্ধময় প্রবেশপথ, কিংবা প্যারাপেটে দেবে থাকা গোমড়া চেহারার পিলবক্সের সিঁড়ি। প্রতিটি ক্ষেত্রে পিলবক্সগুলো রয়েছে ফ্রন্ট প্যারালেল ওয়াল-এর কাছে।

তারপর রানা ট্যাংক পাথ-টা দেখতে পেল। একটা ট্র্যাভারসে তৈরি কালভার্ট দেখে চিনতে পারল রানা। কংক্রিটের সাহায্যে খুব মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে কালভার্টটা, যাতে একটা ট্যাংকের ভার সইতে পারে। নিচে তিন ফুট টানেল, সৈনিকরা যাতে ক্রল করে এগোতে পারে।

রানা আর সামনে বাড়ল না। বুঝতে পারছে বুললক যদি ট্রেঞ্চে থাকে, অন্তত এই থার্ড লাইনে নেই।

চৌরাস্তায় ফিরে এল ও। কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ ধরে পৌঁছুল সেকেন্ড লাইনে। হাতঘড়ি দেখল ও। ছ'মিনিট পার হয়ে গেছে।

প্রতিটি টানেল সত্তর গজ করে লম্বা, কিন্তু এঁকেবেঁকে এগিয়েছে বলে একশো গজ হাঁটতে হলো। এক জায়গায় কাঁটাতারের জাল ট্রেঞ্চের ভেতর খসে পড়েছে, টপকাতে গলদঘর্ম হতে হলো। তবে কোথায় পৌঁচেছে বুঝতে পারল রানা। গ্রেনেড ছোঁড়ার রেঞ্জের ঠিক বাইরে কাঁটাতারের জাল পাতা হয়।

আগেকার দিনে অবশ্য গ্রেনেড ছিল না, মশালে আগুন ধরিয়ে নিক্ষেপ করা হত।

গ্রেনেড! বুললক, তুমি গ্রেনেড নিয়ে এসেছ নাকি? না, আনোনি। আনতে, যদি জানতে আমরা গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি জানো আমরা পায়ে হেঁটে পার হব ব্যাটল জোন, তাই না? খোলা জায়গায় কয়েকজন লোককে মারতে হলে গ্রেনেড কোন কাজের জিনিস নয়। বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। বিস্ফোরণের সাথে আওয়াজ আর চোখ ধাঁধানো আলো, কে কোথায় লুকাল দেখতে পাওয়া যায় না। উঁহুঁ, তুমি গ্রেনেড আনোনি।

একটা বাঁকের সামনে থামল রানা, উবু হয়ে বসে উঁকি দিল, ট্রেঞ্চের মেঝেতে কোন আকৃতি উঁচু হয়ে নেই। কিন্তু পরবর্তী বাঁকের আড়ালে কি আছে কে জানে।

সেকেন্ড-লাইন ফায়ারিং ট্রেঞ্চের ডান বাঁয়ে দ্রুত তাকাল রানা, ফায়ারস্টেপে উঠে পড়ল, হাঁটতে শুরু করল বাঁ দিকে। ট্যাংক পাথটা ওদিকেই।

একটা বাঁক ঘুরল রানা, তারপর আরেকটা। সামনের বাঁকের দিকে স্থির হয়ে আছে চোখ আর মাউজারের মাজল্। সময় ফুরিয়ে আসছে, জানে রানা, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকাল না। খুব সাবধানে, একটু একটু করে এগোচ্ছে ও। যতই এগোল, মনে হলো বাঁকটা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এখুনি বোধহয় ঝলসে উঠবে গান মাজল্। ধাক্কা খাবে ও বুকে। কিন্তু না, সামনের বাঁকটা সম্পূর্ণ নিঃসাড় আর নির্লিপ্ত থাকল। দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর চোখের সামনে হাত তুলে ঘড়ি দেখল রানা। আর তিন মিনিট বাকি। গাড়ি নিয়ে চলে আসবে ওরা।

তিন পা এগিয়ে বাঁকটা ঘুরল রানা। সামনে একটা পিলবক্সের লূপহোল, পরবর্তী ফ্রন্ট প্যারালেল থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কিছুই ঘটল না। সতর্কতার সাথে সেদিকে এগোল রানা, ট্রেঞ্চের শেষ কয়েক গজের মধ্যে কোন ফায়ারস্টেপ নেই। পিলবক্সের ঠিক আগে আরেকটা বাঁক, কিন্তু রানা জানে বাঁকের আড়ালে কেউ নেই। ট্রেঞ্চে যদি কেউ থাকে তো আছে ওই অন্ধকারে লূপহোলের পিছনে। বাঁকে পৌঁছে থামল রানা, পিলবক্স আর লূপহোলটা পরীক্ষা করছে।

ফ্রন্ট প্যারাপেটে দেবে থাকা ছয়-কোনা একটা পিলবক্স, পাঁচ দিকে পাঁচটা লূপহোল। বাকি একটা দিকের সাথে ট্রেঞ্চের যোগাযোগ। তিনটে ধাপ টপকালে নিচু একটা জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও উঠল না বা নড়ল না রানা, মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। পিলবক্সের পাশে প্যারাপেট ধসে গেছে, বালি জমে রয়েছে ধাপগুলোয়। কেউ যদি পিলবক্সের ভেতর ঢুকে থাকে ধরে নিতে হবে তার ডানা গজিয়েছিল। বালিতে কোন দাগ নেই।

ধাপ টপকে ভেতরে ঢুকল রানা।

যে-কোন ব্লকহাউসের মত পিলবক্সে ঢুকতে হলেও ব্লাস্ট ওয়াল ঘুরে

ঢুকতে হয়। ভেতরেও জটিল ধরনের কিছু পাঁচিল থাকে, যাতে ক্রল করে শত্রুদের কেউ ভেতরে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে না পারে। এই পিলবক্স অনেক চিন্তা-ভাবনার ফসল। পিছনের, বাঁ দিকের লুপহোলের সামনে দাঁড়াল রানা।

লুপহোলটা থেকে পিছন দিকের খানিকটা দেখতে পেল ও। ঝোপ-ঝাড়ের ওপরে রয়েছে ও, বিশ গজ সামনে চৌকো আরেকটা পিলবক্সের কাঠামো দেখা গেল। দুটো পিলবক্সের মাঝখানে, ট্রেঞ্চের ওপর আরেকটা কালভার্ট–ট্যাংক পাথ।

প্যাটার্নটা এতক্ষণে ধরা পড়ল রানার চোখে। ট্যাংক পাথের দু'ধারে পিলবক্স দুটো গেট-পোস্টের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঠিক কোথায় আছে বুললক। ফ্রন্ট লাইনের মাথায় দ্বিতীয় পিলবক্সের ভেতর, জোড়া পিলবক্সের একটায়। ওটাই একমাত্র জায়গা যেখানে দাঁড়ালে ঝোপ ভর্তি গোটা এলাকাটা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কারও চোখে পড়ে যাবার ভয় নেই। একদল লোক কালভার্ট পেরোতে শুরু করছে, এই সময় যদি গুলি হয়, লোকগুলোকে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মরতে হবে, পালাবার কোন পথ নেই।

গাড়ির আওয়াজ পেল রানা, ওরা আসছে।

ধাপ থেকে লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চে নেমে ছুটল রানা। বাঁকগুলো এখন আর কোন ভয়ের ব্যাপার নয়, ওগুলো বরং ওর প্রোটেকশন। শব্দ হলেও কিছু আসে যায় না, রোলসের আওয়াজ সব চাপা দেবে।

ফ্রন্ট লাইনে বেরিয়ে এল রানা, বাঁ দিকে ঘুরল, একজোড়া বাঁক পেরোল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ফায়ারস্টেপে। গাড়ির শব্দ ধাক্কা দিল কানে। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। সত্তর গজ পিছনে অস্পষ্ট কালচে ধুলোর মেঘ–রোলস-রয়েস। মনে হলো গাড়ির সাথে সাথে কে যেন ছুটে আসছে। ফিদার? নাকি চোখের ভুল?

রানার সামনে ঝোপ, ঝোপের ভেতর পিলবক্স, পরবর্তী ফ্রন্ট প্যারালেল ওয়ালের কাছে।

গাড়িটা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই দেখেছে বুললক, বুঝতে পারছে কোথাও কিছু গড়বড় হয়েছে। সে কি সময়ের আগে গুলি করবে, নাকি পরে? গাড়িটা কালভার্টে উঠলে, নাকি লং রেঞ্জে? কালভার্ট থেকে পিলবক্সের লুপহোল মাত্র দশ গজ দূরে।

ফায়ারস্টেপের কিনারা ঘেঁষে ছুটল রানা। বাঁক নিল বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে...

লাফ দিয়ে পিলবক্সের নিচে ফায়ারস্টেপে উঠে পড়ল রানা। চিৎকার করে বলল, 'আলো!'

ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস, পরমুহূর্তে জোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠল।

নিঃশব্দ বিস্ফোরণের মত পিলবক্সের গায়ে ধাক্কা খেলো চোখ ধাঁধানো

উজ্জ্বল আলো। লুপহোল থেকে গর্জে উঠল একটা স্টেন। কিন্তু আলোর আকস্মিক বন্যায় ঘাবড়ে গেছে প্রতিপক্ষ, লক্ষ্যস্থির না করেই ব্রাশ করছে।

ধাপ বেয়ে উঠল রানা, ছোট্ট ওয়ালথার পিস্তলটা ব্লাস্টওয়ালের ওপারে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'গ্রেনেড!'

প্রতিপক্ষ সম্ভবত আগেই গ্রেনেডের কথা ভেবেছিল। লাথি খাওয়া বিড়ালের মত পাঁচিলের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল সে, মাথার ওপর তখনও হাত তুলতে শুরু করেনি। চার ফুট দূর থেকে গুলি করল রানা। পিছিয়ে গিয়ে পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খেলো সে, ঝুলে থাকল সেখানেই। তারপর ধীরে ধীরে আছাড় খেলো, ধাপ টপকে রানাকে পাশ কাটাল, পড়ে গেল ট্রেঞ্চে।

রানাকে গুলি করল তার পিছু পিছু বেরিয়ে আসা লোকটা।

# বারো

কতক্ষণের জন্যে বলতে পারবে না রানা, ওর বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। মনে হলো অন্ধকারে কোথায় যেন একনাগাড়ে বজ্রপাত হচ্ছে, কাঁচা মগজে করাত চালাবার মত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। আর ব্যথা, শরীরের গভীরে কোথাও তীব্র যন্ত্রণা। তারপর সব মনে পড়ে গেল রানার। কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না ওর? আদৌ কি জ্ঞান হারিয়েছিল? ব্যথাটা বুকের কাছে বুঝতে পেরে ছ্যাঁৎ করে উঠল মন। আপনা থেকেই নড়ে উঠল একটা হাত। ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার একটা অনুভূতি হলো।

চারদিকে তাকাল রানা। পিলবক্সের ধাপের নিচে পড়ে রয়েছে ও। ওর পাশেই রয়েছে যাকে সে গুলি করেছিল। রোলস-রয়েসের আলো জ্বলছে না।

বজ্রপাতের আওয়াজ আবার শুরু হলো। শব্দটা চিনতে পারল এবার, একেবারে কাছাকাছি থেকে আসছে। ট্রেঞ্চের ঠোঁটে লাগল কয়েকটা বুলেট, কেউ একজন ঝপাৎ করে নিচে পড়ল। কাদার ভেতর হাতড়ে মাউজারটা টেনে নিল রানা। ফিদারের গলা পেল।

'রানা...বেঁচে আছ?'

'মরা মানুষ জবাব দেয়?' রানার পা থেকে লাশটাকে সরাল ফিদার। 'কে মারল এটাকে, তুমি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাকে যেন নমস্কার করছিলে?'

'কিন্তু...তুমি পঞ্চাশ গজ দূরে ছিলে, ফিদার!' বলল রানা। 'ওই ছোট রিভলভার দিয়ে লাগালে কিভাবে!'

'ভেবেছ তুমি একাই শুধু পারো?' কর্কশ শোনাল ফিদারের হাসি। 'দেখি, দেখতে দাও, সিরিয়াস?' রানাকে ধরে পাশ ফেরাল ফিদার। বাঁ দিকের পাঁজর যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচেই ক্ষতটা দেখা গেল, কিন্তু কোন গর্ত সৃষ্টি

হয়নি। খানিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট'। রানার মুখের সামনে ছোট একটা অটোমেটিক রাখল ফিদার। 'জিনিসটা ছোট বলেই বেঁচে গেছ এযাত্রা। হাঁটতে পারবে বলে মনে করো? গাড়ি পর্যন্ত?'

'অনেকদূর চলে এসেছি। আর বেশি দূরে নয়।'

'এখনও যদি অন্ধকারে থাকো, আমি আলোর ব্যবস্থা করতে পারি–দু'জনের একজনও বুললক নয়। ওদিকের একটা পিলবক্সের ভেতর গা ঢাকা দিয়েছে সে, স্টেন নিয়ে।'

আগেই জেনেছে রানা, বুললক মারা পড়েনি। আশা করেছিল লোকটাকে হারাতে পারবে সে। কিন্তু মারা পড়েনি জানার পর আশ্চর্যও হয়নি, হতাশও বোধ করেনি। ফিদারের কথা ওর বিশ্বাস হতে চাইল না। 'বলছ, এখনও পিলবক্সে আড়াল নিয়ে আছে বুললক? কিন্তু সে প্রফেশনাল, এতক্ষণে তার বুঝতে পারার কথা তার জন্যে এটা অসম যুদ্ধ। সুযোগ থাকতে কেটে পড়েনি কেন?'

'হয়তো মোটা টাকার ব্যাপার, হয়তো শর্ত আছে সফল হতে না পারলে এক কানাকড়িও পাবে না, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে চায়।' রানার শার্ট ছিঁড়ে পাঁজরের নিচে একটা পট্টি বেঁধে দিল ফিদার। 'চেষ্টা করো, দাঁড়াতে পারো কিনা দেখো।'

'গর্ত থেকে ইঁদুরকে কিভাবে বের করতে হয় আমার জানা আছে,' পাঁচিল ধরে কোন রকমে দাঁড়াল রানা। 'ওর মরণ ঘনিয়েছে, তাই এখনও পালায়নি। যাও, গাড়ি থেকে পেট্রলের ক্যানটা নিয়ে এসো।'

হেসে ফেলল ফিদার। 'পিলবক্স থেকে লোককে কিভাবে বের করতে হয় তুমি জানো, মানলাম...,' আর কিছু বলা হলো না ফিদারের, দূর থেকে একাধিক লোকের চিৎকার ভেসে এল। ট্রেঞ্চের ওপর মাথা তুলে দু'জনেই তাকাল ওরা। অন্ধকার ঢাল ক্রমশ উঠে গিয়ে রাস্তার সাথে মিলিত হয়েছে, রাস্তার ওপারে পাহাড়-প্রাচীর। কয়েকটা আলো ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, টর্চ হাতে ছুটে আসছে লোকজন।

'পুলিশের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলল ফিদার, চিন্তিত দেখাল তাকে। 'এখান থেকে আমরা যদি পিছিয়ে যাই, পুলিসের হাতে ধরা পড়ব। এখনও আমরা সুইটজারল্যান্ডে রয়েছি। তারমানে তুমি কোন বিকল্প রাখোনি, সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

'পেট্রল নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।'

'কোথায় থাকবে তুমি?'

কালভার্টের দিকটা ইঙ্গিত করল রানা। 'ট্যাংক পাথের শেষ প্রান্তে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটল ফিদার, কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালভার্টের তলা দিয়ে ক্রল করে এগোবার সময় ক্ষতটা আবার ব্যথা করতে

শুরু করল, তবে একবারও না থেমে পার হয়ে এল রানা। সামনে আট ফুট লম্বা ট্রেঞ্চের একটা পাঁচিল, তারপর সেটা ঘুরে গিয়ে ফ্রন্ট লাইন প্যারালেল ওয়ালের দিকে চলে গেছে, যেখানে পিলবক্সটা রয়েছে।

ক্রল করে বাঁক পর্যন্ত এল রানা, উঁকি দিয়ে তাকাল। পিলবক্সের সরু কালো চোখ, লুপহোলটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে নিল রানা মাথা। পিলবক্সটা শুধু যে ট্যাংক-পাথ কাভার দিচ্ছে তাই নয়, ট্রেঞ্চটাকেও কাভার দিচ্ছে। শত্রুরা যদি ছড়িয়ে পড়ে ট্রেঞ্চে নেমে পড়ে, তাদেরকে ঠেকানোর জন্যে এই ব্যবস্থা।

বুললক যদি পিলবক্সে থাকে, রানাকে অনায়াসে ঠেকাতে পারবে সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। বুললকের থেকে যাবার কারণ বোঝা গেল।

যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে, আর কেন? বুললকের সাথে ওর কোন শত্রুতা নেই। একটা আপোষ রফায় আসতে পারলে মন্দ হয় না। ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ফিরে যেতে পারে বুললক, রানা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে ওরা। কিন্তু ইউরোপের সেরা গান-ম্যান কি ব্যর্থতা স্বীকার করবে? তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যাক না।

'বুললক!' চিৎকার করে ডাকল রানা। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি মাসুদ রানা। মনে আছে, আমাদের একবার পরিচয় হয়েছিল?'

পিলবক্স থেকে কোন শব্দ এল না।

ফায়ারস্টেপের ওপর দাঁড়াল রানা, বালি আর ঝোপের ভেতর দিয়ে সামনে তাকাল। মাউজারটা বালির ওপর রেখে অপেক্ষা করছে। চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে পিলবক্স, সাদাটে হাড়ের তৈরি একটা কুৎসিত কাঠামোর মত লাগছে দেখতে।

হঠাৎ করে সাড়া দিল বুললক। লুপহোল ঝলসে উঠল। স্টেন, কোন সন্দেহ নেই। সংক্ষিপ্ত ফায়ার। নিশ্চয়ই ফিদারকে গাড়ির কাছে ফিরতে দেখেছে বুললক।

মাউজার তুলে নিয়ে দুটো গুলি করল রানা, সিঙ্গল শটে রয়েছে বাটন। গুলি করেই মাথা নামিয়ে নিল ও। ওর পিছন থেকে লোকজনের শোরগোল আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল। ফ্রন্টিয়ার রোড ধরে ট্রেঞ্চে নেমে এসেছে পুলিস। ছুটে আসছে তারা।

ওর পিছনে কালভার্টে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে এসে দাঁড়াল ফিদার। 'এনেছি, কোথায় ছুঁড়ব বলে দাও,' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

'ছুঁড়ব আমি। বাঁক নেয়ার সময় তুমি আমাকে কাভার দেবে। ট্রেঞ্চের খানিকটা পিলবক্স থেকে দেখতে পাচ্ছে ও।'

'তুমি আহত, রানা। কাজটা আমাকে করতে দাও,' ফিদার গম্ভীর, থেমে থেমে কথা বলছে। 'তাছাড়া, বেলিঙের পর বুললকের সাথে লাগার আমার একটা অধিকার জন্মেছে, তাই না?' শেষের দিকে ফিদারের কথাগুলো

আবেদনের মত লাগল রানার কানে।

কি বলবে ভেবে পেল না রানা। যে কাজটা বাকি আছে সেটা তেমন কঠিন কিছু নয়, অভিজ্ঞতা থাকলে কোণে আটকা পড়া ইঁদুরকে বের করে আনা কারও জন্যেই কঠিন নয়। বুললক বনাম রানা, নাকি বুললক বনাম ফিদার?

ফিদার বলল, 'আমাকে কাভার দাও তুমি।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। 'ঠিক আছে। তবে ও আমার দিকে গুলি না ছুঁড়লে তুমি যাবে না।'

'ঠিক আছে। পেট্রল ছুঁড়ব কোথায়? মাথায়, যাতে গড়িয়ে পড়ে লূপহোলটা বন্ধ হয়ে যায়?'

'তাতে বুললককে থামাতে পারবে না। ঢালতে হবে ভেতরে।'

নিঃশব্দে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল ফিদার, তারপর কি মনে করে আবার ফিরল ওর দিকে। 'সত্যি তুমি গান ফ্ল্যাশ দিয়ে গ্যাসোলিনে আগুন জ্বালাতে পারো তো?'

'পারি।'

ফায়ারস্টেপে উঠে বাঁক পর্যন্ত সাবধানে হেঁটে গেল ফিদার।

ট্রেঞ্চের ওপর মাথা তুলল রানা, তারপর সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করে লূপহোলে একটা একটা করে গুলি ছুঁড়ল। প্রথম বুলেটটা লূপহোলের ঠিক নিচে ধুলো ওড়াল। দ্বিতীয় বুলেটটা ওড়াল না, নিশ্চয়ই সোজা ভেতরে ঢুকেছে। তৃতীয়টাও নয়।

আবার গর্জে উঠল স্টেন। ভিজে বালি ছিটকে এসে রানার চুলে ঢুকে যাচ্ছে, পিছনের পাঁচিলে লাগছে বুলেটগুলো। কাদা পানির ওপর দিয়ে ছুটে বাঁক ঘুরল ফিদার।

আরেকটা শিক্ষা ভুলে গেছে বুললক। দৃষ্টি কাড়ার ফাঁদে পা দিয়েছে সে। বাটন অটোমেটিকে দিয়ে লূপহোলের দিকে ব্রাশ করল রানা। লূপের চারদিকে ধুলো উড়ল, একটা রেখা তৈরি করে ছাদের দিকে উঠে গেল বুলেটগুলো। থেমে গেছে স্টেন।

ফিদার থামল না। সম্ভবত এরই মধ্যে সে ক্যানের মুখ খুলে ফেলেছে। লাফ দিয়ে ধাপ টপকাল—প্যারাপেটের ওপর তার মাথা আর কাঁধ উঁচু হতে দেখল রানা, ক্যানটা উল্টো করে ধরে পেট্রল ঢালতে ঢালতে এগোচ্ছে।

পিলবক্স থেকে বেরিয়ে এসে ফিদারের সাথে ধাক্কা খেলো বুললক।

মুহূর্তের জন্যে জড়াজড়ি অবস্থায় স্থির থাকল দু'জন। এত কাছে, বুললক স্টেন ব্যবহার করতে পারছে না। আর ফিদারের রিভলভার তার কোমরের বেল্টে। পরমুহূর্তে ছিটকে সরে গেল দু'জন। হাতের ক্যান ছেড়ে দিয়ে বুললকের কব্জি ধরার চেষ্টা করল ফিদার। দু'হাতে স্টেন ধরে আছে বুললক, সেটা দিয়ে ফিদারকে ধাক্কা মারার চেষ্টা করল।

ধাক্কা খেয়ে ধাপের নিচে নেমে এল ফিদার।

ফায়ারস্টেপ থেকে লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চের বাইরে, খোলা জায়গায় উঠে এল

রানা। হাত লম্বা করে দিয়ে মাউজারের ট্রিগার টানল ও। একটা মাত্র গুলি হলো, তারপরই খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। দ্রুত মাথা নিচু করল বুললক, তারপর ধীরে ধীরে সিধে হলো সে, শান্তভাবে স্টেনটা ট্রেঞ্চের নিচে ফিদারের দিকে তাক করল।

গুলি করল ফিদার।

তরল পেট্রলে আগুনের ঝলক প্রতিবিম্বিত হতে দেখল রানা, শিখায় পরিণত হলো বুললক।

ফিদারের সাথে ধাক্কা খাবার সময় পেট্রলে ভিজে গিয়েছিল সে, ধাপগুলোতেও পেট্রলের স্রোত বইছিল। ধাপ এবং বুললক একসাথে জ্বলে উঠল।

এখনও বুললকের হাতে স্টেন রয়েছে, এখনও সেটা ফিদারের দিকে তাক করা, কিন্তু গুলি করল না। ঘুরে গেল সে, আগুনের মাঝখানে জ্বলন্ত একজন মানুষ, চেষ্টা করছে আগুন ধরা হাত দিয়ে চোখের আগুন নেভাতে। তারপর সে রানার মাথার ওপর দিয়ে সতর্কতার সাথে গুলি করতে লাগল, রোলস-রয়েসের দিকে। এই দৃশ্যটা সারাজীবনের জন্যে গাঁথা হয়ে গেল রানার মনে। অনেক কিছুই ভুলে গেছে বুললক, কিন্তু কেন সে এখানে তা ভোলেনি।

আবার গুলি করল ফিদার। জ্বলন্ত মূর্তিটা ধাপ থেকে সটান পড়ে গেল, স্টেন থেকে তখনও গুলি বেরুচ্ছে, ধপাস শব্দে আছাড় খেলো ট্রেঞ্চের তলায়।

পাঁজরের নিচে হাত রেখে বালির ওপর শুয়ে পড়ল রানা। ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ট্যাংক পাথে রানার সাথে মিলিত হলো ফিদার। ধীর, ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এল সে। নিঃস্ব, নোংরা লাগছে তাকে। তার পিছনে ট্রেঞ্চের ভেতর এখনও আগুন জ্বলছে। আর রানার পিছনে টর্চের আঁকাবাঁকা আলো মাত্র কয়েকশো গজ দূরে।

ক্লান্ত স্বরে ফিদার বলল, 'মনে হচ্ছে যুদ্ধটা আমরাই জিতেছি।'

'মনে হচ্ছে।'

'আমার একটু হুইস্কি দরকার।'

'আমারও।'

ধীর পায়ে রোলসের কাছে ফিরে এল ওরা, ইতিমধ্যে সেটাকে কালভার্টের ওপর নিয়ে এসেছে লরেলি। গাড়ির কাছে পৌঁছে রানা বলল, 'ব্রীফকেস থেকে ওয়ায়্যার-কাটারটা বের করো। সামনে কাঁটাতার থাকতে পারে।'

ওয়ায়্যার-কাটার নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ফিদার। 'প্রথমে বেলিং তারপর বুললক—মাই গড!' নিস্তেজ কণ্ঠস্বর, নিজের কৃতিত্বে উল্লসিত নয় সে—এখনও।

পাঁচ মিনিটের মাথায় লিখটেনস্টাইনে ঢুকল ওরা, আরও তিন মিনিট পর সীমান্তের ওপারে ছেড়ে আসা মেইন রোডে আবার উঠে এল গাড়ি। মেইন

রোডের তিন কিলোমিটার ওরা ব্যবহার করেনি। স্টেনের বেশ ক'টা গুলি লেগেছে রোলসে, তবে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে লাগায় ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক নয়। একটা হেডলাইট গেছে, ফুটো হয়েছে উইন্ডস্ক্রীন, বাঁ দিকের দরজাতেও একজোড়া ফুটো দেখা গেল, আর বড়সড় রেডিয়েটর গ্রিলের ভেতর ঢুকেছে একটা বুলেট। রেডিয়েটর ফুটো হয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। পাহাড়ী পথ ধরে স্টেগের দিকে যাবার সময় জানা যাবে।

পিছনের সীটে জন রোডসের সাথে বসে আছে রানা, প্রতিটি ঝাঁকির সাথে হাতের কাপ থেকে ব্র্যান্ডি ছলকে পড়ছে কাপড়ে, ব্যথায় মুখ বাঁকা করছে ও। সামনের সীটে লরেলির সাথে বসেছে ফিদার।

আরও কয়েক মাইল এগোবার পর ফিদার জানতে চাইল, 'তুমি চাও, একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তোমাকে, রানা?'

চমকে উঠে রানার দিকে তাকালেন জন রোডস্। 'সে কি! আপনি আহত হয়েছেন?'

'কিন্তু মারা যাচ্ছি না। না, ফিদার। বুলেটের ক্ষতকে মশার কামড় বলে ডাক্তারকে বোঝানো যায় না। তাছাড়া, ক্যাসপার এভরিলের সাথে হিসেব মেলানো এখনও বাকি রয়েছে না?'

'ভাবছ আরও ঝামেলা হবে?' জিজ্ঞেস করল ফিদার।

'মনে হয় না। এভরিল তো আর ইউরোপের সব ক'জন গানম্যানকে ভাড়া করতে পারে না। যদি করত, ব্যাটল জোনেই তাদের সাথে দেখা হত আমাদের।'

খানিক পর জন রোডস্ বললেন, 'যখন সীমান্ত পেরোবার পক্ষে কথা বললাম, তখন কিন্তু আমি ভাবিনি এ-ধরনের কিছু ঘটবে। একজন লোক আগুনে পুড়ে মারা যাবে জানলে...'

'থামুন, প্লীজ!' ব্যথায় মুখ কুঁচকে আছে রানার, ধমক দিতে গিয়ে আরও ব্যথা পেল। 'বুললক মারা না গেলে আমি, আমরা মারা যেতাম, এটুকু বুঝতে পারছেন না? আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার ব্যাপারটা, সেটা ওর মন্দভাগ্য। মন্দভাগ্যই বা বলি কিভাবে—আমি তো ওকে ডেকেছিলাম। জবাবে ও গুলি ছুঁড়লে আমরা কি করব?'

ছোট দুটো শহর পেরিয়ে এসে স্টেগের পথে পড়ল গাড়ি। হঠাৎ করে লরেলি জানাল, 'এঞ্জিন গরম হয়ে উঠছে।'

'থেমো না। স্পীডও কমিয়ো না।'

কয়েকটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরল রোলস-রয়েস। রাস্তায় দু'একজন সাইকেল আরোহী ছাড়া লোকজন বা যানবাহন চোখে পড়ল না। রেডিয়েটরের টেমপারেচার পড়ার জন্যে লরেলির কোলের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল ফিদার। 'কাঁটাটা ঘড়ি থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছে। খুব বেশি দূর যেতে পারব না আমরা।'

'থামবে না, যেতে থাকো,' নির্দেশ দিল রানা।

লরেলি প্রতিবাদ করল, 'কিন্তু এভাবে গেলে সিলিন্ডার ফেটে যাবে।'

'রোলসের সিলিন্ডার একটা নয়, অনেক। যেতে থাকো।'

'এঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্যে যদি না থামি, স্টেগ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব,' রাগের সাথে বলল লরেলি।

'তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছুতে না পারলে পৌঁছুবার কোন তাৎপর্যই থাকবে না।'

জন রোডস্ রানার দিকে ফিরলেন। 'বেশি তাড়াহুড়ো করার দরকার কি। আমাদের হাতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় আছে।'

'আপনার বুঝি তাই ধারণা? মনে নেই কি আলোচনা হয়েছিল–যতক্ষণ আপনাকে খুন করার চেষ্টা করবে এভরিল ততক্ষণ ফাস্টেন সিকারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে সে? এখন লোকটা জানে, আপনাকে খুন করা যাবে না–কাজেই তার একমাত্র আশা সিকারকে খুন করে আপনাকে ভোটে হারানো।'

জন রোডসের মুখে কথা যোগাল না। তারপর তিনি সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে সে জানবে আমি মারা যাইনি?'

'ইতিমধ্যে এলিন ফোন করেছে জেনারেলকে, আর জেনারেল ফোন করেছে এভরিলকে। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল, বুললক বা তার সঙ্গীরা ফোন করে এভরিলকে জানাবে কাজটা তারা শেষ করেছে। তারমানে দাঁড়াল, কেউ তাকে বলেনি যে আপনি খুন হয়েছেন। সে যে এই মুহূর্তে ভারি অস্থির হয়ে আছে, বোঝাই যায়।'

পাহাড়ী পথ ক্রমশ ওপর দিক উঠে গেছে। মৃদু একটা গন্ধ পাচ্ছে ওরা, উত্তপ্ত এঞ্জিন থেকে আসছে। লরেলি বলল, 'এবার বন্ধ হয়ে যাবে এঞ্জিন।'

'দেরি আছে;' বলল রানা। 'ভালভগুলো মাত্র গরম হতে শুরু করেছে। কোন রকমে স্নো-লাইনের ওপর চলো, খানিকটা বরফ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।'

রানা থামতেই জন রোডস্ বললেন, 'সিকার যদি মারা গিয়ে থাকে আমার আর যাবার কোন অর্থ হয় না।'

'নিশ্চিতভাবে না জেনে অনুপস্থিত থাকা আরও বড় ভুল হবে।'

ঝির ঝির করে তুষারপাত শুরু হলো। গাড়ি চলছে এখনও।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল রোলস-রয়েস, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো পড়ল ওদের মুখে। ব্রেকের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল লরেলি।

একটা মাত্র হেডলাইট দেখে ড্রাইভার বোধহয় ভেবে নিয়েছিল একটা মটরসাইকেল পড়েছে সামনে। পাশ কাটাবার চেষ্টা করল সে, তারপর রোলস-রয়েসটাকে দেখতে পেয়ে ব্রেক করল।

ইতিমধ্যে রানিং বোর্ডে বেরিয়ে এসেছে ফিদার, হাতে রিভলভার। খালি মাউজার হাতে রানাও বেরুবার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথা পেয়ে আবার ধপাস

করে বসে পড়ল সীটে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল রাস্তায়। দুটো এঞ্জিনই বন্ধ হয়ে গেছে। কর্কশ গলায় হঠাৎ নির্দেশ দিল ফিদার, 'যে-ই হও, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার, মুখের সামনে ঘন ঘন হাত নাড়ছে। সামনের সীট থেকে হেসে উঠল লরেলি। ড্রাইভার আর কেউ নয়, মশিয়ে দঁওদে লিলাচ স্বয়ং।

সাবধানে গাড়ি থেকে নামল রানা, জন রোডসের পিছু পিছু। বলল, 'শান্ত হোন, মশিয়ে লিলাচ। ভয়ের কিছু নেই। আমরা।'

ঝির ঝির তুষারের ভেতর দিয়ে গলা লম্বা করে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করলেন মশিয়ে লিলাচ। 'মি. রানা? কি আশ্চর্য! সত্যিই দেখছি তাই! ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ–যা দেখালেন না!' ছুটে এসে রানাকে বুকে জড়াতে চাইলেন তিনি, কোন রকমে একপাশে পালিয়ে বাঁচল রানা।

'ব্যথা পাব, প্লীজ।'

দুটো গাড়ির মাঝখানে রয়েছে ওরা, রানার পাশে জন রোডস্। তাঁকে দেখে দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো মশিয়ে লিলাচের হাসি। কিন্তু পরমুহূর্তে হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল তার চেহারা। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'কিন্তু এখন...এখন আর কোন লাভ নেই। সে...তারা...' কথাগুলো কিভাবে বলবেন গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

জন রোডস্ বললেন, 'গুড ইভনিং, মশিয়ে লিলাচ।'

জন রোডসের দিকে তাকালেন মশিয়ে লিলাচ। 'আমি মশিয়ে সিকারের কাছে এসেছি...এই প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আগে। ক্যাসপার এভরিল নামে কাউকে সেখানে দেখিনি। কিন্তু সিকার মারা গেছেন।'

হঠাৎ করে চারদিক আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড পর রানার দিকে ফিরলেন জন রোডস্। 'মনে হচ্ছে এভরিল লোকটা আপনার পরামর্শ গ্রহণ করেছে।'

'আমার চেয়ে ভাল পরামর্শ পাবার সামর্থ্য রাখে সে।'

'লোকটা বোকা নয়,' জন রোডস্ বললেন। 'এক ঘণ্টা আগে আমার মৃত্যুর ওপর ভরসা করছিল সে, এখন ভরসা করছে আমার বেঁচে থাকার ওপর। কাজেই...আমাদের যাওয়া চলে না।'

'উঁকি দিয়ে লাশটা দেখে আসতে দোষ কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, উচিত হবে না–আমার অপেক্ষায় এভরিল নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও ওত্ পেতে আছে।'

রানার সেই একই কথা, 'মাঝরাত হতে এখনও দেরি আছে। লাশটা আমরা দেখতে পারি।'

রোলসের বনেট খুলে এঞ্জিনে তুষার ফেলল লরেলি। লম্বা আওয়াজ হলো হিস্স্স্।

জন রোডস্ বললেন, 'অ্যারোর আইন অনুসারে, মীটিঙের জন্যে নির্ধারিত সময়টা সম্ভাব্য শেষ সময় হিসেবে গণ্য হবে। তার আগে যদি সব ক'জন শেয়ারহোল্ডার উপস্থিত থাকে, আপনাআপনিই একটা মীটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ফাস্টেন সিকার মারা যাওয়ায়, ওঁখানে আমি যাবার পর এভরিল যদি হাজির হয় তাহলে সব শেয়ারহোল্ডারের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়ে যাবে। কাজেই...'

'কিন্তু মীটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে কেউ ঘোষণা বা দাবি করবে না,' বলল রানা, 'যদি আমার হাতে রিভলভার থাকে। কাজেই চলুন যাই লাশটা সনাক্ত করি।'

'জেসাস!' বিরক্তির সাথে চেঁচিয়ে উঠল ফিদার। 'এক কথা এত বার বলছ, মনে হচ্ছে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছ তুমি। লাশটা তুমি দেখতে চাও, এই তো? বেশ, চলো, তাই দেখবে তুমি।'

লরেলি রানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'এঞ্জিনের অবস্থা, লরেলি?'

'রেডিয়েটরের ক্যাপ তো খুলেছি, কিন্তু ভেতরে ঢালব কি? তুষার দিয়ে কি...'

'মশিয়ে লিলাচের গাড়ি থেকে পানি নাও।'

লরেলির সাথে ফিদারও চলে গেল।

খুক করে কেশে মশিয়ে লিলাচ বললেন, 'মি. রানা, সত্যি আমি দুঃখিত...কিন্তু...' জন রোডসের দিকে তাকালেন তিনি।...'মশিয়ে রোডস্, আপনার ল-ইয়ার হিসেবে আমার দায়িত্ব আপনাকে ঝুঁকি না নেয়ার পরামর্শ দেয়া। ওই বাড়িতে যাওয়া মস্ত একটা ঝুঁকির কাজ হবে। যাবেন না, আমার পরামর্শ—আপনার ওখানে যাওয়া একদম উচিত হবে না...'

জন রোডসের ভুরু কুঁচকে উঠল।

'আপনার ইলিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আমার পরামর্শ, মি. রোডস্, এত কিছুর পর এভরিলের সাক্ষাৎ লাভের এই সুযোগ আপনার হাতছাড়া করা উচিত হবে না।'

রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন জন রোডস্। 'আমি আর কোন গোলাগুলি চাই না!'

একদিকের কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি যা বলেন। ইউ আর দ্য বস্।' জন রোডসের চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল। রানা বলে চলেছে, 'তবে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আসুন, ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করা যাক।'

কাঁধ থেকে তুষারের কণা ঝাড়লেন জন রোডস্। 'এখানে বড় ঠাণ্ডা।'

'অ্যারোর শেয়ার হারালে আরও বেশি ঠাণ্ডা লাগবে আপনার,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন, প্লীজ। অ্যারোর শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল চল্লিশ হাজার সুইস ফ্রাঁ, তাই না? সম্ভবত দশ কিংবা একশো ফ্রাঁর এক একটা শেয়ার?'

'দশ।'

'সব মিলিয়ে তাহলে চার হাজার শেয়ার। আপনি ক'টার মালিক?'

'আপনি তো জানেনই। তেত্রিশ পার্সেন্টের।'

'সে প্রশ্ন আমি করিনি। ক'টা?'

হালকা তুষারপাতের ভেতর চারদিক নিস্তব্ধ। আলোর সামনে গাঢ় ঘন ছায়ার মত হাঁটাচলা করছে ফিদার আর লরেলি। মশিয়ে লিলাচের গাড়ি থেকে পানি নিয়ে রোলস-রয়েসে ঢালছে ওরা।

জন রোডস্ বললেন, 'সেটা আমাকে হিসেব করে বের করতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পার্সেন্টেজ।'

'অবশ্যই, কিন্তু শেয়ার সার্টিফিকেটে শুধু দেখানো হয় সংখ্যা, কতগুলো শেয়ার। এবার অন্য প্রসঙ্গ। আপনারা দু'জন ফাস্টেন সিকারকে চেনেন, আমি চিনি না। তার আচরণ সম্পর্কে আমি যা ধারণা করছি ভুল হলে শুধরে দেবেন, ঠিক আছে? এক হপ্তা আগে এভরিল উপস্থিত হয়ে টেবিলে ধপাস করে তার শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো ফেলল, বলল, "গ্রিমানার শেয়ারগুলোর মালিক এখন আমি, এসো একটা মীটিং ডেকে গোটা কোম্পানী বিক্রি করে দিই।" ফাস্টেন সিকারের ধারণা আছে এখানে উপস্থিত হওয়া আপনার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, কাজেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। আমার ধারণা ভুল?'

জন রোডস্ আর মশিয়ে লিলাচ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দু'পাশে হাত মেলে দিয়ে মশিয়ে লিলাচ বললেন, 'তা সম্ভব।'

জন রোডস্ মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তা সম্ভব, কিন্তু...'

'হয়তো সময়ের একটু আগেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সিকার। তবু, তিনি জানতেন সার্টিফিকেটগুলো শুধু গ্রিমানারই হতে পারে, এবং ওগুলোর যোগফল অবশ্যই চৌত্রিশ পার্সেন্ট—কাজেই ভোটে তিনি হেরে যাবেন। কিন্তু বেয়ারার শেয়ারে দুটোর কোনটাই উল্লেখ থাকে না—না নাম, না পার্সেন্টেজ। শুধু শেয়ারের সংখ্যা পাওয়া যায়। ফাস্টেন সিকারও, আপনার মত, পার্সেন্টেজ ধরে চিন্তা করতে বা হিসেব করতে অভ্যস্ত। কাজেই তিনি হয়তো সংখ্যা দেখেও পার্সেন্টেজের হিসেব বের করেননি। অনেকক্ষণ তো হলো, ইতিমধ্যে আপনার শেয়ারের সংখ্যা কত তার হিসেব কি বের করতে পেরেছেন, মি. রোডস্?'

কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জন রোডস্ বললেন, 'ইফ ইউ প্লীজ...'

জন রোডসের দিকে হাতের মাউজারটা তাক করে ধরে আছে রানা, যেন খেয়াল নেই সেদিকে। এখনও সেটা খালি, কিন্তু কারও তা জানার কথা নয়।

মনে মনে হিসেব করে জন রোডস্ বললেন, 'এক হাজার তিনশো বিশটা শেয়ার।'

'কারেক্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট। আর চৌত্রিশ পার্সেন্ট হলো এক হাজার তিনশো ষাটটা শেয়ার। ভুল দেখার বা বোঝার জন্যে যথেষ্ট মিল আছে সংখ্যাগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে আপনি যদি পার্সেন্টেজ ধরে হিসেব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি ভাবছি ফাস্টেন সিকার ঠিক তাই করেছেন কিনা। হয়তো

এভরিলের সার্টিফিকেটে এক হাজার তিনশো বিশ সংখ্যাটাই দেখা গেছে–আপনার মত, ফাস্টেন সিকারের মত।'

বড় বড় চোখ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জন রোডস্। 'আপনি বলছেন ওগুলো ভুয়া সার্টিফিকেট ছিল?'

'নকল হলে কেউ তাতে ভুল সংখ্যা বসাবে কেন? না, ভুয়া বা নকল নয়–তবে ওগুলো গ্রিমানারও নয়। গ্রিমানার সার্টিফিকেটগুলো প্লেন দুর্ঘটনার সময় তার সাথেই নষ্ট হয়ে গেছে–পুড়ে গেছে। ওগুলো আপনার, মি. রোডস্। এই মুহূর্তে অ্যারোর এক কানাকড়িরও মালিক নন আপনি। কপর্দকহীন, নিঃস্ব, কাঙাল হয়ে কেমন বোধ করছেন, মি. রোডস্?'

কেউ এক চুল নড়ল না বা শব্দ করল না।

রানাই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'বোধহয় ব্যাপারটা এরকম ঘটেছিল। আপনার বিরুদ্ধে রেপ চার্জ আনার ফলে সহজে বা প্রকাশ্যে আপনি চলাফেরা করতে পারছিলেন না, কিন্তু কাজকর্ম তো আর থেমে থাকার নয়, তাই আপনি মশিয়ে লিলাচের পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্র তাঁর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন আপনি বা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেফ ডিপোজিটে রাখার জন্যে। সেগুলোর মধ্যে অ্যারোর সার্টিফিকেটগুলো ছিল, তাই না?'

মশিয়ে লিলাচের দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল রানা। মাউজারের মুখ এখন তাঁর পেটের দিকে তাক করা। 'যে-কোন ফরাসী, বেলজিয়ান উচ্চারণ ভঙ্গি নকল করতে পারে, মশিয়ে লিলাচ–অত কথা কি, ফরাসী না হয়ে আমিও পারি। ফাস্টেন সিকারের মত একজন লিখটেনস্টাইনারকে বোকা বানানোর জন্যে যথেষ্ট। এখন, দয়া করে, শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো মি. রোডসকে যদি ফেরত দিতেন...ওগুলোর বাজার দর ত্রিশ মিলিয়ন পাউন্ড, মি. ক্যাসপার এভরিল।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন মশিয়ে লিলাচ, বিষণ্ন হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটের কোণে। 'আইনত, বলাই বাহুল্য, একটা বেয়ারার সার্টিফিকেট যার কাছে থাকে সেই সেটার মালিক। তবে আমরা হয়তো পুরোপুরি আইন মেনে চলিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পকেটে হাত ভরলেন তিনি। রানার কনুইয়ের পাশে তিনবার বিস্ফোরিত হলো একটা আগ্নেয়াস্ত্র। তিনটে ঝাঁকি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেলেন লইয়ার দঁওদে লিলাচ।

ঝট্ করে ঘুরে জন রোডসের হাত থেকে ওয়েবলিটা কেড়ে নিল রানা।

তুষারের পর্দা ভেদ করে ছুটে এল ফিদার, হাতে অস্ত্র। 'গুড গড ইন হেভেন, কি ঘটল কি?'

'মশিয়ে এভরিলের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে,' ইঙ্গিতে মশিয়ে লিলাচকে দেখিয়ে বলল রানা। 'তুমিও দেখো।'

রানার দিকে তাকাল ফিদার, তারপর এগিয়ে গিয়ে মশিয়ে লিলাচের নিঃসাড় শরীরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। পালস দেখে মাথা নাড়ল সে।

জন রোডস্ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন, তুষার গলা পানিতে ভিজে গেছে তাঁর মুখ।

রানা বলল, 'ওয়েলকাম টু মার্ডারার্স ক্লাব।'

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন তিনি। 'মারা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুন করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, কি বলেন?' তবে জন রোডসের হাতে অস্ত্র থাকার কথাটা মনে ছিল না বলে নিজেকে রানা তিরস্কার করল।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল ফিদার। 'সত্যিই কি উনি এভরিল?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা নিয়ে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাও, নাকি পরে হলেও চলবে?'

'পরে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমরা...'

'পকেটে কি কি আছে সব বের করো, তারপর রোলসে তোলো। সকালের আগেই ওর গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ির সাথে লাশেরও। গাড়িটায় লিখটেনস্টাইনের লাইসেন্স প্লেট রয়েছে, কাজেই ধরে নেয়া যায় এভরিলের নামেই ভাড়া করা হয়েছে ওটা।'

ফিদার সন্দেহ প্রকাশ করল, 'পুলিস লাশ পেয়ে যাবে।'

'যায় যাবে!' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'ভুলে গেছ আটলান্টিক থেকে লাশ ছড়াতে ছড়াতে এখানে এসেছি আমরা, আরেকটায় কি এসে যায়? পুলিসের কাছে ব্যাপারটা বরং আরও জটিল হয়ে উঠবে।'

মশিয়ে লিলাচকে সার্চ করে ফিরে এল ফিদার। তার হাতে একগাদা কাগজ-পত্র আর ছোট একটা অটোমেটিক। কাগজগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে হাসল রানা, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কোটিপতি বলে মনে হলো নিজেকে। কাগজগুলো জন রোডসকে দিল ও, বলল, 'সম্ভবত আপনার। চলুন পাহাড়ে উঠে মীটিংটা সেরে ফেলা যাক।'

জন রোডস্ অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু ফাস্টেন সিকার তো মারা গেছে।'

'আরে না। কথাটা বলে মশিয়ে লিলাচ শেষ চেষ্টা করে দেখছিলেন আপনাকে ঠেকানো যায় কিনা। পরে এক সময় আপনাকে তিনি খুন করতেন, আপনি সব জেনে ফেলার আগেই। কিন্তু যেহেতু তিনি আপনার সার্টিফিকেট ব্যবহার করছিলেন, আপনাকে খুন করা আর সিকারকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া তার উপায় ছিল না। এখন ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

টেনে-হিঁচড়ে লাশটা রোলসে তুলল ফিদার। ওয়েবলি থেকে হাতের ছাপ মুছে মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

গাড়িতে উঠে বসল সবাই। মীটিং অনুষ্ঠিত হতে আর বোধহয় কোন বাধা নেই

# তেরো

'তারমানে আপনারা প্রত্যেকেই আসলে একই লোকের হয়ে কাজ করছিলেন,' লরেলি বলল। 'ফিদার আর আপনি, এবং ওই লোকগুলো—বেলিং আর বুললক, তাদের সঙ্গীরা। সবাই তাহলে মশিয়ে দঁওদে লিলাচের হয়ে কাজ করছিলেন?'

'হ্যাঁ,' হুইস্কির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল রানা। ফাস্টেন সিকারের বিশাল সিটিং রুমে, লগ ফায়ারের পাশে গোল হয়ে বসে আছে ওরা। ফাস্টেন সিকার ঐতিহ্যপ্রিয় সৌখিন মানুষ, সিটিং রুমটা মহামূল্যবান অ্যান্টিকস ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়েছেন। নামকরা শিল্পীদের তৈলচিত্রগুলো দেয়ালের শোভা, একটাও নকল নয়।

ফাস্টেন সিকার নিরীহদর্শন ছোটখাট মানুষ, প্রৌঢ় হলেও এখনও প্রাণ-চঞ্চল এবং হাসিখুশি। তবে তাঁর দামী কার্পেটে রক্ত ইত্যাদি দেখে প্রথমে তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল চেহারা। লরেলি নিজেই কিচেন থেকে গরম পানি যোগাড় করে আনল, অ্যান্টিসেপটিকও যোগাড় করল কোথেকে কে জানে, তারপর মেরামত করতে বসল রানার ক্ষতটা। জন রোডস্ একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন ফাস্টেন সিকারকে, নিচু গলায় সব ব্যাখ্যা করলেন। শুনতে শুনতে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সিকারের চোখ, তাঁর বিশ্বাসই হতে চায় না এত সুন্দর সম্পদে ভরপুর রঙচঙে দুনিয়ায় এতটা লোভ আর হিংস্রতা থাকতে পারে।

তারপর ওঁরা ফিরে এসে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলেন। 'আপনি তাহলে বলছেন, মি. রানা,' জিজ্ঞেস করলেন জন রোডস্, 'গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মশিয়ে লিলাচের ষড়যন্ত্র ছিল?'

'না, তা হতে পারে না। আপনি তাকে আরও বেশি পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেবেন এই আশায় আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে রেপ চার্জের ব্যবস্থা করেন তিনি। তাঁর জানা ছিল, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার আচরণ কি হবে—অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা না করে দূরে সরে থাকবেন আপনি। আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি পেলেন তিনি, পাবার পর তাঁর অপেক্ষার পালা শুরু হলো, সুযোগ দরকার পাওয়ারটাকে নগদ টাকায় রূপান্তর করার। গ্রিমানার প্লেন পাহাড়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় সুযোগটা পেয়ে গেলেন তিনি। আপনি তখন আটলান্টিকে আটকা পড়ে আছেন। তারপর যা কিছু ঘটল সবই···শুধু একটা কথা বুঝতে পারিনি, ত্রিশ মিলিয়ন পাউন্ডের বেয়ারার সার্টিফিকেট কি বলে আপনি আরেকজনের হাতে তুলে দিলেন?'

'জানি আমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে, তারপরও ও-ধরনের ডকুমেন্ট নিজের কাছে রাখা বোকামি নয়? মশিয়ে লিলাচকে ওগুলো রাখতে দিয়ে আমি

ভুল করেছি তাও বলা চলে না। আমার সার্টিফিকেট নিজের বলে যাতে কেউ চালাতে না পারে তার ব্যবস্থাও করা আছে আমার।'

'বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'কিন্তু তিনি ভান করছিলেন ওগুলো গ্রিমানার সার্টিফিকেট, আপনার নয়।'

লরেলি জিজ্ঞেস করল, 'মশিয়ে লিলাচ যদি আমাদেরকে খুন করতেই চেয়ে থাকেন, ফিদার আর আপনাকে তিনি পাঠালেন কেন? প্রশ্নটা এভাবে ঘুরিয়েও করা যায়, কেন তিনি আপনাদের দু'জনের বদলে বেলিং আর বুললককে আমাদের সাথে পাঠাননি? ওরা আমাদেরকে পাহারা দেয়ার ভান করত, তারপর সুযোগমত এক সময় খুন করত।'

'তাতে মশিয়ে লিলাচের সুনাম আর প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবার ঝুঁকি ছিল। সবাই জানত মশিয়ে লিলাচ জন রোডসের লইয়ার, এবং তিনিই এই ট্রিপের সমস্ত আয়োজন করছেন। কাজেই তোমরা খুন হয়ে গেলে খানিকটা বদনাম তাঁর হতই। কিন্তু তারপর যদি জানা যেত তোমাদের সাথে তিনি কোন এসকর্ট পাঠাননি, কিংবা যাদের পাঠিয়েছিলেন তারা বেঁচে থাকলেও তোমরা খুন হয়ে গেছ, লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিত। তিনি অপরাধী, কাজেই কারও মনে সন্দেহ জাগাবার ঝুঁকি নিতে চাননি।

'সেজন্যেই তোমাদের গলায় ফিদারকে ঝুলিয়ে দেন তিনি, গোলাগুলির কোন ঝুঁকি নেই জন রোডস্ বারবার এ-কথা বলা সত্ত্বেও। এ-সবের পিছনে কারণ একটাই, সব শেষে যাতে লোকে মনে করে মশিয়ে লিলাচ তাঁর সাধ্য মত করেছেন, সব দোষ গিয়ে পড়ত এভরিলের ওপর। এভরিল তিনি নিজে হলেও, তাতে তার কোন ক্ষতি হত না। এভরিল যখন খুশি গায়েব হয়ে যেতে পারে, অ্যারোকে নগদ টাকায় রূপান্তর করার পর চিরকালের জন্যে তাই হত সে। সম্ভবত বেলিং আর বুললককে তিনি এভরিলের নামেই ভাড়া করেছিলেন, তারমানে তারাও জানত না কার হয়ে কাজ করছে।' জন রোডসের দিকে ফিরল রানা। 'কি হলো, মি. রোডস্, আপনাদের কোম্পানির মীটিং হবে না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মি. সিকার দয়া করে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, গ্রিমানার সার্টিফিকেট যে নষ্ট হয়ে গেছে তার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী মধ্যরাতে উপস্থিত হতে পারে—অন্তত একটা সম্ভাবনা তো বটেই, কাজেই মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' বন্ধু সিকারের দিকে তাকালেন তিনি, আড়চোখে, যেন বোঝার চেষ্টা করছেন সম্ভাবনাটা সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল। 'এভরিলকে কেউ চিহ্নিত করতে পারত না কথাটা ঠিক নয়। মি. সিকার পারতেন। মশিয়ে লিলাচই যে এভরিল, তিনি জানতেন।'

'তা পারতেন, কিন্তু সেটা মশিয়ে লিলাচের জন্যে খুব বড় কোন ঝুঁকি ছিল না। অ্যারোর নিয়ম অনুসারে, লিখটেনস্টাইন ছেড়ে খুব বেশি বাইরে যাবার উপায় নেই মি. সিকারের, কাজেই মশিয়ে লিলাচের সাথে আর কখনও তাঁর দেখা হত কিনা সন্দেহ। আরেকটা কথা। অ্যারো নগদে রূপান্তরিত হবার পর, এক কি দু'মাস পর, পাহাড়ের কিনারা থেকে ফেলে দেয়া হত মি

সিকারকে।'

শিউরে উঠলেন ফাস্টেন সিকার। তা দেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসলেন জন রোডস্।

লরেলির প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি, সে জানতে চাইল, 'কুইম্পারের লোকটাকে তাহলে কে খুন করল?'

'মশিয়ে লিলাচ নিজেই, আমার ধারণা,' বলল রানা। 'তাঁর অস্ত্রটা ফিদারের কাছে রয়েছে, দেখে তো একই ক্যালিবার মনে হলো।'

যেন রানার কথা শুনে অস্ত্রটার কথা মনে পড়ে গেল ফিদারের, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে চেক করল সে। 'সিক্স-পয়েন্ট-থ্রী-ফাইভ। রাইট।'

'কিন্তু মশিয়ে লিলাচ সে-রাতে কুইম্পারে ছিলেন না!' প্রতিবাদ করল লরেলি। 'রাত চারটের দিকে আপনি তাকে প্যারিসে ফোন করেছিলেন, মনে নেই?'

'কুইম্পারে তাঁর থাকার কথাও নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু ছিলেন, এবং ড্রাইভার তাঁকে দেখে ফেলে। সেজন্যেই তাকে খুন হতে হয়। আর, প্যারিসে ফোন করে আমি তাঁকে পাইনি। আমি প্যারিসেই ফোন করেছিলাম, কিন্তু আমাকে জানানো হয়, একটু পর তিনিই আমাকে ফোন করবেন। মাঝখানের সময়টায় কি ঘটেছে আন্দাজ করা যায়। প্যারিস থেকে কুইম্পারে ফোন করে তাঁকে বলা হয় তিনি যেন আমাকে ফোন করেন। তারপর, বিকেলের আগে, তাঁর সাথে আমরা আর যোগাযোগ করিনি। ইতিমধ্যে প্যারিসে ফিরে আসা সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে।'

চিন্তিতভাবে মাথা দোলাল লরেলি, তারপর বলল, 'তারমানে ফোন কলগুলোই আমাদেরকে বিপদে ফেলছিল...'

'হ্যাঁ, আমার ফোন,' স্বীকার করল রানা।

সোফা ছেড়ে দাঁড়াল ফিদার, কারও অনুমতি না নিয়ে নিজের জন্যে হুইস্কি ঢালল আবার গ্লাসে। তার দিকে তাকিয়ে আছে লরেলি, নির্লিপ্ত চেহারা।

জন রোডস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কি হবে?'

ডান কাঁধটা ঝাঁকাল রানা। 'ফ্রেঞ্চ আর সুইস পুলিস তড়পাবে, তবে আপনার নাগাল পাবে না। নাগাল পাবে লিখটেনস্টাইন পুলিস, কাল সকালে দেখতে পাবেন তাদের। তবে কিরে কসম খেয়ে যদি বলতে পারেন যে সীমান্ত সীল করে দেয়ার আগেই এখানে আপনি পৌঁচেছেন, মিথ্যে বলছেন জেনেও ওরা ভান করবে যেন বিশ্বাস করেছে। কুখ্যাত দু'চারজন গানম্যান খুন হওয়ায় খুশি হবে তারা, একজন কোটিপতিকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করবে না। জানে প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

'বাকি থাকল শুধু রেপ চার্জ...'

'সেটাই বা বাকি থাকে কেন! অভিযোগকারিণী মেয়েটা মশিয়ে লিলাচের কাছ থেকে একটা চিঠি পাবে, ব্যাকডেটেড। তাতে লেখা থাকবে তিনি ব্যবস্থা

করে যাচ্ছেন যদি মারা যান তাহলে এই চিঠি পাঠানো হবে। কেসটা তুলে নেয়ার নির্দেশ থাকবে তাতে।'

জন রোডস্ ভুরু কোঁচকালেন। 'আপনার কি ধারণা, মশিয়ে লিলাচ এ-ধরনের কোন চিঠি লিখে রেখে গেছেন?'

'কি আশ্চর্য, তা কেন লিখে যাবেন! চিঠিটা আমি সোফিয়াকে দিয়ে লেখাব–আপনাকে বলিনি, সোফিয়া দারুণ নকল করতে পারে? আপনি শুধু আমাকে মেয়েটার নাম আর মশিয়ে লিলাচের সই-এর নমুনা পাঠিয়ে দেবেন, ব্যস।'

মৃদু হেসে জন রোডস্ বললেন, 'আপনি আমার জন্যে সত্যি অনেক করলেন, মি. রানা। আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'কিন্তু একটা কথার জবাব দেবেন?...কেন?'

'কি কেন?'

'গত কয়দিনে আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আর দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় পেলাম, সততা ও দায়িত্ববোধেরও পরিচয় পেলাম। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এসব আসল কারণ নয়। আরও কোন কারণ আছে। নিজের জীবনের ওপর এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে আমাকে রক্ষা করবার নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে আছে না?'

মৃদু হাসল রানা। 'আছে। আসলে আমিই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করলাম। কোন কারণে ঋণী ছিলাম আপনার কাছে। এ মুহূর্তে না-ই বা জানলেন।'

'প্লীজ, প্লীজ, মি. রানা! কৌতূহলে মরে যাচ্ছি–কিসের ঋণ?'

'আজ থাক, মি. রোডস্।' ফিদারের দিকে ফিরল সে।

রানা কিছু বলার আগেই ফিদার বলে উঠল, 'মশিয়ে লিলাচ ভেবেছিলেন আমি আর রানা, আমরা আপনাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হব। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি...' হাতের গ্লাসটা ঢক ঢক করে শেষ করল সে।

'কিন্তু, ফিদার, তুমি নিজেকে খুনী হিসেবে প্রমাণিত করতে পারোনি,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'সত্যিকার খুনী সে-ই, যে মদ না খেয়ে খুন করতে পারে। কাজেই গর্ব বোধ করার কোন কারণ নেই তোমার।' লরেলির দিকে ফিরল রানা। 'ওর চিকিৎসার ব্যাপারে ভুল কোরো না। আগে রোগটা ধরতে হবে, তারপর চিকিৎসা। যদি মনে করো খুন করার নেশাটা ওর রোগ, তাহলে মারাত্মক ভুল করবে তুমি।'

সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'লাশ আর লাশের গাড়ি খাদে ফেলা হয়েছে, এবার রোলসটাও ফেলা দরকার। লিখটেনস্টাইন থেকে বেরিয়ে যাওয়া এখন কোন সমস্যা নয়, কারণ যারা ঢুকছে তাদের ওপর নজর রাখছে ওরা।' লরেলির দিকে আবার তাকাল ও। 'পুলিস আসার আগেই ওকে নিয়ে সরে যেয়ো কোথাও।'

'তোমার সাথে আমিও যেতে পারি। আমারও তো কাজ জমে আছে,'

বলল ফিদার।

চমকে উঠে ফিদারের দিকে তাকাল লরেলি। 'কি কাজ?'

ফিদারকে অবাক দেখাল। 'আমার কাজ!'

ঠিক এই আশংকাটাই করেছিল রানা। 'নিজেকে ফিদার ইউরোপের সেরা গানম্যান প্রমাণিত করেছে। জানে তার বাজারদর এখন তুঙ্গে।'

কিন্তু রানার কথা যেন শুনতে পায়নি লরেলি। ফিদারকে সে বলল, 'কিন্তু...তুমি মদ খাও বলেই মশিয়ে লিলাচ তোমাকে নিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন তুমি খুন হয়ে যাবে...!'

কাঁধ ঝাঁকাল ফিদার। 'হিসেবে ভুল হয়েছিল তাঁর।'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল লরেলি।

রানা বলল, 'মদ খাওয়া ফিদারের জন্যে কোন সমস্যা নয়। অন্তত এখন নয়।'

'কিন্তু...'

'ওর সমস্যা ছিল, ভুল একটা ধারণা–মদ খেয়ে গুলি চালাতে পারবে না। সেজন্যেই কাজটার শুরুতে মদ খায়নি সে। কিন্তু তার পরই বেলিংকে মারল, ইউরোপের সেরা একজন গানম্যানকে। যার রেটিং তার চেয়ে অনেক বেশি। তুমিই বলো, মদ ওর জন্যে সমস্যা এ-কথা বলা যায়? ও প্রমাণ করেছে মদ খেয়েও গুলি চালাতে পারে। তবে, এভাবে চলতে থাকলে দু'মাসের বেশি বাঁচবে না ও।'

'সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ,' হেসে উঠে মন্তব্য করল ফিদার "'মশিয়ে লিলাচের মত তুমিও হয়তো ভুল করছ।'

'তোমার হাতের কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস্ করল রানা।

এগিয়ে এসে রানার চোখের সামনে হাতের আঙুলগুলো মেলে ধরল ফিদার। 'দেখো, কাঁপছে না।'

কোমর থেকে মাউজারটা বের করে আচমকা গায়ের জোরে ফিদারের কব্জিতে আঘাত করল রানা। হাড় ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পেল সবাই।

শুধু ফিদারের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ ছাড়া অনেকক্ষণ আর কিছু শোনা গেল না। ইতিমধ্যে ফিদারকে জড়িয়ে ধরেছে লরেলি, তার মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

জন রোডস্ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমার ধারণা...'

'আমি ওর প্রাণ বাঁচালাম,' বলল রানা। 'অন্তত একমাসের জন্যে হলেও। হাতটা সারতে আরও বেশি সময়ও লাগতে পারে, না সারা পর্যন্ত অস্ত্র ধরতে পারবে না।'

চোখে আক্রোশ নিয়ে রানার দিকে তাকাল লরেলি। 'আপনি...আপনি একটা...'

'নোংরা, সস্তা একটা কাজ হয়ে গেল, জানি,' হাসল রানা। 'কিন্তু ঠাণ্ডা

মাথায় ভাবতে বসো, বুঝতে পারবে তোমাদের দু'জনেরই একটা উপকার করলাম আমি। ওর প্রতি তোমার যে মায়া, সেটা লক্ষ করে আমার ভাল লেগেছে। একটা মাস ওর সেবা করার সুযোগ পাবে তুমি। তোমাকে চেনার সুযোগ হবে ওর। কে জানে, হয়তো পেশা বদলাতেও পারে।'

লাল মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল ফিদার। 'যেখানেই লুকাও, রানা, ভালভাবে লুকিয়ো। কারণ আমি তোমাকে অনেক দিন ধরে খুঁজব।'

'খুঁজলে পেয়েও যাবে। কে জানে, হয়তো তোমার চেয়ে আগে লরেলিই আমাকে খুঁজে বের করবে। এত কিছুর পর নিশ্চয়ই আমি একটা বিয়ের কার্ড আশা করতে পারি। পারি না?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

***

# মাফিয়া

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

## এক

বি.সি.আই হেড অফিস। মতিঝিল। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। সিগারেট টানছে। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি। ওর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সোহেল, হাসির কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। বাঁদরটা নিশ্চয়ই কোন কুকর্ম ঘটিয়েছে, ভাবছে সে।

এইমাত্র নিজ অফিসে ফিরেছে সোহেল, বস্ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সাথে জরুরী এক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ও বসা। তার অনুপস্থিতিতে ঢুকেছে। ব্যাটার হাসি একটু একটু করে বাড়ছে দেখে সন্দেহের চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সোহেল, কুকর্মটা সনাক্ত করতে চাইছে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে আঁতকে উঠল, সড়াৎ করে ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলল। পেল না যা খুঁজছিল। বাঁ দিকেরটা খুলল। নেই।

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেলের। তাই দেখে প্রশ্ন করল রানা, 'কিছু খুঁজছিস্ নাকি, দোস্ত?'

'আমার সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায়, রানা?' টেবিলে একটা কনুই রেখে ঝুঁকে বসল সোহেল। 'বের কর।'

ঘটনা কতদূর গড়াত কে জানে, হঠাৎ করে ইন্টারকম বেজে উঠতে হাঁফ ছাড়ল মাসুদ রানা। রাহাত খানের গমগমে গলা ভেসে এল। 'সোহেল, রানা তোমার ওখানে?'

'জ্বি, স্যার।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বি।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল রানা। এই সুযোগে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। 'দেখলি তো, যাকে স্বয়ং আল্লা রক্ষা করেন, তাকে...' সোহেলকে তেড়ে আসতে দেখে দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে পড়ল। আড়চোখে কাজে ব্যস্ত ওর সুন্দরী পি.এস. মেয়েটিকে দেখল। না, এদিকে লক্ষ নেই তার। 'আসি, দোস্ত,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'পরে আবার দেখা হবে।'

পি.এস-এর চোখে পড়ার ভয়ে ততক্ষণে ব্রেক কষেছে সোহেল। অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কিছু না বললে খারাপ দেখায়, তাই বলল, 'হ্যাঁ,' কিল দেখাল নীরবে। 'পরে হবে।'

গা জ্বালানো হাসি দিল রানা। জানে সেক্রেটারির সামনে কিছু করবে না

সোহেল, তাই নিশ্চিন্তে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ছুঁড়ে দিল ভেতরে। 'নে, একটা সিগারেট খা। মনে রাখিস, আজ আমি খাইয়ে গেলাম। পরেরবার এলে শোধ করে দিস্।' নিঃশব্দে টা-টা করে চলে গেল ও।

মেজর জেনারেলের পালিশ করা ঝকঝকে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। বুকের মধ্যে ছল্‌কে উঠল গরম রক্ত। কেন কে জানে, এই দরজার সামনে এলে, বৃদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলেই এরকম হয় রানার। সব সময়। নক্ করল ও।

'এসো,' দরজার ওপরে নতুন বসানো স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল বৃদ্ধের জলদ গম্ভীর কণ্ঠ।

মুখ তুলে জিনিসটা দেখল ও, আস্তে করে দরজা খুলল।

ঘন ঘন পাইপ টেনে মুখের সামনে ধোঁয়ার আড়াল তৈরি করে রেখেছেন বৃদ্ধ। ওর মাঝেও তাঁর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ চিনতে ভুল হলো না রানার। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে, ভাবল ও, দুশ্চিন্তায় আছেন। মুখ খুললেন না তিনি, পাইপ-ইশারায় বসতে বললেন রানাকে।

বসল ও, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। রাহাত খানের সামনে একটা প্লাস্টিক ফোল্ডার দেখল। তার ওপর একটা টাইপ করা শীট। কাগজটা ধপধপে সাদা। ফোল্ডারের পাশে চুরুটের মত লম্বা, চকচকে একটা ধাতব টিউব। চুরুটই হবে হয়তো। ওরকম টিউবেই আলাদা আলাদা প্যাক করা থাকে হাভানার সবচেয়ে দামী চুরুট। আবার নাও হতে পারে।

কিছুদিন পরপর রাহাত খানের ধূমপানের অভ্যেস বদলানোর কথা জানা আছে মাসুদ রানার। এক মাস কি দু'মাস পরপর পাইপ ছেড়ে চুরুট ধরেন তিনি, আবার চুরুট ছেড়ে পাইপ। তবে এ মুহূর্তে যখন পাইপ টানছেন, তখন সামনে চুরুট থাকার কথা নয়। বৃদ্ধের মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল ও।

মুখ থেকে পাইপ নামালেন তিনি। নড়ে বসলেন। রানাকেই দেখছেন অপলক, কিন্তু মন তাঁর আর কোথাও পড়ে আছে। দীর্ঘ সময় পরে সচকিত হলেন, দৃষ্টি স্থির হলো সামনের শীটটার ওপর। কাগজটা রানার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'এটা পড়ো।'

তুলে নিল ও কাগজটা। দেখেই বুঝল ওটা একটা ডোশিয়ে। পড়তে শুরু করল রানা। ওটা এরকম

নাম : টনি ক্যানযোনেরি (২৮)
পিতার নাম : নিক ক্যানযোনেরি (মৃত)
জন্মস্থান : ক্যাসটেলমেয়ার, সিসিলি, ইটালি
উচ্চতা : ৫'-১১"
চোখের মণি : কালো
চুলের রঙ : মেটে
দৃশ্যমান সনাক্তকরণ চিহ্ন : কপালের ডানপাশে আধ ইঞ্চি দীর্ঘ কোনাকুনি গভীর এক কাটা দাগ

পেশা  হেরোইন চোরাচালান

ধরন : দাঙ্গাবাজ, মারদাঙ্গা মানুষ। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। কথার আগে হাত চলে। ভয় কাকে বলে জানে না।

অতীত : কিশোর বয়স থেকেই ঘরছাড়া। কয়েক বছর বৈরুত অবস্থানের পর হঠাৎ হাওয়া হয়ে যায়। তিন বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়নসে উদয় হয় টনি ক্যানযোনেরি। দু'বছর পর ড্রাগ কেনাবেচার অভিযোগে মামলা হয় তার বিরুদ্ধে, পুলিসের তাড়া খেয়ে চলে যায় প্রেসকট। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে অ্যারিজোনা, লস অ্যাঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় তাকে। '৯২ সালে টিকতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে, ফের কয়েক বছরের জন্যে গায়েব হয়ে যায়। '৯৬ সালের শেষদিকে আবার বৈরুত এসে ঘাঁটি গাড়ে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী বৈরুতেই আছে টনি ক্যানযোনেরি। পুরানো ব্যবসা অব্যাহত রেখেছে।

এর ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া গেলে বৈরুত পুলিসের 'মাদক নিয়ন্ত্রণ সেলে' রিপোর্ট করুন। তথ্য প্রদানকারীকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।

ডোশিয়েটা দু'বার পড়ল মাসুদ রানা। চোখ তুলে রাহাত খানকে দেখল। তাঁর মুখের সামনের পর্দাটা আরও ঘন হয়েছে তখন। 'এ লোক কে, স্যার?'

'তুমি।'

'স্যার!'

আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। ঠিক দেখল কি না নিশ্চিত নয় ও, মনে হলো ক্ষীণ হাসির আভাসও ফুটল তাঁর মুখে। 'তোমার মত নীতিবান কেউ হেরোইনের ব্যবসা করে, ভাবলে দুঃখ হয়, রানা।'

'স্যার...'

'পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকার হেরোইন নিয়ে ঘুরে বেড়াও তুমি, ভাবতেই পারি না। আফসোস!'

এইবার বুঝল রানা। মুচকে হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে বাধা দিলেন মেজর জেনারেল। 'মিথ্যে সাফাই গেয়ে লাভ নেই, রানা।' সেই চকচকে টিউবটা কাঁচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলেন তিনি ওর দিকে। 'তুমি যখন বৈরুত ল্যান্ড করবে, তখন এটা থাকবে তোমার পকেটে। কাজেই, বুঝতেই পারছ কথাটা মিথ্যে নয়। বৈরুত পুলিসের এই ডোশিয়ে একদম সত্যি। এবং গত তিন দিন থেকে এটা নিয়মিত ছাপিয়ে আসছে তারা ওখানকার সব বড় বড় খবরের কাগজে। কারও জানতে বাকি নেই এ কাহিনী।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। 'কি আছে এটার মধ্যে, স্যার?' টিউবটা হাতের তালুতে নিয়ে দোলাল।

'নিজেই দেখো না খুলে।'

ওটার মুখ খুলল রানা। অনুমান করতে পারছে কি আছে, তবু নিশ্চিত

হওয়ার জন্যে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভরে দিল টিউবের সরু পেটে। তারপর জিভের ডগায় আলতো করে ছোঁয়াল আঙুলটা। হেরোইন! চোখ তুলল ও।

'একদম খাঁটি। পুরো দেড় লাখ ইউএস ডলার দাম ওইটুকুর।'

'বুঝেছি, স্যার। এখন আমাকে কি করতে হবে, এটা নিয়ে ধরা দিতে হবে বৈরুত পুলিসের হাতে?'

'না।'

'তাহলে?'

'নিউ ইয়র্কের মাফিয়া ডন, জোসেফ ফ্র্যানযিনির নাম শুনেছ নিশ্চই?'

'সেই পঙ্গু ডন? যে হুইল চেয়ারে বসে সাম্রাজ্য চালায়?'

'হ্যাঁ, সেই লোক। তার চোখে পড়তে হবে তোমাকে। মানে, তার রিক্রুটিং এজেন্টের চোখে।'

'কোথায় সে, বৈরুতে?'

'হ্যাঁ।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। জানে মূল প্রসঙ্গে যখন এসেছেন বৃদ্ধ, আর প্রশ্ন না করলেও চলবে, নিজেই বলে যাবেন সব গড় গড় করে। 'নিউ ইয়র্কের "মাফিয়া কমিশন" সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'মোটামুটি সবই, স্যার।'

'যেমন?'

'ওদের কমিশন আসলে অনেকটা সুপ্রীম কোর্টের মত। মাফিয়ার সর্বোচ্চ আনঅফিশিয়াল আদালত। নিজেদের ভেতরের সমস্ত সমস্যা ওই কোর্টে সমাধান করতে হয় ওদের। নিউ ইয়র্কের সাতজন সবচে' বেশি প্রভাব ও বিত্তশালী ডন এই কমিশনের খুঁটি। সবাই যার যার পরিবারের মাথা। এরা সহজে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় না। যখন এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের খুব বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ বা সমস্যা দেখা দেয়, তখন বৈঠকে বসে এরা। এবং সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত যেটাই হয়, তাই মেনে নিতে হয় বাদী-বিবাদী পক্ষকে। এসব ব্যাপারে কমিশন অত্যন্ত কড়া। বিশ্বের সবচে' বেশি ক্ষমতাশালী রুলিং বা গভর্নিং বোর্ড যতগুলো আছে, অফিশিয়ালী, তাদের কোনটার চাইতে কোন অংশে কম নয় মাফিয়া কমিশন। না ক্ষমতার দিক থেকে, না টাকাকড়ির দিক থেকে।

'সমষ্টিগত কোন সমস্যা দেখা দিলেও একজোট হয়ে তা কাটানোর চেষ্টা করে কমিশন। মাফিয়া পরিবারগুলোর কার্যক্রম বলতে গেলে তারাই পরিচালনা করে। যেমন অমুক পরিবারের ব্যবসার চৌহদ্দি বেঁধে দেয়া, তমুক পরিবারের সুবিধের জন্যে প্রশাসনের "সুনজর" কেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্যে প্রয়োজনে যত কঠোর নিষ্ঠুর হওয়া প্রয়োজন, হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না কমিশন।

'এই কমিশনই আসলে নিউ ইয়র্কের পরিবারগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছে। দাপটের সাথে ব্যবসা করছে মাফিয়া। বিশ আর ত্রিশের দশকে মার্কিন সরকার প্রায় ধ্বংস করে দেয় এদের, তারপরও টিকে যায় মাফিয়া।

সব এই কমিশনেরই কল্যাণে। কমিশনের যে কোন রায় মাফিয়া পরিবারগুলোর সদস্যদের কাছে অনেকটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীর মত, বিনা ওজরে মাথা পেতে মেনে নেয় প্রত্যেকে।'

থামল ও। আরও কিছু তথ্যের আশায় নিজের স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াল। মনে পড়ল না।

'গুড,' মুখ খুললেন রাহাত খান। 'এ-ও নিশ্চই জানো যে আজকাল আর আগের মত চুরি-ডাকাতি, লুটপাট-ছিনতাই, অর্থাৎ যে-সবের মাধ্যমে একদিন ওরা টাকা কামিয়েছে, সে সব হাত নোংরা করার মত কাজ করে না। ছেড়ে দিয়েছে। নোংরা ব্যবসা সবই করে বটে, তবে ভদ্রভাবে। নীট অ্যান্ড ক্লীন ওয়েতে।'

'জ্বি, স্যার।'

'হাতে যখন পয়সা জমে ওদের, ধরো, বছর ত্রিশেক আগে, তখন থেকে মাফিয়া পরিবারগুলো আইনসিদ্ধ যত ব্যবসা আছে, সবগুলোতেই নাক ঢোকাতে আরম্ভ করে দেয়। এবং সফলও হয়। চমৎকারভাবে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয় মাফিয়া। ওদের বুদ্ধি আছে, টাকা আছে, ক্ষমতা-প্রভাব আছে, প্রয়োজনে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের হিম্মত আছে। শেষের এই জিনিসটা সাধারণ আমেরিকানদের ছিল না বলে দেখতে দেখতে ওদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে মাফিয়া।'

মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প, ভাবল রানা। প্যাচাল ছেড়ে আসল কথায় এলেই হয়। 'জ্বি।'

'এর ফলে আজ বলতে পারো বেশ বিপদেই পড়ে গেছে ওরা। অনেকটা হিটলারের সেনাবাহিনীর মত। দেশ জয়ের উন্মাদনায় বিরতি না দিয়ে মাইলের পর মাইল এগিয়ে গেছে তার সেনাবাহিনী। অথচ গুরুত্বপূর্ণ আর সব—রসদ, ফুয়েল ইত্যাদি পড়ে গেছে অনেক পিছনে, এগোবার সময় খেয়াল ছিল না। যখন সৈনিকরা খিদেয় কাতর, তেলের অভাবে গাড়ি চলে না, শত্রু অতর্কিত হামলা চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে জার্মান বাহিনীকে। অনেক ফ্রন্টেই ঘটেছে এ ঘটনা।

'তেমনি মাফিয়া যতই আইনসিদ্ধ ব্যবসার সাথে নিজেদের জড়িয়েছে, ততই নিজেদের অতীত নিষ্ঠুরতার ধার হারিয়েছে। ভোঁতা হয়ে গেছে ওদের ছুরি। অর্থ আগের চাইতে হাজার গুণ বেশি আছে মাফিয়ার, প্রভাবও আছে, কিন্তু অর্গানাইজেশন পরিচালনা করার আগের সেই দক্ষতা নেই। সমস্যায় আছে মাফিয়া।'

'সমস্যা? কিন্তু, স্যার, আমার জানা মতে বর্তমানে আমেরিকায় অর্গানাইজড্ ক্রাইম অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।'

'করেছে,' ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রাহাত খান।

'তাহলে?'

'তুমি নিজেই বললে অর্গানাইজড্ ক্রাইম, মাফিয়া-ক্রাইম নয়। আসল কথা হচ্ছে, আজকাল মাফিয়ার সেই একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। ধীরে ধীরে

তাদের অতীতের ক্ষেত্রগুলো দখল করে নিচ্ছে স্প্যানিশ, পুয়ের্টো রিকানস্, চিকানোজ, কিউবানরা। এরা একজোট হয়ে ভঙ্গ করছে মাফিয়ার সমস্ত অতীত রেকর্ড।'

'জ্বি, বুঝেছি।'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের হাতে প্রচুর মার খেতে হয়েছে মাফিয়াকে। আগে ওদের কোন পরিবারে ছেলে সন্তানের জন্ম হলে তাকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার আয়োজন করা হত, এখন গড়া হয় ডিগ্রীধারী ব্যবসায়ী করে। প্রয়োজনের সময় স্বভাবতই এরা অস্ত্র ধরতে পর্যন্ত পারে না, লড়াই করা তো অনেক পরের কথা। এসব সমস্যার কথা ভেবে আবার আগের দিনে ফিরে যেতে চাইছে মাফিয়া। গত এক বছরে এ ব্যাপারে কয়েকবার বৈঠকে বসেছে কমিশন, সিদ্ধান্ত পাসও করেছে। এখন চলছে ওদের রিক্রুটিং। নিউ ইয়র্কের প্রতিটি মাফিয়া পরিবার নিজেদের জন্যে দুর্ধর্ষ সেনা-বাহিনী গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত এ মুহূর্তে।'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'কয়েক জায়গায় রিক্রুটিং ক্যাম্প বসিয়েছে ওরা। খবর পৌঁছে গেছে জায়গামত। সিসিলি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে অল্পবয়সী, বেপরোয়া ব্যান্ডিটোরা। বাপ-দাদারা অতীতে যেভাবে দল চালিয়েছে, কমিশন তাই করতে চাইছে আবার নতুন করে।'

থামলেন রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপ থেকে পোড়া তামাক ফেলে নতুন করে ভরলেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে ধরালেন। 'মাফিয়া পরিবারগুলোর প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে নতুন এই অর্গানাইজড় ক্রিমিনালদের শায়েস্তা করা, তারপর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা।'

'কাজটা ওরা কিভাবে করছে, স্যার?'

আবার হাসির আভাস ফুটল রাহাত খানের মুখে। 'বেশিরভাগ পরিবার তোমার জন্মস্থান, সিসিলির ক্যাসটেলমেয়ার থেকে লোক রিক্রুট করছে, ওখান থেকে বোটে করে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিকোসিয়া। তারপর বৈরুত। সেখান থেকে বিভিন্ন পথে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের।'

'তাহলে বৈরুতে কোন নিয়োগ হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। ওখানেও আছে একটা রিক্রুটিং সেন্টার। কমিশনের অন্যতম সদস্য, ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনির। বাংলাদেশে বর্তমানে হেরোইন আসক্তের সংখ্যা সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'মোটামুটি, স্যার। ভয়াবহ অবস্থা। পত্র-পত্রিকায় যা ছাপা হচ্ছে আজকাল, তাতে মনে হয় দেশে হঠাৎ করে সহজপ্রাপ্য হয়ে গেছে হেরোইন, দামও কমেছে। যারা বিকল্প নেশা করত, জরিপে নাকি দেখা গেছে তারা আবার হেরোইনের দিকে ঝুঁকেছে। নতুন আসক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে।'

'ঠিক। পুলিসসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রমতে হঠাৎ করে দেশে হেরোইনের আমদানী খুব বেড়ে গেছে। কিছু লোক, কয়েক মাস আগে পর্যন্ত

যাদের চাকরি-ব্যবসা কিছুই ছিল না, পত্রিকা অফিসের দেয়ালে সাঁটা পত্রিকার আবশ্যক কলাম পড়ে দিন কাটাত, এমন অনেকে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। এরা অনেকেই এখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয় তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিনিময়ে ওরা তাদের প্রোটেকশন দেয়।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমাদের দেশের এই ছবিটা আর কোনদিন বোধহয় বদলাবে না।'

'এবার বদলাবে,' দৃঢ় আস্থার সাথে বললেন রাহাত খান। 'নিশ্চই বদলাবে। সময় হয়েছে।'

'কি করে?' চ্যালেঞ্জের সুর ফুটল রানার কণ্ঠে। 'ক্ষমতাসীন বা বিরোধী, সব দলই সমান আমাদের। এদের জন্যে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরে এক পাও এগোতে পারেনি দেশ, বরং পিছিয়েছে, ক্রমে আরও পিছাচ্ছে।'

'জানি। তবে অন্তত একটা ছবি যে এবার বদলাবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে কথায় পরে আসছি, আগে কাজের কথা শেষ করে নিই।'

'জ্বি, বলুন।'

'সিরিয়ার নুসাইবিনে বড় এক হেরোইন মজুত ক্ষেত্র আছে বলে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে। জায়গাটা সিরিয়া-তুরস্ক বর্ডারে। বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ওখানে জড়ো হয় হেরোইন, তারপর আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায় স্থল, বিমান আর নৌ পথে। বড় একটা অংশ সাগরপথে বৈরুত আসে, সেখান থেকে দূর প্রাচ্য, দক্ষিণ-পুব এশিয়া ও ইন্দোচিনের বিভিন্ন দেশেও চালান হয়। বছর দুয়েক ধরে এটা চলছে, এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানা যায়নি। হয়তো এখনও জানা সম্ভব হত না, যদি না ব্যবসা নিয়ে কামড়াকামড়ি, খুনোখুনি শুরু হত।'

'বুঝলাম না, স্যার।'

'নুসাইবিনের হেরোইন ঘাঁটির মালিক ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি। প্রথম থেকেই একচেটিয়া ব্যবসা করে আসছে সে, হঠাৎ করে আরেক ডন; সেও কমিশনের সাত সদস্যের এক সদস্য, এর একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর হস্তক্ষেপ করে বসেছে। তারও ইচ্ছে ফ্র্যানযিনির রমরমা বাজারে ব্যবসা করবে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কমিশনের মাথাগুলোই নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'দ্বিতীয়জন কে?'

'গিতানো রুগেইরো।'

'আচ্ছা!' এ লোক ডন হিসেবে একেবারেই অল্পবয়সী, জানে রানা। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়স তার। পঁয়ষট্টির নিচে রুগেইরোই প্রথম এবং একমাত্র ডন। সে-ও নিউ ইয়র্কের।

'হ্যাঁ। রুগেইরোকে খাব্‌লা বসাবার জন্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আরও আগেই নিউ ইয়র্কে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে নতুন গজিয়ে ওঠা ক্রিমিনালদের হাতে। ফ্র্যানযিনিও তাই। পরেরজনের বয়স আর অভিজ্ঞতা বেশি বলে আগেই হেরোইনের ব্যবসা মধ্যপ্রাচ্যে সরিয়ে এনেছিল সে, চুটিয়ে মুনাফা করে যাচ্ছিল। সহ্য হলো না রুগেইরোর।

'এ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আজ হোক, কাল হোক, ফ্র্যানযিনির ব্যবসায় ভাগ সে বসাবেই। সেক্ষেত্রে হেরোইনের সরবরাহ এ অঞ্চলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা হতে দেয়া যায় না। সময় থাকতে দুটোকেই উপড়ে ফেলতে হবে।'

'কিভাবে, স্যার?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। 'সে দায়িত্ব তোমার, রানা!'

'না, তা বুঝেছি,' তাড়াতাড়ি সংশোধন করল ও। 'মানে, আমি বলতে চাইছি কাজটা কিভাবে করতে বলেন আপনি।'

খানিক নীরবে ধোঁয়া গিললেন মেজর জেনারেল। 'অন্যদের রিক্রুটিঙের কাজ অন্যখানে চললেও ফ্র্যানযিনির চলে বৈরুতে। ওখানে তার প্রতিনিধি আছে, লোক বাছাই আর নিয়োগ করা তার দায়িত্ব। এই লোকের নজরে পড়তে হবে তোমাকে, ওই দলে ঢুকতে হবে। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর মারামারি যত জিইয়ে রাখা যায়, ততই লাভ আমাদের।

'জানা গেছে, ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট, এই পাঁচটি শহরে প্রচুর ডিলার আছে ফ্র্যানযিনির। সন্দেহ যতই থাকুক, প্রমাণের অভাবে কাউকে স্পর্শও করা যাবে না। টাকার জোরে ছাড়া পেয়ে যাবে ওরা। আমি তা হতে দিতে চাই না। যাকে ধরব, প্রমাণসহ জন্মের মত ধরব। এ জন্যে ওদের নামের তালিকা চাই আমি।'

'কিন্তু, স্যার, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করব আমি, আশা করি সফলও হব। কিন্তু তারপর? আপনি একদিক থেকে ওদের ধরবেন, আরেকদিক দিয়ে রাজনীতিকরা, আমলারা ফোন করে...'

বৃদ্ধকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল রানা। 'তোমাকে আগেই বলেছি, রানা, এবার অন্তত তা হবে না। কালই এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে মন্ত্রী পরিষদের সভাকক্ষে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে নিজমুখে কথা দিয়েছেন তেমনটা এবার হবে না। তিনি আমাকে লিখিতও দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, রানা, এর বেশি আর কি আশা করো তুমি?'

'আর কিছু না, স্যার। তাঁর মুখের কথা যথেষ্টর চাইতেও বেশি।'

'আরও আছে। কাল অনেক রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিয়ে মিন্টো রোডে গিয়েছিলাম আমি, কেন জানো?'

'বিরোধীদলীয় নেত্রীর সাথে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ। সব শুনে তিনি কি বলেছেন অনুমান করতে পারো?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও।

'বলেছেন, তাঁর দলের নেতা-কর্মীর কোন আত্মীয়-স্বজন যদি থাকে ওর মধ্যে, সেগুলোকে আগে ধরতে। কেউ যদি তাদের মুক্তির জন্যে এমনকি আকারে-ইঙ্গিতেও সুপারিশ করে, গোপনে তার নামটা জানাতে বলেছেন তাঁকে। এবার বুঝলে কেন এতটা নিশ্চিত আমি?'

জাতির স্বার্থে অন্তত এই একটি ব্যাপারে দুই নেত্রী এক হতে পেরেছেন জেনে আনন্দে বুক ভরে উঠল রানার। অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রেও যদি এঁরা এক হতে পারতেন! 'যদি আমার মৃত্যু না হয়, স্যার, খুব শিগ্গিরই সে তালিকা হাতে পেয়ে যাবেন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। 'মৃত্যুর কথা ভুলে যাও, রানা। দেশের জন্যে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে তোমার। কোন প্রশ্ন?'

'ফ্র্যানযিনির প্রতিনিধি নতুন লোক রিক্রুট করে কোথায় পাঠায়, স্যার?'

'যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানে তাদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা হয়। ষণ্ডাগুলোকে বেছে বেছে অস্ত্র চালনা শেখানো হয় যাতে তারা রুগেইরো বা অন্য শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। অন্যদের হেরোইনের কুরিয়ার করে মধ্যপ্রাচ্যে ফেরত পাঠানো হয়। ফ্র্যানযিনির কুরিয়ারেরও অভাব চলছে এ মুহূর্তে। তার অনেক লোককে ধরিয়ে দিয়েছে রুগেইরো।'

'ও দেশে ঢোকে কি করে ওরা?'

'নকল পাসপোর্ট নিয়ে। বৈরুতে ফ্র্যানযিনির নিজস্ব পেনম্যান আছে। লোকটা এ কাজে এতই ওস্তাদ যে মার্কিন কাস্টমস এ পর্যন্ত একজনকেও জাল পাসপোর্টধারী বলে সনাক্ত করতে পারেনি। ধরা তো পরের কথা।'

'বুঝতে হবে সে-ও তাহলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'মার্কিন কাস্টমস যদি লেবানন থেকে আসা যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সিসিলিয়ানদের মিছিল ঠেকানো...'

'তা হবে কি করে? ওরা তো কেবল লেবানন থেকেই যায় না, যায় পৃথিবীর সবখান থেকে। বৈরুতে ওদের কেবল জড়ো করা হয়, আর মার্কিন পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়া হয়। তা নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওরা, চারদিক থেকে ঢোকে আমেরিকায়। তাছাড়া বেশিরভাগই আসে রিটার্ন চার্টার ফ্লাইটে, এর ওপর কাস্টমসের তেমন একটা নিয়ন্ত্রণ নেই। আর জাহাজে চড়ে প্রবেশ তো অহরহই ঘটছে। নৌ পথেই বেশি ঢোকে ওরা।'

ঘন ঘন পাইপ টেনে নিজেকে আবার আড়াল করে ফেললেন রাহাত খান। 'ফ্র্যানযিনির পাইপ লাইনে ঢুকতে হবে তোমাকে, রানা। কেঁচোর মত নয়, বাঘের মত জানান দিয়ে। কি ভাবে কি করবে তুমিই ভেবে ঠিক করো। আমি চাই সেই নামের তালিকা, ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর মাথা। আর, ফেরার পথে নুসাইবিন হয়ে এসো।'

'নুসাইবিন হয়ে?'

'হ্যাঁ। ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আসবে সব।'

'কবে রওয়ানা হতে হবে আমাকে, স্যার?'

'আজই সন্ধেয় ফ্লাইট তোমার,' ফোল্ডারটা সামনে এগিয়ে দিলেন। 'এর মধ্যে যা যা আছে দেখে নাও সব। এগুলো বাইরে নেয়া চলবে না। কেবল টিউবটা ঢাকা ত্যাগের সময় সাথে থাকবে তোমার। ঢাকা বা বৈরুত কাস্টমস ওটা দেখলেও না দেখার ভান করবে।'

'সে জন্যে নিশ্চই কোন সঙ্কেতের ব্যবস্থা আছে?'

'আছে। কোটের বাটন হোলে একটা সাদা গোলাপ কুঁড়ি পরতে হবে তোমাকে। ওটা দেখলে ওরাই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

ফোল্ডার খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পনেরো মিনিট পর রাহাত খানের রুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডরে দাঁড়িয়ে সোহেলের সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও, একটা ধরিয়ে বুভুক্ষের মত এক টানে সিকিভাগ পুড়িয়ে ফেলল, তারপর নাকমুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোল।

দু'দিন আগের কথা।

মন্ত্রী পরিষদের মীটিং কক্ষে জরুরী বৈঠক বসেছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সচিব, উপ-সচিব এবং পুলিস, ডিএসবি, এনএস আই ও অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর প্রধানরা উপস্থিত বৈঠকে।

এছাড়া আছেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বিশ্বস্ত দুই সিনিয়র মন্ত্রী আর তাঁর প্রেস সচিব। রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে।

সবার চেহারায় গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। ঘাড় গোঁজ করে যার যার সামনের ফাইল দেখায় ব্যস্ত তাঁরা। পুলিস আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত রিপোর্ট আছে ফাইলে, আর আছে দেশের প্রায় সবগুলো পত্রিকার একই বিষয়ের ওপর গত ছয় মাসে ছাপা অজস্র রিপোর্টের সারাংশ। ফাইল এরমধ্যে একবার পড়ে শেষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, আবার শুরু করেছেন। এক সময় মুখ তুললেন তিনি। একে একে উপস্থিত সবার ওপর দিয়ে থেমে থেমে ঘুরে এল তাঁর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি।

'এ ভাবে কোন দেশ চলতে পারে না,' মৃদু, মার্জিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'এভাবে চলতে থাকলে আগামী দশ বছরে ধ্বংস হয়ে যাবে এ দেশের মেরুদণ্ড। শেষ হয়ে যাবে আমাদের ছেলেরা। জনগণের জন্যে ভাল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে এতদিনে কি করতে পেরেছি আমরা? কিছুই না। কেন? আমাদের লোকবলের অভাব? সূত্রের অভাব? নাকি সৎ মানসিকতার অভাব?'

তর্জনী দিয়ে ফাইলে মৃদু টোকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। 'কেন আমরা একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখছি না যে এই মৃতরা আমাদেরই কারও না কারও সন্তান-ভাই? যদি তা ভাবতে পারি, তাহলে কেন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি এদের গণ আত্মহত্যা ঠেকাতে? কেন আমাদের চোখের সামনে শুয়ে শুয়ে, হাজারে হাজারে মরছে এরা? এভাবে আর কতদিন চলবে?'

মুখের সামনে হাত মুঠো করে মৃদু 'খুক্' করে কেশে উঠলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। সফল হলেন. ঘুরে তাকালেন

প্রধানমন্ত্রী।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এইসব ড্রাগ, বিশেষ করে হেরোইনের যারা ডিলার, তাদের খুঁজে বের করার কাজে এতদিন ব্যস্ত ছিল আমাদের প্রতিটি গোয়েন্দা সংস্থা। সবার পরিচয় আমরা পেয়েছি এমন দাবি করছি না, তবে শতকরা ষাটজনকে যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তারপর?'

'সবচেয়ে উদ্বেগের কথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গত এক বছরে দেশে হেরোইন ডিলারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে।'

'সবাইকে সনাক্ত করা গেছে?'

'সবাইকে নয়, অনেককে।'

'কোত্থেকে আসে এদের মাল?'

'মধ্যপ্রাচ্য থেকে। বিশেষ করে বৈরুত থেকে। এদেশী ডিলাররা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছে। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা, কোনটারই অভাব নেই এদের।'

'এদের ধরা হচ্ছে না কেন?' হেলান দিয়ে বসলেন প্রধানমন্ত্রী।

'প্রমাণের অভাব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আজ এই মুহূর্তে তাদের অনেককে আটক করতে পারি আমরা, কিন্তু আদালতে মামলা গেলেই জামিন পেয়ে যাবে সবাই। আসল কাজ কিছুই হবে না। বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা চুয়ান্ন ধারা মোতাবেক কাজটা করা যায় কি না, তাও ভেবেছি। করা যায়। কিন্তু এত সব অর্থবিত্তশালীকে একযোগে আটক করলে দেশে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেবে। আরও বড় অসুবিধে হচ্ছে, এদের আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটক রাখতে পারলেও আসলে যে জন্যে এতকিছু, সেই হেরোইনের চোরাচালান বন্ধ হবে না। সরবরাহকারী এদের ছেড়ে আরও নতুন ডিলার খুঁজে নেবে। বর্তমান ডিলারদের বেশিরভাগকে সনাক্ত করতে আমাদের এক বছরের কিছু বেশি লেগেছে, নতুনদের বেলায় হয়তো সময় আরও বেশি লাগবে।'

'তাহলে?' খানিকটা হতাশ দেখাল প্রধানমন্ত্রীকে। 'এর থেকে রেহাই পাওয়ার কি উপায়, ভেবেছেন?'

'জ্বি, ভেবেছি। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, সরবরাহকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। গত বছর দুয়েক ধরে এক মাফিয়া ডন বৈরুতের মাধ্যমে এশিয়ার এই অংশে হেরোইন সাপ্লাইয়ের বড় এক পাইপ লাইন চালু করেছে। তার মালই বেশি আসছে বাংলাদেশে। আপনার সামনের ফাইলে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আকস্মিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে রিপোর্টগুলো আছে, এর জন্যে সেই দায়ী। খুব শীঘ্রি সম্ভবত আরও এক ডন যোগ দেবে তার সাথে। বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হেরোইন আসবে দেশে, সরবরাহ অতিরিক্ত হলে যা হয়, দাম পড়ে যাবে জিনিসটার। নতুন নতুন আসক্তের সংখ্যা বেড়ে যাবে হু-হু করে। সব তথ্যই আছে আমাদের হাতে।'

চেহারার রঙ মুছে গেল প্রধানমন্ত্রীর। 'সেই ডনকে নিশ্চিহ্ন করা গেলে

পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলছেন?'

'অন্তত কিছুদিনের জন্যে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তবে শুধু ওতেই চলবে না, আমাদের বিশ্বাস, ডনের কাছে তার বাংলাদেশী ডিলারদের নামের তালিকা ও তথ্য প্রমাণ অবশ্যই আছে। সেটাও পেতে হবে আমাদের, এদেরও যাতে সমূলে ধ্বংস করতে পারি আমরা। এবং তা যথাসম্ভব দ্রুত করতে হবে, দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই।'

'সে কাজে হাত দিতে কোন সমস্যা আছে?'

'জ্বি, আছে।'

'কি সেটা?'

'কাকে দিয়ে করাব আমরা এ কাজ? পুলিসকে দিয়ে?' পুলিসের আইজির ওপর দিয়ে ঘুরে এল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি। 'পুলিস বাহিনীর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, তাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। হাজারটা ছিদ্র আছে আমাদের পুলিস বাহিনীতে, তারা দু'পা এগোবার আগেই খবর লীক হয়ে যাবে। নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছতেও সময় লাগবে না। এন. এস. আই., এস. বি., ডি. এস. বি., বা অ্যান্টি করাপশনকে দিয়ে হয়তো করানো যায়, কিন্তু এ কাজের জন্যে যে ধরনের মানুষ প্রয়োজন, তা এ মুহূর্তে এদের কারও হাতে নেই। এ কাজ যে করবে, তাকে হতে হবে রুথলেস। এবং দুর্দান্ত সাহসী। পাথরের মত হতে হবে তার অন্তর।'

'এ রকম একজনও নেই আমাদের?'

'আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একটি মাত্র সংস্থার আছে সে ক্ষমতা। যদিও এ কাজ তাদের নয়। তাছাড়া ওটা আমার অধীনেও নয়।'

'আপনি বিসিআইয়ের কথা বলছেন?'

'জ্বি। ওদের চীফ, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে আজ কথা বলেছি আমি। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'সরকারের অনুরোধে এ ধরনের কাজ করতে নেমে অতীতে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিসিআইয়ের। ওরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আসামী ধরে এনে দেয়, মন্ত্রী, সাংসদ বা আমলারা তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন পরিচয় দিয়ে ছাড়িয়ে আনে, বহুবার ঘটেছে এরকম। তাই ওরা তেমন আগ্রহী নয়।'

'আপনি মেজর জেনারেলকে আসতে অনুরোধ করুন। আমি প্রয়োজনে তাঁকে লিখিত দেব যে এবার সে ধরনের কিছু ঘটবে না। তাহলে নিশ্চয়ই...'

হাসি ফুটল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে। 'সে ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজি হবেন তিনি। শত হলেও এ দেশটা তাঁরও। দেশ গড়ার পিছনে প্রচুর অবদান রয়েছে মেজর জেনারেলের। দেশের স্বার্থে এ কাজ অবশ্যই করবেন তিনি।' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রাহাত খানের নম্বর পাঞ্চ করতে শুরু করলেন তিনি।

# দুই

রাত ন'টায় বৈরুত এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। হাতে একটা মাঝারি সুটকেস আর একটা ব্রীফকেস। পরেরটার ফলস্ কম্পার্টমেন্টে শুয়ে আছে হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার। ওটা যদি বুক পকেটে থাকত, তাও কোন অসুবিধে ছিল না। বাটনহোলের সাদা পতাকার জন্যে রীতিমত জামাই আদর পেয়েছে রানা জিয়া এবং বৈরুত এয়ারপোর্ট কাস্টমসের কাছে। স্রেফ নামকাওয়াস্তে চেক করা হয়েছে ওর লাগেজ। দুই এয়ারপোর্টের দুই অফিসারের ভাব দেখে রানার মনে হয়েছে, ওর লাগেজে হয়তো বিষাক্ত কেউটে আছে বলে তাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছিল, অথবা অ্যাটম বোমা।

ছোবল খাওয়ার অথবা ভিরমি খাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই দেখেইনি। ডালা দুটো খুলেছে কেবল, তারপর ঝপ্ করে ফেলে চক মার্ক করে দিয়েছে।

একেবারে খট-খট করছে শুষ্কং কাষ্ঠং বৈরুত। গরম কড়াই থেকে ভাপ্ উঠছে যেন। দু'মিনিটের মধ্যেই সারা গা চিড়বিড় করে উঠল রানার। সামনে এসে ব্রেক কষল একটা ফিয়াট ট্যাক্সিক্যাব। পিচ্চি। চালক নিজেও তাই। বাঁদরের মত এক লাফে বেরিয়ে এল সে। রানার সুটকেস লক্ষ্য করে থাবা চালিয়ে বসল।

বুকের মাঝ পর্যন্ত বোতাম খোলা হলুদ স্পোর্টস গেঞ্জি পরে আছে লোকটা, মাথায় তারবুশ—মিশরীয় ফেজ টুপি। সুটকেস বুটে রেখে ফিরে এল সে, ভাব দেখেই বুঝে নিয়েছে ব্রীফকেস নিজের সাথে রাখতে আগ্রহী আগন্তুক, তাই আর হাত বাড়াল না। প্রায় দুর্বোধ্য ইংরেজিতে বলল, 'হোয়্যার টু, স্যার?'

পিছনের বড়জোর হাত দুয়েক চওড়া স্পেসে নিজেকে বহু কষ্টে ঠেসেঠুসে ভরল রানা। বেকায়দা ভঙ্গিতে বসল। হাঁটু প্রায় থুতনির সাথে ঠেকে আছে। 'সেইন্ট জর্জেস হোটেল,' বলল ও। 'আর খোদার দোহাই, আস্তে চালিয়ো।'

গিয়ার স্টিকে হাত রেখে ঘুরে তাকাল ড্রাইভার, দাঁত বের করে মাথা ঝাঁকাল। 'ইয়েস, স্যার! উই ফ্লাই লো অ্যান্ড স্লো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই চলবে।'

'রাইট, স্যার।' পরক্ষণে কামানের গোলার বেগে ছুটল ওরা, সর্বোচ্চ গতিতে এয়ারপোর্ট এলাকা ত্যাগ করল ফিয়াট। তারপর ডানদিকের দু'চাকায় ভর করে চোখের পলকে এক বাঁক নিয়ে শহরমুখী পাহাড়ী রাস্তায় পড়ল। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল চারদিক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। ইটালিয়ান ড্রাইভারদের মত এরাও বেয়াড়া,

যা বলা হয় ঠিক তার উল্টো করে। যতটা সম্ভব আয়েশ করে বসে মনটা অন্য চিন্তায় ব্যস্ত রাখতে চাইল ও। প্রাচীন বৈরুতের কথা ভাবল, যিশুখ্রিস্টের জন্মের পনেরোশো বছর আগে পত্তন হয় এ শহরের। কথিত আছে, এখানেই ড্রাগনদের অগ্রযাত্রায় বাধা দিয়েছিলেন সেইন্ট জর্জ।

এক সময় মুসলমানরা কব্জা করে বৈরুত, পরে তাদের পরাজিত করে বল্ডউইনের নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা। আরও পরে ইব্রাহিম পাশা তাদের হাত থেকে ফের মুক্ত করেন বৈরুত। পরে দীর্ঘদিন সালাউদ্দিনের দখলে ছিল এ শহর। ইংরেজ আর ফরাসীরাও বৈরুতকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বহু লোকক্ষয় করেছে অতীতে।

একটু পর-পরই ট্যাক্সি বাঁক নিচ্ছে বলে চেষ্টাকৃত মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল ওর। বিরক্ত হয়ে কাছের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে সাঁই-সাঁই ছুটছে ফিয়াট। ঢাল বেয়ে নামছে তো নামছেই। অবশেষে এক সময় শেষ হলো 'লো অ্যান্ড স্লো ফ্লাই'। অখণ্ড অবস্থায় হোটেলের সামনে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা।

ভূমধ্যসাগরের সৈকত ঘেঁষে সবুজ পামগাছ ঘেরা অভিজাত সেইন্ট জর্জেস মধ্যপ্রাচ্যের নামকরা হোটেলগুলোর অন্যতম। বিশাল এলাকা নিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, ঝলমল করছে আলোয় আলোয়। ছয়তলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের রুম বুক করা ছিল, পাসপোর্ট জমা রেখে রেজিস্টারে সই করল ও। কথা আছে কালকের মধ্যে ঘুষ দিয়ে ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এখানকার বিসিআই স্টেশন চীফ।

আধঘণ্টা ধরে শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে দেহমন জুড়িয়ে নিল রানা। সাগরের দিকের খোলা ব্যালকনিতে এসে বসল। চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে কালো পানি। সাড়ে দশটা বাজে। উঠে টেলিফোনটা নিয়ে এল ও, রিং করল বিসিআই স্টেশন চীফের নম্বরে। দ্বিতীয় রিঙে সাড়া দিল সে। 'কে বলছেন?'

'এম আর নাইন।'

'ওহ্, কখন পৌঁছলেন?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'কোন অসুবিধে হয়নি তো পথে?'

'না, ধন্যবাদ। এদিকের প্রস্তুতি কতদূর?'

'প্রায় কমপ্লিট। কয়েকটা বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন করেছি, দেখেশুনে যেটা উপযুক্ত বলে সাজেস্ট করবেন, সেটাই হবে।'

'ভেরি গুড। ওদের কাজ কেমন চলছে?'

'ধুমসে! উপযুক্ত কাউকে পেলেই ঝোলায় পুরছে। দু'দিন আগে হেড অফিস থেকে দামী এক মক্কেলও এসেছে এখানে।'

'তাই নাকি?'

'সে অবশ্য অন্য কাজে এসেছে, খোঁজ নিয়েছি আমি। আপনার লাইনের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই।'

'রাতটা বিশ্রাম নিতে চাই আজ। কাল সকালে দেখা হবে।'

সকাল ন'টা। ব্যালকনিতে বসে আছে রানা আর শাহেদ হোসেন, বিসিআইয়ের বৈরুত স্টেশন চীফ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হবে শাহেদ হোসেনের। ছোটখাট মানুষ। হাসিখুশি। কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল সে। 'যা বলছিলাম। ফ্র্যানযিনির ভাইয়ের ছেলে সে, লুই লাযারো।'

'লাযারো?' বলল রানা। 'ফ্র্যানযিনি নয়?'

'না। তবে ও যে সত্যিই তার ভাইপো, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আমি ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়েছি।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'চারদিন হলো এসেছে লোকটা।'

'কাল বললেন সে অন্য কাজে এসেছে, সেটা কি?'

'অলিভ অয়েল শিপমেন্টের কাজ, সব সময় নিজে উপস্থিত থেকে করায় সে কাজটা। আমেরিকায় ফ্র্যানযিনি অয়েল মোটামুটি নাম করা। এখান থেকেই আমদানী করা হয় তা।'

'আই সী!'

'চাচার হেরোইন তো নয়ই, অন্য যত দু'নম্বরী ব্যবসা আছে, তার কোনটার সাথেই এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে চাচার আস্থা আছে এর ওপর, কোনরকমে যদি একবার এর চোখে পড়া যায়, মনে হয় কাজ অনেক সহজে উদ্ধার হবে।'

আরও দু'কাপ কফি খেলো ওরা পর পর, নানানরকম সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল, অবশেষে সন্তুষ্ট হলো দু'জনই। পছন্দ হয়েছে পরিকল্পনা। সারাদিন হোটেলেই থাকল মাসুদ রানা। সন্ধের খানিক আগে শাহেদ হোসেনের এক সহকারী এসে একটা ম্যাপ আর চাবি দিয়ে গেল। আর দিল এক ম্যাগাজিন ফাঁকা গুলি। কেবল আওয়াজই করবে ওগুলো। ম্যাপের ওপরে একটা ঠিকানা লেখা। বৈরুত রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টের।

কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সহজে যাওয়া যাবে সেখানে, দেখিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটা। বৈরুত রানার যথেষ্ট পরিচিত, কাজেই একবার দেখেই চিনে ফেলল জায়গাটা। ফিরিয়ে দিল ম্যাপ। 'আপনার সুটকেস আর ব্রীফকেসটা দিন,' বলল সে। 'জায়গামত রেখে দিয়ে যাই।'

এক ঘণ্টা পর বের হলো রানা। পরনে জিনস্ ভেলভেট গেঞ্জি। তার ওপর চকলেট রঙের জ্যাকেট। বাঁ বগলের নিচে হোলস্টারে ঝুলছে ওয়ালথার। পিছনের ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে হোটেল ত্যাগ করল ও। হেঁটে রওনা হলো গন্তব্যের উদ্দেশে। জায়গাটা কাছেই। একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল রানা জায়গামত।

রেস্টুরেন্টের সামনের লটে প্রচুর গাড়ি পার্ক করা। রাস্তা অতিক্রম করে সেদিকে এগোল। ফুটপাথে পা রাখামাত্র এক খোঁড়া ভিক্ষুক পথ আগলে দাঁড়াল। 'বাখশিশ্, সাদিকি!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'বাখশিশ্!

বাখশিশ্, সাদিকি!'

রাত বলেই হাসি চাপার কোন চেষ্টা করল না রানা। আজব বেশ নিয়েছে শাহেদ হোসেন। পকেট থেকে মুঠো করা খালি হাত বের করে তার প্রসারিত হাতের ওপর রাখল ও। শূন্য হাত নাকের সামনে ফিরিয়ে নিয়ে দেখল শাহেদ, চেঁচিয়ে উঠল, 'শুক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্!' পরমুহূর্তে গলা খাদে নেমে গেল। 'ভেতরে বাঁ দিকের পাঁচ নম্বর টেবিলে বসেছে লুই। লাল টাই। আরেকজন আছে তার সাথে। ওদের দুই টেবিল আগে আছে আপনার "শত্রু"। চারজন। স্থানীয় আরব। অল্পবয়সী। ল্যাঙ মারবে ওরা আপনাকে।' আবার হাঁক ছাড়ল সে, 'শুক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্!'

কাঁচের সুইং ডোর অতিক্রম করার আগেই চট্ করে ভেতরের পরিস্থিতি বুঝে নিল মাসুদ রানা। এদিকে মুখ করে বসেছে লুই। তার সামনে চওড়া কাঁধের আরেকজন। মাঝের টেবিলটায় কনুইয়ের ভর রেখে বসেছে সে, নিচু গলায় কিছু বলছে লুই লাযারোকে। কথার তালে তালে বাঁ হাতে ধরা কাঁটা চামচ দোলাচ্ছে। তার দিকে এক কান ব্যস্ত রেখে একটা আস্ত মুরগির রোস্ট থেকে ঠ্যাং আলাদা করছে লুই।

ওদের এপাশে বসেছে রানার চার 'শত্রু'। বিশ-বাইশের ওপরে নয় কেউ। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দুই কোমরে হাত রেখে চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাল। চেহারায় ফুটে আছে ড্যাম কেয়ার ভাব। রেস্টুরেন্ট ভর্তি খদ্দের, খেয়ালই নেই সেদিকে। শিস্ বাজাচ্ছে জনপ্রিয় এক ইটালিয়ান গানের সুরে। খুব সম্ভব সেটাই আকৃষ্ট করল লুইকে, চোখ তুলে তাকাল সে, হাতের কাজ থেমে গেছে।

একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ, ঝুলে পড়ল চোয়াল। চেহারা দেখেই বোঝা যায় রানাকে চেনার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চিনে ফেলল সে, নিচু কণ্ঠে দ্রুত কিছু বলল সঙ্গীকে, সে-ও তাকাল। পা বাড়াল মাসুদ রানা। খদ্দেররা অনেকে বিরক্ত চোখে দেখল ওকে, খেয়াল নেই তবু। শিস্ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে। লুইদের পিছনের একটা খালি টেবিল চোখে পড়েছে, ওটায় বসার ইচ্ছে।

আরেকদিকে তাকিয়ে ছিল, তাই দেখতেই পায়নি ব্যাপারটা। দরজার দিকে মুখ করে মাঝের আইল ঘেঁষে বসা এক আরব যুবক সাঁৎ করে বাড়িয়ে দিল তার বাঁ পা, মুহূর্তে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল রানা। আওয়াজটা এত জোরে হলো যে ভেতরের প্রত্যেকে চমকে উঠল।

তখনই উঠল না মাসুদ রানা, মাথা ঘুরিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। ওর তিন হাত ডানে, হাত দুয়েক ওপরে লুই লাযারোর বিস্ফারিত চোখ দেখতে পেল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে পায়ের দিকে তাকাল ও। চার আরব যুবক চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে, মুখে 'কেমন দেখালাম!' ধরনের হাসি। অস্ফুটে জঘন্য এক ইটালিয়ান গাল দিল মাসুদ রানা, মাথা মেঝেতে রেখে দু'পা ভাঁজ করে নিয়ে এল মাথার দিকে। মুহূর্তখানেক কাত করা ইংরেজির ইউ'র মত পড়ে থাকল।

তারপর আচমকা স্প্রিঙের মত এক ঝট্‌কা মেরে নিজেকে সটান দু'পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলল। চারদিকে চাপা বিস্ময় আর শঙ্কার ধ্বনি উঠল। রেস্টুরেন্টে খেতে এসে কেউ সার্কাস আশা করেনি। ওদিকে যে যুবক ওকে ল্যাঙ মেরেছিল, তার মুখ শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। গোঁয়ারের মত তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, খপ্‌ করে চুলের মুঠি ধরে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল এক হ্যাঁচকা টানে। পরমুহূর্তে মাঝ পেটে রানার ভয়ঙ্কর এক হাল্‌কা হেভিওয়েট খেয়ে কুঁকড়ে গেল যুবক।

তার চুল ছেড়ে দিল রানা। উবু হয়ে থাকা আরবের নাকমুখ সই করে ডান হাঁটু তুলল বিদ্যুৎবেগে। থ্যাপ্‌! করে একটা আওয়াজ উঠল, পলকে সোজা হয়ে গেল যুবক। দর দর করে রক্ত ঝরছে নাক থেকে। টলছে। বাঁ দিকে খানিকটা কাৎ হয়ে দ্বিতীয় ঘুসি চালাল রানা চোয়াল বরাবর। এক পাক্‌ খেয়ে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল যুবক।

খাওয়া আগেই বন্ধ হয়ে গেছে সবার, যে যার জায়গায় বসে আছে মূর্তির মত। বয়-বেয়ারাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, ওদিকে ম্যানেজারকে ফোনের সাথে কুস্তি করতে দেখা গেল, পুলিস ডাকছে হয়তো। হঠাৎ যেন সচকিত হলো যুবকের অন্য তিন সঙ্গী, হুঙ্কার ছেড়ে একযোগে ছুটে এল তারা। চারদিক থেকে ঘেরাও করে ধরল মাসুদ রানাকে।

মনে মনে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে দিল ও। হাঁ করে রানার ওস্তাদি দেখতে থাকল লুই এবং তার সঙ্গী। মাটিতে পা প্রায় পড়ছেই না ওর, মৌমাছির ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর মত উড়ে উড়ে সমানে পিটিয়ে চলেছে তিন যুবককে। পার্থক্য শুধু রানার নড়াচড়া অনেক দ্রুতগতির। দেখতে দেখতে মার খেয়ে চেহারা ফুলে-ফেটে একাকার হয়ে গেল ওদের, রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা। প্রায় দশ মিনিট সমানে পিটিয়ে গেল রানা।

ততক্ষণে ধারেকাছের সমস্ত টেবিল খালি হয়ে গেছে, খদ্দেররা সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে। টেবিল-চেয়ার, প্লেট পীরিচ ইত্যাদি ভাঙচুর চলছে সমানে। কাঁটা চামচ, ছুরি শূন্যে উড়ছে, থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে আলো লেগে।

হঠাৎ ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল এক আরব যুবক। কোত্থেকে কে জানে, পিস্তল বের করে ফেলেছে সে। রানাকে বাগে পাওয়ার চেষ্টা করছে তফাতে দাঁড়িয়ে, চেঁচিয়ে সঙ্গীদের সরে যেতে বলছে সামনে থেকে। দেখল রানা ব্যাপারটা, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে। পলকে ওয়ালথার বের করে ট্রিগার টেনে দিল, বিকট কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল যেন ভেতরে। মুহূর্তে থেমে গেল সমস্ত গুঞ্জন।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরল পিস্তলধারী যুবক, তার অন্য হাতে ধরা আকাশমুখো অস্ত্রটা গর্জে উঠল। ঠক্‌ করে সিলিঙে গিয়ে বিঁধল লক্ষ্যহীন গুলি, বড় এক চাক প্লাস্টার খসে পড়ল সেখান থেকে। তখনই দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। দ্রুত ছুটে আসছে পুলিস। উপুড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেল গুলিবিদ্ধ যুবক। অনড় পড়ে থাকল। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল কোন মেয়ে।

অবস্থা দেখে ভড়কে গেল নিজ পায়ে তখনও খাড়া অন্য দুই আরব। ভয়ে ভয়ে একবার মাসুদ রানা, আরেকবার স্থির সঙ্গীকে দেখল, তারপর পিছাতে শুরু করল। আহত সঙ্গীকে দু'দিক থেকে ধরে টেনে হিঁচড়ে দরজার দিবে ছুটল—পালাচ্ছে। সাইরেন তখন বেশ কাছে এসে পড়েছে। পিস্তল বাগিয়ে তেড়ে গেল রানা, ইটালিয়ান ভাষায় যুবকদের চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে।

হঠাৎ বাহুতে টান পড়তে ঘুরে দাঁড়াল ও। লুই লাযারোর চওড়া কাঁধের সঙ্গী। লাযারো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে ওকে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ, অ্যামিগো?' ব্যস্ত গলায় বলল চওড়া কাঁধ। 'পুলিস এসে পড়ল বলে। ধরা পড়ে যাবে।'

'আরে রাখো!' টান মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিল ও। 'পুলিসের বাপেরও সাধ্য নেই আমাকে ধরে।'

'আহ্! মাথা ঠাণ্ডা করো। আমাদের সাথে এসো। আমরা জানি কোন পথে নিরাপদে সরে পড়া যাবে। প্রনটো!'

'কেন বিরক্ত করছ বলো দেখি? কারা তোমরা?'

'বললাম তো, অ্যামিগো। বন্ধু। এসো এসো। আমাদের সাথে গেলে তোমারই লাভ। কাম্! লুই, দৌড়ে যাও। গাড়ি নিয়ে পিছনের গলিতে এসো, আমি একে নিয়ে আসছি।'

'যাচ্ছি।' ছুটল লুই 'লাশ' টপকে।

দু'মিনিটের মধ্যে পিছনের সরু গলিতে অপেক্ষমাণ লুই লাযারোর দামী গাড়িতে এনে তোলা হলো মাসুদ রানাকে। ড্রাইভিং সীটে বসে চকচকে চোখে দেখছিল ওকে লুই, সঙ্গীর ধমকে হুঁশ হলো। ভোঁ করে গাড়ি ছোটাল সে। ততক্ষণে রেস্টুরেন্টের সামনের দিকটা ঘেরাও করে ফেলেছে পুলিস।

'বাঁচলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল চওড়া কাঁধ। মুগ্ধ চোখে দেখছে রানাকে। 'আরেকটু দেরি হলে ধরা পড়ে যেতে তুমি।'

রানা কিছু বলল না। আনমনে ঘাড় ডলছে।

## তিন

'কোনদিকে যাব?' গাড়ি বড় রাস্তায় তুলে জানতে চাইল লুই।

'থিভস্ কোয়ার্টার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'নর্থ এন্ডে।' মনে মনে বলল, বাসা চিনতে ভুল না হলেই বাঁচি।

'সেখানে কি?' ঘুরে তাকাল পাশে বসা চওড়া কাঁধ।

ঘাড় ডলতে লাগল ও মুখ বিকৃত করে। 'আমার আস্তানা।'

'ওখানে থাকো তুমি?' খানিকটা বিস্মিত দেখাল তাকে।

'তা বলতে পারো। কিন্তু তোমরা কারা বলো তো? কোন মতলবে সেধে সাহায্য করছ আমাকে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অ্যামিগো?' হাসল লুই। 'সাক্ষাৎ যখন হয়েই গেল, কারণটাও জানতে পারবে। আশা করি সেটা খারাপ লাগবে না তোমার।'

'এনিওয়ে, সময়মত সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ। নইলে সত্যিই হয়তো ধরা পড়ে যেতাম আজ পুলিসের হাতে।'

দাঁত বের করে হাসল চওড়া কাঁধ। 'আমি অ্যান্টনি মুসো। আর ও লুই লাযারো।'

'আমি...' থেমে গেল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ভার ওদের ওপর ছেড়ে দিল।

'বলতে হবে না, ভায়া। তোমাকে মনে হয় চিনেছি আমরা।' সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল মুসো।

সিগারেট শেষ হওয়ার আগেই জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা। থিভস্ কোয়ার্টার, বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট। প্রচুর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা, প্রায় চার হাজার মেয়ে আর তাদের খদ্দেরদের পদভারে কম্পিত। পীক্ আওয়ার চলছে এখন। গাড়ি থেকে নামল ওরা। চারদিকে তাকিয়ে হুপিং কাশির রুগীর মত বিচ্ছিরি আওয়াজ করে হাসল মুসো।

'বেড়ে জায়গা বেছে নিয়েছ তুমি। ইচ্ছে হলেই পছন্দমত একটাকে ধরে এনে...' রানাকে কটমট করে তাকাতে দেখে ব্রেক কষল সে। 'সরি, অ্যামিগো। আমি ঠাট্টা করে বলেছি।'

'আমি তোমার দুলাভাই নই। এ ধরনের নোংরামি পছন্দ নয় আমার।'

চেহারা কালো হয়ে গেল মুসোর। 'আর কখনও হবে না।'

'যা হোক,' লুইর উদ্দেশে বলল ও। 'তোমরা আমার উপকার করেছ আজ। এখন তোমাদের এক কাপ কফি অন্তত না খাওয়ালে অভদ্রতা হয়ে যাবে। এসো।'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। কোন সমস্যা হলো না ঘরটা খুঁজে পেতে। ওটার খোলা বারান্দার ধাপের সাথেই স্ট্রীট লাইটের একটা পোস্ট। রানার মাথা বরাবর তার গায়ে ছয় ইঞ্চি চওড়া লাল রঙের বর্ডার আঁকা—শাহেদ হোসেনের কাজ। মেয়ে বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত বেখেয়াল পুরুষদের গুঁতো আর মেয়েদের লোভনীয় অঙ্গভঙ্গি, দৃষ্টিবাণ ইত্যাদি ইত্যাদি ভরা নির্লজ্জ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে এগোল মাসুদ রানা।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। আলোটা অল্প শক্তির। লালচে। ঘরের ওপর চোখ বোলাল ও। একটা খাট, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার এবং একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, এই হলো সম্বল। ওর সুটকেসটা চেস্টের ওপর রাখা আছে, ব্রীফকেস বিছানার ওপর। চাদর-বালিস এলোমেলো। সব কিছুতে একটা অগোছাল ভাব।

ওদের বসতে বলে দরজা বন্ধ করল রানা। জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে মারল বিছানার ওপর। ভেলভেট গেঞ্জির নিচে ওর পাকানো পেশীর অস্তিত্ব টের পেয়ে ঢোক গিলল লুই লাযারো। শোল্ডার হোলস্টার খুলে ফেলল রানা, পিস্তলটা

কোমরে গুঁজল। তাই দেখে নিঃশব্দে হাসল লুই। 'তুমি খুব সতর্ক মানুষ।'
শুনেও না শোনার ভান করল ও। 'কফির সাথে আর কিছু চলবে?'
'ধন্যবাদ,' বলল লুই। 'আমরা এখন কিছু খাব না। তারচে' বরং বোসো, তোমার সাথে দুটো কথা বলি।'
'কারও জন্যে যদি আমার রাতের খাওয়া বরবাদ হত, আর সে যদি পরে কিছু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করত, আমি কিন্তু ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতাম।'
হাসল লুই। মানুষটা ছোটখাট, গোবেচারা চেহারা। সাদামাঠা। তবে দেখতে যাই হোক, কোন মাফিয়া ডনের ভাইপোকে হাবলা মনে করা ঠিক হবে না, নিজেকে সতর্ক করল রানা। মুসো প্রায় ওরই মত লম্বা, পাশে একটু বেশি। বয়সেও দু'জনেই প্রায় রানার সমান।
'সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে যা পেয়েছি, তার মূল্য অনেক বেশি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বিছানা ইঙ্গিত করল লুই। 'বোসো।'
'অন্তত এক কাপ কফি...'
'কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। তুমি বোসো তো!'
বসল মাসুদ রানা। 'তোমরা ইটালিয়ান?' সিগারেট অফার করল দু'জনকে, নিজেও ধরাল।
'হ্যাঁ,' বলল মুসো।
'ব্যবসায়ী?'
'হ্যাঁ। অলিভ অয়েলের ব্যবসা আছে এঁর,' লুইকে দেখাল সে। 'অনেক বড় ব্যবসা।'
'আর তুমি?'
'আমি? আমি এঁর সহকারী।'
'অ।'
'কিছু মনে কোরো না,' বলল লুই। 'এরকম এক জায়গায় থাকার কোন বিশেষ কারণ আছে তোমার?'
যা ব্যাটা! কে বলল তোকে আমি এখানে থাকি? 'হ্যাঁ।'
'পুলিস?'
চোখ কোঁচকাল ও। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছ?'
চাপা, তবে হো হো করে হাসল লুই। 'খবরের কাগজ পড়ো?'
'মানে?'
'মানে, জানতে চাইছি খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চোখ বোলাও কি না?'
ঠোঁট ওল্টাল রানা। 'সময় কোথায়?'
'তা বটে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বৈরুতের সমস্ত বড় বড় পত্রিকায় যে টনি ক্যানযোনেরিকে ধরিয়ে দেয়ার আহবান ছাপা হচ্ছে পুলিসের তরফ থেকে, সে খবরটাও কি জানা ছিল না তোমার?'
'হ্যাঁ, তা জানি। তবে...' হঠাৎ সচকিত হলো মাসুদ রানা, চট্ করে তালা মারল মুখে। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে, এমন চেহারা করল। দু'জনকে দেখল পালা করে 'তোমরা... তোমরা তাহলে চিনে

ফেলেছ আমাকে?'

বিজয়ের হাসি ফুটল লুইর মুখে। 'ডাই মেখে চুল কালো করেছ বটে, কিন্তু কপালের দাগটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আরও সত্যি কথা হচ্ছে, তোমাকে রেস্টুরেন্টে দেখামাত্র সন্দেহ জেগেছিল আমার। শিওর হয়েছি পরে।'

আপনমনে মাথা দোলাল অ্যান্টনি মুসো। 'গ্রেট! গ্রেট! তোমার মত দুর্দান্ত, বেপরোয়া মানুষ আর দেখিনি। ফ্যানটাস্টিক! তুমি এত ফাস্ট, এত কুইক যে...'

'আরে না! ওটা ছিল জাস্ট রিফ্লেক্স অ্যাকশন।'

প্রবল বেগে মাথা দোলাল লুই। 'অসম্ভব! বেপরোয়া মানুষ ছাড়া কারও পক্ষে ওরকম সিংহের মত লড়াই করা সম্ভব নয়। চারজনের সাথে একা একজন...ওহ্, গড! ওসব সিনেমায় মানায় ভাল।'

'তিনজন,' শুধরে দিল মাসুদ রানা। মাছ যে এখন ছিপ্‌সহ ওকেও গিলতে আসছে, বুঝতে পেরে পুলক অনুভব করল।

'ওই হলো, একই কথা। বাপরে বাপ্! সবচে' বড় জিনিস হচ্ছে সাহস। ওটা যার মধ্যে মাত্রা ছাড়া আছে, সেই পারে ওভাবে লড়তে। বিশ্বাস করো, এমন লড়াই দেখালে তুমি আজ, জীবনেও ভুলব না।'

একই বাক্সে ভোট দিল মুসো। 'আমিও না।'

'নাহ্!' চট্ করে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'তোমরা এত প্রশংসা শুরু করে দিলে, রীতিমত লজ্জায় পড়ে গিয়েছি। বোসো, আমি কফি নিয়ে আসি। এরপরও যদি তোমাদের খালি মুখে যেতে দেই, পাপ হবে আমার।'

পা বাড়াল রানা, পরক্ষণে মৃদু ঠক্ শব্দে পায়ের কাছে কি যেন পড়ল। সেই অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। সময় বুঝে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছে রানা। ঝুঁকে তুলল টিউবটা। 'কি?' বলল লুই।

'ওই ইয়ে আর কি!'

'কি, বলতে আপত্তি আছে?'

'থাকলেই কি?' সুন্দর করে হাসল ও। 'আমিই যখন ফাঁস হয়ে গিয়েছি, এ জিনিসের কথা লুকিয়ে রেখে কি লাভ?' টিউবটা ছুঁড়ে দিল রানা। খপ্ করে ক্যাচ্ ধরল মুসো। 'দেখতে থাকো। আমি আসছি কফি নিয়ে।' কিচেনের দিকে পা বাড়াল ও। দু'পা গিয়ে থামল। 'খবরদার! চাখতে গিয়ে ঝামেলা বাধিয়ে বোসো না যেন। খাঁটি মাল।

পাঁচ মিনিট পর ট্রেতে তিন কাপ কফি সাজিয়ে ফিরে এল ও। 'নাও।' ভালো করে দু'জনকে দেখল। বুঝল, কাজ হয়েছে। ওদের চাউনিতেই লেখা আছে সে কথা। কেমন এক চোখে দেখছে তো দেখছেই ওরা রানাকে।

'এটা কোন্ সাহসে রেখে গেলে আমাদের কাছে?' বলল মুসো। 'ব্যবসা যখন করো, নিশ্চই এটুকুর দামও ভালই জানো। যদি নিয়ে পালিয়ে যেতাম আমরা?'

হাসি হাসি মুখ বদলে গেল। পিলে চমকানো শীতল চাউনি দিল রানা। দু'জনকেই দেখল। 'আমার আরও গুণ আছে, যা পুলিসের অজানা। পত্রিকায়

ছাপা হয়নি। যার একটা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করার প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা। সে ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের খুঁজে বের করতাম আমি। মৃত্যুর সময় দুটোর জায়গায় তিনটে করে চোখ হত তোমাদের।'

'আরে দূর!' ফ্যাকাসে হাসি ফুটল লুইর মুখে। বেশ বোঝা যায় কলজে কেঁপে গেছে। 'ও তো একটা কথার কথা।'

রানার চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। 'কিন্তু আমি যা বললাম, সেটা কথার কথা নয়। ঝুঁকি নিতে চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারো।'

মিনিটখানেক আওয়াজ বের হলো না কারও গলা দিয়ে। রানার চোখে চোখে তাকাতেও অস্বস্তি বোধ করছে।

'নাও,' নরম হলো ও। 'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি।'

ওকে আড়াল করে কপালের ঘাম মুছল লুই, কাঁপা হাতে তুলে নিল কাপ। সহজ হতে বেশ সময় লাগল ওদের। মুসোর ওপর যে চটে গেছে লুই, তা বেশ বোঝা যায়। ওর জন্যেই তাকে এত কড়া কড়া কথা শুনতে হলো। 'কাল ধরো যদি সন্ধের পর আসি,' বলল লুই। 'পাব তোমাকে?'

'কেন বলো তো?'

'ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করতাম।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। 'না হে!' কন্টেইনারটা শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিল। 'আমি পাউডার ম্যান। তোমার অলিভ অয়েলের ব্যবসায় মোটেই আগ্রহী নই আমি। সরি, অ্যামিগো।'

ওর প্রাণখোলা হাসি ভয় ভাঙিয়ে দিল লুইর। ঝুঁকে বসল সে, চকচক করছে চাউনি। 'তার চাইতেও অনেক অনেক বড় ব্যবসার প্রস্তাব দিতে চাই আমি,' প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল লোকটা।

'আমি জীবনে কারও অধীনে কাজ করিনি, লুই। স্বাধীনভাবে কাজ করা অভ্যেস আমার। তাছাড়া...'

'প্লীজ! এখনই না বলে বোসো না। আগে শোনো আমি কি প্রস্তাব দেই, তারপর ভেবেচিন্তে বোলো। তারপরও পছন্দ না হলে বুঝব আমাদেরই বরাত মন্দ। কি বলো?'

চিন্তার ভান করল ও। 'তুমি যদি মুখ ব্যথা করতে চাও, আমার শুনতে আপত্তি নেই। তবে আমার অনুমান, কষ্ট বৃথা যাবে তোমার।'

'যায় যাবে। সে জন্যে কোন অভিযোগ থাকবে না আমার।'

শ্রাগ করল রানা। চেহারায় স্পষ্ট অনাগ্রহ। 'বেশ।'

'কখন আসব তাহলে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লুই।

'এই তো বিপদে ফেললে। কখন যে কোথায় থাকব আমি, আগে থেকে বলা মুশকিল।'

'কেন? দিনে যেখানেই যাও, রাতে নিশ্চই এখানে...'

মাথা দোলাল রানা। 'বর্তমানে এখানে আমি আছি ঠিকই, কিন্তু মাত্র দু'দিন থেকে। এরকম কয়েকটা আস্তানা আছে আমার, কখন যে কোথায় থাকব বলা খুবই মুশকিল। বোঝোই তো, এক জায়গায় থাকা আমার জন্যে

মোটেই নিরাপদ নয়। বেশি তেড়িবেড়ি দেখলে হোটেলেও উঠি।'

'তাহলে কি করা যায়?' চিন্তিত মনে মুসোর দিকে ফিরল লুই। 'পেয়েছি। রেড ফেজ রেস্টুরেন্ট চেনো?'

'নিশ্চই!'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে কাল ওখানে ডিনার করব আমরা। আমরা তিনজন। ওকে?'

'উম্‌ম্‌! ওকে। তবে খুব বেশি ভরসা কোরো না আমার ওপর।'

'সে আমি বুঝব। তুমি চলে এসো। ক'টায়?'

'ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছব আমি।'

আসন ছেড়ে হাত বাড়াল লুই লাযারো। 'আজ চলি তাহলে। তোমার সাথে সন্ধেটা চমৎকার কাটল।'

পরদিন। রেড ফেজ। আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এদের। খোলামেলা টেবিল নেই একটিও, প্লাইউডের ছোট ছোট খুপরির মধ্যে বসানো প্রতিটি। আগে থেকে রিজার্ভ করা খুপরিতে বসেছে ওরা। লুই আর মুসো বসেছে পাশাপাশি। ওদের মুখোমুখি বসা মাসুদ রানা। লুই লাযারোর গাঁটের টাকায় রাজকীয় ভোজনপর্ব সারা হয়েছে। এ মুহূর্তে কফি পান করছে ওরা, হাতে সিগারেট।

'কথাটা সরাসরি কি ভাবে পাড়া উচিত, এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি আমি, টনি,' বলল লুই। 'কিন্তু এখনও ঠিক করতে পারিনি। আবার না পেড়েও উপায় নেই।'

'কি কথা? ব্যবসার প্রস্তাব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তোমার কোন কাজে লাগতে পারব বলে মনে হয় না।'

'আগে শুনে তো নাও।'

'আমি কি বলেছি শুনব না?'

দ্বিধাগ্রস্তের মত হাসল লুই। 'কিন্তু আমার বলার স্টাইল যদি পছন্দ না হয়, রাগ কোরো না যেন।'

'পাগল! যে দামী দামী খাবার খাওয়ালে আজ, তাতে চেষ্টা করলেও ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, অন্তত এক সপ্তার মধ্যে তো নয়ই। বলে যাও, আমি শুনছি।'

'ধন্যবাদ। তোমার পাসপোর্টটা দেখাবে দয়া করে?'

'দিলে তো বিপদে ফেলে? ওই জিনিস নেই বলেই না এখনও এখানে পড়ে আছি। নইলে কবে ফিরে যেতাম আমেরিকা।'

'তুমি আমেরিকা যেতে আগ্রহী?'

'অবশ্যই! ওটাই তো আমার আসল জায়গা।'

'পাসপোর্ট নেই কেন?'

'ছিল। ও দেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় পথে কোথাও হারিয়ে গেছে। খুব হুড়োহুড়ির মধ্যে আমেরিকা ছাড়তে হয়েছিল, ইউ নো।'

'বুঝেছি। ধরো, এখন যদি তোমার আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই আমি, নতুন পাসপোর্ট তৈরি করিয়ে দিই, যাবে?'

'আমেরিকান পাসপোর্ট?'

'অবশ্যই।'

'বিনিময়ে আমার কাছে কি আশা করো তুমি না জেনে বলি কি করে?'

'আচ্ছা, বেশ। তাহলে আগে বলো, আমেরিকা গিয়ে কি করবে তুমি?'

'আমার যা কাজ, তাই।'

'হেরোইন ব্যবসা?'

'হ্যাঁ। এই একটা কাজই তো করেছি এতকাল।'

'কিন্তু এ ব্যবসায় তো মারাত্মক ঝুঁকি আছে।'

'কোন ব্যবসায় ঝুঁকি নেই বলো দেখি!'

কপাল চুলকাল লুই। 'সে-তর্ক থাক। এ ব্যবসায় তোমার মাসে কত আয় হয়?'

'আমি আসলে পাইকারী কিনে খুচরা বিক্রি করি। আয় যাই হোক, একা একজনের খরচ তো, চলে যায় মোটামুটি।'

'ভালই চলে, এই তো?'

কফির তলানিতে সিগারেট ঠেসে ধরল রানা, ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'হ্যাঁ, ভালই চলে।'

'আমি জানি না অঙ্কটা কি রকম দাঁড়ায়, তবু অনুমানে একটা ধরে নিলাম। ধরো, তোমাকে ও দেশে নিয়ে মাসে-মাসে যদি তার দশ গুণ টাকা দিই আমি, তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে না?'

'অঙ্কটা কত ধরেছিলে, দশ ডলার?' হাসল ও।

কিন্তু লুই লাযারো গম্ভীর। মুসোও তাই। 'আমি পাকা ব্যবসায়ী, টনি। ব্যবসা নিয়ে আলোচনার সময় ঠাট্টা করি না। আমি পাঁচ হাজার ডলার ধরেছিলাম।'

একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর দু'চোখ। লোভের ঝিলিক ফুটল চোখে। 'বলো কি! তার মানে…'

'হ্যাঁ। ফিফটি থাউজ্যান্ড অফার করছি আমি, প্রতি মাসে।'

আহাম্মকের মত চেহারা হলো মাসুদ রানার। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। 'এত? ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমার।'

'তুমি আমার আসল পরিচয় জানো না বলেই এ কথা বললে। তাছাড়া তোমার সন্দেহও অমূলক নয়। তাই বলছি, আমার যে কাজ তোমাকে দেয়া হবে, তাতে ঝুঁকি সামান্য, প্রায় নেই-ই বলা চলে। অন্তত সারাক্ষণ পুলিসের তাড়া খাওয়ার ভয় থাকবে না। আমি সে গ্যারান্টি দেব। তোমার মত দুর্দান্ত সাহসী একজনকে চাই আমার, টনি।'

কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল রানা। নীরবে টানতে লাগল। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল, নজর মেঝেতে সেঁটে রয়েছে। লুই-মুসো, দু'জনেই বুঝল লোভে পেয়ে বসেছে টনি ক্যানযোনেরিকে। সেই সাথে দ্বিধায়ও ভুগছে।

সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না রানা। 'প্রস্তাবটা আমার মত ব্যবসায়ীর জন্যে অবিশ্বাস্যরকম লোভনীয়, লুই। ধন্যবাদ। কিন্তু আমার লোভ-টোভ নেই। তোমার অফার গ্রহণ করতে পারলে খুশি হতাম, সত্যি। কিন্তু আমি অন্যের অধীনে কাজ করতে পছন্দ করি না, কালই সে কথা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

ঝুঁকে এল লুই লাযারো। 'তোমাকে কারও অধীনে কাজ করতে হবে না। বরং অন্য সবাই তোমার অধীনে কাজ করবে। এমন কি আমাকেও হয়তো এক সময় তোমার অধীনেই কাজ করতে হবে। যদি তোমাকে চাচার পছন্দ হয়।'

'চাচা?'

'হ্যাঁ, জোসেফ ফ্র্যানযিনি। অলিভ অয়েলের ব্যবসা আসলে আমার চাচার। ওঁর কোন সন্তান নেই, তাছাড়া পঙ্গু মানুষ, তাই আমিই চালাই এ ব্যবসা।'

'জোসেফ ফ্র্যানযিনি!' জুলফি চুলকাল রানা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমার কোম্পানির নাম কি ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল লুই। 'আরে! তুমি জানলে কি করে?'

'কি যে বলো না! ও দেশে কত বছর কেটেছে আমার জানো? তাছাড়া তোমাদের তেল তো খুব নাম করা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কিন্তু এখানে কেন এসেছ তুমি? কি কাজে?'

'তুমি জানো না, বিশ্বের অর্ধেক অলিভ অয়েল এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। লেবানন, জর্ডান আর সিরিয়ায়। দু'মাস অন্তর এখানে আসতে হয় আমাকে তেল সংগ্রহের জন্যে। জাহাজে করে তেল নিয়ে যাই।'

সিরিয়া! মাথার মধ্যে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল মাসুদ রানার। তেলের সাথে নুসাইবিনের হেরোইনও যায় নাকি জাহাজে চেপে? 'ও, আচ্ছা! বুঝলাম।'

'এ তো মাত্র একটা। আরও অনেক ব্যবসা আছে চাচার। অনেক।'

'কি কি?'

'সে সব পরে ধীরেসুস্থে জানতে পারবে।'

'তোমার চাচা পঙ্গু?'

'একদম। হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না।'

'কি হয়েছিল?'

'আজব ধরনের এক নিউরোলজিক্যাল অসুখ, মাল্টিপল এসক্লেরোসিস। ফলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে। সে অনেক আগের কথা। শুনেছি আমার জন্মের আগেই হুইল চেয়ার নিতে হয়েছে তাঁকে।'

'ভেরি স্যাড।'

'হ্যাঁ। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পঙ্গু হয়েছেন চাচা, সেই থেকে হুইল চেয়ার তাঁর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।'

'বয়স কত?'
'প্রায় সত্তর।'
'ওরে বাবা! তার মানে অর্ধেক জীবনই বসে কেটেছে তোমার চাচার?'
'হ্যাঁ। কিন্তু পঙ্গু হলে কি হবে, স্বাস্থ্য এখনও বাঘের মত। রেগে গেলে সিংহের মত গর্জন ছাড়েন।'
ভাল ভাল, ভাবল ও, বাঘ-সিংহ দুটোই এক সাথে শিকার করা যাবে। 'বুঝলাম।'
'কি?' ঝুঁকে এল লুই। 'আগ্রহ বোধ করছ?'
'তোমরা কোথাকার, আই মীন, ইটালির কোন···
'সিসিলি।'
'হোয়াট!' খুশি হওয়ার ভান করল রানা।
'হ্যাঁ, অবশ্য আমি আমেরিকান। আমার বাপ-চাচা সিসিলির।'
'তোমার বাবা?'
'বেঁচে নেই।'
'ও। তুমি তাহলে সিসিলিয়ান-আমেরিকান? গুড। পুরো নাম কি যেন তোমার?'
'লুই লাযারো।'
'কেন, লাযারো কেন?'
'সে না হয় পরে শুনো। আগে আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে কি ঠিক করলে, তাই বলো।'
মাথা চুলকাল রানা। 'মুশকিল হলো আমার ব্যাপারে প্রায় সবই জানা আছে তোমার, অথচ তোমার ব্যাপারে আমি এখনও তেমন কিছু জানতে পারিনি। তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কি করব। এমনিতে তোমার প্রস্তাব খুবই লোভনীয়, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এবং সেই সাথে সন্দেহজনকও বটে। সবে চব্বিশ ঘণ্টা হলো আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, এর মধ্যে এরকম অপ্রত্যাশিত এক প্রস্তাব পেলাম, কেমন যেন রহস্যময় লাগছে আমার। এটা যে কোন ফাঁদ নয়, তোমরা যে পুলিসের লোক নও, কি করে বুঝব আমি?'
মুসোর দিকে ফিরে শ্রাগ করল লুই ঠোঁট উল্টে। ভাবখানা, উজবুকটা বলে কি দেখো! 'তোমার মত মানুষ এমন বোকার মত য্যা-তা সন্দেহ করে বসবে ভাবিনি। সোজা কথাটা বুঝছ না কেন? পুলিস হলে তো কালই ধরে নিয়ে যেতাম তোমাকে।'
'তা অবশ্য ঠিক।' ফের চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ডন ফ্র্যানযিনির কথা ভাবছে। নিউ ইয়র্কের মাফিয়া জগতে 'পপআই' নামে পরিচিত সে। ওখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাফিয়া পরিবারের ডন। কমিশনের অন্যতম সদস্য। প্রথম জীবনে প্রচুর অর্থ কামিয়েছে জোসেফ শুধু জলপাই তেল বিক্রি করে। এ লাইনে যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে আমেরিকান হোক বা ইটালিয়ান, কঠোর হাতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে এই লোক।
ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে এমন কোন নিষ্ঠুর

উপায় ছিল না যা সে অবলম্বন করেনি। কত মানুষ যে মরেছে জোসেফ ফ্র্যানযিনির হাতে, কত পরিবার পথে বসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। যেমন ছিল তার ব্যবসায়ীক কূটবুদ্ধি, তেমনি পাথরের মত কঠিন হৃদয়। নিজের উন্নতির পথের সমস্ত বাধা দু'হাতে উপড়ে ফেলে এগিয়ে গেছে সে, কারও ক্ষমতা ছিল না তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নিউ ইয়র্কের মাফিয়া জগতে লোকটা ছিল কাল কেউটের মত বিষাক্ত, ক্ষমাহীন, নির্দয়, নেকড়ের মত হিংস্র, শেয়ালের মত ধূর্ত, হায়েনার মত লোভী-স্বার্থপর আর সিংহের মত পরাক্রমশালী। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তার আরেক নাম ছিল পপ, যার অর্থ ফট্ জাতীয় শব্দ। বা গুলির আওয়াজ। জীবনে এত গুলি খরচ করতে হয়েছে তাঁকে সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যে যে শেষ পর্যন্ত সেটাই তার আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় চোখের জন্যে অনেকে ডাকে: পপ আই।

তার আজ উপযুক্ত নির্বাহীর অভাব দেখা দিয়েছে। জোসেফ ফ্র্যানযিনির সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে এখন দুর্দান্ত সাহসী, বেপরোয়া লোক চাই। সময় কতকিছুই না পাল্টে দেয়।

'কি হলো?' বলে উঠল লুই। 'মাথা দোলাচ্ছ যে?'

'ভাবছি।' আবার সিগারেট ধরাল ও।

'বেশি ভাবলে মাথা গুলিয়ে যায়, টনি। রাজি হয়ে যাও। এত চমৎকার সুযোগ জীবনে আর নাও পেতে পারো।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'গুড। এখনই যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারো, খুব ভাল হয়। তাহলে এখান থেকে এক জায়গায় নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

'কোথায়?'

'সেইন্ট জর্জেস হোটেলে।'

এই মরেছে! 'কেন?'

'ওখানে চাচার রিক্রুটিং অফিসার আছে। তার সামনে…'

'আমি কোন ইন্টারভিউ দিতে রাজি নই, লুই।'

'আরে না না! সে ধরনের কিছু না। মহিলা কেবল দেখবে তোমাকে, আর কিছু না।'

'মহিলা রিক্রুটিং অফিসার?'

'হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক চীজ। তোমার কোন ভয় নেই, আমি থাকব সাথে।'

শীতল হয়ে এল ওর চাউনি। 'আমি কাউকে ভয় করি না, লুই। কথাটা খুব ভাল করে মনের মধ্যে গেঁথে নাও। যদি আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হই, ভবিষ্যতে সেটা কাজে আসবে, হয়তো।'

'সরি, অ্যামিগো। শব্দটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম চিন্তার কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। আজ চলি। ভেবে দেখব তোমার প্রস্তাব।'

'কিন্তু…'

'কাল রাতে এসো। তখন সিদ্ধান্ত জানাব।'
'কোথায় আসব? কখন?'
'এখানে। একই সময়।'
কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

## চার

দিনটা লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াল রানা। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানা চিন্তা। বেশিরভাগই অশুভ। রাহাত খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এ পর্যন্ত ভালই এগিয়েছে বলা চলে। প্রায় অনায়াসেই জোসেফের লোকের চোখে পড়েছে রানা।

সত্যি? না আর কিছু আছে ভেতরে? সত্যি কি এতই প্রভাবিত হয়েছে লুই? চাচার রিক্রুটিং অফিসার ওকে অনুমোদন করবে কি না, না জেনেই এত বড় এক অঙ্ক অফার করে বসল···অস্বাভাবিক নয়? তারওপর জানা গেছে, চাচার কোন বেআইনী ব্যবসার সাথে লুই লাযারোর সম্পর্ক নেই। অথচ ওকে দলে টানার তার মরিয়া চেষ্টা দেখে মনে হয় তা সত্যি নয়। সম্পর্ক আছে। হয়তো আমেরিকার হেরোইনের চালান তেলের সাথে লুই নিজেই নিয়ে যায় জাহাজে করে। দেখানোর জন্যে হয়তো ওপরে ওপরে ভান করে কিছু না জানার।

কাঁধ ঝাঁকাল ও, মনে হয় না। মানুষ চেনার ক্ষমতা কিছুটা হলেও আছে ওর। লুইকে যতটুকু দেখেছে, তাতে মনে হয় খবরটা সত্যি, তেলের ব্যবসা ছাড়া ফ্র্যানযিনির আর কোনও ব্যবসার সাথে নেই সে।

রানাকে দলে টানার জন্যে ব্যস্ততা একটু বেশিই দেখিয়েছে লুই, সন্দেহ নেই তাতে। তবে এসবের মধ্যে কোন ফাঁক আছে বলে মনে হয় না। হয়তো মেজর জেনারেলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী খুব সমস্যায় পড়েছে ডন, অর্গানাইজেশন চালানোর উপযুক্ত মানুষের অভাব ঘটেছে, তাই যেচে চাচাকে সাহায্য করতে চাইছে লুই। টনি ক্যানযোনেরির মত উপযুক্ত একজনকে হাতছাড়া করতে চাইছে না। হয়তো একবারে ওকে চাচার সামনে হাজির করে চমকে দিতে চায় তাকে, খুশি করতে চায়। এক কাজে এসে দু'কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ যখন পাওয়াই গেল, ছাড়বে কেন সে?

হতে পারে না? খুব পারে। তাছাড়া একেবারে অজানা-অচেনা, সন্দেহজনক কাউকে তো বেছে নেয়নি লুই। নিয়েছে, মানে, নিতে চাইছে টনি ক্যানযোনেরিকে। কুখ্যাত মানুষ। পুলিসের খাতায় যে রীতিমত স্টার মার্ক পাওয়া মেধাবী অপরাধী। হেরোইন ব্যবসা, মারামারি-খুনোখুনিতে যার কোন জুড়ি নেই, এমন একজনকে শুধু সে কেন, প্রত্যেকেই নিজের দলে টানার চেষ্টা করবে। এতে দোষের কিছু নেই।

সেদিন যদি ওর জায়গায় জোসেফ ফ্র্যানযিনি নিজে থাকত রেস্টুরেন্টে, নিজের চোখে মাসুদ রানার, থুড়ি, টনি ক্যানযোনেরির 'বাহাদুরি' দেখত, সে কি বসে থাকত? বিশেষ করে অর্গানাইজেশনের এই অবস্থায়? মোটেই না। লুই লাযারো বরং অল্পই অফার করেছে, সে করত আরও বেশি। প্রয়োজন বুঝে আর কি!

অশুভ চিন্তা দূর করে দিল রানা। বিষয়টা ওপর থেকে যেমন দেখা যাচ্ছে, সেটাই সত্যি। অনর্থক এর মধ্যে বিপদ খুঁজে বেড়ানোর কোন যুক্তি নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে অবশ্যই। লুই লাযারো নির্বোধ এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। সাপের বাচ্চা সাপই হয়।

নিজের দাম বাড়ানোর জন্যে সেদিন গেল না রানা রেড ফেজে। ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষার পর হতাশ মনে ফিরে গেল লুই লাযারো। ওর আস্তানায় ঢুঁ মেরে গেল ফেরার পথে, সেখানেও পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে রানাকে পাকড়াও করল লুই আর মুসো।

'কি ব্যাপার, কাল এলে না যে?' বলল লুই। 'তোমার জন্যে দু'ঘণ্টা বসে থেকে হয়রান হলাম শুধু শুধু।'

'দুঃখিত। মনস্থির করতে সময় বেশি লেগে গেল।'

'ওয়েল! করেছ?'

'হ্যাঁ।'

ওর চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ হলো লুই লাযারোর। হতাশার ছায়া খেলে গেল মুখের ওপর দিয়ে। 'তুমি রাজি না?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ? কিসের "হ্যাঁ"?'

'আমি রাজি। অন্তত হোটেল পর্যন্ত যেতে রাজি।' লুইর চেহারায় নির্ভেজাল আনন্দের ঝিলিক দেখে ওর মনের ভেতরটাও পড়ে নিল মাসুদ রানা। লোকটা আসলেই সহজ-সরল। 'তারপর যদি তোমার চাচার রিক্রুটিং অফিসারের আমাকে পছন্দ না হয়...'

'আরে গুলি মারো রিক্রুটিং অফিসারের!' আনন্দে দিশেহারা দশা হলো লুইর। 'তোমার মত একজনকে নেবে না তো কাকে নেবে? সে যাক, এখন বলো কখন নিতে আসব তোমাকে?'

'আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'ওয়াদা?'

'ওয়াদা। সেইন্ট জর্জেসে তো?'

'হ্যাঁ। মহিলা ওখানেই আছে।'

'ক'টায়?'

'তোমার সুবিধেমত সময় বলো।'

'সন্ধে আটটা?'

'ঠিক আছে। আমি লাউঞ্জে তোমার অপেক্ষায় থাকব। দেরি কোরো না যেন।'

'ঠিক আটটায় পৌঁছব আমি।'

নির্দিষ্ট সময়ে এল রানা। মাথায় একটাই চিন্তা, সেদিনের ডেস্ক ক্লার্ক আজও আছে কি না ডিউটিতে, নাম ধরে ডেকে বসে কি না ওকে লুইর সামনে। তেমন কিছু ঘটলে কাটানোর জন্যে গল্প তৈরি করেই রেখেছে। তবু, এড়িয়ে যাওয়া গেলে ভাল হয়। লাউঞ্জে পা রেখে নিশ্চিত হলো রানা, নেই সে। ডেস্কে অন্য লোক।

এক মাইল দূর থেকে ডান হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল লুই লাযারো, হাসি সিকি মাইল চওড়া। ব্লু সিল্কের স্যুট পরেছে সে, ইলেক্ট্রিক ব্লু। সাদা শার্ট, লালের ওপর সাদা ফোঁটাওয়ালা টাই। ভালই মানিয়েছে ব্যাটাকে। যদিও মুখের রং ফ্যাকাসে। 'হ্যালো!'

'হ্যালো!' হাত মেলাল মাসুদ রানা। 'কি ধরনের পরীক্ষা দিতে হবে মহিলার সামনে?'

'তেমন কিছু না। দু'চারটা প্রশ্ন করবে হয়তো, এই পর্যন্তই। তুমিও ঝটপট উত্তর দিয়ো, ব্যস।'

'অল রাইট।'

লিফটে চড়ে সতেরো নম্বর বোতাম টিপে দিল লুই। রানার দিকে ফিরে আন্তরিক হাসি দিল। 'তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছি, টনি।'

জবাবে নীরব হাসি ফুটল ওর মুখে। মাথা দুলিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল। রানার চাইতে আধ হাত লম্বা, হলদেটে থ্যাবড়ামুখো এক চিনা স্যুইটের দরজা খুলল। হালকা নীল কুতকুতে চোখ তার, চাউনি একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। ওদের দেখল সে সাপের দৃষ্টিতে, লুইর উদ্দেশে একবার চোখের পাতা বুজল। বোঝা গেল ওটা তার অভিবাদন জানানোর ভঙ্গি।

নিজের প্রশস্ত ধড়টা এক পাশে সরিয়ে নিল চীনা দানব, ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল ওদের। লুইকে অনুসরণ করে দু'পা এগোল রানা, দরজা বন্ধ করে পিছন থেকে খপ্ করে ওর কলার টেনে ধরল দানব। দাঁড় করিয়ে দিল। খেয়াল করেছে রানা, ব্যাপারটা লুইর চোখে পড়েনি। অবশ্য একটু পর পড়ল।

ল্যাঙ মেরে দড়াম করে ওকে আছড়ে ফেলল লোকটা, শব্দ শুনে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল লুই। আহাম্মক হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে। রানাকে দাঁড় করাল দানব, বাঁ হাত মুচড়ে তুলে ধরে রেখেছে পিছনের শোল্ডার ব্লেডের মাঝে। ডান হাঁটু ঠেকে আছে রানার হিপ জয়েন্টের ওপর।

ভালই, ভাবল মাসুদ রানা, তবে বেশি ভাল নয়। ইচ্ছে করলে শোয়া অবস্থায়ই লাথি মেরে ব্যাটার হাঁটুর বাটি গুঁড়িয়ে দিতে পারত ও, কিন্তু পয়লা চোটেই সেটা ঠিক হবে না ভেবে সহ্য করে গেছে। রাখো, বলল রানা মনে মনে, একটু পরে খবর হবে তোমার।

'এসব কি হচ্ছে?' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল লুই লাযারো। 'আমার গেস্টের সাথে এই আচরণ করার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?'

'সরি, সেনিয়র,' নির্বিকার, গমগমে কণ্ঠে বলল দানব। 'এই রুমে ঢোকার

সময় আগন্তুকদের সার্চ করার হুকুম আছে আমার ওপর। ডনের হুকুম।' কথার ফাঁকে রানার ওয়ালথার বের করে নিল সে। দেহে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার আর সব জায়গাও চেক করল। তারপর সন্তুষ্ট মনে ছেড়ে দিল ওকে। রাগে লাল লুইর দিকে তাকিয়ে আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল। 'সরি, সেনিয়র।'

'ওয়েল, পাওয়া গেল কিছু?' ঠিক যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল ঘরের মধ্যে। এত মিষ্টি আর সেক্সি মেয়েকণ্ঠ জীবনে খুব কমই শুনেছে মাসুদ রানা। ঘুরে তাকাল ও।

প্রকাণ্ড স্যুইট এটা, লিভিং রুমের সাইজ দেখলেই তা বোঝা যায়। তার এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, মেয়েটি আরেক মাথায়। হয়তো বেডরুম থেকে এসেছে। এক কথায় চমৎকার একটা ছোটখাট চীনা পুতুল। তার ডিম আকারের মুখটাকে ফ্রেমের মত ঘিরে রেখেছে কুচকুচে কালো ঘন চুল। তিন কিনারাওয়ালা ফ্রেম। সামনের দিকের চুল ঝুলে আছে ছোট্ট কপালের মাঝ বরাবর। সমান করে ছাঁটা। বাইশ অথবা বত্রিশ, যে কোন একটা হবে তার বয়স।

এর চোখও নীল—রহস্যময় নীল। পাতলা, লোভনীয় ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে আছে, খুব সামান্য। উঁচু গলার ধূসর সিলকের ইভনিং গাউন পরে আছে মেয়েটি, বুকের কাছে অনেকটা খোলা। ভেতরে গভীর খাদ। অজান্তে ঢোক গিলল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। মেয়েটির রূপ যৌবন দেখে নয়, তাকে চিনতে পেরে।

রওনা হওয়ার আগে রাহাত খানের রুমে যে ফোল্ডার নিয়ে মিনিট দশেক হোম ওঅর্ক করে এসেছে ও, তাতে এই মেয়ের ছবি ছিল। ডোশিয়েও ছিল। সু লাও লিন এর নাম। বেশি পরিচিত 'ড্রাগন লেডি' নামে। মধ্যপ্রাচ্যে চীনা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের দু'নম্বর এজেন্ট। নিপুণ পরিকল্পনাকারী হিসেবে পরিচিত এ মেয়ে। কাজ যাই হোক, পরোয়া নেই। নিজের কাজে সুদক্ষ এবং নির্মম। জোসেফের মাল্টি-মিলিয়ন ডলার প্রজেক্টের ওয়ার্কিং হ্যান্ড রিক্রুট করার দায়িত্ব এই মেয়ের? সর্বনাশ! ডোশিয়েতে পড়েছে রানা, এই র‍্যাকেটের সাথে 'হয়তো' সম্পর্ক আছে সু লাও লিনের। তা যে এই দাঁড়াবে, কে ভেবেছে?

বেইজিং এ কাজে তাকে অফিশিয়ালি নিয়োগ করেছে বলে মনে হলো না রানার। ওরা এসব ব্যাপারে ভীষণরকম স্পর্শকাতর। তার মানে লিন ফাও কামাই করছে। কিন্তু মাণিকে মাণিক চিনিল কেমনে? সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল ও, বিস্ময় চাপা দেয়ার জন্যে লোভ ফুটিয়ে তুলল চোখে। কয়েক বার নজর বোলাল মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বাপরে! কি চীজ একখানা। দেখলে একশো বছরের থুত্থুড়ে বুড়োর দেহেও যৌবনের বান ডাকবে।

লিনও বুঝল রানার চাউনির অর্থ, তবে তা টের পেতে দিল না ওকে। প্রতিদিন কতজনের চোখে কতবার ওই চাউনি দেখতে হয় লিনকে, তার ইয়ত্তা নেই। ওদিকে লুই তখনও বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি। চোখ কুঁচকে লিনকে দেখছে সে।

মাথা কাত করে বাচ্চা মেয়ের মত হাসল লিন। 'রাগ কোরো না। তুমি

তো জানোই, বাইরের প্রত্যেককে এ রুমে ঢোকার আগে সার্চ করার নিয়ম আছে।'

'তাই বলে এইভাবে? কি ভাবল ও আমাকে?'

'কিছুই ভাবিনি, লুই,' অমায়িক কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমার আফসোস জমা রাখো, পরে ওর জন্যে খরচ করতে হবে,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে দাঁড়ানো দানবটাকে ইঙ্গিত করল।

মন্তব্যটা কানে যেতে চোখে কৌতুক ফুটল লিনের। রানাকে দেখল সে ভাল করে, ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি। 'তুমি টনি ক্যানযোনেরি?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'বাবার নাম, লেট নিক ক্যানযোনেরি। বয়স আটাশ, জন্মস্থান...'

'থাক থাক,' হাত তুলল লিন। 'সে সব মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছে আমাকে লুই। ও আমার বডিগার্ড, ক্যাঙ।'

'ওরফে হোঁদল কুত কুত,' বাংলায় বলল রানা। 'বুঝেছি।'

'কি বললে?'

'বেজায় শক্তি ওর গায়ে।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটাই তোমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেব ভাবছিলাম। এমন কিছু করা উচিত হবে না তোমার যাতে নিজের ক্ষতি হয়।'

'বুঝেছি।' দু'হাতে এলোমেলো চুল পিছনে ঠেলে দিল মাসুদ রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল লোকটাকে। ওর ঠিক দেড় হাত পিছনে, একটু বাঁয়ে, অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্যাঙ। ডান হাতের শিথিল মুঠোয় ঝুলছে ওর ওয়ার্লথার।

'আমার ঘরে নতুন কেউ এলে তাকে বাজিয়ে দেখা ক্যাঙের প্রথম কর্তব্য, বুঝলে? কাজটা করে ও নিজস্ব কায়দায়। সে যাক, পত্রিকা পড়ে জানলাম তুমি একেবারে হাফেজ মানুষ। অথচ জীবনে কখনও নামও শুনিনি তোমার। কেন বলো তো?'

'তুমি কি শোনোনি কেন শোনোনি, তা আমাকে বলতে হবে?'

মাঠে মারা গেল রানার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যটা, মনে হলো শোনেইনি সু লাও লিন। চোখ কুঁচকে দেখছে ওকে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'কেমন কো-ইন্সিডেন্স দেখো, পর পর কয়েকদিন এখানকার পত্রিকায় তোমার ব্যাপারে পুলিসী নোটিস ছাপা হলো, অমনি তুমিও নাক জাগালে। কেমন কেমন মনে হয় না ব্যাপারটা? তুমিই বলো!'

'কেমন মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও, ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে। আশার গোড়ায় কুড়াল মেরে না বসে হারামজাদী।

'মনে হয় তুমি, তোমার চরিত্র, সব হয়তো ভুয়া। অথবা...' ইচ্ছে করে থেমে গেল মেয়েটি।

'অথবা?' আড়চোখে লুইর দিকে তাকাল ও। কড়া চোখে লিনকে দেখছে সে। নিজের বাছাই করা লোকের সাথে এমন আচরণ পছন্দ করছে না।

'অথবা খুবই ভাল,' হাসল লিন নিঃশব্দে।

'যাক্, বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্যে তুমি যে আমাকে দায়ী করোনি, তা জেনে খুশি হলাম।'

'তোমার হেরোইনের কন্টেইনারটা দেখতে পারি?'

'শিওর।' পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ওটা রানা।

'কি পরিমাণ আছে এতে?' মুখ খুলে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভেতরে ঢুকিয়ে দিল লিন। জিভের ডগায় আলতো করে ছোঁয়াল সেটা। সন্তুষ্টি ফুটল চেহারায়।

'আট আউন্স।'

'সব সময় এটা সঙ্গে রাখো?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা কি ঠিক? তোমার পিছনে পুলিস লেগে আছে। ওরা...'

'বহু বছর থেকেই লেগে আছে ওরা। আমার ভাল লাগে পুলিসের সাথে লুকোচুরি খেলতে।'

'শুনেছি। লুই বলেছে। কিন্তু...'

বুঝল রানা, দ্বিধা পুরোপুরি দূর হতে চাইছে না লিনের। অনেক অনেক অভিজ্ঞ সে, বোঝে, লোক বাছাইয়ে বিন্দুমাত্র ভুল হলে পরিণতি কি হবে। দোটানায় ভুগছে। একে রানাকে সরাসরি সন্দেহ করার মত কিছু নেই হাতে, তারওপর ওকে নিয়ে এসেছে ডনেরই আপন ভাইপো, তাকেও চটাতে পারে না সে। অন্যদিকে টনির ধোঁয়াটে অতীত—সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ওকে সাহায্য করা উচিত, ভাবল রানা।

কন্টেইনার পকেটে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কাত করে মুখ খুলতে দুটো সিগারেট পড়ে গেল মেঝেতে, তোলার জন্যে ঝুঁকে হাত বাড়াল রানা। পর মুহূর্তে ডান হাঁটু সামান্য ভাঁজ হলো ওর, বাঁ জুতোর শক্ত হীল দিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে মারল রানা, ক্যাঙের বাঁ হাঁটুতে লেগে 'ঠকাশ্!' আওয়াজ তুলল লাথিটা। হাড় ভাঙার গা ঘুলানো শব্দ উঠল, ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দানব।

ওয়ালথার ফেলে ঝুঁকল সে আহত হাঁটু ধরার জন্যে, বাঁ হাতের আঙুল সোজা রেখে সজোরে পিছনদিকে চালাল রানা, দড়াম করে লোকটার কানের নিচে আছড়ে পড়ল জুডো চপটা। পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে পা বদল করল রানা, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে আধাবসা হয়ে ডান পা তুলল, একটা পাক খেলো ও উল্টো দিকে, পা সটান সোজা। আধ চক্কর ঘুরে এসে ওটা আঘাত করল ক্যাঙের ডান গোড়ালির ওপর।

শূন্যে উঠে গেল দানব অদ্ভুত ভঙ্গিতে, পরক্ষণে নাক দিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নাকের হাড় ভাঙার চাপা আওয়াজটাও স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। উপুড় হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল ক্যাঙ। ভাঙা বাঁ পা হাঁটুর কাছে অদ্ভুতভাবে ঠেলে উঠে আছে ওপরদিকে। হয় ঘাড় মটকে মরে গেছে ব্যাটা, নয়তো মেঝের সাথে নাকের সংঘর্ষের ধাক্কায় জ্ঞান হারিয়েছে। তবে আহত পা-টা যে ...তরে অকেজো হয়ে গেছে ওর, তাতে কোন সন্দেহ রইল না মাসুদ

রানার।
ওয়ালথার তুলে জায়গায় রাখল ও। লুই ও লিন যে যার জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনের চোখেই চরম-বিস্ময়। চোখের সামনে দেখেও ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছে না। লুইর দিকে ফিরল রানা। মুখে দিল দরিয়া মার্কা হাসি। 'তখন এই জন্যেই বলেছিলাম কথাটা। সে যাক, আমাকে দিয়ে মনে হয় কাজ চলবে না তোমাদের, তাই না? সরি। চললাম।'

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লুই। ঝট্ করে লিনের দিকে ফিরল।

ক্লান্ত হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। কেমন এক চোখে ক্যাঙকে দেখল। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, লুই। এর মত মানুষই প্রয়োজন তোমার চাচার। সেনিয়র টনিকে তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। তারপর তিনি যা করার করবেন। সেটাই ভাল হয়।'

রানা বুঝল দ্বিধা এখনও রয়ে গেছে লিনের। নিজে সরাসরি রানাকে রেকমেন্ড করতে বাধছে তার। কে জানে, ওরা রওনা হয়ে গেলে এ মেয়ে হয়তো অন্যরকম কিছু বলে প্রভাবিত করে ফেলবে ডন জোসেফকে। এর একটা ব্যবস্থা না করে বৈরুত ত্যাগ করা চলবে না।

'লুই, মুসোকে খবর দাও, প্লীজ। এটাকে সরাতে বলো,' নিথর ক্যাঙকে দেখাল মেয়েটি। মাসুদ রানার দিকে ফিরল। 'আমার অফিসে এসো।'

তাকে অনুসরণ করল ও। বেডরূমই লিনের অফিস। দুটো সিঙ্গল সোফায় মুখোমুখি বসল ওরা। 'কাল সকালে রওনা হতে আপত্তি আছে?' জানতে চাইল লিন।

'কাল সকালে? না, আপত্তি নেই। কিন্তু পাসপোর্ট তো...'

'আমি জানি। সে ব্যবস্থা আমি করব।'

'সে না হয় হলো,' চিন্তার ভান করল রানা। 'তাই বলে এত তাড়াতাড়ি?'

'শুভ কাজে তাড়াতাড়ি করাই কি ভাল না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'এখান থেকে বেরিয়ে চোদ্দ নম্বর আলমেনডারস স্ট্রীটে যাবে তুমি, চার্লস হারকিন নামে এক লোকের সাথে দেখা করবে।'

জিভ শুকিয়ে গেল ওর। 'কেন?' ঠিকানা-নাম, দুটোই খুব ভাল চেনা রানার। বহুদিনের পরিচয়। হাড়ে হাড়ে চেনে ও ব্রিটিশ চার্লস ওরফে চার্লিকে।

'সে তোমার পাসপোর্ট তৈরি করে দেবে।'

সেরেছে! আঁতকে উঠল রানা। চার্লস হারকিনও ভাল করে চেনে ওকে। অতীতে অনেকবার একই কাজ করিয়েছে রানা তাকে দিয়ে। ওর সঠিক পরিচয় জানা না থাকলেও এটুকু অন্তত সে জানে যে ও এক ধরনের পুলিস। সমাধান বের করার আশায় দ্রুত মাথা ঘামাতে লাগল রানা।

'মিস্টার রানা!' মনে হলো ওকে দেখে চার্লি খুশিই হয়েছে। কিন্তু আর সব

দিনের মত ভেতরে যেতে বলল না, দাঁড়িয়ে থাকল দরজা আগলে। 'আপনি হঠাৎ কি মনে করে?'

'মনে হচ্ছে ভেতরে আসতে বলবে না এ যাত্রা?'

'না, মানে··· ইয়ে, হাতে অনেকগুলো কাজ আছে। তাই···'

'তাতে কি? ওগুলোর সাথে আর একটা যোগ হবে না হয়,' হাসল রানা। 'সরো। ঢুকতে দাও।' তাকে ঠেলেই ঢুকতে হলো ওকে।

লিভিং রুমটা ছোট, ভীষণ এলোমেলো। একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল ও, ঘরের চারদিকে তাকাল। আগের মতই আছে সব, লোকটার কোন উন্নতি হয়েছে বলে দেখে অন্তত মনে হয় না। চালু মাল! দু'হাতে টাকা লুটছে অথচ কাউকে বুঝতে দিতে রাজি নয়। 'শুনলাম আজকাল ভালই আয় রোজগার করছ। তা বসার ঘরটার তো অন্তত কিছু উন্নতি ঘটানো উচিত ছিল তোমার, চার্লি।'

দরজা বন্ধ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, নড়ার লক্ষণ নেই। 'আপনি কেন এসেছেন?'

'বললাম তো। একটা পাসপোর্ট চাই।'

'আমি···মানে, খুব ঝামেলায় আছি এখন। বাড়তি কাজ করা সম্ভব নয়। খুব ব্যস্ত, ইউ নো।'

মাথা দোলাল ও। 'জানি, চার্লি। কিন্তু আমিও খুব ঝামেলায় আছি, জিনিসটা না হলেই নয়।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। গড়পড়তা উচ্চতার মানুষ। অনুল্লেখযোগ্য সাধারণ চেহারা। না, একটা জিনিস আছে তার উল্লেখ করার মত, সেটা হচ্ছে তার হিটলারী গোঁফ। যেমন ঘন, তেমনি কুচকুচে কালো। রানার মুখোমুখি বসল সে। লোকটা সম্ভবত পৃথিবীর সেরা জালিয়াত, ভাবল রানা। আশ্চর্য এক ট্যালেন্ট। কয়েকটা বিশেষ কলম, একটা ক্যামেরা, একটা প্রিন্টিং প্রেস, একটা এয়ারব্রাশ আর এক সেট এম্বসিং কিট, এই এর সম্বল।

ওগুলোর সাথে ব্রেনের সমন্বয় ঘটিয়ে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে চার্লি অনায়াসে। সবচেয়ে বড় অস্ত্র তার গোপনীয়তা। বোমা মারলেও পেট থেকে মক্কেলদের কারও সম্পর্কে কোন তথ্য বের হবে না। নীরবতাই চার্লির ব্যবসার মূলমন্ত্র। কয়েকবারই একে দিয়ে কাজ করিয়েছে মাসুদ রানা।

কপালের ঘাম মুছল চার্লি। 'মিস্টার রানা···'

'কি মজা দেখো,' বাধা দিল ও। 'তুমি যে বর্তমানে ড্রাগন লেডির হয়ে কাজ করছ, জানতামই না আমি।'

এমনভাবে তাকাল লোকটা যেন বুঝতে পারছে না রানার কথা। 'কিসের কথা বলছেন? ড্রাগন··· কে?'

'কামন, চার্লি। বুঝতে তুমি ঠিকই পারছ কার কথা বলছি।'

'বিশ্বাস করুন, ফর গডস সেক! বুঝতে পারছি না।'

'ড্রাগন লেডি।'

'সে কে? বুঝলাম না।'

'সু লাও লিন।'
চোখের তারায় আতঙ্ক খেলে গেল চার্লির। 'সু লাও লিন? এই প্রথম শুনলাম নামটা।'
'কদ্দিন থেকে ওর কাজ করছ?' রানা নির্বিকার।
'ওর কাজ করছি আমি? কি বলছেন এসব?'
'বোঝোনি, না? দাঁড়াও বোঝাচ্ছি। সু লাও লিন নামে এক মেয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। আবার যেন জিজ্ঞেস করে বোসো না কেন। কারণটা তোমার জানা আছে।'
'এক মেয়ে আপনাকে...'
'হ্যাঁ। আমার পাসপোর্ট প্রয়োজন। আজই। কারণ কাল সকালে আমাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে। খুব জরুরী।'
একটু একটু করে বোধোদয় হলো চার্লস হারকিনের। একভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। রানার পেশার প্রকৃতি জানে সে। ওর লিনের তরফ থেকে পাসপোর্টের জন্যে আসার অর্থ কি হতে পারে, তাও অনুমান করতে পারে। নিজের রমরমা ব্যবসার যে ইতি ঘটতে যাচ্ছে, বুঝে ফেলেছে সে। চোখের সামনে থেকে দেয়াল, সোফা, মাসুদ রানা, কার্পেট সব এক এক করে মিলিয়ে গেল চার্লির।
'আপনি শিওর?' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হলো লোকটার গলা দিয়ে। 'মিস্ লিন পাঠিয়েছেন আপনাকে?'
'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। নীরবে বসে থাকল। ভাবছে আকাশ-পাতাল। মাসুদ রানা বুঝে গেছে, সুযোগ পেলে অন্তত ওর ব্যাপারে গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে সে। করবেই। একটা পার্মানেন্ট ব্যবসা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে জেনে চুপ করে থাকা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। একই ভঙ্গিতে ঝাড়া দশ মিনিট বসে থাকল চার্লি; তারপর আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার চোখে পানি দেখল রানা, পরক্ষণে কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর লোকটাকে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে দেখে।
'কি করছ তুমি?' তার দু'চোখের মাঝে পিস্তল ঠেসে ধরল ও।
'ফোন করতে হবে মিস্ লিনকে,' ভাঙা গলায় বলল চার্লি। 'নিয়ম আছে। কনফার্ম হয়ে নিতে হবে সত্যি সে আপনাকে পাঠিয়েছে কি না। স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর।'
দ্বিধায় পড়ে গেল ও। ব্যাটা মিথ্যে বলছে কি না বুঝবে কি করে? অবশ্য এরকম একটা সিস্টেম থাকাই স্বাভাবিক। 'আমার সাথে চালাকির চেষ্টা কোরো না, চার্লি।'
'খোদার কসম, বিশ্বাস করুন। এরকম নিয়ম আছে।'
'বেশ,' একটু ভেবে মত দিল ও। 'করো। রিসিভার কানের একটু দূরে রেখো যাতে আমি ও প্রান্তের সব কথা শুনতে পাই। আর...ভুলেও কোন সঙ্কেত দেয়ার চেষ্টা কোরো না, তাহলে রিসিভার ক্রেডল করার আগেই

তোমাকে ক্রেডল করব আমি।'

'তেমন কিছু করব না আমি।'

'গুড, করো। তবে আগে শুনে নাও কি কি বলতে হবে। প্রশ্ন করা হলে বলবে, নিজে থেকে কিছু বলবে না। ওকে?' দু'মিনিট ধরে বিষয়টা ব্যাখ্যা করল ও। 'মনে থাকবে সব?'

'থাকবে।' নম্বর ঘোরাল চার্লি, প্রায় সাথে সাথে সাড়া দিল জলতরঙ্গ। 'ইয়েস?'

'চার্লি। একজন এসেছে।'

'বর্ণনা দাও, প্লীজ।'

তাই করল সে। অস্ত্র তার থুতনিতে ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসে শুনছে মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওর জন্যে সব তৈরি করে দাও, প্লীজ। আইডি, পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্টস, সব। ওকে?'

'ওকে, ম্যা'ম।'

'আর…চার্লি, এই লোকটার সম্পর্কে কখনও কিছু শুনেছ? আমি কিন্তু আজই প্রথম শুনলাম… কি নাম যেন? টনি, টনি ক্যানযোনেরি।'

কলজে হিম হয়ে গিয়েছিল রানার। ওকে দ্রুত মাথা ঝাঁকাতে দেখে চার্লিও তাই করল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি।'

'খুব টাফ লোক নাকি, হেরোইনের ব্যবসা করে, রাইট?'

আবারও রানার দেখাদেখি সায় দিল সে। 'রাইট, ম্যা'ম। সত্যি সত্যি টাফ গাই। বিপজ্জনক।'

'গুড। ওকে, কাজগুলো করে দাও। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল চার্লি, তারপর আসন ছাড়ল। কয়েক মিনিটে দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার।

'দাঁড়াও, চার্লি,' ডেকে উঠল রানা। 'আমি একটা ফোন করে নিই।'

শাহেদ হোসেনের নম্বর ঘোরাল ও। 'ইয়েস?'

'টনি।'

'জ্বি।' মুহূর্তে সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল স্টেশন চীফ।

'একজন অসুস্থ লোককে হাসপাতালে নিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করুন।'

'খুব অসুস্থ?'

'হবে একটু পরে। মাতাল আর কি!'

'ও। তা, ওই জিনিসও আনতে হবে?'

'হ্যাঁ। তৈরি হোন, সময় হলে জানাব আমি।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে চার্লির দিকে ফিরল রানা। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। চেহারায় শঙ্কা। কার সাথে কোন ভাষায় কথা বলল রানা, কি কথা, বোঝেনি কিছুই। তাই ভয় করছে। 'কাকে ফোন করলেন?'

অমায়িক হাসি দিল ও। 'আমার এক বন্ধুকে। এ যাত্রা আর দেখা হচ্ছে

না তার সাথে, তাই আগেই বিদায় জানিয়ে দিলাম।'

তবু নড়ে না চার্লি। 'কিন্তু…'

'কি?'

'অ্যাম্বুলেন্সের কথা কেন উঠল?'

হো-হো করে হেসে উঠল ও। 'তাতে তোমার ঘাবড়াবার কি হলো, চার্লি? তুমি দেখছি দিনে দিনে ভীতু হয়ে উঠছ। আমার বন্ধু বৈরুত হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে চাকরি করে, বুঝলে? তাই উঠেছে। নাও, কাজ শুরু করে দাও।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'ওরে বাবা! বারোটা প্রায় বাজে, চলো চলো! দেরি হয়ে যাবে।'

ভেতরের ছোট এক রুমে ওকে নিয়ে এল চার্লস হারকিন। এটা তার 'কাজের ঘর'। শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বড় একটা টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য টুকিটাকি। কোনটা কাজের কোনটা অকাজের, বোঝা মুশকিল। ড্রয়ার থেকে রাবার ব্যান্ড মোড়া একগাদা পাসপোর্ট থেকে লাল রঙের একটা বের করে নিল হারকিন, সোনালী ঈগল এম্বস করা আছে ওটার ওপর।

'ছবি এনেছেন?' গম্ভীর স্বরে বলল চার্লি।

'নিশ্চই!' বুক পকেট থেকে এক কপি ছবি বের করে দিল ও।

'কি নামে হবে ডকুমেন্টস? মাসুদ রানা নয় নিশ্চই?'

'তুমি দেখছি ডোবাবে,' চোখ মটকে হাসল ও। 'তাই কখনও হয়েছে? জানো, ড্রাগন লেডির লাইনে ঢোকার জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে হাত বাড়াল চার্লি। 'না। তবে অনুমান করতে পারি।'

'পারা উচিত। আমি তোমার অনেক পুরনো মক্কেল।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'কি নামে তৈরি করব? টনি, না কি যেন, সেই…'

'আরে না! পত্রিকা পড়ো না? জানো না তাকে খুঁজছে বৈরুত পুলিস? ওই নামের পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব নাকি?'

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসে থাকল লোকটা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনের জোর একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। 'তো?'

'মারিও সালেরনো নামে করো।' পকেট থেকে পুলিশী বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং বের করে এগিয়ে দিল। 'আর সব এটা দেখে করবে। পড়ে নাও একবার।'

পড়ল চার্লি। আপনমনে মাথা দোলাল। 'আপনি জানতেন এখানে আসতে হবে আপনাকে? সে জন্যেই সঙ্গে রেখেছিলেন এটা?'

'রেখেছিলাম আমি যে কতবড় ওস্তাদ, প্রয়োজনে তা একে-তাকে দেখাবার জন্যে। আর হ্যাঁ, কোন একজনের কাছে পাসপোর্টের জন্যে যেতে হতে পারে, সে ব্যাপারে মোটামুটি আশাবাদী ছিলাম বলতে পারো। কিন্তু সে

যে তুমি, বুঝিনি। যাকগে, ভাগ্যই আবার আমাদের এক জায়গায় এনে ফেলেছে, তুমি-আমি কি করতে পারি বলো? নিয়তির ওপর মানুষের হাত নেই।'

অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল লোকটা, 'হ্যাঁ। সে তো বটেই।' কার্টিংটা সামনে ওয়েট চাপা দিয়ে লেগে পড়ল সে। পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ঘাড়ে শীতল ইস্পাতের ছোঁয়া পেয়ে।

'মনে রেখো, চার্লি,' গমগমে, ভরাট কণ্ঠে বলল রানা। 'ডকুমেন্টসের দোষে যদি আমাকে ফ্লাইট মিস করতে হয়, তুমি প্রাণে বাঁচবে না।'

আশ্বস্ত হলো লোকটা। 'আমি জানি, আপনার সাথে লড়ার ক্ষমতা নেই আমার। তাই ও চেষ্টাই করব না। অন্তত আমার জন্যে আপনার ফ্লাইট মিস হবে না, নিশ্চিত থাকুন।'

'গুড।'

দু'ঘণ্টা পর। একটা অ্যাম্বুলেন্স নিঃশব্দে এসে থেমে দাঁড়াল চোদ্দ আলমেনডারস স্ট্রীটে। সাদা পোশাকের দুই স্ট্রেচার বয় নামল পিছন থেকে, স্ট্রেচার নিয়ে এগোল তারা। ড্রাইভার সীটে বসে থাকল। বিশ মিনিট পর বেহেড মাতাল, প্রায় অজ্ঞান চার্লস হারকিনকে নিয়ে ফিরে এল দুই বয়। অ্যাম্বুলেন্সে তুলল স্ট্রেচার।

তখনই একটা টহল পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপারে। ড্রাইভার জানতে চাইল কি হয়েছে, বলল এক বয়, হাসল প্রশ্নকারী আর তার সঙ্গীরা, নিজেদের পথে চলে গেল। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, ড্রাইভারবেশী শাহেদ হোসেনের পাশে উঠে বসল।

ফেরার পথে একনাগাড়ে অনেক কথা বলে গেল ও, মন দিয়ে শুনল স্টেশন চীফ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ভাববেন না। সেরে ফেলব।'

# পাঁচ

সকাল আটটা। হোটেল সেইন্ট জর্জেস। একটা মিনি ভ্যান এসে দাঁড়াল মেইন এন্ট্রান্সের সামনে। পিছনের হুডহীন ক্যারিয়ারে করোগেটেড পেপারের তৈরি বিশাল একটা বাক্স। তার গায়ে বড় করে লেখা AKAI, তার নিচে ছোট অক্ষরে : সি ডি প্লেয়ার।

বাক্সটা ধরে বসে ছিল দুই যুবক, পরনে স্থানীয় অভিজাত এক ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী বিক্রেতার নাম লেখা হালকা নীল ইউনিফর্ম। রিসেপশনে ফোন করে এসেছে এরা, তাই তৈরি ছিল লাগেজ ট্রলি। হোটেলের বেলবয় ওটা ঠেলে নিয়ে এল। কিছু কথা হলো তার দুই ইউনিফর্মের সাথে। একজনের হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, তাতে ক্লিপ করা রিসিভিং চালানটা দেখল সে। ওতে প্রাপকের সই চাই। নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকেই করতে হবে কাজটা। মাথা

দুলিয়ে ট্রলি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল বেলবয়।

দুই ইউনিফর্ম ধরাধরি করে বাক্সটা ট্রলিতে বসাল, ওটা নিয়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটের দিকে এগোল। যাওয়ার সময় ডেস্ক ক্লার্কের উদ্দেশে হাত নাড়ল একজন, সে-ও জবাব দিল। বেলবয়ের মুখে এরমধ্যে শুনেছে সে চালানের বিষয়টা, তাই কোন প্রশ্ন করল না।

ওদিকে মাল খালাস হতে ভ্যান নিয়ে হোটেলের বিশাল কারপার্কে চলে এল চালক। এর পরনেও ইউনিফর্ম। গাড়ি থেকে নামল সে, ব্যস্ত। দেখে মনে হয় তলপেটের চাপ কমানো জরুরী হয়ে পড়েছে। দ্রুত পায়ে বাথরুমের দিকে এগোল সে। হাতে ছোট একটা কাপড়ের ব্যাগ। কার পার্ক প্রায় ফাঁকা, কেউ নেই তেমন। কারও চোখে পড়ল না লোকটার তৎপরতা।

বাথরুম থেকে তিন মিনিট পর বের হলো ড্রাইভার। পরনের ইউনিফর্ম হাওয়া হয়ে গেছে তখন। নিচে চমৎকার ছাঁটের দামী কাপড়ের স্যুট পরা ছিল তার। এখন তাই আছে। ব্যাগটা নেই। ইউনিফর্মসহ কমোড ফ্ল্যাশের পিছনে গুঁজে রেখে এসেছে। সার্ভিস লিফটে চড়ে নির্দিষ্ট ফ্লোরে উঠে এল লোকটা। ব্লু প্রিন্ট দেখে মুখস্থ করে আসা করিডর ধরে এগোল। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে জায়গামত পৌঁছল সে।

দূর থেকে দুই ইউনিফর্মকে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি বাড়িয়ে দিল। সে বিশ গজ দূরে থাকতে দরজার বেল বাজাল এক ইউনিফর্ম। তৃতীয় বারে ঘুম ঘুম এক নারীকণ্ঠ সাড়া দিল। কণ্ঠ তো নয়, যেন জলতরঙ্গ।

'ইয়েস?'

'সেনিয়র টনির তরফ থেকে আপনার জন্যে একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসেছি আমরা, ম্যাডাম।'

পীপহোলের সূক্ষ্ম সাদা অংশটা অন্ধকার হয়ে গেল। বোঝা গেল ভেতর থেকে ওখানে চোখ রেখে দেখছে জলতরঙ্গ। 'কার তরফ থেকে?' কণ্ঠে বিস্ময় তার।

'সেনিয়র টনি ক্যানযোনেরি।'

'জিনিসটা কি?'

বাক্সের গায়ে টোকা দিল এক যুবক, ক্লিপবোর্ড তুলে ধরল। 'একটা সিডি প্লেয়ার, ম্যাডাম। আপনার সই প্রয়োজন।'

'এক মিনিট, প্লীজ।' কার্পেটে দ্রুত, লঘু পায়ের আওয়াজ উঠল। সরে যাচ্ছে। পরস্পরের দিকে তাকাল দুই যুবক। কমপ্লিট স্যুট এরমধ্যে একবার পাশ কাটিয়ে গেছে তাদের, এখন আবার ফিরে আসছে।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর খুলে গেল স্যুইটের দরজা। গাউনের ফিতে বাঁধছে তখনও সু লাও লিন, চোখমুখ ফোলা। 'সরি, তৈরি ছিলাম না।'

'দ্যাট'স অল রাইট, ম্যাডাম। কোথায় রাখব এটা, বেডরুমে?'

জিনিসটা দেখে খুশি ঠিকই হয়েছে মেয়েটি, কিন্তু বিস্ময় যায়নি এখনও। এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, বেডরুমেই রাখো।'

'পথ দেখান, প্লীজ।' ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই যুবক।

'দাঁড়াও, দরজাটা...'

'আমি বন্ধ করছি দরজা,' হাসি মুখে দোরগোড়ায় উদয় হলো কমপ্লিট। হাতে উদ্যত ল্যুগার। সশব্দে আঁতকে উঠল লিন, লোকটার হীলের আঘাতে দড়াম করে লেগে গেল দরজা।

'কারা তোমরা!'

ভাল মানুষ দুই ইউনিফর্মের হাতেও দেখা দিল একই জিনিস। কেবল নাম আর ক্যালিবার আলাদা আলাদা, এই যা তফাৎ। ওরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, পুরো স্যুইট সার্চ করে ফিরে এল তক্ষুণি। 'নেই কেউ,' ঘোষণা করল একজন।

'না থাকারই কথা,' বলল কমপ্লিটধারী। 'ষাঁড়টা তো নিকেশ হয়েছে সবে কয়েক ঘণ্টা আগে। তার রিপ্লেসমেন্ট...যাকগে, তোমরা কাজ শেষ করো।'

ক্লিপবোর্ড এগিয়ে দিল এক যুবক। 'সই করুন।'

ঠাণ্ডা চোখে তিনজনকে দেখল লিন। ভয় পেলেও চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। 'তারপর?'

'আমার সাথে বেড়াতে যাবে,' বলল ল্যুগারওয়ালা। 'আপাতত কিছুদিন আমার আতিথ্যে থাকবে।'

'যদি না যাই?'

'তাহলে বুঝব মেডিক্যাল সায়েন্স মিথ্যে হয়ে গেছে।' পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ আর এক শিশি ওষুধ বের করল সে। কোন লেবেল নেই তার গায়ে। 'একটু পর এটা পুশ করা হবে তোমার দেহে। তারপর হাসতে-হাসতে আমার হাত ধরে বেরিয়ে যাবে তুমি হোটেল থেকে, সবার চোখের সামনে দিয়ে।'

'নিচে আমার দু'জন গার্ড আছে, জানো?'

'আমার আছে এক হালি। ওরা সামলাবে তাদের। এতক্ষণে বোধহয় সেরেও ফেলেছে সে কাজ।'

মুখ কালো হয়ে গেল সু লাও লিনের।

একই সময়ে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারলাইনসের গেটে অপেক্ষমাণ মাসুদ রানার সাথে যোগ দিল লুই লাযারো। আরও দু'জন আছে তার সাথে, সস্তা কাটের ইংলিশ স্যুট পরা। হয়তো অলিভ অয়েল মার্চেন্ট, যদিও চেহারা দেখে অন্যরকম মনে হয়।

'হাই, টনি!' চেঁচিয়ে উঠল লুই। 'গুড টু সী ইউ, ম্যান!'

তার বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও। লুইর হাত ঝাঁকুনি, হাসি খুব আন্তরিক মনে হলো আজ। খুশিতে খইয়ের মত ফুটছে যেন ভেতরে ভেতরে। ওর ধারণাই ঠিক, ভাবল রানা, মানুষটা সরল-সোজা। ভেতরে প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই। থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

সঙ্গীদের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল লুই। একজন সামান্য খাটো, নাম জিনো ম্যানিট্টি। অন্যজন ফ্র্যাঙ্কো লোকালো। আস্ত একটা খবিস লোকালো। কতদিন দাঁত মাজে না কে জানে, হলুদ হয়ে গেছে। তার আবার কয়েকটা খাওয়া খাওয়া। ম্যানিট্টির চেহারা-সুরত মোটামুটি ভদ্রোচিত।

ইয়েস, নো, ভেরিগুডের মত গৎ বাঁধা কিছু ইংরেজি সম্বল দু'জনের, রেস্টুরেন্টে এক কাপ কফি বা একটা স্যান্ডউইচের অর্ডার অন্তত চলনসই মত করে দেয়ার ক্ষমতাও নেই।

তবে একটা বিষয়ে কোন তফাৎ নেই দু'জনের। শুধু চোখ দেখলে ওগুলো মানুষের বলে মনে হয় না। পশুর চোখ ওগুলো—নেকড়ের দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণ দু'জনেরই অদ্ভুতভাবে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে সামান্য, যেন সারাক্ষণ ব্যঙ্গের হাসি হাসছে ওরা। নিশ্চয়ই নতুন রিক্রুট, ভাবল রানা, আমার মত। হাসল ও, না, আমার মত নয়।

সাড়ে আটটায় নিউ ইয়র্কের যাত্রীদের বিমানে ওঠার ডাক পড়ল। 'একটা ফোন করা প্রয়োজন,' লুইকে বলল রানা। 'তোমরা এগোও, আমি আসছি।' নীরবে হাত নেড়ে চলে গেল সে। ম্যানিট্টি-লোকালো অনুসরণ করল তাকে। এরমধ্যে হালকা চেষ্টা করেছে তারা দেশী ভাই টনি ক্যানযোনেরির সাথে ভাব জমানোর। সুবিধে হয়নি। হ্যান্ডশেক আর হ্যালোর বাইরে এক চুলও এগোয়নি মাসুদ রানা।

কাছের বুদে ঢুকে দ্রুত ডায়াল ঘোরাল ও। 'খবর কি?' প্রশ্ন করল শাহেদের সাড়া পেয়ে।

'আল্লার নামে ভেসে পড়ুন,' উল্লাস ফুটল তার কণ্ঠে। 'এদিকে সব ফরসা।'

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'কি যে বলেন, ঝামেলা হবে কেন? হাসতে হাসতেই এসেছে।'

'খুব সতর্ক থাকবেন। ওকে শুধু সাঙ্ঘাতিক বললে কম বলা হবে। খুবই বিপজ্জনক। সামান্য ফুটো পেলেই হাওয়া হয়ে যাবে।'

'সে সুযোগ ওকে দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে। চলি।'

'আসুন। গুড হান্টিং।'

'ধন্যবাদ।'

জানালার পাশে বসল রানা, লুই বসল ওর সাথে। অন্য দু'জন ঠিক ওদের পিছনের সীটে। বৈরুত-নিউ ইয়র্ক দীর্ঘ আকাশ পথে ওদের কাউকে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে শোনা গেল না। তবে নাক ডাকাতে শোনা গেছে, সারা পথ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে হতচ্ছাড়া দুটো।

লুই করেছে ঠিক উল্টোটা। ওর বকবকানি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। খারাপ লাগেনি মাসুদ রানার। মানুষটাকে বরং একটু একটু করে ভালই লাগতে শুরু করেছে ওর।

'অ্যাই, টনি, কাল আমি বেরিয়ে আসার পর কি করেছ তুমি বলো তো?' এই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন।

'কখন?'

'আরে ওই যে, হোটেলে! লিনের সাথে?'

'কই, কিছু না তো।'

'ধ্যাৎ! তুমি একটা ইয়ে। অমন একটা সুযোগ ছেড়ে দিলে?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না। কাগজপত্র তৈরি করাতে যেতে হলো।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। চার্লির ওখানে গিয়েছিলে, না? এসব কাজে লোকটার হাত খুব ভাল, কি বলো?'

'ওর খোঁজ পেলে কি করে তোমরা?'

'আমি জানি না।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল মিথ্যে বলছে না লোকটা। 'সত্যি?'

'শুনেছি ও লিনের মাধ্যমে এ কাজ জোগাড় করেছে।'

'তুমি কিন্তু একটা কথা এখনও বলোনি আমাকে, লুই।'

'কি কথা?' ঘুরে তাকাল সে।

'আমি তোমাদের কি কাজে আসব, সেই কথা। আমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে চাও? আমি বলছি না যে কোন কাজে আমার অরুচি আছে। তবু, সব খোলাখুলি জানালে কি ভাল হত না?'

'তুমি তো সিসিলিয়ান,' ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'আমেরিকায় অনেক বছর থেকেও এসেছ। বলো দেখি, ও দেশে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে এমন কোন ইটালিয়ান গোষ্ঠী বা পরিবার আছে যারা খুব অর্থশালী, ক্ষমতাশালী?'

'ইটালিয়ান?' চিন্তার ভান করল রানা। 'মা...'

'আস্তে! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ।'

চোখ বড় হয়ে উঠল ওর। 'তুমি...'

'আমি পরিবারের একজন। ডন আমার চাচা।'

'ওহ্, গড! এরকম এক সুযোগের অপেক্ষায়ই তো ছিলাম আমি।'

'সত্যি? তাহলে আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

হাসল মাসুদ রানা। 'পাওনা থাকল। শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করার কোন ইচ্ছে নেই আমার, লুই।'

'গ্রেট, শিওর। ভাল কথা, কাল তুমি ক্যাঙের কি হাল করেছ জানো?'

'নাহ্!'

'মাই গড! ও ব্যাটা শেষ।'

'মানে? মরে গেছে?'

'না। তবে সেটাই বরং ভাল হত ওর জন্যে। বাঁ হাঁটুর বাটি গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর স্পাইনাল ইনজুরিও হয়েছে। হয়তো পঙ্গু হয়ে যাবে।'

'দুঃখিত। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। আমার সাথে অভদ্র আচরণ করা ঠিক হয়নি ক্যাঙের।' বাইরে মন দিল ও। একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে লেবানীজ উপকূলরেখা। বিমানের পেটের নিচে সূর্যের কড়া আলোয় চক্ চক্ করছে স্বচ্ছ নীল ভূমধ্যসাগর। আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি হয়েছে ওর মিশনের বয়স, এরমধ্যেই তিনজন কাজের মানুষ হারিয়েছে পপআই। দু'জন গায়েব, একজন থেকেও নেই।

'জানি,' খানিকপর জবাব দিল লুই। 'রাগলে তুমি যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো, তা তো সেদিন নিজের চোখেই দেখলাম। ছেলেটার জন্যে পরে

খুব আফসোস হয়েছে আমার। কেন বাপু শুধু শুধু প্রাণটা খোয়ালি?'

মুখ টিপে হাসল রানা অন্যদিকে ফিরে। মনে মনে বলল, ঘোড়ার আণ্ডা জানো তুমি। পরক্ষণে অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়। বৈরুত পাইপলাইন মোটামুটি শেষ করে দিয়ে এসেছে ও। আসল মিশন শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ওটা। কিন্তু তারপর? দুই মাফিয়া পরিবারের মাথা ধ্বংস করতে যাচ্ছে রানা, মাফিয়ার কব্জার মধ্যে থেকে করতে হবে সে কাজ। কতদূর কী করতে পারবে ও? আদৌ কিছু করতে পারবে?

চার্লি আর লিনকে না সরিয়ে উপায় ছিল না। প্রথমজন তো মোটামুটি জানতই ওর পরিচয়, কাজের প্রকৃতি। মেয়েটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রানার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সংশয় পুরোপুরি দূর হয়নি ওর ব্যাপারে। কিছু না কিছু সন্দেহ ছিলই। শুধু চার্লি গায়েব হলে সে অবশ্যই তা রিপোর্ট করত ফ্র্যানযিনিকে। জন্মের মত ফেঁসে যেত রানা।

'আইনসম্মত যত ব্যবসা আছে, তার সবটাতেই আছে ফ্র্যানযিনি -রুগেইরো,' বলেছিল সোহেল ফাইনাল ব্রীফিঙের সময়ে। 'মাফিয়ার প্রত্যেকটি পরিবারই আছে। এদের মধ্যে দু'নম্বর বিত্তশালী হচ্ছে ফ্র্যানযিনি। বাজারে এই মানুষটির আশি মিলিয়ন ডলার সুদে খাটছে, কল্পনা করতে পারিস্? অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসা চলে তার লোনের টাকায়। তিন পার সেন্ট যার সাপ্তাহিক সুদ। বছরে কেবল সুদই আয় হয় তার একশো ছাপ্পান্ন হাজার ডলার, আসল তো রইলই।

'এ তো ফ্র্যানযিনির সীড মানি। কোন ব্যবসায় নেই সে? লোকটার সবচেয়ে বড় ব্যবসা সম্ভবত পরিবহনের। হাজারখানেক ট্রাকের মালিক সে। এরপর গার্মেন্টস সেক্টর। আমেরিকার তিনের দুই ভাগ কারখানার মালিক মাফিয়া, এবং সিকি অংশ তার একার। তারপর মাংস প্যাকিং, প্রাইভেট গারবেজ কালেকশন, পিযযা পার্লার, বার, ফিউনেরাল হোম, কন্সট্রাকশন কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট ফার্ম, ক্যাটারিং, জুয়েলারী ব্যবসা, বিভারেজ বট্‌লিং, ভেন্ডিং মেশিন ব্যবসা, সব। এসব একটা-দুটো নয়, ডজন ডজন আছে একেকজনের।

'প্রশ্ন উঠতে পারে, এত ব্যবসা, তাহলে ওরা ক্রাইম করে কখন? সোজা উত্তর। ডান হাতে ব্যবসা করে তো বাঁ হাতে অপরাধ করে। একই সময়ে। ওদের বড় ক্রাইম হচ্ছে হাইজ্যাকিং। হাইজ্যাক করা গার্মেন্টসই ওদের লাইসেন্স করা দোকানে বিক্রি হয়। হার্লেমে যে মাদক বিক্রি করে, সে-ই একটু পর এসে বসে নিজের সেভেনথ এভিনিউর শানদার গার্মেন্টস কারখানায়। ম্যানহাটনে যে পর্ণোগ্রাফি বিক্রি করে, সে-ই খানিক পরে গিয়ে বসে তার জুয়েলারীর দোকানে। এই হচ্ছে ওদের আসল রূপ।

'কয়েক দশক ধরে এইসব "কাভার" তৈরি করতে গিয়ে ধার নষ্ট হয়ে গেছে মাফিয়ার। যেখানে-সেখানে মার খায় এখন। কড়া সিসিলিয়ান আইন "ওমের্তা" ভঙ্গ করে নিজেরা লড়াই করে, কাতারে কাতারে মরে।'

পাশে তাকাল রানা। সামনে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে লুই

লাযারো। ফ্র্যানযিনির উনিশশো সদস্যের বিশাল মাফিয়া সাম্রাজ্যের মাত্র এই একজনকে চিনেছে ও, আরও আঠারোশো নিরানব্বইজন বাকি। ওরে বাবারে! যদি পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যায়, এর সাহায্য কি পাবে ও? সন্দেহ আছে। আবার বাইরে তাকাল। বৈরুতে কি যোগাযোগ করবে ফ্র্যানযিনি নিজে থেকে? অথবা ওখান থেকে কেউ যোগাযোগ করবে তার সাথে? জানিয়ে দেবে লিন আর চার্লির নিখোঁজ হওয়ার খবর?

'তোমার সেই বন্ধু কোথায়, মুসো?'

'ও জাহাজে করে আসছে। আজই ভোররাতে ছেড়েছে জাহাজ।'

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি সারাটা পথ রানাকে দখল করে রাখল। এক সময় শেষ হলো দীর্ঘ ভ্রমণ। এয়ারপোর্টে ওদের রিসিভ করল ডনের ব্যক্তিগত গার্ড দলের নেতা, ল্যারি স্পেলম্যান। ভাইপোকে ডন কতটা গুরুত্ব দেয়, এ থেকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু স্পেলম্যানকে দেখামাত্র অস্বস্তি বেড়ে গেল মাসুদ রানার। মনে হতে লাগল লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছে ও। চেহারা চেনা চেনা লাগছে।

প্রায় ওরই সমান লম্বা ল্যারি স্পেলম্যান। ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। নীল চোখ। চাউনি অন্তর্ভেদী, যেন কপাল ফুঁড়ে ঢুকে যায় মগজের ভেতর। দেখেই বোঝা যায় পেরেকের মত শক্ত, ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। ত্রিশের মত বয়স। কঠিন বান্দা। চেহারাতেই লেখা আছে লোকটার প্রকৃতি। ডনের একান্ত বাধ্য কুকুর। অন্ধ অনুসারী।

অদ্ভুতরকম গমগমে হাসি স্পেলম্যানের। শুনলে মনে হয় পেটের মধ্যে বসানো ড্রাম থেকে বের হয় বুঝি আওয়াজটা। দীর্ঘ দুই হাতে লুইর দু'বাহু সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরল সে, মুখে সেই হাসি। 'ভালয় ভালয় ফিরেছ দেখে খুশি হলাম, লুই। তোমাকে কয়েকদিন না দেখায় চাচার অবস্থা খারাপ, তাই আমি এলাম।'

'ভাল করেছ। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। এ টনি ক্যানযোনেরি, ও ম্যানিট্রি, আর ও হচ্ছে লোকালো। জেন্টলমেন, এ আমাদের বন্ধু ল্যারি স্পেলম্যান।'

রানাকে ভাল করে দেখল লোকটা। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল ওর। 'মনে হয় আগে কোথাও দেখেছি তোমাকে?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ল্যারি।

দুটো হার্ট বিট্ মিস হলো ওর। কে জানে কোথায় ওরা মুখোমুখি হয়েছিল, কবে, কখন, কোন কুক্ষণে! পাঁচ মিনিটও হয়নি মাটিতে পা রেখেছে রানা, এরই মধ্যে সমস্যা। অবশ্য সামলে নিল ও। 'নিউ অর্লিয়ন্সে দেখে থাকবে হয়তো.' অনাগ্রহের সুর ফুটল কণ্ঠে।

'নাহ্! ওখানে নয়, আর কোথাও।'

'তাহলে প্রেসকট, বা অ্যারিজোনা?'

'উঁহুঁ!' আনমনে মাথা দোলাল লোকটা। 'মনে হয় না।'

রানার সন্দেহ হলো লোকটা আলোচনা চালু রাখতে আগ্রহী, যাতে আরও বেশি সময় নজর রাখা সম্ভব হয় ওর ওপর। কিন্তু খেলাটা ওর পছন্দ

নয়। স্পেলম্যানকে বেশি সুযোগ দিতে আগ্রহী নয় ও। বিপদ ঘটে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। এর মধ্যে রানার লাগেজ এসে গেছে। ব্রীফকেসটা তুলে নিল ও। লুইর উদ্দেশে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, প্লীজ। টয়লেটে যেতে হবে।'

ফিরল পাঁচ মিনিট পর। ওয়ালথারটা জায়গামত রাখতে পেরে অনেক স্বস্তি পাচ্ছে এখন।

ওদের নিয়ে রওনা হলো ডনের প্রকাণ্ড নীল ক্রাইসলার। লুই, রানা আর স্পেলম্যান বসেছে পিছনের সীটে। অন্য দু'জন ড্রাইভারের সাথে। এবারও পুরো রাস্তা বক্ বক্ করে কাটাল লুই। কথা বলায় কোন ক্লান্তি নেই তার। নিজের দুর্বল রসিকতায় নিজেই হাসে বেশি। ব্যাপারটা যাতে চালু থাকে, সে জন্যে এবার রানাও সাহায্য করল যাতে স্পেলম্যানের মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখা যায়। এটা কোন সমাধান নয় ঠিকই, তবু, কিছু সময়ের জন্যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে লোকটার।

কথার ফাঁকে রানাও দ্রুত স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছে, মরিয়া হয়ে মনে করার চেষ্টা করছে তার পরিচয়। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

লোয়ার ব্রডওয়ে ছাড়িয়ে এসে গতি কমে গেল ক্রাইসলারের। প্রিন্স রোডের প্রকাণ্ড, দেখতে সাধারণ এক বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্ধে ছটা বেজে কয়েক মিনিট তখন। বিল্ডিঙের সামনে রঙচটা এক সাইনবোর্ডে লেখা : ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি। মেইন গেটে দু'জন সশস্ত্র গার্ড।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। স্পেলম্যানকে অনুসরণ করে নিচতলার এক প্রকাণ্ড হলরুমে পৌঁছল। লুই রানার পাশছাড়া হতে চাইছে না। হল পেরিয়ে ছোট এক অফিস রুমে পৌঁছল দলটা। সেক্রেটারিগোছের চার সুন্দরী যুবতী একমনে কাজ করছে ভেতরে। সবার টেবিলে একটা করে কম্পিউটর, লেযার প্রিন্টার, টেলিফোন ইত্যাদি আছে। সবাই এ মুখো হয়ে বসা। তাদের পিছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একসার ফাইলিং কেবিনেট। কারা এল, একবার চোখ তুলে দেখলও না মেয়েরা।

অফিস ছাড়িয়ে লম্বা এক করিডরে পড়ল ওরা, ওটার শেষ মাথার ফ্রস্টেড কাঁচের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁচের গায়ে বাঁকা অক্ষরে সুন্দর করে লেখা : জোসেফ ফ্র্যানযিনি।

নিজেকে নতুন আর্মি রিক্রুটের মত মনে হলো মাসুদ রানার, যেন সবে বুট-ক্যাম্পে হাজিরা দিতে এসেছে। স্পেলম্যানের ইঙ্গিতে যার যার লাগেজ করিডরের দেয়াল ঘেঁষে রাখল রানা, ম্যানেট্টি আর লোকালো।

'একটু অপেক্ষা করো,' রানাকে নিচ গলায় বলল লুই। ফ্রস্টেড ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল। ফাঁক দিয়ে এক আগুন মেয়ের ওপর চোখ পড়ল রানার। লুইকে দেখে চট্ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'আরে, কখন ফিরেছ তুমি?'

কাছে গিয়ে তার গালে চুমু খেল লুই। 'এই তো, এইমাত্র। বাহ্, তোমাকে আজ দারুণ লাগছে তো, ফিলোমিনা!'

সত্যি তাই, ভাবল রানা। চমৎকার চেহারা মেয়েটির। এবং বোঝা যাচ্ছে

বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে পরিবারের। কালো চুল পিছনে টেনে টাইট করে বেঁধেছে ফিলোমিনা। উঁচু গলার ব্লাউজ পরে আছে। লম্বা, স্লিম দেহ। সুন্দর মুখের ওপরদিকে বসানো বড় দুই বাদামী মায়াভরা চোখ। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক ইটালিয়ান সুন্দরী।

লুইর বন্ধনমুক্ত হয়ে হাসিমুখে দরজার দিকে তাকাল ফিলোমিনা, রানার সাথে চোখাচোখি হলো। মুহূর্তের জন্যে নজর সেঁটে থাকল পরস্পরের, তারপর চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। চেয়ারে বসে কাজে মন দিল। কিন্তু হলো না। কি এক দুর্বার আকর্ষণে আবার চোখ তুলল ফিলোমিনা, দেখল ওকে। ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হাসির আভাস ফুটল তার সুন্দর মুখটায়।

লুইর পিছন পিছন ভেতরে গিয়েছিল স্পেলম্যান, বেরিয়ে এল। 'এসো আমার সাথে।'

নীরবে এগোল ওরা তিনজন। স্পেলম্যানের ঠিক পিছনে থাকল মাসুদ রানা। পাশ কাটাবার সময় ফিলোমিনার দিকে তাকিয়ে হেসে নড করল ও। মনে হলো যেন ব্লাশ করল মেয়েটি। তার বাঁ দিকে আরেকটা দরজা। বন্ধ। নিশ্চই ফ্র্যানযিনির। দরজার পাশে এক লাইনে কয়েকটা চেয়ার। সেদিকে ইঙ্গিত করল স্পেলম্যান। 'বোসো।'

বন্ধ দরজার গায়ে টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে। কয়েক সেকেন্ড পর দরজায় দেখা দিল একটা ক্রোম হুইল চেয়ার। সেটায় বসে আছে ডন। ভল্লুকের মত দেখতে মানুষটা। প্রকাণ্ডদেহী। বসার ভঙ্গি সিংহের মত। স্পেলম্যান হুইল চেয়ার ঠেলছে, লুই তার পিছনে। তিন রিক্রুটের মুখোমুখি হলো ফ্র্যানযিনি।

ভাল করে দেখল তাকে মাসুদ রানা। এই সেই লোক, যাকে শেষ করতে সুদূর বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছে ও। কম করেও সাড়ে তিনশো পাউন্ড ওজন হবে ডনের, হয়তো তার চেয়েও বেশি। হুইল চেয়ারের চওড়া পরিসর ধরে রাখতে পারছে না দেহটা, দু'পাশ গলে বাড়তি অংশ পড়ে যাবে যেন। সারাদেহে চর্বি থলথল করছে।

বিশাল মুখের ওপর ঢেলা ঢেলা ছোট চোখ দুটো একেবারেই বেমানান। গাঢ় কালচে দাগ তার নিচে। তরমুজ সাইজের মাথায় কাঁচাপাকা, এলোমেলো চুল। পালা করে ওদের দেখল সে। চাউনি দেখলে মনে হয় এই বুঝি ধমকে উঠবে। ডনের সবকিছুতে মাল্টিপল এসক্লেরোসিসের কামড় দেখতে পেল মাসুদ রানা। জঘন্য এক রোগ। মানুষের মোটর ইমপালস্ বরবাদ করে দেয়, দৃষ্টি শক্তি কমিয়ে দেয়, সমন্বয়বোধ ঠেলে নিয়ে যায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। হজমশক্তিও নষ্ট করে ফেলে। আরও অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। মানুষ এ রোগে মরে না বটে, তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোগে নানাভাবে। এর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল।

এসক্লেরোসিসের কোন প্রিভেনটিভ নেই, চিকিৎসা নেই। এত প্রতিকূলতার পরও মানুষটি এখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাফিয়া ফ্যামিগলিয়ার ডন, ভাবতে আশ্চর্য লাগছে মাসুদ রানার।

'লুই!' হাঁক ছাড়ল ডন। সত্যিই সিংহের মত, ভাবল ও। কিছুটা খসখসে, তবে অস্বাভাবিক গম্ভীর। 'এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।'

তাড়াতাড়ি সামনে চলে এল সে। 'এ হচ্ছে জিনো ম্যানিট্টি।'

'বন গিওরনো,' উঠে দাঁড়িয়ে নড করল লোকটা, 'ডন জোসেফ।'

'গিওরনো,' মাথা ঝাঁকাল সে। চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে পাশেরজনের দিকে তাকাল।

'এ ফ্র্যাঙ্কো লোকালো।'

সটান দাঁড়িয়ে নড করল লোকালো। 'বন গিওরনো, ডন জোসেফ। আমি ক্যাসটেলমেয়ার থেকে এসেছি।'

'সিট্!' রানার দিকে ফিরল সে ধমকটা সেরে।

'আর এ হচ্ছে সেই লোক, টনি ক্যানযোনেরি। যার কথা কাল তোমাকে ফোনে জানিয়েছি।'

'হুঁম্!'

এক ইঙ্গিমত মাথা ঝোঁকাল রানা। নড বলা যায় না তাকে। মুখে কোন সম্ভাষণ জানাল না। পলকহীন চোখে ওকে দেখতে থাকল ডন। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা। এ ঘৃণা আসলে ওর প্রতি নয়, বুঝল রানা, ডনের নিজের প্রতি। নিজেকে, নিজের অভিশপ্ত দেহটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে। করুণা করে নিজের অক্ষমতাকে, দু'চোখে তারই প্রতিফলন দেখছে ও। সক্ষমের প্রতি অক্ষমের ঘৃণা।

'তোমাকেই তাহলে খুঁজছে বৈরুত পুলিস?' প্রশ্ন করল ডন।

'হ্যাঁ। খোঁজ পেলে এখানকার পুলিসও পিছু নেবে।'

'রেস্টুরেন্টে একজনকে খুন করেছ তুমি সবার চোখের সামনে?'

'নিজের দোষেই মরেছে...'

'কার দোষ জানতে চাইনি আমি,' আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডন। 'ক্যাঙকেও ভীষণভাবে মেরেছ তুমি। ও চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে।' অভিযোগ নয়, মন্তব্য করল সে।

আড়চোখে ফিলোমিনাকে দেখল মাসুদ রানা। কাজ ফেলে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। 'হ্যাঁ। দুর্ব্যবহার করেছিল ও আমার সাথে।'

'সেদিন যা দেখাল টনি, কি বলব,' ফোড়ন কাটল লুই।

'তুমি থামো!' মৃদু গর্জন করে উঠল ডন। 'আগে এ দেশে থাকতে তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ইংরেজি কে কতটা জানো?'

ম্যানিট্টি, লোকালো চুপ। রানা বলল, 'আমি জানি।' খেয়াল করল, ডনের পিছন থেকে অন্যমনস্ক চোখে ওকে দেখছে স্পেলম্যান।

'ওয়েল, লুই! এদের হোটেলে তুলে দিয়ে এসো। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কাল যেন রিপোর্ট করে এরা।'

'ঠিক আছে।'

'কাল রাতে টনির গার্ডেনে ফিলোমিনার বার্থডে পার্টি, মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল ভাইপো।
'চলে এসো সময়মত।'
'আচ্ছা।'
ডনের ইশারা পেয়ে হুইলচেয়ার ঘোরাল স্পেলম্যান। তার আগে আরেকবার রানার সাথে চোখাচোখি ঘটল লোকটার।
ভীষণ অস্বস্তির সাথে লুইকে অনুসরণ করল ও।

## ছয়

ম্যানহাটন মিডটাউনের পুব অংশে অভিজাত তিন তারা হোটেল চ্যালফন্ট প্লাজা। পুরানো, ঐতিহ্যবাহী হোটেল। বাইরে থেকে যে সব ব্যবসায়ী প্রায়ই নিউ ইয়র্ক আসে, তাদের খুব পছন্দের। ম্যানিট্টি-লোকালোকে ডেস্ক ক্লার্কের হাতে সঁপে দিয়ে রানার বাহু ধরল লুই লাযারো। 'এসো, গলা ভেজাই।'
'না, লুই। ধন্যবাদ। খুব ক্লান্তি লাগছে।'
শ্রাগ করল সে। 'বেশ। চলো তাহলে রুমে পৌঁছে দিয়ে আসি।'
'কোন প্রয়োজন নেই। তুমিও ক্লান্ত। যাও, বিশ্রাম করোগে।'
'ওকে, ফ্রেন্ড। কাল দুপুরের পর ফোন করব আমি।'
'শিওর। সী ইউ।'
বারোতলায় নিজের রুমে চলে এল মাসুদ রানা। চারদিক তাকিয়ে অর্ধেক ক্লান্তি দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। সুন্দর ডেকোরেটেড রুম এদের; সবকিছুতে চমৎকার রুচির ছোঁয়া। টেলিফোনে ডিনারের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। পনেরো মিনিট পর বের হলো ঝরঝরে, তরতাজা একটা অনুভূতি নিয়ে। খাওয়া শেষ হতে কফি নিয়ে বসল, পুরো বিষয়টা নতুন করে তলিয়ে দেখল একবার।
নিউ ইয়র্কে পা রাখার আগে পর্যন্ত ঠিকই ছিল সব, তারপরই সমস্যার আশঙ্কা দেখা দিল ল্যারি স্পেলম্যানের কারণে। কোথায় দেখেছে আগে মানুষটাকে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না ও। ভাগ্য ভাল যে ওর মত একই সমস্যায় আছে স্পেলম্যান, নইলে এতক্ষণে সর্বনাশ হয়তো ঘটেই যেত। কিন্তু ও জানে, এই স্মৃতি বিভ্রাট নিতান্তই সাময়িক—দু'জনের জন্যেই।
যে কোন মুহূর্তে চট্ করে মনে জেগে উঠবে যে কারও। তখন কি হবে? রানা কি পারবে পরিস্থিতি সামাল দিতে, যদি স্মৃতি উদ্ধার প্রতিযোগিতায় ওকে পিছনে ফেলে দেয় স্পেলম্যান? আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, লোকটা ওকে কি নামে, কোন পরিচয়ে চেনে? যদি সেটা ছদ্ম হয়, হয়তো মুখে মুখে বিষয়টার সমাধান করা সম্ভব হবে। যদি না হয়? ঝামেলা! রানার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে এত কাঠ-খড় পোড়ানো স্রেফ মাঠে মারা যাবে।
ও জানে, যখন কিছু মনে পড়তে না চায়, তখন তা জোর করে মনে করার

চেষ্টা বোকামি। তাতে উল্টো ফল হয়, জট পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে। সে ক্ষেত্রে বরং বিষয়টা ভুলে অন্য কিছুতে মন দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়, চট্ করে খুলে যায় জট। কিন্তু এ মুহূর্তে ল্যারি স্পেলম্যান রানার জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে অন্য কিছুতে ঢোকাতেই পারছে না ও। ঘুরেফিরে একই কথা মনে জাগছে।

রানা লোকটাকে দেখামাত্র বুঝেছে তাকে ও চেনে। কোথাও দেখেছে আগে। একই কথা স্পেলম্যানও বলেছে। কিন্তু একজনও মনে করতে পারছে না কবে, কখন, কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে একে অন্যকে দেখেছে।

কফি-সিগারেট শেষ করে উঠল ও। নিজের ওপর বিরক্ত। এই যখন মনের অবস্থা, প্রয়োজনের সময়ে ঠিকমত সাড়া পাওয়া যায় না মস্তিষ্কের, বুঝতে হবে সময় শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে দেয়া উচিত এই বিপজ্জনক পেশা। নইলে প্রাণটাই হয়তো যে কোনদিন ছেড়ে যাবে। সেটা যদি সময়মত ঘটে, আফসোস থাকে না। কিন্তু···ধ্যাৎ!

সমস্যা সমাধানের ভার অবচেতন মনের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল মাসুদ রানা। দেখা যাক, ঘুমের মধ্যে ব্যাটা কোন পথ দেখায় কি না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ঘোরে ঢলে পড়ল রানা, শেষ মুহূর্তে ফিলোমিনার মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পরক্ষণে অতল ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে মনে নেই, আচমকা ভেতর থেকে কেউ ঠেলে জাগিয়ে দিল ওকে। মুহূর্তে পূর্ণ সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল রানা। মনে হলো ঘুমায়ইনি, জেগেই ছিল এতক্ষণ।

চোখ মেলল ও, এবং জমে গেল। নাকের ঠিক চার ইঞ্চি তফাতে রয়েছে অস্ত্রটা, পিলে চমকানো চেহারার একটা মাউযার। সরাসরি বাঁ চোখ সই করে ধরে রেখেছে ওটা ল্যারি স্পেলম্যান।

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত পিষল সে। 'এক চুল নড়লে গুলি করব আমি!'

বিশ্বাস করল রানা, পড়ে থাকল স্থির হয়ে। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে ও স্পেলম্যানের কাছে। হাত বাড়িয়ে সাবধানে বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বেলে দিল লোকটা, চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। ওর মধ্যে মাউযারের নলটাকে অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেলের নল মনে হলো। একটু একটু করে ওপরে উঠল রানার দৃষ্টি। লোকটার দীর্ঘ হাত ও বাহুর ওপর দিয়ে ঘুরে স্থির হলো অন্তর্ভেদী দু'চোখে।

বাঁকা হাসি তার মুখে। অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে হাত ছুঁড়ল স্পেলম্যান, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাউযারের ভারী বাঁট দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওর বাঁ চোয়ালে। সংঘর্ষের ধাক্কায় ঘিলু নড়ে গেল রানার, মুহূর্তে অবশ হয়ে গেল জায়গাটা। চেহারা বিকৃত করে ব্যথা হজমের চেষ্টা করল ও। অসহ্য যন্ত্রণায় পানিতে ভরে গেছে বাঁ চোখ, চিড়বিড় করছে ওখানটায়, চুলকাচ্ছে। তবু স্থির হয়ে পড়ে থাকল, এক চুল নড়ার সাহস হলো না। লাল চোখে ওকে দেখছে স্পেলম্যান।

খুনীর দৃষ্টি জীবনে বহু দেখেছে মাসুদ রানা। খুনীর চোখে চোখ রাখার অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। কিন্তু স্পেলম্যানের চোখ ও চাউনির সাথে সে সবের কোন মিল নেই। সম্পূর্ণ অন্যরকম, যা দেখলে সম্ভবত আজরাইলের পিলেও হোঁচট খাবে। সোজা হলো লোকটা, লালচে পাতলা ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর আধফোটা হাসি। 'উঠে বোসো,' গম গম করে উঠল ভেতরের ড্রাম থেকে উঠে আসা শব্দ দুটো। 'সাবধানে।'

নির্দেশ পালন করল মাসুদ রানা। 'ওপাশে নেমে সরে দাঁড়াও,' নিজের উল্টোদিক দেখাল স্পেলম্যান। বালিশের নিচে রাখা ওয়ালথারটার কথা মনে পড়ল ওর, কোনমতে যদি ওটা বের করা সম্ভব হত, ভাবছে রানা, যদি একটা সুযোগ··· 'হারি আপ!' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল লোকটা।

নেমে পড়ল রানা। এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াও!'

তাই করল ও। আহত গালে হাত বুলিয়ে নিল। খাটের পাশে চলে এল স্পেলম্যান, বালিশের তলায় হাত ভরে বের করে নিল রানার ওয়ালথার। চেহারায় সন্তুষ্টি নিয়ে ওটা পকেটে পুরল সে। 'এবার বসতে পারো তুমি।'

এগোল মাসুদ রানা। স্পেলম্যানের চোখে চোখ রেখে খাটের এপাশে এসে পা ঝুলিয়ে বসল। ওর চার হাত তফাতে একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসেছে লোকটা। মাউযার প্রস্তুত। বেড সাইড টেবিলে রাখা নিজের হাতঘড়ি দেখল রানা—তিনটে বাজে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি পাঁচ মিনিটও ঘুমায়নি ও, অথচ চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্পেলম্যানের দিকে তাকাল রানা। তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। আকণ্ঠ গিলে এসেছে লোকটা—মাতাল। এইজন্যেই লাল হয়ে আছে চোখ। পরক্ষণে ভুল ভাঙল তাকে পলক ফেলতে দেখে। নেশা সে করে এসেছে ঠিকই, তবে মদ খেয়ে নয়, অন্য কিছু, খুব সম্ভব হেরোইনের সাহায্যে। ভাল করে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলো মাসুদ রানা, ঠিক তাই। দু'চোখ ছলছল করছে স্পেলম্যানের।

চোয়াল ডলল ও। 'এসব কি হচ্ছে জানতে পারি? ডনের ভাইপো নিজে হাত-পা ধরে সেধে নিয়ে এসেছে আমাকে। অথচ তুমি অকারণে···' লোকটাকে নিঃশব্দে হেসে উঠতে দেখে থেমে গেল রানা।

'নিজেকে তুমি খুব চালাক মনে করো, মাসুদ রানা। ভেবেছিলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আর সাজানো মারামারির সাহায্যে কাজ হাসিল করবে, কেমন? লুই সোজা মানুষ, ওকে ফাঁকি দেয়া খুব সহজ। সু লাও লিনের ব্যাপারটাও এক, কারণ তাকে আহাম্মক লুই প্রভাবিত করে ফেলেছিল আগেই। কিন্তু তাই বলে সবাইকে ফাঁকি দিতে পারবে তুমি, এতটা আশা করা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?'

পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ওর। বুঝে গেছে, হারামজাদা ওকে হাড়ে হাড়েই চিনেছে। ধানাই পানাই বলে পার হওয়া যাবে না। কারণ ব্যাটা ওর আসল পরিচয়টাই জানে। কিন্তু··· কোথায় দেখেছে সে রানাকে? কবে? মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ পড়ছে না।

ওর আসল পরিচয় উদ্ধারের ঘটনা আর কাউকে জানিয়েছে লোকটা? সম্ভাবনা কম। তাহলে চার ঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ জুটত না। ক্ষীণ একটা দুরাশা জাগল মনে। 'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্পেলম্যান। 'হয় এরকম, আমি জানি। মেন্টাল শক্‌ খেলে মানুষ কখনও কখনও নিজের বাপকেও চিনতে পারে না। এ তো সামান্য।'

'দেখো, স্পেলম্যান, তুমি মারাত্মক ভুল করছ। আমাকে আর কেউ ভেবে বসেছ, কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'ঠিক, কোন সন্দেহ নেই।'

জানে যা ঘটার ঘটে গেছে, এ ফাঁস থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। তবু কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যে কথা চালিয়ে যেতে চাইছে রানা। যদি এর মধ্যে একটা সুযোগ পাওয়া যায়···আচমকা অদৃশ্য হাতের ভয়ঙ্কর এক ব্লো খেলো ও তলপেটে। বিদ্যুৎ চমকের মত চিনে ফেলল সামনে বসা মানুষটিকে। হায় খোদা! শেষ পর্যন্ত···

'কোন সন্দেহ নেই যে তুমিই মাসুদ রানা। বাংলাদেশী স্পাই।'

'ল্যারি, শোনো···'

'শাটাপ, বাস্টার্ড! রবার্টো গার্সিয়ার জুয়েলারী শো রুমে ডাকাতি করেছিলে তুমি কয়েক বছর আগে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে সে কথা?'

ভুলিনি, মনে মনে বলল ও। মনে ছিল ঠিকই, সময়মত খেয়াল পড়েনি। হারামজাদা হেরোইন, ভাবল, সেবনকারীকে কখনও কখনও বহু পুরানো স্মৃতিও মনে করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সারাদিন ওকে চিনতে পারেনি স্পেলম্যান, কিন্তু যেই পেটে পাউডার পড়েছে···

'কি, পড়ল মনে? বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, মাসুদ রানা। মাত্র চার বছর আগের। এই শহরেরই কাহিনী। আমি সে সময়ে গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার ছিলাম। গোল্ডেন বীচে আমিও গুলি খেয়েছি, রানা। ভাগ্য ভাল যে তারপরও পালিয়ে যেতে পেরেছি।'

চুপ করে থাকল রানা। আর কথা কেটে লাভ নেই।

'একবার তোমার জন্যে আমার আশ্রয় ছুটে যায়, বন্ধ হয়ে যায় আয়ের পথ। কিন্তু এবার তা হবে না, মাসুদ রানা। কেন তুমি ভিড়েছ, আমি বুঝি। সে সুযোগ তুমি আর পাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'খুঁজে খুঁজে এমন সব আশ্রয় বেছে নাও তুমি, যার ভিত্তি বেআইনী। দুর্বল। সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, বলো? আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি?'

'তা বটে।'

পাত্তা দিল না রানা। 'রবার্টো গার্সিয়া ডাকাতি করেছে আগে, আমি পরে। সে করেছে নিজের জন্যে, আমি পরের জন্যে। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা।'

'কাজের কথা হোক,' মাউযার দোলাল সে। 'আর কে আছে তোমার

সাথে?'

'আমি একা, কেউ নেই সাথে।'

'হতে পারে না। তোমার পরিচয় মনে পড়ামাত্র আমি বৈরুতে ফোন করেছি। কারও পাত্তা নেই। চার্লির ফোন কেউ ধরে না, লিনের হোটেল জানিয়েছে গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে এক ভদ্রলোকের সাথে বেরিয়ে গেছে সে, আর ফেরেনি। এসবের মানে কি?'

'কার সাথে বেরিয়েছে লিন জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। ওরা বলে গিতানো রুগেইরোর কোন এক বন্ধুর সাথে গেছে।'

'রুগেইরো?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'তাকে তো তোমাদেরই ভাল চেনার কথা। তাকেই কেন জিজ্ঞেস করো না? সে তো যদ্দূর জানি তোমাদেরই একজন।'

'সে পরে দেখব। আগে তুমি বলো। রুগেইরোর সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি কি মতলবে?'

তখনই উত্তর দিল না ও। স্পেলম্যান যদি এই লাইনে চিন্তা করে, সময় তাহলে কিছু বেশি পাওয়া যাবে। ফ্র্যানযিনি তাহলে জানার চেষ্টা করবে কি ষড়যন্ত্র আছে ভেতরে। 'যদি তাই ভেবে থাকো, ভাবতে পারো। আমার মুখ তুমি খোলাতে পারবে না।'

'অবশ্যই পারব। ডন ফ্র্যানযিনি সব শুনতে আগ্রহী হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কাজেই তাকে রিপোর্ট করার আগে বিস্তারিত আমার জানা প্রয়োজন। তা যতক্ষণ না হচ্ছে, এ ঘর ছাড়ছি না আমি।'

খুশির খবর! অন্তত একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বিষয়টা এখন পর্যন্ত স্পেলম্যানের মধ্যেই আছে, ডন জানে না। সে যখন জানে না, আর কারও না জানাই স্বাভাবিক। একটাই মাত্র বাধা এখন পথে, এটাকে যদি কোনরকমে উপড়ে ফেলা যায়··· কিন্তু দু'জনের মাঝের দূরত্ব প্রচুর, নরম বিছানায় দেবে বসে থাকা অবস্থায় ওর আচমকা কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। আর কি করা যায়?

লোকটাকে রানার কাছে পেতে হবে। ওকে রাগিয়ে দেয়া গেলে কেমন হয়? খেপে গিয়ে যদি ওকে আরেকবার আক্রমণ করতে আসে ব্যাটা···কিন্তু মুশকিল যে ও এখন নেশার ঘোরে আছে। এ অবস্থায় সহজ-স্বাভাবিক আচরণ যদি না করে লোকটা, রাগ বেশি হয়ে গেলে যদি গুলি করেই বসে? তবু উপায় নেই রানার, চান্স একটা নিতেই হবে।

নাক কোঁচকাল ও। 'একটা বতু পাঁঠাও তোমার মত দুর্গন্ধ ছড়ায় না, স্পেলম্যান। গোসল করো না কত বছর?'

কাজ হলো না। অনড় বসে আছে সে। অস্ত্র নাচাল। 'মুখ খোলো, মাসুদ রানা। নইলে গুলি করব আমি।'

'তোমার সে ক্ষমতা নেই। ডন ভেতরের সব জানার আগে আমাকে গুলি করতে পারো না তুমি। নেশার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আছ বলে ভেবো না তুমি যা খুশি তাই করতে পারবে।'

খোঁচাটা লেগেছে জায়গামতই, রেগেও উঠল স্পেলম্যান, তবে বুদ্ধি আছে বলে হজম করে গেল। অথবা হয়তো নেশার কারণে বুদ্ধিশুদ্ধি জড়িয়ে গেছে, ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

অন্য লাইন ধরল রানা। 'নাম শুনে বোঝা যায় তুমি ইহুদি, তাই না, ল্যারি? মা আছে তোমার? সে জানে তার ছেলে হেরোইন অ্যাডিক্ট? কোন ইহুদি মায়ের জন্যে ব্যাপারটা কত দুঃখজনক, তুমি বোঝো? অন্য মায়েরা যখন তার সামনে গর্ব করে বলে, "আমার ছেলে ডাক্তার," কি "আমার ছেলে লইয়ার," কত কষ্ট হয় তার অনুমান করতে পারো? বেচারী কিছু বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। কি বলবে সে, "আমার ছেলে অ্যাডিক্ট"?'

'শাট আপ্, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!' রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটা।

'এই দেখো, সত্যি কথা শুনলে কেমন আঁতে ঘা লাগে।'

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল স্পেলম্যান, সবেগে মাউযারের বাঁট নামিয়ে আনল ওর চোয়াল লক্ষ্য করে।

পুরো প্রস্তুত ছিল মাসুদ রানা, মাথা চট্ করে কয়েক ইঞ্চি ডানে সরিয়ে আঘাতটা এড়িয়ে গেল, একই সাথে বাঁ হাতে খপ্ করে ধরে ফেলল লোকটার ডান হাতের কব্জি। প্রাণপণে চেষ্টা করল হাতটা মুচড়ে দিতে, হলো না। অসম্ভব শক্তি স্পেলম্যানের গায়ে, এক চুল ঘোরানো গেল না। ঝট্ করে বাঁ দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ও, তার অস্ত্র ধরা হাত ঠেসে ধরল বিছানার সাথে। ফলে খানিকটা ঝুঁকে আসতে হলো স্পেলম্যানকে, এই সুযোগে ডান হাতের বেমক্কা এক ঘুসি বসিয়ে দিল রানা তার সোলার প্লেক্সাসে।

'হুঁক্!' করে উঠল লোকটা। ভেতরের সব বাতাস বেরিয়ে গেল হাঁ গলে। বিরতি না দিয়ে আবার ঘুসি ছুঁড়ল রানা। লাগল না, কনুই দিয়ে ফিরিয়ে দিল স্পেলম্যান। পরমুহূর্তে দু'জনের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনল সে, চট্ করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর, ডান হাত মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে যুঝছে। ক্ষিপ্ত মোষের মত ফোঁস ফোঁস করে দম ছাড়ছে।

ডান হাঁটু ভাঁজ করে নিজেদের মাঝখানে তুলে আনল রানা বহু কষ্টে, তারপর চিৎ হলো। স্পেলম্যানের ডান হাত একইভাবে ঠেসে ধরে রেখেছে বিছানার সাথে। লোকটা যাতে কব্জি এক চুলও ঘোরাতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ খেয়াল। যদি পারে, আর সেই অবস্থায় যদি হঠাৎ গুলি হয়ে যায়, বিপদ ঘটে যাবে।

দেহের অন্য পাশে আটকা পড়ে আছে রানার ডান হাত, অনেকক্ষণ ধরে সংগ্রাম করে সেটা দু'জনের মাঝে ভরে দিল ও, বের করে আনল এপাশে। এবার দু'হাতে কাজ শুরু করল। বাঁ হাতে পিস্তল ধরা স্পেলম্যানের হাত আগের মতই ঠেসে ধরে আছে, ডান হাতে ওটা আঁকড়ে থাকা আঙুলগুলো ছাড়াবার চেষ্টায় লাগল। ব্যাটার আঙুলেও অসম্ভব জোর, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত কামড়ে আছে তো আছেই। নড়ে না।

দু'মিনিটের মরিয়া চেষ্টার পর তার কড়ে আঙুলটা বাগে পেল রানা, ততক্ষণে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও। ওটা মুঠোয় পুরে উল্টোদিকে ঠেলতে

শুরু করল রানা, একটু একটু করে চাপ বাড়াতে থাকল। আসন্ন বিপদটা হঠাৎ করেই টের পেল স্পেলম্যান, কোমর ছেড়ে চট্ করে ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল রানার। লম্বা লম্বা আঙুল সামনে এনে ওর নাকমুখ ঠেসে ধরে মাথাটা পিছনদিকে ঘোরাতে চাইছে। ঘাড় মট্কে দিতে চাইছে মাসুদ রানার।

নীরবে লড়ছে দু'জনে, অমানুষিক শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে বলে গলা দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে দু'জনেই। স্পেলম্যানের কড়ে আঙুলের ওপর চাপ আরও বাড়াল রানা, একই সাথে মাথা যথাসম্ভব নিচু রেখে সমস্ত মানসিক ও দৈহিক শক্তি এক করে ঘাড় সোজা রাখার সংগ্রাম করছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না। আঙুলটা একটু একটু করে পিছিয়ে নিতে পারছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে স্পেলম্যানও একচুল একচুল করে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে ওর ঘাড়।

লোকটার হাতের তালু সেঁটে আছে রানার নাক মুখের ওপর, ওদিকে কড়ে আঙুল আর অনামিকা প্রায় বড়শির মত গেঁথে গেছে কণ্ঠার নরম হাড়ের ওপর। যে কোন মুহূর্তে ক্যারোটিড আর্টারি ছিঁড়ে যেতে পারে রানার। চোখের সামনে রঙিন কুয়াশা দেখতে পাচ্ছে ও, তীব্র যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে হাত পা।

এই সময় মৃদু 'মট্!' আওয়াজ কানে এল। আঙুল ভেঙে গেছে স্পেলম্যানের। মুহূর্তে গলার চাপ, পিস্তল ধরা মুঠো আলগা হয়ে গেল লোকটার। একই সাথে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে। আঙুলটা ছেড়ে দিল রানা, পরমুহূর্তে গায়ের জোরে কনুই চালাল স্পেলম্যানের নাকমুখ সই করে। আরেকটা হাড় ভাঙার আওয়াজ উঠল। ভেঙে ভেতরে দেবে গেছে তার নাকের কার্টিলেজ, দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল। সাদা চাদরের অনেকটা জায়গা বরবাদ হয়ে গেল মুহূর্তে।

পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছে স্পেলম্যান, কিন্তু ছাড়ল না রানা। আবার চালাল কনুই সবেগে, এবার দেখে চালিয়েছে। সরাসরি ডান চোখের ওপর আছড়ে পড়ল আঘাত, মাথার মধ্যে হাজারটা অত্যুজ্জ্বল নীল সূর্য জ্বলে উঠল স্পেলম্যানের। গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও পিস্তল ছাড়েনি, ভাঙা আঙুলের কথা ভুলে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ওটা হাতছাড়া হওয়ার অর্থ কি, তা ভালই বোঝে ব্যাটা।

ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে স্পেলম্যানকে ওপরদিকে ঠেলতে শুরু করল মাসুদ রানা। ওর গলা ছেড়ে দিয়েছে লোকটা, তাই খুব একটা অসুবিধে হলো না। গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে রানার এপাশে চলে এল সে, ভাঙা আঙুল আর নাকের যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। ডান চোখ বুজে আছে। নিজেকে মুক্ত করার আরেক চেষ্টা করল স্পেলম্যান, বাঁ হাতের আঙুল রানার চোখে ভরে দেয়ার জন্যে বাড়াল।

মাথা ঘুরিয়ে তাকে ব্যর্থ করে দিল ও। মরিয়া হয়ে লোকটার কোটের বাঁ পকেটে হাত ভরার চেষ্টা করতে লাগল। ওই পকেটে আছে ওয়ালথারটা। ব্যাপার টের পেয়ে সরে গেল স্পেলম্যান, ধাঁই করে বাঁ হাতের এক ঘুসি

বসিয়ে দিল রানার পাঁজরে। চোখে অন্ধকার দেখল ও, দম বন্ধ হয়ে আসছে তীব্র ব্যথায়। আবার ঘুসি আসছে দেখে ডান হাত তুলে বাধা দিল রানা, পরমুহূর্তে পিছলে নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

খাটের সাথে পা বাধিয়ে নিজেকে ঠেলে দিল ও সামনে, বাঁ হাতে তখনও স্পেলম্যানের কব্জি ধরে রেখেছে। না দাঁড়ানো, না বসা অবস্থায় ছিল লোকটা, রানা আচমকা লাফ দিতে ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, মুহূর্তে বাঁদরের মত এক লাফে তার বুকের ওপর চেপে বসল রানা। ডান হাতে চেপে ধরল কণ্ঠনালী। সুযোগটা চিনতে ভুল হলো না স্পেলম্যানের, দু'হাতই ব্যস্ত রানার, কাজেই মুক্ত বাঁ হাতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলল সে ওর চোয়াল-চিবুক-ঘাড় লক্ষ্য করে।

প্রত্যেকটা ঘুসি হাতুড়ির ঘায়ের মত, মাথা গুলিয়ে গেল মাসুদ রানার। তবু ছাড়ল না, যত মার খায়, ততই গলায় চেপে বসে চাপ। একটু একটু করে তেজ হারিয়ে ফেলল স্পেলম্যানের ঘুসি, নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। মেঝেতে দু'পা ঠুকছে দমাদম, কিন্তু পুরু কার্পেটের জন্যে আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে পিস্তল ছেড়ে দু'হাত কাজে লাগানোর চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু হাত ছাড়াতেই পারল না।

অস্ত্রটা নাগালের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেও আগ্রহ দেখাল না মাসুদ রানা। খুন চেপে গেছে মাথায়। এক সময় জিভ বেরিয়ে পড়ল স্পেলম্যানের, চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার জোগাড়। ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল সে, তারপর স্থির হয়ে গেল। তবু ছাড়ার নাম নেই রানার, ধরেই আছে। অনেকক্ষণ পর হুঁশ হলো ওর, লোকটাকে ছেড়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। দম ছাড়ছে হাপরের মত শব্দ করে, ঠেলে ঠেলে উঠছে প্রশস্ত বুক। ঘামে ভিজে সারাদেহ একাকার।

দীর্ঘ সময় পর উঠে বসল রানা। ঘুরে তাকাল স্পেলম্যানের দিকে। স্থির হয়ে পড়ে আছে সে, চাউনি বিস্ফারিত। খোলা মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে জিভের ডগা। রক্তাক্ত মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে ঠেলে তুলল রানা মেঝে থেকে। বাথরুম থেকে তোয়ালে এনে ডলে ডলে ঘাম মুছল। সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল।

সিগারেট শেষ করে উঠল। দশ মিনিট ধরে ধূমায়িত গরম পানির শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজল। তারপর তিন মিনিট ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতেই সুস্থ বোধ করল। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা।

স্পেলম্যানের কথায় বোঝা গেছে, ওর ব্যাপারে কাউকে কিছু জানায়নি সে ইচ্ছে করেই। চেয়েছে ওর স্বীকারোক্তি আদায় করে তবে বিস্তারিত জানাবে ডনকে। তার মানে এখনও ক্লীয়ার আছে মাসুদ রানা। তবে একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো মৃতদেহটা। এর একটা ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। এখান থেকে বিদায় করতে হবে সমস্যাটাকে। শুধু ওতেই কাজ হবে না, কয়েকদিনের জন্যে লুকিয়েও রাখতে হবে। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

বৈরুতে যেদিন সু লাও লিনের সাথে দেখা ওর, তারপর দিন থেকেই সে উধাও। একই দিন থেকে খবর নেই চার্লস হারকিনের। এদিকে যেদিন নিউ ইয়র্কে পা রাখল ও, সেদিনই মরল ল্যারি স্পেলম্যান, এর মধ্যে যদি কোন যোগাযোগ আছে বলে কেউ ভাবে, তাকে দোষ দেয়া যাবে না। অতএব কিছুদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখতে হবে লাশটা। যতক্ষণ এটা গোপন থাকবে, ততক্ষণ একটা দ্বিধার মধ্যে থাকবে ডন। সন্দেহ যাই হোক, অন্তত রানাকে তার সাথে সহজে জড়াতে পারবে না।

দ্রুত প্যান্ট শার্ট পরল ও, লাশটা কোথায় সরাবে তা নিয়ে ভাবল। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ একটা লাশ কাঁধে নিয়ে নিচে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই ফ্লোরেই কোথাও রাখতে হবে। কিন্তু কোথায়?

ঘরের চারদিকে নজর বোলাল ও। তখনই প্রথম নজর পড়ল দুই দেয়ালের দুই দরজার ওপর। নিউ ইয়র্কের প্রায় সব হোটেলেই আছে এক রুম থেকে আরেক রুমে যাওয়ার কানেকটিং দরজা। অবশ্য তালা মারাই থাকে। পাশাপাশি দুই রুমের গেস্ট যদি একযোগে কখনও চায়, তবে মেলে চাবি। নইলে নয়। বাঁ দিকের দরজার দিকে এগোল মাসুদ রানা। কাঠের প্যানেলিঙের মাঝে এমনভাবে বসানো ওগুলো যে ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না।

কী হোলে চোখ রেখে তাকাল ও। অন্ধকার। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে গেস্ট। এ সময়ে তাই থাকার কথা। নাকি নেই কেউ? ওর রুমের নম্বর ১২৩৪, অর্থাৎ পাশেরটা ৩৫ হবে। কারণ রানা যেদিক থেকে এসেছে, ক্রমানুসারে সেদিক থেকেই এসেছে রুমগুলো। ওর লক্ষ যে রুম, সেটা উল্টোদিকের, কাজেই ওর ধারণাই ঠিক। পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রিসিভার তুলে ১২৩৩ নম্বর ঘোরাল রানা। ছয়বার রিঙ হতে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সাড়া দিল কেউ।

ঠিকই ছিল অনুমান, লাইন কেটে দিয়ে ভাবল রানা। ১২৩৫ ঘোরাল এবার। রিঙ বাজছে, সাড়া নেই। একটানা দশ মিনিট বাজল ফোন, ধরল না কেউ। বাথরুমে চলে এল রানা। টয়লেট কিটে রাখা স্টীলের সরু, চার ইঞ্চি লম্বা একটা পিক্ নিয়ে ফিরে এল। এক মাথা চ্যাপ্টা ওটার। মাঝখান থেকে কাটা। সামান্য বাঁকা প্রান্তটা।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই কুট্ শব্দে খুলে গেল কানেকটিং দরজার লক্। চলে এল রানা পাশের রুমে। নেই কেউ। ফাঁকা। স্পেলম্যানের গা থেকে কাপড় চোপড় খুলে নিল ও। কেবল আন্ডার শার্ট, শর্টস আর জুতো মোজা থাকল। দু'পা ধরে লাশটা টেনে পাশের রুমে নিয়ে এল। এ রুমেই রাখবে ভেবেছিল, পরে কি খেয়াল হতে ৩৬ নম্বর রুমে ফোন করল মাসুদ রানা। কাছ থেকে যতদূরে রাখা যায় এ জিনিস, ততই মঙ্গল।

একই অবস্থা, সাড়া নেই কারও সে রুমেও। এক মিনিট পর ৩৬ নম্বরে ঢুকল রানা। ঝাড়া দশ মিনিট পর নিজের রুমে ফিরল ও, স্পেলম্যান তখন বসে আছে ১২৩৯ নম্বর রুমের বাথরুমে। মাথার ওপর পুরো খোলা বরফ শীতল ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার। রুমের এয়ারকুলারের ডায়াল FULL COOL-

এর ওপর, অন করা আছে ওটা। সহজে যাতে পচন না ধরে সে জন্যে এই ব্যবস্থা।

নিশ্চিন্ত মনে কাপড় ছাড়ল রানা। চারটা বাজে। ঠিক এক ঘণ্টা আগে জীবিত ছিল ল্যারি স্পেলম্যান, বসে ছিল এই ঘরে। এখন নেই। চিরতরে বিদায় হয়েছে।

তার শার্ট-প্যান্ট কোট ভাঁজ করে নিজের সুটকেসের তলার দিকে গুঁজে রাখল। বিশেষ একটা পরিকল্পনা আছে ওগুলো নিয়ে। আর একটা সিগারেট শেষ করল ও, তারপর বিছানায় উঠল।

ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সাড়ে আটটায় ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। ঝটপট তৈরি হয়ে সাত মিনিটের মাথায় রুম ত্যাগ করল ও। ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে হোটেল ত্যাগ করল সবার অলক্ষে। রাস্তার এক পাব থেকে বিশেষ এক নম্বরে ফোন করল রানা, নিজের সাঙ্কেতিক পরিচয় জানিয়ে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর কিছু ব্রাউন পেপার এবং একটা সুতোর বল কিনে ফিরে এল হোটেলে, এবারও কারও চোখে পড়ল না বিষয়টা।

ও রুমে ঢোকার আগেই বেজে উঠল চ্যালফনট প্লাজার রিসেপশন ডেস্কের ফোন। মিডল ইস্টের কোন এক ব্যবসায়ীর জন্যে হোটেলের রুম রিজার্ভ করতে চায় তার নিউ নিয়র্ক এজেন্ট। শেষে নয় আছে, এমন রুম প্রেফার করেন তিনি। ভদ্রলোক একটু সেকেলে, রাশি-টাশিতে ভারি আস্থা। নয় তাঁর শুভ সংখ্যা। হেসে রেজিস্টার চেক করল হোটেল ক্লার্ক, দেখা গেল সেরকম একটা রুমই আছে, নম্বর ১২৩৯। তাই সই।

সাত দিনের জন্যে রুম রিজার্ভ করল এজেন্ট, অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করে দিল মোটর সাইকেল কুরিয়ারের মাধ্যমে।

# সাত

বারোটার একটু আগে দ্বিতীয়বারের মত হোটেল ত্যাগ করল রানা। এবার সামনে দিয়ে। হাতে একটা শপিং ব্যাগ, ওর মধ্যে ব্রাউন পেপারে সুন্দর করে মোড়া আছে ল্যারি স্পেলম্যানের শার্ট-প্যান্ট।

ট্যাক্সি চেপে সিটি মেইন পোস্ট অফিসে এল ও। প্যাকেটটা পোস্ট করে দিল জোসেফ ফ্র্যানযিনির নামে। প্রেরকের নাম ঠিকানা লিখল: গিতানো রুগেইরো, ১৫৭, টমসন স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০১১। এটার সাহায্যে দুই ডনের সম্পর্ক আরও ঘোলা ও জটিল করতে চায় মাসুদ রানা। এদের সম্পর্ক যত খারাপ হবে ততই ওর সুবিধে।

নিউ ইয়র্কের ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালই জানে রানা। একটা থার্ড ক্লাস

প্যাকেজ টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রীট থেকে প্রিন্স স্ট্রীটের ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানি পর্যন্ত মাত্র ত্রিশ ব্লক দূরত্ব অতিক্রম করতে যে ঝাড়া এক সপ্তাহ সময় নেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সময়টা ওর নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন।

বেরিয়ে আসার আগে ফোন করল আবার সেই বিশেষ নম্বরে। প্রথম রিঙ পুরো হওয়ার আগেই সাড়া এল। 'ইয়েস?'

'এম আর নাইন।'

'কাজ কমপ্লিট।'

'গুড। থ্যাঙ্কস।'

'আর কিছু?'

'এখনই নয়। প্রয়োজনে জানাব।'

'জ্বি। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর ফোন করেছিলেন ঘণ্টাখানেক আগে।'

'কেন?'

'ব্যবসার সম্ভাবনা কি রকম জানার জন্যে।'

'জানিয়ে দেবেন ভাল। চমৎকার ভবিষ্যৎ।'

'ঠিক আছে।'

'রাখছি।'

হাঁটতে হাঁটতে অ্যাংরি স্কয়ারে চলে এল রানা। সেভেনথ অ্যাভিনিউর চেলসি হোটেলের পাশের পরিচিত এক রেস্টুরেন্টে ঢুকল লাঞ্চের জন্যে। প্রচুর সময় নিয়ে খেলো ও, তারপর ফোন করল লুই লাযারোর অ্যাপার্টমেন্টে। রানার কণ্ঠ শুনে একেবারে হৈ-হৈ বাধিয়ে দিল সে। 'হেই, টনি! কোথায় তুমি? একটু আগে ফোন করেছিলাম তোমার হোটেলে, ওরা বলল বেরিয়ে গেছ। আমি চিন্তায় বাঁচি না!'

'রুমের মধ্যে বন্দী লাগছিল। কতক্ষণ একা একা থাকা যায়? তাই একটু বেরিয়েছিলাম তোমাদের শহর দেখতে।'

'দেখো দেখি, আমি চিন্তায় বাঁচি না!'

'এত চিন্তা করার কি হলো, অ্যাঁ? আমি কি কচি খোকা যে পথ হারিয়ে ফেলব মানুষের ভিড়ে?'

প্রাণখোলা হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল লুই। 'না, তোমার মত ধেড়ে খোকাকে নিয়ে সে ভয় অবশ্য নেই। তবু একা চলাফেরা করা উচিত নয়, বন্ধু।'

'থ্যাঙ্কস, ম্যান! তুমি খুব ভাবো আমাকে নিয়ে।'

'ভাবব না? টনি কয়টা আছে আমাদের?'

লোকটার কথা ভেবে রীতিমত দুঃখ হলো রানার। আজ হোক, কাল হোক, ওর আসল পরিচয় যখন জানবে, কলজেয় জবর এক ধাক্কা খাবে বেচারা। 'ফোন কেন করেছিলে?'

'চাচা আমাকে আর তোমাকে দুটোয় তার অফিসে যেতে বলেছেন,

খবরটা দেয়ার জন্যে। জরুরী কিছু আলাপ করতে চান উনি তোমার সাথে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, সময়মত পৌঁছে যাব আমি।'

'প্রিন্স স্ট্রীট, মনে আছে তো?'

'নিশ্চই!'

'ওকে, সী ইউ দেন।'

ফোন রেখে তখনই বেরিয়ে পড়ল ও। ঘড়ি দেখল, সবে একটা। প্রচুর সময় আছে হাতে। তাছাড়া প্রিন্স স্ট্রীট কাছেই, হাঁটা পথে দশ মিনিটও লাগে না পৌঁছতে। কাজেই সময়টা ঘুরেফিরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। নিউ ইয়র্কের চেহারা রোজই কিছু না কিছু বদলায়, এই সুযোগে ইদানীং কোথায় কি অদল বদল হলো দেখে নেয়া যাবে। অলস পায়ে এগোল রানা।

কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে বেশিরভাগ অংশ আগের মতই আছে। পঞ্চাশ-একশো বছর আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি। সিক্সথ অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল রানা, ডাউনটাউনের দিকে চলল। সিক্সথ অ্যাভিনিউ থেকে ফর্টিনথ স্ট্রীট পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগেও দেখেছে ও ব্যাপারটা, তবে খেয়াল করেনি। আজ নজর ছিল বলে চোখে পড়ল। কানেও এল।

আশেপাশে ইটালিয়ান বা ইংরেজির কোন হদিস নেই—স্প্যানিশে কথা বলছে সবাই। এরা পুয়ের্টো রিকান। পুরানো বারগুলো আগের জায়গাতেই আছে, তবে নাম বদলে গেছে তাদের। সান রাইজ হয়েছে এল গ্রোট্টো, রেড রোজ এল কেরাডো, সানফ্লাওয়ার এল পোর্টোকইলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনমনে হাসল। কয়েক বছর আগেও ইটালিয়ান কোয়ার্টার নামে পরিচিত ছিল এই এলাকা। এখন হয়ে গেছে পুয়ের্টো রিকান। এ বরং ভালই হয়েছে। আগে যেখানে-সেখানে নোংরা আবর্জনা স্তূপ হয়ে থাকত, এখন নেই। এরা আর যাই হোক, ইটালিয়ানদের চাইতে পরিচ্ছন্ন। আগে স্থূলকায়া ইটালিয়ান বুড়িদের ভয়ে এ পথে ঢুকতে দ্বিধা করত ক্যাব ড্রাইভাররা। সারা পথ জুড়ে হেলেদুলে হাঁটত তারা পাঠানদের মত, সাইড দিতে চাইত না। এখন স্বচ্ছন্দে চলে ওরা।

ফর্টিনথ স্ট্রীটেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া, তবে অল্প। বড়সড় বিজনেস প্লেস এটা। হার্ডওয়্যার স্টোর, ড্রাগ স্টোর, গ্রোসারি স্টোর, টেন-সেন্ট স্টোর, কফি শপ ইত্যাদি প্রচুর আছে। আছে বিজনেস স্যুট পরা ব্রীফকেসধারীদের ব্যস্ত আনাগোনা। পার্কও প্রচুর। আর আছে মুরগির বাচ্চা সাইজের শিশু সহ গৃহিণীর ঝাঁক। বেবি ক্যারিজে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়েছে তারা কেনাকাটা করতে। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা এক ভিক্ষুকও দেখল মাসুদ রানা।

থার্ড স্ট্রীটে এসে পুবদিকে বাঁক নিল ও। ম্যাকডগাল ও সুলিভানের সামনে দিয়ে ঘুরে ফের দক্ষিণমুখো টমসন স্ট্রীটে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মনে মনে হাসল। কয়েক বছর আগে যেমন ছিল, আজও অবিকল তেমনি আছে জায়গাটা। টমসন স্ট্রীট থেকে প্রিন্স স্ট্রীট পর্যন্ত অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে

আছে ইটালিয়ান ভিলেজ।

পথের দু'ধারে বড় বড় গাছ। সাথে বাদামী রঙের পাথরের ফুটপাথ। তার কয়েক ফুট পর পর দুই মানুষ সমান উঁচু, প্রায় খাড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় ভারী ওক কাঠের ফ্রন্ট ডোর। দরজার ঠিক বাইরেই রয়েছে কোমর সমান লোহার রেলিং। দরজা খুলে শিশুরা বা অসতর্ক কেউ যাতে গড়িয়ে না পড়ে, সে জন্যে বসানো হয়েছে ওগুলো।

শহরের অন্য সব জায়গা থেকে একেবারেই আলাদা ইটালিয়ান ভিলেজ। আওয়াজ নেই, মানুষের চলাফেরাও ধীরগতির। প্রতিটি বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত একজন করে অলস বৃদ্ধ। সিঁড়িতে বসার জায়গা থাকতেও বসে নেই কেউ, সবাই দাঁড়িয়ে। অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করছে প্রতিবেশীর সাথে। ওপরের জানালা খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই ফিগারের একেক বুড়ি, বুড়োদের গল্পে মাঝেমধ্যে ফোড়ন কাটছে তারা, থেকে থেকে হেসে উঠছে প্রাণ খুলে। সে সময় তাদের চর্বি বোঝাই বিশাল বুকের নাচন হয় দেখার মত।

কিছুটা সামনে এগোতে হাতের ডানে পড়ে সেইন্ট থেরেসা জুনিয়র হাই স্কুলের নিচু দেয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। বেকার যুবক-তরুণরা শিশুদের সাথে সফটবল খেলায় ব্যস্ত সেখানে। পুরো এলাকার মধ্যে এই একটি জায়গাতেই যা একটু কোলাহল। প্রচুর মেয়েও আছে এখানে। সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে ছেলেদের খেলা দেখছে। চোখ তাদের ব্যস্ত দেখায়, মুখ কথা বলায়। বিরামহীন কথা বলছে সবাই। কেউ কারও কথা মন দিয়ে শোনে বলে দেখে অন্তত মনে হয় না। থেকে থেকে হাসির সম্মিলিত কামানও দাগছে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একদল শিশু, তরুণ-তরুণী—দেখতে ভালই লাগছে।

এ রাস্তায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বড় একটা নেই। কিছু ক্যান্ডি স্টোর, গোটাতিনেক নিউজপেপার স্ট্যান্ড, দুটো খাবারের দোকান; খোলা জানালায় বিজ্ঞাপনের জন্যে মাংসের পুর দেয়া প্রকাণ্ড সালামি ঝুলিয়ে রেখেছে দোকানি। আর আছে কয়েকটা ড্রাগ স্টোর। টমসন স্ট্রীটে ফিউনারাল পার্লারই আছে তিনটা। একটা ফ্র্যানযিনি পরিবারের, একটা রুগেইরোদের। সাধারণ ইটালিয়ানদের জন্যে আছে শেষেরটা।

এই রোডের এক শাখা স্ট্রীটের এক প্রান্তের নাম হাউসটন, অন্য প্রান্ত স্প্রিং, পর পর পাঁচটা রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। চমৎকার ডেকোরেশন করা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। সামনের খোলা আঙিনায় টেবিল-চেয়ার পাতা। টেবিলক্লথ তো আছেই, এমনকি ফুলও সাজানো আছে প্রতিটি টেবিলে যে কোন অভিজাত রেস্টুরেন্টের মত। এলাকাবাসীরা নিত্য পান করে এসব রেস্টুরেন্টে, তবে লাঞ্চ-ডিনার করে না। বাসায় পাক হয়, অতএব রেস্টুরেন্টে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ তারপরও সন্ধের পর একটা টেবিলও খালি থাকে না এদের কারও। বিজ্ঞাপন দেয়ার প্রয়োজন হয় না এদের।

স্প্রিং স্ট্রীটের শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁয়ে ঘুরল মাসুদ রানা, ওয়েস্ট ব্রডওয়ের দিকে। যে সব ইটালিয়ান পরিবার মাফিয়ার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিল এ

শহরে, এই জায়গা তাদের আবাসিক এলাকা। টমসন স্ট্রীটে অনেক সাধারণ ইটালিয়ান আছে, এখানে নেই একজনও। এখানে থাকে সব 'গ্র্যান্ড ওল্ড ফ্যামিগলিয়া'।

ঠিক দুটোয় ফ্র্যানযিনির প্রিন্স স্ট্রীটের অফিসে পৌঁছল রানা। গেটের গার্ড ইন্টারকমে ওর উপস্থিতির খবর জানাল, অনুমতি পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। সাদা রঙের টাইট সোয়েটার পরেছে আজ ফিলোমিনা, হয়তো সবাইকে নিজের বুকের আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্যে। নিচে বাদামী সুয়েড স্কার্ট। সামনের অংশ পুরোটা ফাড়া, বোতামওয়ালা। ওপরদিকের মাত্র তিনটে ছাড়া সব বোতাম খোলা, হাঁটার সময় তার লোভনীয় ঊরুর প্রায় পুরোটাই দেখা যায়। এক রাতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ফিলোমিনার, ভাবল রানা।

মৃদু নডের সাথে বিশেষ রমণীমোহন হাসি ছুঁড়ল ও, অন্য পক্ষ থেকে দুটোরই প্রতিউত্তর এল, তবে যান্ত্রিক। আন্তরিক নয়। উইন্ডো ক্লীনার বা ক্লীনিং লেডিকেও বোধহয় এই হাসিতেই প্রত্যাভিবাদন জানায় ফিলোমিনা। ফ্র্যানযিনির অফিসে পৌঁছে দিল সে রানাকে। আগেই পৌঁছেছে লুই। চাচার সাথে কথা বলছে। সেই সঙ্গে টেনিস বলের মত বাউন্স করছে। বেশ উত্তেজিত। আলাপের কেন্দ্র যে নিজে, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'হাই, ইয়া, টনি!' দ্রুত কাছে এসে হ্যান্ডশেক করল সে। 'ঠিক সময় এসেছ। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমি সময় মেনে চলি, লুই।' বিশাল ডেস্কের পিছনে হুইল চেয়ারে বসা ডনের উদ্দেশে নড করল ও।

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। হাত তুলে মুখোমুখি একটা পিঠখাড়া খালি চেয়ার দেখাল। 'বোসো।'

বসল রানা পায়ের ওপর পা তুলে। লুইও এগিয়ে এল, একটা চেয়ার ঘুরিয়ে উল্টো করে বসল সেটায়। দু'হাত ভাঁজ করে রাখল ব্যাকের ওপর। তাই দেখে হালকা কুঞ্চন ফুটল ডনের ভাঁজ পড়া কপালে, আপনমনে মাথা দোলাল সে। যেন ভাইপোর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত হয়েছে। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে সিগার বক্স থেকে একটা সিগার বের করল সে। সেলোফেন মোড়া কালো রঙের দীর্ঘ চুরুট। বেশ সময় লাগল তার মোড়ক ছাড়িয়ে ওটা ধরাতে।

'লুই বলছে তুমি খুবই কাজের মানুষ, টনি।'

শ্রাগ করল রানা। 'কাজ চালিয়ে নিতে পারি আর কি!'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিছু ডন। ঘন কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে আধবোজা দু'চোখ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে তার, দেখা যায় না ভালমত। 'বেশ বেশ।' চোখ না নামিয়ে হুইল চেয়ারের দু'পাশে হাত ঘোরাল সে খানিক, মনে হলো খুঁজছে কিছু। না পেয়ে তাকাল, তারপর হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল। 'ফিলোমিনা! ফিলোমিনা! আমার ব্রীফকেস কোথায়?'

তক্ষুণি দরজা খুলে হাজির হলো মেয়েটি। বাদামী রঙের একটা অ্যাটাশে কেস টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। সেদিকে হাত বাড়াল পপআই। চোখ তুলে

লুইকে দেখল। 'ল্যারিকে দেখেছ আজ? এখনও পাত্তাই নেই ওর, কোথায় গেছে কে জানে!'

'নাহ্! কাল রাতের পর আর দেখিনি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। ঢপ্ ঢপ্ করছে রানার বুকের মধ্যে। জিভ শুকিয়ে আসছে।

'আমিও না। কাজ থাকলে যাবে, কে নিষেধ করেছে? কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই···যত্তোসব!'

গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ওর বড় সৌভাগ্য যে হোটেলে যাওয়ার আগে কাউকে কিছু বলে যায়নি লোকটা। তাহলে আর দেখতে হত না। রাতে লোকটাকে অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ায় হেরোইনের ওপর রাগ হয়েছিল ওর, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকেই আবার ধন্যবাদ জানাল। ওই জিনিসটাই নিয়ম-কানুন ভুলিয়ে দিয়েছিল ল্যারিকে। যা সে সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে এটা কখনও ঘটত না। উপরস্থদের না জানিয়ে কিছু করতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ মাফিয়া আইনে। স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর এরাও রক্ষা করে চলে কড়াকড়িভাবে।

কেস থেকে একগাদা কাগজ বের করল ডন। প্রথম পাতায় চোখ বোলাল কিছু সময়। তারপর ডালা বন্ধ করে তারওপর রাখল ওগুলো। লোকটার চাউনি, অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এর মধ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পুরোপুরি ব্যবসায়ী বনে গেছে ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি।

'ফ্র্যাঙ্কলি, টনি, এ কাজের জন্যে অন্য সময় হলে আমি তোমাকে কিছুতেই নিতাম না। তুমি একেবারেই অপরিচিত, তারওপর অর্গানাইজেশনের কেউ নও। তবু তোমার ওপর আমি ভরসা করছি, কারণ আমার ভাইয়ের ছেলে লুই তোমাকে খুব পছন্দ করে। ওর খুব আস্থা তোমার ওপর। লুই যখন এত করে বলছে···' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যানযিনি। 'সবচেয়ে বড় কথা এ মুহূর্তে সত্যিকার কাজের মানুষের বড় অভাব চলছে আমাদের। সময় ভাল যাচ্ছে না।'

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। এসব মন্তব্য, প্রশ্ন নয়। কাজেই শুনে যাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই।

'মুশকিল হচ্ছে,' আবার শুরু করল ডন। 'এক সাথে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের। পুলিসের সাথে যে সমঝোতা ছিল, বর্তমানে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে। ওরা ঝামেলায় ফেলছে আমাদের। ওদিকে রুগেইরো নামে এক মাফিয়া ডন, সময় খারাপ বুঝে আমাদের ক্ষতি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের অর্গানাইজেশন অনেক বড়, পদে পদে অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা ওদের জন্যে। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজন হয় এফিশিয়েন্সি এক্সপার্টের। এতদিন সে দায়িত্ব লুই সামলেছে।'

তার দিকে ফিরল রানা। মুচকে হাসল সে। বৈরুতে ওকে কি ভাবে দলে টানার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল লোকটা, ভাবল ও। এফিশিয়েন্সিই বলে

তাকে। নিজ দলের, গোষ্ঠির প্রতি নিখাদ বিশ্বস্ততা বলে। তার মানে, চেহারা দেখে যতটা সহজ-সরল মানুষ মনে হয় লুইকে, আসলে সে তার উল্টো। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। তবে বুদ্ধি যতই থাকুক, মানুষ তো! ভুল তার হয়ই, যেমন হয়েছে রানাকে বাছাই করে।

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল ডন, 'লোকে যা মনে করে দেখে, লুই ততটা সহজ-সরল নয়। তবে এ-ও ঠিক যে ওকে আমি গ্যাঙস্টার করে গড়ে তুলিনি। চেয়েছি বাপ মরা ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যবসায়ী বানাতে।'

মাথা দুলিয়ে চাচাকে সমর্থন করল সে।

'তিন ভাই ছিলাম আমরা। বড় ভাই লুইগি, লুইর বাবা। তার মৃত্যু হয় কোরিয়া যুদ্ধের সময়। মার্কিন নৌ বাহিনীতে অফিসার ছিল লুইগি। লুই তখন খুব ছোট। ওকে নিয়ে আসি আমি নিজের কাছে। আলফ্রেডো নামে আরেক ভাই ছিল আমার, ফিলোমিনার বাবা। একদিন একদল সন্ত্রাসী তুলে নিয়ে গেল তাকে রাস্তা থেকে। আর ফেরেনি সে।'

লোকটার মিথ্যে বলার আর্ট ভালই জানা আছে, ভাবল রানা। লুইগি সম্পর্কে যা বলেছে, একদম ডাহা মিথ্যে বলেছে ফ্র্যানযিনি। আলফ্রেডোর ব্যাপারেও তাই।

সত্যি ঘটনা হচ্ছে, আলফ্রেডো-জোসেফের সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। দ্বন্দ্ব ছিল পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কে করবে, তাই নিয়ে। আলফ্রেডো ছিল মেঝ, জোসেফ ছোট। লুইগির মৃত্যু হওয়ায় মাফিয়া আইন আনুযায়ী আলফ্রেডোরই ডন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী জোসেফের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। দুই ভাই পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সেই সময়ে এসক্লেরোসিসে আক্রান্ত হলো জোসেফ। প্রথম প্রথম অবস্থা এত খারাপ ছিল না, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত সে, গাড়ি চালাতেও অসুবিধে ছিল না কোন। যুদ্ধে যুদ্ধে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ফ্র্যানযিনি পরিবারই ধ্বংস হয়ে যায় যায় অবস্থা। কুটবুদ্ধির জোসেফ তখন অন্য পথ ধরল। আলফ্রেডোর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল, এক কথায় তা গ্রহণ করল সে।

কোন এক ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে দুই ভাইয়ের একান্ত বৈঠকের আয়োজন করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে নিজের ক্যাডিলাক নিয়ে একা বের হলো জোসেফ, আলফ্রেডোর নিউ জার্সির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাকে তুলে নিয়ে রওনা হলো পুব দিকে—চলতে চলতে আলোচনা করবে দু'ভাই।

এরপর কেউ আর কোনদিন দেখেনি আলফ্রেডোকে।

কিন্তু জোসেফের গল্প অন্যরকম। আলফ্রেডোকে নিয়ে সে শহরে ফিরে এসেছিল বলে দাবি করেছে জোসেফ, এখনও তাই করে। সুলিভান রোডে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় সে। ওখান থেকে অপহৃত হয় আলফ্রেডো। সেটাই এক সময় সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা পায়, অফিশিয়ালি। আসলে যে

জোসেফের ভাড়াটে গুণ্ডারাই তাকে অপহরণ করে, হত্যা করে, সে তথ্যও প্রশাসন খুব ভালই জানে, আনঅফিশিয়ালি।

তারপর আলফ্রেডোর স্ত্রী, মারিয়া রোসা এবং তার শিশু কন্যা ফিলোমিনাকেও নিজের কাছে নিয়ে আসে জোসেফ। দু'বছর পর ক্যান্সারে মৃত্যু হয় রোসার। দুই ভাইয়ের দুই সন্তানকে মানুষ করার জন্যে স্কুলে পাঠায় জোসেফ। বিয়ে করেনি সে জীবনে।

'এরপর কলাম্বিয়া ভার্সিটিতে পাঠালাম লুইকে,' বলে চলেছে ডন। 'সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে ফিরল। তারপর থেকে আমার অলিভ অয়েল ব্যবসা দেখাশুনার কাজে ওকে লাগিয়ে দিলাম।'

লুইর প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল রানার। 'কোন সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন করেছ তুমি?'

'বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,' হাসল লুই। 'এই জন্যেই চাচা ভাবছেন, আমি হয়তো আমাদের বেলাইনে চলে যাওয়া কিছু কিছু অপারেশনকে ঘষেমেজে লাইনে ফিরিয়ে আনতে পারব।'

ডনের দিকে ফিরল ও। 'সেগুলো কি?'

ইতস্তত করতে লাগল বৃদ্ধ।

'দেখুন, সবে গতকাল যোগ দিয়েছি আমি আপনাদের সাথে। এই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। আমাকে যদি লুইর সাথে কাজ করতে হয়, সব জানতে হবে। না জেনে না বুঝে কি করব আমি?'

'অল রাইট,' মাথা দোলাল ডন। 'ওগুলো হচ্ছে পর্নো, সিকিউরিটিজ, নাম্বারস, ট্রাকিং, ভেনডিং মেশিন, লন্ড্রি সাপ্লাই আর নারকোটিকস।'

'নো প্রস্টিটিউশনস্?'

বাঁ হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ফ্র্যানযিনি। 'ওই নোংরামি আমরা করি না। যেগুলোর কথা তোমাকে বললাম, তার বাইরেও অনেক ব্যবসা আছে আমাদের। সে-সবে কোন সমস্যা নেই, ঠিকই চলছে।'

'যেগুলোর নাম বললেন, সেগুলোয় সমস্যা চলছে?'

'হ্যাঁ। ভীষণ সমস্যা।'

লুইর দিকে তাকাল ও। 'সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছ?'

বিব্রত বোধ করল লোকটা। 'ওয়েল...'

'ওকে আসলে এসব থেকে আমি দূরে দূরে রেখেছি এতকাল,' বলে উঠল বৃদ্ধ। 'লুই বোঝে কেবল অলিভ অয়েল ব্যবসা।'

রানার চেহারার বিস্ময় চাপা থাকল না। তাই দেখে আবার বলল সে, 'বুঝি, হাস্যকর শোনায়। তারপরও সত্যি যে ফ্র্যানযিনি পরিবারের পরবর্তী ডন এসবের কিছুই জানে না। কিন্তু আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না। একটা কিছু প্রতিকার তো করতেই হবে আমাকে। আমার আজকের কাজ ওকে কাল করতে হবে, যে জন্যে এখনই ওর হাতেখড়ি হওয়া উচিত।'

'তো আমাকে কি করতে হবে?'

'বৈরুতে যে মারামারি তুমি করেছ শুনলাম, তাছাড়া ক্যাঙের মত

একজনকে পঙ্গু করে দেয়া, তোমার মত একজনের পক্ষে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তবু দুটোই সত্যি। তোমার শক্তি-সাহস-বুদ্ধি, সব আছে। আমার ইচ্ছে, অর্গানাইজেশনে যে সব মাসল্‌ম্যান আছে, তাদের পরিচালনার ভার তুমি নাও। লুইও তাই চায়। আমি পঙ্গু, লুই অন্য লাইনের। ওকে তেমন পাত্তা দেয় না আমার লোকেরা, আমি তো নজরই দিতে পারি না সবদিকে। আমি বুঝি ওরা আমার সাথে প্রতারণা করছে, কিন্তু ধরতে পারি না। তুমি দায়িত্ব নিলে, ওদের ওপর নজর রাখলে ওরা ঘাবড়ে যাবে। চুরি-প্রতারণা কমে যাবে।'

অবিশ্বাস্য! ভাবল ও। সাক্ষাতের চব্বিশ ঘণ্টা পুরো হওয়ার আগেই ওকে এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবে ডন, এ কল্পনারও বাইরে। অবশ্য এ জন্যে লুইর ভূমিকা প্রচুর। 'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'আর সব বুঝলাম, কিন্তু ট্রাকিং কি? ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবসা?'

দু'হাতে হুইল ধরে চেয়ার ফুটখানেক পিছিয়ে নিল বৃদ্ধ মুখ খোলার আগে। 'ট্রাকিং অর্থ আমাদের সেন্সে হাইজ্যাকিং। হাইজ্যাকিং অপারেশন। আমার এই অপারেশন চালায় জো পোলিটো, যথেষ্ট অভিজ্ঞ মানুষ। বেশিরভাগই গার্মেন্টস্ ডিস্ট্রিক্ট স্টাফ। মাঝেমধ্যে টিভি-স্টোভের মত হার্ডওয়্যারও ট্রাকিং করা হয়ে থাকে। গতকালই ব্রুকলিন থেকে তিনশো স্টোভ হাইজ্যাক করেছিল জো, কিন্তু ঝামেলা হয়ে গেছে। পুলিস, এফবিআই, এমনকি রুগেইরো পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'রুগেইরো?' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, নাম শুনেছি। খুব বড় মাছ নাকি?'

চেহারা বিকৃত করে হাত নাড়ল ডন। 'নাহ্! তেমন বড় না, তবে চতুর, সুযোগ সন্ধানী। কয়েকদিন আগে আমার ছেলেরা একটা গার্মেন্টস্ লট ট্রাকিং করেছিল। রুগেইরোর ছেলেরা পরে ঝোপ বুঝে কোপ্ মেরেছে, সেই লটসহ আমার ছেলেদের পাল্টা হাইজ্যাক করেছে।'

'তাই নাকি? আমি তো শুনেছি এখানকার ফ্যামিগলিয়াগুলো নিয়মকানুন মেনে চলে। নিজেদের মধ্যে…'

মাঝারি তরমুজ আকারের মাথা দোলাল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'সাধারণত। তারপরও মাঝেমধ্যে এক-আধটা অঘটন ঘটে যায়। সে জন্যে অবশ্য রুগেইরো দোষ স্বীকার গেছে। বলেছে তার ছেলেরা ভুলে করে বসেছে কাজটা।'

হেসে উঠল রানা। 'আপনি তাই বিশ্বাস করেছেন?'

বিরক্তির কুঞ্চন ফুটল বৃদ্ধের কপালে। পছন্দ হয়নি হাসিটা। 'হ্যাঁ, করেছি। কারণ ব্যাপারটা একেবারে অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয় এরকম মাঝেমধ্যে। ওপরঅলাদের না জানিয়ে অতিউৎসাহী ছেলেরা ঘটিয়ে বসে ঝামেলা। প্রতিমুহূর্ত ওদের টাইট দিয়ে রাখা সম্ভব না, উচিতও নয়। একটু আধটু স্বাধীনতা দিতে হয়, তখনই এসব ঘটে। আবার স্বাধীনতা না দিলেও হয় না, তাতে স্ক্রুর প্যাঁচ কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ষোলো আনা।'

'অন্য সব অপারেশনের কি অবস্থা?'

'কম-বেশি একই। কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না, সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে। আসলে আইনসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছি আমি, অর্গানাইজেশনের সুরক্ষার জন্যে তেমন কিছু করার সুযোগ পাইনি। আগে যখন কথায় কথায় অস্ত্র চালাতাম, লোকে ভয় করত। এখন করে না। এই জন্যেই পুরানো কায়দা ধরতে চাই আমি। মার এলে তার দাঁত ভাঙা জবাব দিতে চাই। ভেতরের কেউ হোক, কি বাইরের, সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমার দিকে ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হবে।'

খানিক বিরতি দিল ডন। 'পুরানো যারা আছে আমার, তাদের সবার সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে লুই। ওদের সাথে পরিচিত হও, দায়িত্ব বুঝে নাও। নতুন যে দু'জন এসেছে তোমাদের সাথে, ম্যানিট্রি আর লোকালো, ওদেরকেও নিয়ে নাও। কয়েকদিনের জন্যে ছেড়ে দাও ওদের, ঘুরেফিরে শহরটা চিনে নেয়ার সুযোগ দাও, তারপর লাগিয়ে দাও। যাই করবে, শক্ত হাতে করবে, বেড়াল মারার হলে প্রথম রাতেই মারবে, তাহলেই দেখবে সবাই যমের মত ভয় করবে তোমাকে।'

'ঠিক বলেছেন,' নিঃশব্দ, কঠোর হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'ও কাজ খুব ভালই পারব আমি।'

'ও, ভাল কথা! ফিলোমিনা! বৈরুত থেকে কোন খবর এল?'

এক মুহূর্ত পর মেয়েটিকে দরজা খুলে উঁকি দিতে দেখা গেল। 'না, এখনও আসেনি।'

'গডড্যাম!' গজগজ করে উঠল বৃদ্ধ। 'ওদের হলোটা কি?' লুইর দিকে ফিরে বলল সে।

'কিসের খবর?' প্রশ্ন করল লুই।

'আরে এদের ব্যাপারে,' রানাকে দেখাল ডন, 'কনফার্মেশন। এখনও রিপোর্ট করেনি লিন।'

হাসল সে। 'টনির ব্যাপারে জানার কিছু নেই, আঙ্কেল। সে তো আমি নিজেই জানিয়েছি তোমাকে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু লোকালো-ম্যানিট্রির?'

'মনে হয় ক্যাঙের ব্যাপারে ব্যস্ত আছে, সময় করে উঠতে পারেনি।'

রানাকে দেখল ডন। মনে হলো হাসছে, তবে বোঝা যায় না স্পষ্ট। 'অতবড় এক দানব যদি টনির মত একজনকে সামাল দিতে না পারে, তাহলে ওর মরে যাওয়াই উচিত,' বিড় বিড় করে বলল সে। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। 'গডড্যাম! ল্যারি হারামজাদাও মরল নাকি?' ধুম্ করে ঘুসি মেরে বসল টেবিলে। 'লুই-টনি, বেরিয়ে যাও! যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করে আনো হারামজাদাকে। দেখো গিয়ে কোন্ হেরোইনের আড্ডায় গিয়ে পড়ে আছে।'

'যাচ্ছি,' আসন ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লুই। কিন্তু রানা তখনও বসে আছে দেখে থেমে পড়ল রুমের মাঝখানে।

চোখ গরম করে রানাকে দেখল ডন। 'ওয়েল, বসে আছ যে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'সরি, ডন। শূন্য পকেটে কাজ করা যায় না। কিছু টাকা প্রয়োজন।'

'টাকা? হেল্! কত টাকা চাই? আমার সাথে থাকলে টাকা রাখার জায়গা পাবে না তুমি। ফিলোমিনা, একে কিছু টাকা দাও। ওয়ান গ্র্যান্ড দাও।'

'ধন্যবাদ,' উঠে পড়ল ও।

'সন্ধের পার্টিতে দেখতে চাই আমি তোমাকে।'

'রাইট, ডন।'

বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আগুন-চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। হুইল চেয়ারে বসা প্রকাণ্ড এক বুড়ো ভল্লুক, একাধারে প্রচণ্ড ক্ষমতার এবং অসহায়ত্বের এক মূর্ত প্রতীক।

ফ্রন্ট অফিসে ফিলোমিনার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সে তখন মুখ নিচু করে টাকা গুনছে। নেই কাজ তো খই ভাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির ব্রার সাইজ কত হতে পারে, তাই নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিল ও। ফিলোমিনার কোন খেয়াল নেই ওর দিকে।

'নাও,' এক তাড়া কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিল সে। ভাবখানা যেন বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে পেপারবয়কে সবে কেনা পত্রিকার দাম দিচ্ছে।

নোটগুলো গুনে দেখল রানা—পঞ্চাশটা বিশ ডলার বিল। এক হাজার। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ফিলোমিনা। তোমার চাচা পয়সাকড়ি ভালই দিয়ে থাকে, কি বলো?'

'অনেক সময় অতিরিক্ত দিয়ে থাকে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'যা প্রায় সময়ই অপাত্রে যায়।' 'অতিরিক্ত' আর 'অপাত্রে' শব্দ দুটোর ওপর বেশ জোর দিল সে। বাকি টাকা ড্রয়ারে রেখে লুইর দিকে তাকাল।

'পার্টিতে আসছ তো, লুই?'

'নিশ্চই, ফিল।'

বেরিয়ে এসে হাসল রানা। 'ব্যাপার কি, লুই? তোমার কাজিন মনে হলো আমার ওপর বিরক্ত! আফটার শেভ লোশন চেঞ্জ করে দেখব নাকি?'

হো-হো করে হেসে উঠল সে। 'তাতেও সুবিধে হবে বলে মনে হয় না, টনি। ও কাজপাগল গোছের মেয়ে। আমার মত কেবলই অলিভ অয়েলের অ্যাকাউন্টস সামলায়। অন্যসব বিষয়ে···মানে, তেমন আগ্রহী নয় আরকি!'

'এর অর্থ কি দাঁড়াল, ও রক্তমাংসের মানুষ নয়? কাজ ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন পড়ে না?'

'না···আসলে ঠিক···মানে···'

লুইর পেটে কনুই দিয়ে হালকা গুঁতো মারল ও। 'ছ্যাকাঁ খেয়েছ নাকি হে?'

'আরে না, কি যে বলো!' হাসল লুই। 'ল্যারি নেই তো, এখন কাজ ফেলে চাচাকে নিয়ে ওকেই হয়তো যেতে হবে কাউন্টিং হাউসে, তাই একটু

বিরক্ত ফিল। আর কিছু না।'

'কাউন্টিং হাউস?'

'স্প্রিং রোডে আমাদের আরেক অফিস, অর্গানাইজেশনের সমস্ত রিপোর্ট ইত্যাদি থাকে ওখানে। হেডকোয়ার্টারই বলা যায়।'

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজাল মাসুদ রানা। গুড, গুড! 'তা তুমি ডনকে নিয়ে গেলেই তো পারতে।'

'ওখানে আমার-ফিলোমিনার, কারও যাওয়ার হুকুম নেই।'

'এই না বললে ফিলোমিনাকেই যেতে হবে?'

'সে তো একান্ত বিশেষ পরিস্থিতি বলে, ল্যারিই সব সময় চাচাকে নিয়ে যায় ওখানে। ও আজ নেই বলেই ওকে যেতে হতে পারে। শিওর নয়। হয়তো। তাও, গেলেও বড়জোর ও-বিল্ডিঙের লিফট পর্যন্ত। ওখান থেকেই ফিরে আসতে হবে ফিলকে।'

'তোমাদের ওখানে যাওয়ার হুকুম নেই কেন?'

'চাচার মর্জি।'

আর খোঁচাল না রানা। বেশি খোঁচালে অন্যরকম কিছু হয়ে যেতে পারে। লুইর গাড়িতে এসে উঠল ওরা। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে কিছু ভাবল লোকটা। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল, 'ব্যাটা যেতে পারে কোথায়?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি নতুন।'

লুই হাসল না, গম্ভীর। 'এক কাজ করা যাক, হোটেলে ফিরে রেস্ট করো তুমি, আমি দেখি খুঁজে পাই কি না ল্যারিকে।'

'আমি না গেলে ডন রাগ করবেন না?'

'জানলে তো?'

'তাহলে তুমি যাও, আমি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরব।'

'ওকে। রাত আটটায় তৈরি থেকো পার্টির জন্যে। আমি নিতে আসব।'

মাথা দুলিয়ে নেমে পড়ল ও। 'সী ইউ।'

লুইর গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যেতে কাছের পাবে এসে ঢুকল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের নম্বর ঘোরাল। খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে। ওদের ক্রাইম রিপোর্টার সে।

পনেরো মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে মিডটাউন ম্যানহাটনের উদ্দেশে ছুটল রানা। প্রায় চারটে বাজে তখন।

## আট

ঠিক ন'টায় ফিলোমিনার জন্মদিনের পার্টিতে পৌঁছল ওরা। টনির গার্ডেন শুনে রানার মনে হয়েছিল কোন বাগানবাড়ি বুঝি। আসলে এক ইটালিয়ান বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, টনি'স গার্ডেন। বেশ বড় স্পেস ভেতরে। সামনের বাগানে

ভেতরে গিজগিজ করছে কম করেও শ' দেড়েক ইটালিয়ান হুড। দৃশ্যটা ছবিতে দেখা '৩৭ সালে বেনিতো মুসোলিনির সম্মানে দেয়া সম্বর্ধনা র‍্যালির কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে।

কলকাতার কফি হাউস বা পুরানো ঢাকার বিউটি বোর্ডিঙের মত টনি'স গার্ডেনও এক সময় এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র ছিল। নাম অপরিবর্তিত থাকলেও মালিক বদলেছে, তাই কবি-সাহিত্যিকদের বদলে মাফিয়া ভিলেজের ভবঘুরেদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এটা।

ডাইনিংরুমটা প্রকাণ্ড। এক মাথায় বাররুম। কনুই সমান উঁচু দীর্ঘ বার আছে, তবে প্রাচীন এবং তার সারাদেহে অযত্নের ছাপ। কত যুগ পালিশ করা হয় না কে জানে। উপস্থিতির সংখ্যা বিস্মিত করল রানাকে। ভেতরে যে এত মানুষ থাকতে পারে, বাইরে থেকে অনুমান করাও সম্ভব নয়। খবরটা এফবিআইকে জানালে কেমন হয়? আপনমনে হাসল ও। অন্তত কয়েক ডজন দাগী আসামীকে যে পাবে ওরা এর মধ্যে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

তিনটে বাদে ভেতরের সমস্ত টেবিল বের করে ফেলা হয়েছে জায়গা বাড়াবার জন্যে। ফায়ার প্লেসের সামনে সেট করা আছে টেবিল তিনটা। তিনটেই চাপা পড়ে আছে নানা পদের ইটালিয়ান পাস্তার পাহাড়ের নিচে। এটা স্ট্যান্ড-আপ পার্টি—বুফে ডাইনিং অ্যান্ড ওপেন বার। সবার হাতে হাতে ঘুরছে ডিশ-গ্লাস। মুখের কাজ থেমে নেই কারও। বাররুমের এক কোণে ছোট একটা কম্বো বাজাচ্ছে একজন, ইটালিয়ান ফোক গানের সুরে।

ডন জোসেফ আর তার সম্মানিত অতিথিদের জন্যে বসার আয়োজন আছে। এক কোণে এক দীর্ঘ টেবিল ঘিরে বসে আছে তারা। ভাইঝির জন্মদিনের পার্টি হলেও ডন নিজে গেস্ট অভ অনার। তাদের টেবিল ঘিরে রাখা হয়েছে শ'খানেক প্রকাণ্ড গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে। খুব দামী একটা গাউন পরে চাচার ডান দিকে বসে আছে ফিলোমিনা। ঝলমলে একটা পরীর মত লাগছে তাকে। ডনের বাঁ দিকের চেয়ার খালি, ওটা লুইর জন্যে রিজার্ভ।

ফিলোমিনার ডানে বসেছে এক বুড়ি, কম করেও চার মণ হবে তার ওজন। নিমন্ত্রিতরা ভিড় ঠেলে এক এক করে সেদিকে এগোচ্ছে, ডনের সাথে দু'চার কথায় কুশল বিনিময় করছে, তারপর উপহার হিসেবে সঙ্গে আনা পুরু বাদামী রঙের খাম টেবিলে রেখে পিছিয়ে আসছে। এরই মধ্যে খামের পাহাড় জমেছে টেবিলে। মাফিয়ার রীতি এটা, এ ধরনের পার্টিতে, বিয়েতে অন্য কিছু না দিয়ে নগদ টাকা দেয় এরা।

কাছে পৌঁছতে চোখ তুলে ওদের দেখল চাচা-ভাতিঝি। রানার সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু, সলাজ হাসি ফুটল ফিলোমিনার কড়া লাল ঠোঁটে। দু'জনের উদ্দেশেই নড করল রানা, পকেট থেকে নিজের খামটা বের করে রাখল স্তূপের ওপর। ডন-ফিলোমিনা তো বটেই, লুই পর্যন্ত বিস্মিত হলো ব্যাপারটা দেখে। এসব অনুষ্ঠানে উপহার দেয় ডনের বন্ধু, গুণগ্রাহী, ঋণগ্রহিতা বা যারা অন্য কোনভাবে তার কাছে ঋণী, তারা। কোন কর্মচারী নয়। বৃদ্ধের চাউনি নরম হলো, আরেকবার প্রসারিত হলো ফিলোমিনার ঠোঁট।

পাশ থেকে ওর পিঠ চাপড়ে দিল লুই। 'থ্যাঙ্কস, এনিওয়ে। আমি চাচার পাশে বসছি গিয়ে। দেরি হয়ে গেছে।'

'যাও।'

'এখানেই থেকো। একটু পরই ফিরব আমি, একসঙ্গে খাব।'

'শিওর।'

ব্র্যান্ডি আর সোডার অর্ডার দিয়ে চারদিকে নজর বোলাল রানা আরেকবার। শ'খানেক লোক এরইমধ্যে মাতাল হয়ে গেছে। বেয়ারার হাত থেকে পানীয় নিয়ে কয়েক পা সরে দাঁড়াল ও। আশেপাশে পরিচিত কোন মুখ চোখে পড়ে কি না খুঁজছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় ওর সাথে যোগ দিল লুই, হাতে লাল ওয়াইনের গ্লাস। 'কেমন লাগছে পার্টি, টনি?'

'মন্দ না। তবে আরও বড় জায়গা হলে ভাল হত বোধহয়। তোমাদের নিজেদেরই তো অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে।'

'হ্যাঁ, ঊনত্রিশটা।'

'ওর একটায় কেন করলে না?'

'চাচার কাজ। এটা আমাদের ভিলেজের মধ্যে, সবার বাড়ির দরজায়, তাই আর কি! আমাদেরগুলো তো সব লোয়ার ওয়েস্ট সাইডে।'

'আই সী!'

'এখানে পার্টি দেয়ার সুবিধেও আছে। হুডরা নিশ্চিন্তমনে আসতে পারে, বুঝলে? চারদিকে নজর বোলাও, অনেক হুড দেখতে পাবে।'

মাথা দোলাল রানা, সত্যিই তাই। কয়েক ডজন কঠোর চেহারার যুবক আছে, যাদের দেখলে সন্দেহ জাগে। চেহারা দেখলেই খুনী মনে হয়। গল্প করছে, পান করছে, গানও গাইছে কেউ হেঁড়ে গলায়। আল কাপোনের ছায়াছবির জন্যে সেন্ট্রাল কাস্টিং থেকে চুক্তিতে নিয়ে আসা হয়েছে যেন, এমনই মার্কামারা এরা। প্রত্যেকে অস্ত্রধারী।

'তাছাড়া নিজের রেস্টুরেন্টের সুনাম নষ্ট করতে চান না চাচা। যদি এখানে পুলিস রেইড করে আজ, কাল সব পত্রিকায় তা ছাপা হবে, রেস্টুরেন্টের নাম থাকবে সবার আগে।'

'বুঝেছি।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লুই, আচমকা পিছন থেকে লাল রঙের কিছু একটা এসে আছড়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর। ঝাঁকি খেয়ে অনেকখানি ওয়াইন ছলকে পড়ল। ছোটখাট লালচুলো এক মেয়ে। এক হাতে লুইর গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলো। 'হাই, লুই, ইউ কিউট লি'ল ওল' থিঙ! তোমার এই হ্যান'সাম বন্ধুটি কে?'

মেয়েটি অতিরিক্ত সুন্দরী এবং সেক্সি। ফ্যাশন মডেলদের খোলামেলা ড্রেস পরা, শরীরের প্রায় সব অংশই উন্মুক্ত। বুনো বেড়ালীর মত খাই খাই চোখে রানাকে দেখছে মেয়েটি, আশ্চর্য বেহায়া চাউনি। এই সময়, 'আরে, তুমি এখানে?' বলতে বলতে হাজির তার দুই সঙ্গী। দুটোই গরিলা. অবশ্য লোমহীন।

মাসুদ রানার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল লুই। মেয়েটি রাস্টি পোলার্ড। সেইন্ট তেরেসা স্কুলের টীচার। গরিলাদের একটার নাম জ্যাক বেইটি, অন্যটা রোক্কো কি যেন, পরিচয় হওয়ামাত্র আগ্রাসন চালাল রাস্টি, রানাকে পাকড়াও করে এক কোণে নিয়ে গেল। 'এইসব লি'ল স্কোয়াট দাঁড় কাকের মধ্যে তুমি কেন, ময়ূর?' এক হাত ভরাট নিতম্বে রেখে বুক টান করে দাঁড়াল টীচার, রানার বাঁ পাঁজরে ঠেকে আছে তার বুক, দেখেও দেখছে না।

'ওই দুই লি'ল গরিলার সাথে তুমি কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও। 'ওরাও তোমার ছাত্র নাকি?'

খিক্ খিক্ হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটি। 'সিগারেট দাও।'

দিল রানা, নিজেও একটা ধরাল। কেটে পড়ার ফন্দী আঁটছে, কিন্তু ছাড়ল না রাস্টি। 'ফিলোমিনাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো?' হঠাৎ বিষয় বদল করল। চাউনিও বদলে গেছে, কেমন এক চোখে দেখছে ডনের ভাইঝিকে।

'কেন, ভালই তো।'

'হুঁহ্, ভাল না ছাই!' একটু থেমে যোগ করল, 'ভাবছি, আমিও আমার জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি দেব আগামী মাসে। ওর থেকে বেশি খাম পাব আমি তাহলে।'

'কি আছে ওই খামে?' চেহারাতেও প্রশ্ন ফোটাল রানা। 'কার্ডস, না আর কিছু?'

চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটির। 'তুমি টনি ক্যানযোনেরি, অথচ ওই খামের মধ্যে কি আছে জানো না, তাই বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?'

'করলে ভাল হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন ছাত্রকে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করতে পারবে তুমি।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। 'ওটা হচ্ছে এক ধরনের খেলা, ডনের সুনজর কাড়ার।'

'বুঝলাম না।'

'গর্দভ! ওগুলোর মধ্যে আছে নগদ টাকা, চেক, বুঝলে? যে যত বেশি দিয়েছে, ডনের সুনজরও তার ওপর তত বেশি পড়বে। ব্যবসা আর কি! দু'চার লাখ ডলার আজ নিশ্চই কামিয়েছে ছুঁড়ি।' চাউনি হিংস্র হয়ে উঠল রাস্টির। একদৃষ্টে ফিলোমিনার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'বলো কি! এত?'

'হয়তো কমই বলেছি, আরও বেশিও হতে পারে।'

'ওরে সব্বোনাশ! তাহলে তো বছরে অন্তত চারবার জন্মদিন করা উচিত।'

রসিকতাটা রাস্টি শুনেছে বলে মনে হয় না। আনমনে বলে চলল, 'একজনের সাথে খুব শিগগিরি আটলান্টিক সিটি যাচ্ছি আমি। ওখান থেকে ফিরেই পার্টির আয়োজন করব।'

'কিসের পার্টি?' উত্তর শোনা হলো না রানার, ওদিক থেকে ব্যস্ত হাতে ওকে ডাকছে ডন ফ্র্যানযিনি। 'সরি, হানি। জুলিয়াস সীজারের ডাক পড়েছে।

চলি।'

'র‍্যাট!' রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে বলল টীচার।

ভিড় ঠেলে ডনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। যথেষ্ট ওয়াইন গিলেছে বৃদ্ধ, চেহারা লালচে রঙ ধরেছে। 'পার্টি কেমন লাগল, টনি?'

'খুব ভাল।'

'গুড, গুড।' ফিলোমিনার কাঁধ বেষ্টন করে ধরল বৃদ্ধ ডন। মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটি। 'শোনো, তুমি কষ্ট করে আমার মেয়েটাকে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে এসো, কেমন? ওর শরীরটা ভাল না। এদিকে পার্টি সবে জমতে শুরু করেছে, এ সময় আমার বা লুইর যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই!'

'তুমি কি বলো, ফিলোমিনা?' তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল ডন।

চোখ তুলে রানাকে দেখল মেয়েটি পলকের জন্যে। 'কিন্তু ওঁর বোধহয় খাওয়া হয়নি এখনও।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' মেয়েটির সাথে আলাপ জমানোর এমন সুযোগটা হাতছাড়া করা বোকামি হবে ভেবে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা। 'আমি ফিরে এসে খেয়ে নেব।'

'গুড!' বলল ডন। 'যাও তাহলে।' রানার দিকে ফিরল। 'সাবধানে নিয়ে যেয়ো।'

'শিওর, এসো!' ফিলোমিনার কনুই ধরে ভিড় ঠেলে এগোল মাসুদ রানা। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে বাঁকা হাসি ফুটল রাস্টি পোলার্ডের ঠোঁটে। 'র‍্যাট!' আবার বলল সে বিড় বিড় করে। ওদিকে কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। 'সরি, গাড়ির চাবি আনতে ভুলে গিয়েছি।'

'দরকার নেই গাড়ি, ট্যাক্সি নিয়ে যাব। খোলা বাতাসে একটু হাঁটতে চাই, মাথা ঘুরছে আমার।'

'চলো তাহলে।'

পাশ কাটাবার সময় একে তাকে গুডনাইট জানাল মেয়েটি, জবাবে কেউ দূর থেকে হাত নাড়ল নীরবে, কেউ হাত মেলাল। গলি থেকে বেরিয়ে বেডফোর্ড রোডে পড়ল ওরা। চোখেমুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা চমৎকার লাগল। লম্বা করে শ্বাস টানল ফিলোমিনা। 'গড! আর কয়েক মিনিট থাকলে ঠিক বমি করে দিতাম। ওরকম বদ্ধ জায়গায় দেড় দু'শো মানুষ একসাথে সিগারেট টানলে কেমন হয় অবস্থা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল মেয়েটি। 'দেড় দুশোর মধ্যে টনি ক্যানযোনেরিও ছিল।'

'ছিল নাকি? ভারি অন্যায় কথা। দাঁড়াও, ওকে কষে বকে দেব কাল।'

'তুমি খুব মজার মানুষ,' শব্দ করে হাসল সে।

'ধন্যবাদ। বাসায় যাওয়ার আগে এক কাপ কফি চলবে নাকি মিস ফ্র্যানযিনি? অথবা কোন ড্রিঙ্ক?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

ব্যারো স্ট্রীট হয়ে সেভেনথ অ্যাভিনিউতে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা। মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে পিছনের সীটে বসল। হঠাৎ কি চিন্তায় ডুবে গেল ফিলোমিনা, চুপ হয়ে গেল। জোর করে কথা বলানোর চেষ্টা রানাও করল না। ওর অ্যাপার্টমেন্ট কাছেই—লন্ডন টেরেসে। মাত্র দশ মিনিটে ফুরিয়ে গেল পথ। রানার মনে হলো দশ সেকেন্ড।

ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ও, ফিলোমিনাকে সাহায্য করল নামতে। তারপর হাত ছাড়িয়ে নিল সে আলতো করে। 'ধন্যবাদ, আর আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'সরি, সেনিয়রিটি। ডনের হুকুম নিজের কানেই শুনেছ। আমি নতুন কর্মচারী, তার নির্দেশ অমান্য করে চাকরি হারাতে চাই না। তোমাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

মেয়েটা খুশি হলো কি রাগ করল বোঝা গেল না। তবে কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল। ওর ঠিক এক ফুট পিছনে থাকল রানা। নীরবে লিফটে উঠল দু'জনে। ফিলোমিনাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। সতেরো তলায় থাকে সে। ওঠার সময় ওদের নীরব দেখে লিফটম্যানও ভাব করল যেন একাই আছে সে ভেতরে, ওরা নেই। ফিলোমিনাকে ফ্ল্যাট ১৭-ইর সামনে পৌঁছে হাতব্যাগ খুলতে দেখে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

তালায় চাবি ঢুকিয়ে ওর দিকে ফিরল সে। 'আরও শিওর হওয়া চাই?'

নীরবে মাথা দোলাল রানা। হ্যাঁ।

আবার আবছা হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'তখন তোমার কফির আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন যদি তোমাকে বলি কফি খেয়ে যেতে, তুমিও ফিরিয়ে দেবে?'

'বলেই দেখো না কেন?'

দাঁত দেখা গেল ফিলোমিনার। 'বলছি। এসো।'

'ধন্যবাদ।' ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে এল রানা। খুদে ফয়েই পেরিয়ে চমৎকার সাজানো লিভিং রুমে এসে পৌঁছল। যথেষ্ট বড় এ ঘর। দামী দামী সব আসবাব। দুটো ফ্লোর ল্যাম্প জেলে দিল মেয়েটি, আলোর বন্যায় হেসে উঠল পুরো রুম। 'বোসো, প্লীজ। আমি আসছি কফি নিয়ে।'

বসতে গিয়ে নরম সোফায় প্রায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। দশ মিনিট পর আভেনে গরম করা ঘরে তৈরি কেক, এক জোড়া চীজ স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে ফিরল ফিলোমিনা।

'এসব কেন করতে গেলে?'

'তৈরিই ছিল সব, খেয়ে নাও। তোমার তো খাওয়া হয়নি।'

'তাতে কি? আমি তো পার্টিতে...'

থামিয়ে দিল ওকে মেয়েটি। 'ওখানে যখন পৌঁছবে, তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই খেয়ে নাও, পেট ঠাণ্ডা করো।'

ঠিকই বলেছে ফিলোমিনা. ভাবল ও, হয়তো সত্যিই থাকবে না তখন

কিছু। এদিকে ঘড়ির কাঁটাও মাঝরাত ছাড়িয়ে যাওয়ার জোগাড়, চোঁ চোঁ শুরু করেছে পেট খাবার দেখে। দুই পীস কেক খেল ও। 'চমৎকার হয়েছে। ঘরে তৈরি বললে, কে বানিয়েছে, তুমি?'

'হ্যাঁ।' মেয়েদের যা স্বভাব, রান্নার প্রশংসায় গলে যায়, এর বেলায়ও তাই ঘটল। 'আরও দু'পীস খাও না।'

মনে মনে অবাক হলো রানা। কাল যখন প্রথম দেখা, চোখাচোখি হতে বার দুয়েক হেসেছে ফিলোমিনা, অথচ আজ দুপুরে অফিসে রীতিমত গম্ভীর ছিল। রানাকে লক্ষ করে এক-আধটা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যও করেছে। একটু আগে, আসার পথে সামান্য রসিকতা-সামান্য হাসি উপহার দিয়ে চুপ মেরে গেছে, বাড়ির গেট থেকে প্রায় ভাগিয়েই দিচ্ছিল, সেই মেয়েই কিনা এখন জোর করে খাওয়াতে চাইছে! বাবা, ভাবল ও, একেই বলে নারী চরিত্রম···কি যেন?

কফির কাপ তুলে নিল রানা।

'তোমাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হয় আমার,' বলল মেয়েটি।

'মানে?'

'আমাদের অর্গানাইজেশনে পুরুষ যারা আছে, সবাই একেকটা অমার্জিত, অভদ্র জানোয়ার। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। ভাল লাগে তোমাকে।'

'তাই বুঝি গেট থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলে?'

'যাহ্!' ব্লাশ করল ফিলোমিনা। 'আমি আসলে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার সময় দিতে চাইছিলাম নিজেকে। তাই···'

'খাওয়ানোর বহর দেখে মনে হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা কমপ্লিট, তাই না?'

'হ্যাঁ।' লাজুক হাসি ফুটল ওর মুখে।

'তা কোনদিকে গেল চিন্তার গাড়ি, ভালর দিকে, না মন্দের দিকে?'

'মন্দের দিকে গেলে কি সেধে খাওয়াতাম?' কি যেন ভাবল মেয়েটি। 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কি?'

'পার্টিতে ওই মেয়েটা কি বলছিল তোমাকে?'

'রাস্টি পোলার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের ব্যাপারে বলো তো?'

'আমার বা আমার ফ্যামিলির ব্যাপারে?'

'কই, তেমন কিছু না তো! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'ও আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, সবার কাছে আমার বদনাম গেয়ে বেড়ায়। সব সময়। তোমার সাথে কথা বলার সময় কয়েকবার ওকে আমার দিকে তাকাতে দেখেছি, তাই ভাবলাম···'

মুখ টিপে হাসল রানা। 'না। কোন অভিযোগ করেনি, তবে তোমার সামনের খামগুলো দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। ওখানে সব মিলিয়ে কত টাকা আছে, আন্দাজ করতে বলছিল আমাকে।'

হেসে উঠল ফিলোমিনা, পরক্ষণে আনমনা হয়ে গেল। 'রাস্টি ভীষণ

হিংসুটে। ও আমাদের প্রতিবেশী, ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি আমরা, এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি, অথচ আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না ও। সামনে যাই হোক, আড়ালে যা-তা বলে বেড়ায় আমার নামে।'

'না, আমাকে তেমন কিছু বলেনি। হয়তো আগামী সাক্ষাতে বলবে।'

'হয়তো।'

'তোমাকে ওর দেখতে না পারার কারণ কি?'

'পাশাপাশি থাকতাম আমরা। আমরা বড়লোক ইটালিয়ান, ওরা গরীব আইরিশ, এটাই আসল কারণ। সহ্য করতে পারত না রাস্টি।'

আরও আধঘণ্টা এটা-ওটা আলোচনা করল ওরা। তারপর উঠল রানা। 'আজ চলি।'

মেয়েটিও উঠল। 'এখনই যাবে?'

'হ্যাঁ, অনেক রাত হলো।'

'আমিও তাই বলি। আমার গেস্টরুমে থেকে যেতে পারো ইচ্ছে হলে।'

'উচিত হবে না।'

মোহনীয় হাসি ফুটল ফিলোমিনার ঠোঁটের কোণে। 'কেমন পুরুষ তুমি, আমার মত এক মেয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছ?'

কাছে এসে ওর কটি জড়িয়ে ধরল রানা একহাতে। 'ভুল বুঝছ তুমি।' আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। চোখে চোখে চেয়ে থাকল দু'জনে। দু'জোড়া ঠোঁট অমোঘ নিয়তির টানে এক হলো। দু'মিনিট পর জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে দু'জনেরই। 'তোমাকে ভাল লেগেছে আমার, সেনিয়রিটা,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি পার্টিতে ফিরে না গেলে তোমার চাচা-লুই দু'জনেই চিন্তা করবে। হয়তো ফোন করে বসবে হোটেলে। যদি আমাকে না পায়, অন্যরকম হয়ে যাবে না ব্যাপারটা?'

'কেন হবে? আমি ম্যাচিওরড, যে কোন পুরুষকে বেছে নেয়ার অধিকার আছে আমার। সে যদি তুমি হও, তাতে অন্যের চিন্তার কি আছে?'

'বয়সে তুমি ম্যাচিওরড মানি, কিন্তু আমার চাকরি তো ম্যাচিওরড হয়নি। তাছাড়া সম্পর্ক যত ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়, ততই তার স্থায়ীত্ব বাড়ে, বুঝলে?'

'বুঝলাম।' হাসল মেয়েটি। 'কাল কখন দেখা হচ্ছে?'

'যে কোন সময়ে।' আরেকটা সংক্ষিপ্ত চুমু খেয়ে পিছিয়ে গেল ও। 'চলি।'

পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এল ফিলোমিনা। নীরবে টাটা করল ওরা পরস্পরকে।

পরদিন ন'টায় সুটেড-বুটেড হয়ে হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। সেভেনথ্ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হেঁটেই মেরে দিল, অবশ্য সামান্য দূরত্ব। অ্যাভিনিউর মোড়ের এক নিউজ স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়াল। নিউ ইয়র্ক টাইমসের স্তূপ খুঁজল ওর নজর। প্রথম পাতায়ই আছে খবরটা। দুই কলাম ছয় ইঞ্চি জুড়ে। হেডিং:

## মাফিয়া গ্যাঙ ওঅরের জোর আশঙ্কা

ফ্র্যানযিনি পরিবারের ডন, মাফিয়া কমিশনের অন্যতম সদস্য, 'পপআই' জোসেফ ফ্র্যানযিনির দেহরক্ষী ল্যারি স্পেলম্যান নিখোঁজ বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনা শহরে নতুন এক মাফিয়া অন্তর্কলহের সূত্রপাত ঘটাতে পারে বলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করছে।

অর্গানাইজড ক্রাইম স্পেশাল সেকশনের প্রধান, ক্যাপ্টেন মিলার এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, গত পরশু (শনিবার) রাত থেকে জোসেফ ফ্র্যানযিনির প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী, বডিগার্ড ল্যারির কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হচ্ছে, এর পিছনে ফ্র্যানযিনির শত্রুভাবাপন্ন অপর এক মাফিয়া পরিবারের হাত থাকা অসম্ভব নয়। পরিবারটির সাথে ফ্র্যানযিনির নীরব 'স্নায়ুযুদ্ধের' খবর আজ প্রায় সর্বজনবিদিত।

দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ডেভিড কলটন। ক্যাপ্টেন মিলারের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে বলায় খবরটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আরও মজা, ও জানে মিলার-কলটন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাজেই তার তরফ থেকে এর কোন প্রতিবাদ আসবে না। কলটন পাকা কাজে বিশ্বাসী, অতএব আগেই বন্ধুর সাথে কথা বলে সে পথ সেরে রেখেছে।

ভেতরে খুশি খুশি একটা আমেজ নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপল রানা। ফ্র্যানযিনি অলিভ অয়েল কোম্পানিতে পৌঁছল ঠিক দশটায়। ম্যানিট্টি, লোকালো আগে থেকেই উপস্থিত। লুইও আছে। নীরবে রানাকে ডনের অফিসে পৌঁছে দিয়ে গেল ফিলোমিনা। প্রথম দর্শনে হাসি একটু দিয়েছে বটে, তবে সেটা ছিল ফ্যাকাসে। ডনের অফিসে সবাই গম্ভীর, চিন্তিত। তার হুইল চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আনমনে দাঁতে নখ কাটছিল লুই, অস্থির। চোখাচোখি হতে 'হাইয়া!' বলে হাসল। ভেঙচির মত দেখাল সেটা।

'সিট ডাউট, টনি,' কিছুটা আন্তরিক, তবে বেজায় গম্ভীর গলায় বলল ডন। গতকালের থেকে আজ বয়স্ক মনে হলো তাকে, একটু মোটাও। গতরাতের পার্টির ধাক্কা, ভাবল ও। বসল। ডনের সামনেই এক কপি নিউ ইয়র্ক টাইমস, স্পেলম্যানের নিখোঁজ সংবাদের ওপর সাগর কলা সাইজের তর্জনী দিয়ে আনমনে টোকা মারছে সে। ভুরুর জঙ্গল আর কালির প্রলেপের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য আধ বোজা দু'চোখে তিনজনকেই দেখছে পালা করে। তার প্রথম প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল অন্যরা ওর আগে এলেও খুব একটা আগে আসেনি।

'লোকালো!' খ্যাক্ করে উঠল বৃদ্ধ।

ঘাবড়ে গেল হলুদ দেঁতো খবিস। 'ইয়েস, স্যার।'

'সেদিন তোমাদের তিনজনের মধ্যে কে সবার শেষে দেখা করেছ চীনা মেয়েটির সাথে?'

'আমি জানি না, ডন। আমরা দু'জন বিকেলের দিকে দেখা করি তার সাথে, ওখান থেকে সে আমাদের পাঠিয়ে দেয় পাসপোর্টের জন্যে।'

'ক্যানযোনেরি শেষ দেখা করেছে লিনের সাথে,' বলে উঠল লুই। 'আমি জানি। ও হোটেলে থাকতেই আহত ক্যাঙকে নিয়ে আমি আর মুসো হাসপাতালে চলে যাই।' রানার দিকে তাকাল সে। ভাবখানা, সরি, সত্যি কথা না বলে উপায় নেই আমার।

'সত্যি, টনি?'

'হ্যাঁ, লুই চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ কথা বলি আমি তার সাথে। এরপর তার দেয়া ঠিকানা নিয়ে চলে যাই আপনার পেনম্যানের কাছে। পরে আর কেউ গেছে কি না মহিলার কাছে বলতে পারি না।'

'পেনম্যানের ওখান থেকে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'থিভস্ কোয়ার্টারে, আমার আস্তানায়।'

'লুই, হাসপাতাল থেকে ফিরে লিনের স্যুইটে আর যাওনি তুমি?'

'না। তবে ফোনে কথা বলেছি। ক্যাঙের খবর দেয়ার জন্যে।'

'একা ছিল সে তখন?'

'জানি না,' মাথা দোলাল সে চিন্তিত মুখে। 'ও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমি। লিনও বলেনি।'

'ক'টার দিকে ফোনে কথা হয়েছে তোমাদের?'

'বারোটার দিকে।'

মাসুদ রানার দিকে ফিরল ডন। 'তুমি কখন পৌঁছেছ পেনম্যানের ওখানে?'

'ওই সময়ই প্রায়। পোনে বারোটার দিকে, খুব সম্ভব।'

'বেরিয়েছ কখন?'

'আড়াইটায়।'

ভুরু চুলকাল বৃদ্ধ। চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল বিচ্ছিরিরকম। 'হুঁম্‌ম্‌! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'কি হয়েছে?' লুইকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বৈরুত ত্যাগ করার দিন থেকেই সে নিখোঁজ।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। পেনম্যানেরও কোন খবর নেই।'

'কি বলছ তুমি?' চোখেমুখে নিখাদ বিস্ময় ফুটল ওর।

'তুমি তাহলে আড়াইটায় বেরিয়েছ ওখান থেকে?' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল ডন। 'সে তো প্রায় শেষ রাত। ওর পর আর কারও চার্লির ফ্ল্যাটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তাহলে…'

'দাঁড়ান!' দ্রুত বাধা দিল ও ব্যস্ত কণ্ঠে। যা করার এখনই করতে হবে। 'এক মিনিট! হঠাৎ মনে পড়েছে কথাটা।'

'কি?' ঝুঁকে এল ফ্র্যানযিনি। লুইর নখ কাটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমি বের হয়ে আসার দু'তিন মিনিট আগে আরেক লোক গিয়েছিল পেনম্যানের ওখানে। লোকটাকে চিনি না, তবে আমি চলে আসার পরও সে ছিল সেখানে, আমি জানি।' আপনমনে মাথা দোলাল রানা। 'ভুলেই

গিয়েছিলাম। লোকটার চেহারাও মনে আছে, কারণ নীল রঙের স্যুটে খুব মানিয়েছিল তাকে, সেজন্যে তার দিকে ঘন ঘন চোখ যাচ্ছিল আমার। আমি যখন চীনা মহিলার ওখান থেকে বের হই, তখন প্রথম দেখি তাকে হোটেল জর্জেসের লাউঞ্জে।'

'কি? হোটেলেও দেখেছ তাকে?'

'শিওর। ওখানেই তো প্রথম দেখেছি।'

আরও ঝুঁকে এল বৃদ্ধ। 'লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

শুনতে পায়নি যেন রানা। চোখ বুজে মধ্যমা দিয়ে কপাল ঠুকছে, খুব চিন্তিত। 'নামটা যেন কি?'

'নাম কি করে জানলে? পরিচয়...'

'চার্লি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দাঁড়ান! কি...ফ্রুগি, না ফুগেরো যেন। ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'রুগেইরো!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল বৃদ্ধ।

পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'রাইট! রাইট!! ঠিকই বলেছেন আপনি, রুগেইরো।'

'চেহারার বর্ণনা দাও।'

দিল রানা। বলে গেল কাল্পনিক এক রুগেইরোর বর্ণনা। ঝাড়া দুই মিনিট বাঘের চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ডন, তারপর আচমকা ভয়ঙ্কর এক ঘুসি বসিয়ে দিল ডেস্কের ওপর। টেলিফোন-পেপারওয়েট লাফিয়ে উঠল আধহাত। আতঙ্কের ধাক্কায় চেয়ারের ওপর ইঞ্চিদুয়েক হড়কে এগিয়ে গেল লোকালো। অবশ্য সামলে নিয়ে তক্ষুণি সোজা হলো। ম্যানিট্টি শক্ত হয়ে গেছে। চেয়ার আঁকড়ে ধরে বসে আছে। ওদিকে রানা অবাক হলো বুড়োর হাতের জোর দেখে। এত শক্তি তার ঘুসিতে, বোঝাই যায় না।

পরমুহূর্তে দু'হাতের প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে পলকে হুইল চেয়ার লুইর দিকে ঘুরিয়ে ফেলল সে। 'লিন কিছু বলেছে তোমাকে রুগেইরোর ব্যাপারে?'

'না তো!' মাথা দোলাল সে। 'কেন, তার সাথে ওদের নিখোঁজ হওয়ার কি সম্পর্ক?'

রাগে দু'চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো পপ্‌ আইয়ের। 'এখনও বুঝতে পারছ না?' খেঁকিয়ে উঠল সে। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝে সামলে নিল। 'না, তুমি তো জানোই না কিছু। বৈরুত থেকে আমার এক লোক একটু আগে ফোন করেছিল,' রানার উদ্দেশে বলল সে। 'বলেছে, তোমরা বৈরুত ত্যাগের দিন সকালে রুগেইরোর তরফ থেকে কি এক উপহার পাঠানো হয় মেয়েটির হোটেল স্যুইটে। সে তা গ্রহণ করে। তার একটু পর রুগেইরোর আরেক লোকের সাথে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে ছুঁড়ি হোটেল থেকে।'

'তার মানে হচ্ছে,' একটু পর মুখ খুলল ও। 'আপনার ট্রাক লুট করার কাজ সেই করিয়েছে। তার ছেলেরা ভুল করে করেনি?'

'ঠিক বলেছ তুমি, এসব ওই হারামজাদার কীর্তি। অনেক আগে থেকেই

আমার পেছনে লেগেছে লোকটা, অনেক ক্ষতি করেছে। আমি চেপে গিয়েছি। কিন্তু এখন তো দেখছি আমার গলায় পা দেয়ার জোগাড় করেছে ও।'

'তুমি যাকে দেখেছ, তার প্রথম নাম কি টনি?' বলল লুই।

'বিল, না কি যেন। ঠিক মনে নেই।'

চাচার দিকে ফিরল সে। কিছুটা বিভ্রান্ত। 'তুমি বলতে চাইছ এ গিতানো রুগেইরোর কাজ?'

'অফ কোর্স ওর কাজ!' আরেক ঘুসিতে চড়াৎ করে ফেটে গেল টেবিলের পুরু কাঁচ। 'রুগেইরো হারামজাদা অনেকদিন থেকেই পিছু নিয়েছে আমার, বলছি কি, কানে যায় না? এটা পড়েছ?' পত্রিকা তুলে দোলাল ডন। 'পড়ে দেখো কি লিখেছে ল্যারির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে।'

খবরটার ওপর দ্রুত চোখ বোলাল লুই। 'এতে নিশ্চিত কিছু বোঝা যায় না, আঙ্কেল। ল্যারি ক্সেন্ হেরোইনের আড্ডা থেকে নেশা করে বেরিয়েছে, আমি জানি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে উধাও।'

আগুন চোখে ভাইপোকে দেখল ডন। 'কি বলতে চাও?'

'এই রিপোর্টার, কলটন আর ক্যাপ্টেন মিলার একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা এসব ছাপিয়ে আমাদের উস্কে দিতে চাইছে কি না, ভেবে দেখা উচিত।'

সত্যিই যত সহজ-সরল মনে হয় দেখে, ততটা নয় লুই। বুদ্ধি-শুদ্ধি ভালই রাখে। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না রানা।

'তাহলে বৈরুতে যা ঘটেছে তার কি ব্যাখ্যা? ওখানকার খবর তো এরা যুক্তি করে ছাপেনি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'আমার মনে হয় ডনের অনুমানই ঠিক,' বলল মাসুদ রানা।

'কিন্তু আমার তো মনে হয় না রুগেইরোর কোন ক্ষতি করেছি আমরা,' লুই বলল চিন্তিত কণ্ঠে। 'তাহলে সে কেন...'

তোমার চাচার হেরোইন চোরাচালানের পাইপ লাইনে ঢোকার জন্যে, মনে মনে বলল রানা। ওই লাইনে সে-ও ব্যবসা বাড়াতে আগ্রহী, তা হতে দিতে চায় না তোমার চাচা। তাকে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করার জন্যে করছে সে এসব। ঘটনা সত্যি বটে, তবে এই কাজগুলো রুগেইরো করেনি। করেছি আমি। দাঁড়াও না, এই তো সবে শুরু হলো।

'একটা কিছু করতে হবে আমাদের,' অস্থির কণ্ঠে বলল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। নজর মাসুদ রানার ওপর।

'কি করতে বলেন?'

'ওদের গুরুত্বপূর্ণ কাউকে শেষ করে দাও, গডড্যাম! এ-ও বলে দিতে হবে? যাও, বেরোও সবাই! কিছু একটা করো।'

নড়ল না রানা। 'প্লাস্টিক বোমা জোগাড় করা সম্ভব?'

'কেন?' প্রশ্ন করল ডন। তাজ্জব হয়ে গেছে। 'কি করবে?'

'সম্ভব হলে দু'পাউন্ড জোগাড় করে দিন,' ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'আর রুগেইরোর গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা দিন।

আজ রাতে উড়িয়ে দিয়ে আসি।'

স্থির হয়ে গেল ডন। লুই ওদিকে চোখ কপালে তুলে বসে আছে। নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে।

# নয়

নতুন কিছু একটা চিন্তা ঢুকল ডন ফ্র্যানযিনির মাথায়। কয়েক মুহূর্ত পর ম্যানিট্টি-লোকালোর উদ্দেশে এমনভাবে হাত নাড়ল সে, যেন ওরা নরকের জঘন্য কোন কীট। 'এখন যাও তোমরা। প্রয়োজন হলে পরে খবর দেয়া হবে।'

ওরা দুটো বিদেয় হতে রানার দিকে ফিরল সে। 'কথাটা তুমি সিরিয়াসলি বলেছ?'

'নিশ্চই!' আগের মতই গম্ভীর ও।

'বোমা তৈরি করতে পারো তুমি?'

'স্যান্ডউইচ তৈরি করার মত সহজ একটা কাজ,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল ও। 'ওর চাইতে সহজ কাজ আর হয় না।'

আবার কিছু ভাবল ডন। 'ওয়েল, আঁ···ঠিক আছে। কি জিনিস হলে সবচেয়ে ভাল হবে কাজ?'

'সেভেনটিন-বি।'

'এসব কোথায় শিখেছ তুমি, টনি?' প্রশ্ন করল লুই। এখনও একই দৃষ্টিতে দেখছে সে ওকে।'

'হেবরনে,' অম্লান বদনে বলল মাসুদ রানা। 'প্যালেস্টাইনী লিবারেশন ফ্রন্টের গেরিলাদের কাছে। ওদের অনেক গ্রুপ লীডার আমার খদ্দের ছিল, ওরাই শিখিয়েছে। কয়েকজনকে ফ্রী ডোপ দিয়ে শিখে নিয়েছি।'

'কখনও পরখ করেছ কেমন কাজ করে তোমার বোমা?' বলল ডন।

হাসল ও। 'গতবছর আমার তৈরি বোমা দিয়েই আস্ত একটা ইসরাইলী ট্রুপ ক্যারিয়ার উড়িয়ে দিয়েছিল পিএলও। রামাল্লায়। সতেরোজন সৈন্য জায়গায় মরেছিল।'

'ওকে, টনি,' বিকট হাসি ফুটল ডনের মুখে। 'আজ রাতে ছোট একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। রুগেইরোর একটা নামকরা রেস্টুরেন্ট যাতে দিন পনেরোর মত বন্ধ থাকে, সে ব্যবস্থা করো। পরে বড় কাজে হাত দেব আমরা।'

'করব। তবে সাধারণ মানুষ হতাহত করা আমার নীতিবিরুদ্ধ।'

'তেমন কিছু এড়িয়ে যদি আসল কাজ করতে পারো, আমার তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই।'

'কোন্ রেস্টুরেন্ট?'

দশ সেকেন্ড চোখ বুজে ভাবল ডন। 'মিডটাউন গ্লোরি, সেভেনথ অ্যাভিনিউ। খুবই চালু রেস্টুরেন্ট।'

আসন ছাড়ল রানা। 'ঠিক আছে, আপনি আসল জিনিসের ব্যবস্থা করুন। আমি ওটার ভেতরে একটা চক্কর মেরে দেখে আসি কোথায় বোমা ফিট্ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।' হাতঘড়ি দেখল। 'সময় হয়ে গেছে, এই সুযোগে লাঞ্চটাও ওখানে সেরে আসি।'

'আমি আসব তোমার সাথে?' এক পা এগোল লুই।

'পাগল নাকি? ওখানে কেউ যদি চিনে ফেলে তোমাকে? তুমিও লাঞ্চ খেয়ে এলে, আর সেদিনই বোমাবাজী হলো, সন্দেহ করবে না ওরা?'

'ঠিকই বলেছে টনি। তোমার যেতে হবে না,' বলেই হাঁক ছাড়ল ডন। 'ফিলোমিনা! টনিকে আরও এক হাজার দাও। কাল তো সব টাকাই প্রেজেন্ট করে এলে তুমি ওকে। কি দরকার ছিল?'

মৃদু হেসে বেরিয়ে এল রানা। ফিলোমিনার ডেস্কের দুই কোণে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। চাপা কণ্ঠে বলল, 'একটা চুমু খাও আমাকে, কুইক!'

'ধ্যাৎ!' লাল হলো মেয়েটি, আড়চোখে চাচার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল টাকা গোনায়।

'কাল তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা না করে মারাত্মক ভুল করেছি, জানো? রাতে তোমার কথা ভেবে একটুও ঘুমাতে পারিনি।'

'ঠিক হয়েছে।'

'জলদি করো। লুই বের হওয়ার আগে পুষিয়ে দাও ক্ষতিটা।'

টাকা রানার হাতে তুলে দিল ফিলোমিনা। গলা উঁচিয়ে বলল, 'এই যে, এক হাজার। গুনে নাও।'

পকেটে ভরল রানা নোটগুলো। 'থ্যাঙ্কস!' পরক্ষণে খাদে নেমে গেল গলা। 'আজ রাতে ডিনার করব আমরা একসাথে।'

মাথা কাত করে সায় দিল ফিলোমিনা।

'তারপর তুমি আমাকে সাধাসাধি করবে তোমার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে।'

আবার সায় দিল মেয়েটি।

'তারপর আমরা দু'জন...' থেমে গেল রানা ডনের অফিসের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে। দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে লুই। কিছুটা অবাক হয়েছে সে মনে হলো। চট্ করে মুখ নামিয়ে নিল ফিলোমিনা।

'কি? এখনও যাওনি যে?'

'দুটো নোট বেশি দিয়ে ফেলেছিল সেনিয়রিটা,' হাসল রানা। 'তাই আর কি!'

'ও, আচ্ছা।' আবার দু'জনকে দেখল লুই পালা করে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল আস্তে করে।

নিঃশব্দে দাঁত খিঁচাল মেয়েটি। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। বিশ মিনিট পর মিডটাউন গ্লোরির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। সত্যি, খুবই চালু রেস্টুরেন্ট। ভেতরটা বিরাট। প্রচুর টেবিল, খদ্দেরও তেমনি। ভেতরের পেইন্টিং আর ডেকোরেশন অসম্ভব সুন্দর। কয়েক পা পর পর প্রকাণ্ড পিতলের বাউলে

সাজানো রয়েছে বড় বড় ফুলের তোড়া। রাস্তার দিকের দীর্ঘ দেয়াল সম্পূর্ণটা কাঁচের, ভেতরে ঝুলছে গাঢ় নীল রঙের ভারী ভেলভেট ড্রেপার। রাতে টানা থাকে, এ মুহূর্তে গোটানো, কয়েক জায়গায় ঝুলছে গোছা হয়ে।

কাঁচের দেয়ালটাই প্রথম টার্গেট করল রানা। ওই দেয়ালের কাছের দুটো টেবিল ডিনারের জন্যে রিজার্ভ করতে হবে। কাজ ঠিকই হবে, তবে সময়মত এই এলাকার ধারেকাছেও থাকবে না ও। দ্বিতীয় টার্গেট করা হলো বাথরুম। দুটোই নিরাপদ। কাঁচের দেয়ালের দুই জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো গেলে আস্ত দেয়ালটাই খসে পড়বে, অথচ ভারী ড্রেপারের জন্যে ভাঙা কাঁচের টুকরো ভেতরের কাউকে আঘাত করতে পারবে না। তবে অল্প শক্তির চার্জ বসাতে হবে ওখানে।

বাথরুমেরটা ঘটাতে হবে একেবারে শেষ মাথায়, সামনের দিকে জায়গা থাকলে যেখানে সচরাচর যায় না মানুষ। লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। পেভমেন্টে প্রথম যে বুদ পড়ল, সেটায় ঢুকে ফোন করল বিশেষ এক নম্বরে। দ্বিতীয় রিঙে সাড়া পাওয়া গেল। নিজের সাঙ্কেতিক পরিচয় জানিয়ে বিশেষ এক এক্সপার্টকে আধঘণ্টার মধ্যে ওর সাথে দেখা করতে বলল রানা, ম্যানহাটনের এক ঠিকানায়।

এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না, জানে রানা, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও। ডন বা লুই যে ওর পিছনে কাউকে লাগিয়ে রাখেনি, তার নিশ্চয়তা কি? বুদ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল রানা, ছুটল ম্যানহাটন। ওখান থেকে ফিরল এক ঘণ্টা পর। কাজ কমপ্লিট।

নিজের হোটেলে চলে এল। চাবির সাথে একটা মেসেজ ওর হাতে তুলে দিল ক্লার্ক। ছোট মেসেজ: কল মি। ফ্র্যানযিনি। রুমে এসে ফোন করল ও, জবাব দিল ফিলোমিনা। 'ওহ্, সেনিয়র ক্যানযোনেরি?'

'ইয়েস, ডার্লিং।'

'কোথায় তুমি?'

'হোটেলে, সুইটি! এইমাত্র ফিরলাম বাইরে থেকে।'

'সেনিয়র ফ্র্যানযিনি জানতে চাইছেন তুমি যে মালের অর্ডার দিয়েছ আজ, সেটা হোটেলে পাঠিয়ে দেবেন কি না।'

'হ্যাঁ, দিতে বলো।'

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'রাতের ডিনারের প্রোগ্রাম মনে আছে তো?'

ঝপ্ করে খাদে নেমে গেল ফিলোমিনার গলা। 'আছে! তুমি একটা আস্ত বাঁদর। একটা ইয়ে!'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। তার পরের প্রোগ্রামের কথা মনে আছে?'

'আছে!' গলা চড়ে গেল তার। 'আচ্ছা, সেনিয়র। এখনই পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। থ্যাঙ্ক ইউ, সেনিয়র।'

ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দিল ফিলোমিনা। কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল রানা। পরের পয়সায় খাওয়া, একটু বেশিই হয়ে

গেছে। পিচ্চি একটা ঘুম না দিলে পাকস্থলীর ওপর বড় অবিচার করা হবে। চারটায় পৌঁছল ওর অর্ডার দেয়া 'মাল'। একটা ব্রীফকেসে বাদামী পুরু কাগজে মোড়া দু'পাউন্ড ১৭-বি প্লাস্টিক, সঙ্গে ফিউজ-ডেটোনেটর। লুই নিয়ে এল জিনিসটা। 'নাও, ধরো। প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি।'

মুচকে হাসল রানা। 'কেন?'

'কেন মানে? যদি ফেটে যেত পথে?' ইঙ্গিতে কেসটা দেখাল লুই।

'দূর বোকা!' হো-হো করে হেসে উঠল ও। 'এমনি এমনি ফাটে না এ জিনিস, সে জন্যে তৈরি করে নিতে হয়।'

'কি জানি!' একটু ভাবল সে। 'কিন্তু, টনি, এতবড় একটা দায়িত্ব নিলে, যদি ঝামেলা হয়ে যায়? যদি ব্যর্থ হও তুমি?'

'টনি ক্যানযোনেরি কোনদিন কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়নি, লুই। আজও হবে না। এবং কোন ঝামেলাও হবে না।'

'তবু, চিন্তা হয়।'

'বাদ দাও, কফি খাবে?'

মুখ বিকৃত করল লুই। 'এরা কফি বানাতে পারে নাকি? চলো, বেরোও। নিউ ইয়র্কের সেরা কফি খাওয়াব আমি তোমাকে।'

'কোথায়?'

'ওয়েস্ট ব্রডওয়েতে, ডেসিমা কফি হাউসে।'

দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। হতচ্ছাড়া মার্কা চেহারা কফি হাউসের চকলেট ব্রাউন রঙের দেয়াল। পায়ের নিচের লাইনোলিয়াম লোম ওঠা কুত্তার চেহারা পেয়েছে। কোন কালে হয়তো নীল ছিল রঙ; টেবিলের বা চেয়ারের পায়ার কাছে যেখানে মানুষের পা পড়ে না, সেখানে তার প্রমাণ এখনও একটু একটু আছে, আর সব জায়গা কালো হয়ে গেছে।

দেয়ালে ঝুলছে ডজনখানেক ওভারসাইজড় পেইন্টিঙ, ঘোলা কাঁচের ওপাশে ওগুলো কিসের যে পেইন্টিঙ, বোঝে কার বাপের সাধ্য। ঢোকার সময় বাঁ দিকে পড়ে এক কাঁচের কাউন্টার, ভেতরে সাজানো নানান পদের পেস্ট্রি। নেপোলিয়নি, বাবা আল রাম, মিলি ফগলি, ক্যানোলি, পাসতিসিয়োট্টি, আরও কি কি যেন, সব পড়ার সুযোগ হলো না রানার।

'চেহারা দেখে হতাশ হয়ো না,' চাপা গলায় বলল লুই। 'মালিক আমাদের দেশী। দারুণ কফি বানায়। পেস্ট্রিও তেমনি।'

তাতে সন্দেহ নেই, কাউন্টারের ওপরে রাখা ঝকঝকে এসপ্রেসো মেশিনটা দেখে ভাবল ও। সারা রেস্টুরেন্টে ওই একটা জিনিসই পরিষ্কার আছে। শুধু পরিষ্কার নয়, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। আলো ঠিক্‌রে পড়ছে ওটার গা থেকে। কফিতে চুমুক দিয়ে লুইর দাবি মেনে নিল রানা, পরক্ষণে খেয়াল করল, হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে পড়েছে সে।

'কি ব্যাপার, লুই? কি ভাবছ?'

'না, মানে,' তেতো খাওয়া চেহারা হলো তার। 'ইউ নো, এই সব মারপিট, খুনোখুনির সাথে অভ্যস্ত নই আমি। ভাল ঠেকছে না আমার।'

'রিল্যাক্স, ম্যান। আমি অভ্যস্ত। কাজ তো আমি করব, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? সিট টাইট, সব ঠিকই থাকবে শেষ পর্যন্ত।'

বেচারী, ভাবল রানা। মাফিয়া পরিবারের সদস্য, পপআই ফ্র্যানযিনির উত্তরসূরি হয়েও মারামারি, খুনোখুনি এর ভাল লাগে না। কী আশ্চর্য! কাল যখন পরিবারের প্রধান হবে লুই, তখন কি হবে? রানা এসেছে মাথাটা কেটে ফেলতে, ফ্র্যানযিনির বাংলাদেশী হেরোইন ডিলারদের নামের তালিকা হাতিয়ে নিতে। তার বেশি কিছু করার নেই। এদের সমূলে ধ্বংস করা অসম্ভব।

গোড়া কেটে ফেলে দিলেও কাজ হবে না, গুঁড়ি থেকে একদিন না একদিন ফের চারা গজাবে। একটু একটু করে বড় হবে চারা, ডালপালা ছড়াবে, তারপর একদিন মহীরুহ হয়ে উদয় হবে। তাই হয়ে আসছে। ১৯৩১ সাল থেকে মার্কিন সরকার প্রাণপণ সংগ্রাম করে আসছে মাফিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার, পারেনি। একটাকে সরিয়ে দিলে কিছুদিন পর পাঁচটা উদয় হয় শূন্যস্থান পূরণ করতে।

এইই হয়। অপরাধ কোনদিন সমূলে ধ্বংস করা যায় না। কোথাও না কোথাও বীজ থেকেই যায় তার সময়-সুযোগ বুঝে মাথা তোলার অপেক্ষায়। মুসোলিনির মত প্রচণ্ড ক্ষমতাধর একনায়ক পারেনি মাফিয়াকে দমন করতে, মার্কিন সরকারও পারেনি। সেখানে মাসুদ রানা কোন ছার! দায়িত্ব শেষ করে যখন ফিরে যাবে ও, তখন লুইকেই ধরতে হবে পরিবারের হাল। অথচ এ সে-দায়িত্ব সামাল দিতে একেবারেই অনুপযুক্ত।

সাতদিনও টিকতে পারবে না লুই প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে। অলিভ অয়েলের ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝে না সে, রুগেইরো যে ওদের পিছু লেগেছে, সে খবর পর্যন্ত জানে না। ভুল করেছে জোসেফ, ভাবল রানা, একে তার উপযুক্ত উত্তরসূরি করে গড়ে তোলা উচিত ছিল। মানুষটার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রীতিমত করুণা জাগল ওর মনে। একটা নিরীহ, নির্বিরোধী মানুষ হয়তো অকালে শেষ হয়ে যাবে।

'লুই,' নরম কণ্ঠে ডাকল ও। 'তোমার শেষ নাম লাযারো কেন বলো দেখি! বাবার উপাধি ফ্র্যানযিনি ছিল না তোমার?'

'ছিল। লুইগি ফ্র্যানযিনি। লাযারো আমার নানার উপাধি।'

'তো?'

'চাচার কাজ। চেয়েছিলেন পারিবারিক সবকিছু থেকে আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার চাচার বয়স হয়েছে, আজ না হয় কাল তোমাকে ফ্র্যানযিনি পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিতে হবে, অথচ তুমি তেলের ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝো না। কি করে সামলাবে তুমি?'

মুখ ভেঙচাল লুই। 'বয়ে গেছে আমার সামলাতে। ওসব নোংরামিতে আমি থাকছি না।'

'তার মানে?' অবাক না হয়ে পারল না ও।

'মানে জানি না, টনি। শুধু জানি এখন যা করছি, যেমন আছি, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকব আমি। পরিবারের মাথা হতে চাই না। আমি আমার ব্যবসা নিয়ে থাকতে চাই।'

'ফিলোমিনার ব্যাপারে কোন ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে তোমার?'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লুই। 'নাহ্!' পরক্ষণে হাসল। 'ও যদি প্রথম মেয়ে ডন হতে চায়, আ'য়্যাম নট গোয়িং টু অপোজ হা'।'

'তোমাদের ভেতরে কোন অ্যাফেয়ার নেই বলতে চাও?'

'চাই। ফিল শুধুই আমার কাজিন। আমি অন্য এক মেয়েকে ভালবাসি। আমার ভার্সিটি ফ্রেন্ড, দু'বছরের জুনিয়র। তেমন কোন ঝামেলা না হলে আগামী মাসে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আই সী! একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এক প্রভাবশালী মাফিয়া পরিবারের সেকেন্ড ম্যান, অথচ ভেতরের কোন খবরই রাখো না। তেল ছাড়া এর অন্য কিছুতেই তোমার আগ্রহ নেই। কেন?'

কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল সে। 'কারণ আমি জানি, চাচার প্রায় সব ব্যবসার সাথেই নোংরামি জড়িত। ওই জিনিসটাকে আমি ঘৃণা করি, টনি। চাচা বাবার আপন ভাই, আমার বাবার মতই। প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য না করে পারি না। বাবার মৃত্যুর পর যদি চাচা আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব না নিতেন, এতদূর আসা হয়তো সম্ভব হত না আমাদের কারও। সে কথা মনে রেখে সাহায্য-সহযোগিতা করি মাঝেমধ্যে। এর বেশি কিছু...'

'তোমার বাবার মৃত্যু হয় কি ভাবে?'

'কোরিয়া যুদ্ধে এক অ্যামবুশে পড়ে মারা যান বাবা।'

ভুল, বন্ধু, মনে মনে বলল রানা। মেঝো ভাই আলফ্রেডোর মত বড় ভাই লুইগিকেও হত্যা করেছিল জোসেফ। এনএসএ-র কাছে সে গোপন তথ্য আছে। অ্যামবুশে সে পড়েছিল ঠিকই, তবে মৃত্যুটা কোরিয়ানদের হাতে হয়নি, সহকর্মীর 'হঠাৎ ছুটে যাওয়া' গুলিতে হয়েছে। পিছন দিয়ে খুলি ফুটো হয়ে ঢুকে গিয়েছিল বুলেট।

আরেক সহযোদ্ধা দেখে ফেলে ঘটনা, গোপনে রিপোর্ট করে প্লাটুন কমান্ডারের কাছে। পরে গ্রেফতার করা হয় হত্যাকারীকে, কোর্ট মার্শাল হয় তার যুদ্ধক্ষেত্রে 'বিধি বহির্ভূত' আচরণের জন্যে। বিচারকদের সামনে স্বীকার করেছে সে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে নগদ দশ হাজার ডলার আর একটা চিরকুট পেয়েছিল সে কাজটা করে দেয়ার জন্যে।

লুইগির মৃত্যুটা যাতে 'যুদ্ধে নিহত' বলে প্রমাণ করা যায়, তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল চিরকুটে। দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হয় তাকে। বিষয়টা চেপে যায় কর্তৃপক্ষ। পরে ফিলোমিনার বাবার হত্যাকাণ্ডের খবরও চেপে যায়, সব জেনেশুনেও। কারণ, একে সরাসরি প্রমাণ নেই, তারওপর হত্যাকাণ্ড হলেও তাতে প্রশাসনের সম্ভাব্য পথের কাঁটা বিদেয় হয়েছে। উপকার হয়েছে।

সন্ধের একটু আগে কফি হাউস ত্যাগ করল ওরা। পথে মাসুদ রানাকে

খুব গম্ভীর, চিন্তিত দেখে কথা বলার চেষ্টা করল না লুই। সে নিজেও চিন্তিত। আনমনে ড্রাইভ করছে। চ্যালফনট প্লাজার সামনে রানাকে নামিয়ে দিল সে। উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখল লুই। 'তুমি তো একটু পরই বের হচ্ছ আবার।'

'হ্যাঁ।'

'সতর্ক থেকো।'

ওর চোখে নিখাদ উদ্বেগ দেখল রানা। হেসে পিঠ চাপড়ে দিল। 'ভেবো না। থাকব।'

'আমি ফ্ল্যাটেই থাকব। সম্ভব হলে খবর দিয়ো কি হলো।'

মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটল ওর। 'টিভি অন রেখো। দেখা-শোনা দুটোই হবে।' নেমে পড়ল ও গাড়ি থেকে। রুমে চলে এল। দরজা লাগিয়ে লুইর দিয়ে যাওয়া ব্রীফকেসটা বিছানার ওপর রেখে খুলল। মাঝারি সাইজের একটা বইয়ের মত দেখতে হয়েছে বাদামী কাগজের মোড়কটা। ধীরেসুস্থে ওটা খুলল ও। ভেতরের জিনিসগুলো দেখল। খুশি মনে ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল।

মেটে রঙের কিছুটা শক্ত কাদার দলার মত দু'পাউন্ড প্লাস্টিক, ছয়টা ডেটোনেটর ক্যাপ, ছয়টা টাইমার ফিউজ; প্রতিটা এক মিনিট থেকে পনেরো ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোন সময়ের ব্যবধানে সেট করা সম্ভব, আর ছয়টা প্রাইমার কর্ড। কাদার দলাটা হাতের তালুতে নাচিয়ে ওজন বুঝে নিল মাসুদ রানা। দু'পাউন্ডের বেশি ছাড়া কম হবে না। স্ট্যাচু অভ লিবার্টির আস্ত মাথাটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

ওইদিনের শেষ দুপুরের কথা। দুই বিদ্যুৎ কর্মী এল মিডটাউন গ্লোরি রেস্টুরেন্টে। তাদের বুকে ঝোলানো পরিচয় পত্র দেখল ইটালিয়ান ম্যানেজার। কি ব্যাপার? বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেইন সুইচ, লাইন, ওয়্যারিং ইত্যাদির নিয়মিত চেকিঙে এসেছে তারা জানা গেল। রুটিন চেক।

আপত্তি জানানোর কোন কারণ নেই ম্যানেজারের, জানালও না। সঙ্গে এক স্টাফ দিয়ে দুই বিদ্যুৎ কর্মীকে রেস্টুরেন্টের পিছনদিকের মেইন সুইচ বক্স চেক্ করতে পাঠিয়ে দিল সে। হাতের ইন্সট্রুমেন্ট কিট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে বক্সের ভেতরটা ভালমত চেক্ করে দেখল এক কর্মী, অন্যজন যে তাদের নিয়ে এসেছে, স্টাফ, তার সাথে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিল। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে সে, যাতে লোকটার নজর বক্সের দিকে যেতে না পারে।

পাঁচ মিনিট পর সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রথম বিদ্যুৎ কর্মী। বক্সের স্টীল দরজায় তালা মেরে চাবি তুলে দিল স্টাফের হাতে। 'ইট'স অল রাইট। কোন সমস্যা নেই তোমাদের বক্সে।' দরজার বাইরের গায়ে বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেকশন কার্ড সাঁটা আছে, ওটার নির্দিষ্ট জায়গায় সই করল সে তারিখ দিয়ে। চেকিঙের পর কার্ডে সই করা নিয়ম।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চলল দুই বিদ্যুৎ কর্মী। খানিকটা এসে যেন কিছু ফেলে এসেছে, এমনভাবে পিছনে তাকাল একজন। আসলে রেস্টুরেন্ট থেকে কেউ তাদের লক্ষ করছে কি না

দেখল।

'না,' বাংলায় বলল সে। 'নেই কেউ।'

'গুড, খুলে ফেলো আইডি।' এ প্রথমজন, যে বক্স চেক করেছে।

গায়েব হয়ে গেল তাদের আইডি। একটা বাঁক নিয়ে তারাও মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। 'ক'টায় সেট করেছ?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল।

'আটটা পঞ্চান্নতে।'

বাদামী প্যাকেটটা নিজের সুটকেসের তলার দিকে গুঁজে রাখল মাসুদ রানা। খালি ব্রীফকেস ঝুলিয়ে হোটেল ত্যাগ করল সন্ধে সাতটার দিকে।

দশ মিনিট হাঁটল ও, ফেউ খসাবার যতরকম ট্রিক আছে, কোনটা বাদ রাখল না এই সময়ের মধ্যে। তারপরও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কয়েক দফা ট্যাক্সি আর বাস বদল করে সাড়ে সাতটায় পৌঁছল গন্তব্যে। রানাকে দেখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল স্থানীয় রানা এজেন্সির স্টেশন চীফের মুখে। ডান হাত বাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে এল সে। 'স্লামালেকুম, রানা ভাই! কেমন আছেন?'

'ওয়ালাইকুম সালাম। ভাল। তোমরা?'

'ভাল। খুব ভাল। বসুন।'

মুখোমুখি বসল ওরা। পরমুহূর্তে কড়া প্রফেশনাল বনে গেল। স্টেশন চীফ, সরোয়ার জাহান রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো, তবে পাশে ওর দেড় গুণ। আগে আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিল, সময় শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছে এজেন্সিতে। ওস্তাদ মানুষ। কুংফু, কারাতে, সাভাতে, কুস্তি আর পিস্তল চালনা, সবটায় একশোয় নিরানব্বই পাওয়া তুখোড় ছেলে।

'হঠাৎ চলে এলেন যে?' বলল সরোয়ার। 'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। জরুরী একটা আলাপ সারতে এসেছি। পরে সময় হবে না হয়তো।'

'কি?'

'বিষয়টা একরকম ব্যক্তিগত বলতে পারো। তাই কোন অফিশিয়াল পদক্ষেপ নেয়া চলবে না, আই মীন, ফাইল ওপেন করা ইত্যাদি।'

মাথা ঝাঁকাল সরোয়ার। 'বেশ। কাজটা কি?'

দশ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেল রানা। মন দিয়ে শুনল সরোয়ার, একটা প্রশ্নও করল না। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝেছি। ভাবতে অবাক লাগছে, ওদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে।'

'হ্যাঁ। জেনে আমিও অবাক হয়েছি। যতই ওকে দেখছি, ততই আরও অবাক হচ্ছি। যে সত্যিকারের নিরীহ মানুষ, তাকে বিপদে প্রোটেকশন দেয়া আমি আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি। চাই না চাপে পড়ে একদিন সে-ও গ্যাঙস্টার হয়ে উঠুক।'

'আমি বুঝেছি, রানা ভাই। আর বলতে হবে না। ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।'

'গুড।'

আরও কিছু সময় কাটাল রানা ওখানে। এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিল। সোয়া আটটার দিকে বেরিয়ে এল ও সেখান থেকে।

সাতটা পঁয়তাল্লিশ। রেস্টুরেন্ট মিডওয়ে গ্লোরি। এরমধ্যেই প্রায় ভরে গেছে ভেতরটা। দু'তিনটে মাত্র টেবিল তখনও খালি। তবে ওগুলো রিজার্ভ, খদ্দের পৌঁছে যাবে যে কোন মুহূর্তে। জমজমাট অবস্থা। সব টেবিলেই পানের পর্ব চলছে। ডিনার শুরু হবে আরেকটু পর। এত মানুষ, অথচ আওয়াজ নেই তেমন। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে সবাই।

দুই জোড়া নতুন খদ্দের এল। দুই যুগল। কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়ানো হেড ওয়েটার বো করল তাদের উদ্দেশে, পথ দেখিয়ে এনে বসাল রিজার্ভ টেবিলে। এদের টেবিল পড়েছে টানা কাঁচের দেয়ালের একেবারে কাছে, বেশ দূরে দূরে অবশ্য। দ্বিতীয় যুগলের পুরুষটির হাতে একটা ব্রীফকেস। হয়তো কোন কোম্পানির ব্যস্ত নির্বাহী কি ব্যবসায়ী হবে, ওটা বাসায় রেখে আসার সময় হয়নি।

টেবিলে বসে ব্রীফকেসটা হাঁটুর ওপর রেখে খুলল সে। আগেই হেড ওয়েটারকে স্কচের অর্ডার দিয়ে ভাগিয়েছে। সঙ্গিনীর সাথে হাসিমুখে কথা বলতে বলতে কিছু একটা বের করল সে ভেতর থেকে, সবার অলক্ষে চট্ করে কোটের ভেতরের পকেটে গুঁজে দিল। তারপর কেসটা পায়ের কাছে রাখল, লজ্জা পাওয়া চেহারায় সঙ্গিনীকে বলল কিছু। মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মেয়েটি। উঠে পিছনের ল্যাভেটরি এরিয়ার দিকে চলে গেল ছেলেটা। দু'মিনিট পর ফিরে এল। স্কচের গ্লাস তুলে নিল। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।

অন্য যে যুগল প্রায় একই সময়ে ঢুকেছে ভেতরে, তাদের টেবিলেও চাপা উত্তেজনা। ঠিক আটটা পঞ্চান্নতে রেস্টুরেন্টের পিছনদিকে কোথাও একটা আওয়াজ উঠল মৃদু, যাদের কান খাড়া ছিল, তারা ছাড়া কেউ শুনতেই পেল না হয়তো। পরমুহূর্তে দপ্ করে নিভে গেল রেস্টুরেন্টের সব আলো, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব।

একযোগে অনেকগুলো বিস্ময় ধ্বনি উঠল, তারপরই হঠাৎ করে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল মিডওয়ে গ্লোরি। এতক্ষণ মৃদু কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল খদ্দেররা, এবার হৈ-হৈ করে উঠল। যেন এতক্ষণ হল্লা না করার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায়। এখানে ওখানে দুয়েকটা লাইটার জ্বলে উঠল, চেয়ার সরাবার আওয়াজ উঠল, ওয়েটারদের ব্যস্ত ছোটাছুটি শুরু হলো।

এ এক অভাবিত অবস্থা, আগে কখনোই ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ মিনিট দুয়েক বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। ততক্ষণে কাজ সারা হয়ে গেছে, কাঁচের দেয়ালের দুই জায়গায় বসে গেছে কম শক্তির দুটো চার্জ।

হঠাৎ কারও খেয়াল হলো পর্দা সরিয়ে দেয়ার কথা। তাতে বাইরের আলো আসবে, টোটাল ব্ল্যাক আউটের হাত থেকে অন্তত বাঁচা যাবে। কয়েকজন ওয়েটার এগোতে যাচ্ছিল নির্দেশ পেয়ে, ঠিক তখনই নরক ভেঙে পড়ল ভেতরে। পর পর দুটো বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল

রেস্টুরেন্ট, সেই সাথে ভেতরের সবার কলজে। ভারী ভেলভেট ড্রেপার ওপাশের ধাক্কায় ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল, ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল আস্ত কাঁচের দেয়াল। ওদিকটা একেবারে ফর্সা হয়ে গেল।

চারদিকে আতঙ্কিত চিৎকার উঠল, শুরু হয়ে গেল দৌড়াদৌড়ি। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেলো গোটা রেস্টুরেন্ট, ভয়াবহ বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গেল বাথরুমের পিছনের দেয়াল। ওখানে বসানো চার্জটা বেশ শক্তিশালী ছিল।

থমকে গেল পুরো এলাকা। পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে শুরু করল খদ্দেররা। চেঁচিয়ে কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে, সঙ্গীর নাম ধরে ডেকে ডেকে গলা ভাঙছে। উন্মাদের আচরণ করছে সবাই। কেবল শেষের দুই যুগলের মধ্যে কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। ধীরেসুস্থে এগোল তারা গা বাঁচিয়ে। দুই পুরুষের একজন অন্ধকারের মধ্যে ম্যানেজারের কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বলে উঠল, 'এটা ডন ফ্র্যানযিনির শুভেচ্ছার নিদর্শন। জানিয়ে দিয়ো রুগেইরোকে।'

দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখল তারা কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরে পড়ল। ততক্ষণে আস্ত নিউ ইয়র্ক শহর ভেঙে পড়েছে সেখানে।

# দশ

রাত ন'টা। ডন ফ্র্যানযিনির মুখোমুখি বসে আছে রানা, তার অফিসে। খুশিতে দুইশো ওয়াট লাইটের মত জ্বলছে বৃদ্ধের বদখত চেহারা। 'ওয়েল ডান, টনি,' হেঁড়ে কণ্ঠ প্রায় বিস্ফোরিত হলো সে। 'ওয়েল ডান। বহু বছর পর এমন এক আনন্দের খবর শুনলাম। একা কি করে যে এতকিছু করলে বুঝতে পারছি না। একটু আগে লুই ফোনে জানিয়েছে, নিউজটা টিভিতে এসেছে। ফোন করেই ছুটেছে জায়গাটা চোখে দেখে আসতে।

'শুনলাম একেবারে যা-তা অবস্থা রেস্টুরেন্টের। ওর মতে এক মাসেও ওটার ধারে কাছে ঘেঁষবে না কোন খদ্দের। ওয়েল ডান,' আপনমনে তরমুজের মত মাথাটা দোলাল ডন। 'সত্যিই তুমি কাজের ছেলে।'

'ধন্যবাদ, ডন,' মাসুদ রানা গম্ভীর। 'ওদের একটা হুঁশিয়ারি জানানো প্রয়োজন ছিল, সে-কাজ হয়েছে। এখন আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ রুগেইরো যে-কোন সময় এর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। কি করা যায় ভেবেছ কিছু?'

'ভেবেছি। মারের ওপর মার লাগাতে হবে।'

'মানে?'

'মানে আরেকটা ভালরকম মার দিতে হবে। এ ধরনের কিছু নয়। রুগেইরোর এক হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে।

পরপর এরকম কয়েকটা মার কায়দামত দেয়া গেলে ও যে-কোন শর্তে আপনার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হবে।'

'চমৎকার আইডিয়া, টনি।'

'ওর ডান হাত বা বাঁ হাতের নাম-ঠিকানা বলুন। আজ রাতেই একটার ব্যবস্থা করে রেখে আসি।'

কিছু সময় ভাবল ফ্র্যানযিনি। তার চেহারা দেখে নিশ্চিত বুঝল রানা, যদি মানুষটা পঙ্গু না হত, নির্ঘাত ধেই ধেই করে নেচে উঠত এখন। 'ঠিক আছে, টনি। তবে আজ থাক, কাল বিষয়টা সেট্‌ল করব আমরা। সকালে নটায় চলে এসো, তখন একটা ফয়সালা করব।'

'বেশ।'

'তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে। আমি লুইর জন্যে অপেক্ষা করব। পুরোটা শুনে যাই।'

'ঠিক আছে।'

'যাওয়ার পথে যদি ফিলোমিনাকে পৌছে দিয়ে যাও, ভাল হয়।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'গুড। ফিলোমিনা! তুমি টনির সাথে চলে যাও।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'ল্যারির কোন খবর হলো না এখনও?'

'না,' চেহারা কালো হয়ে গেল বৃদ্ধের। 'কোন খবর নেই। বড় কাজের লোক ছিল ল্যারি।'

আর কিছু বলল না রানা। চাচাকে গুড নাইট জানিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে এল ফিলোমিনা। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে মূল দরজার ফ্রেমে বসানো একটা সুইচ টিপে দিল সে, ভেতরে কোথাও মৃদু আওয়াজের বেল বেজে উঠল, পরক্ষণে ঘড় ঘড় শব্দে লেগে গেল দরজাটা। বিদ্যুৎ চালিত দরজা ওটা। ভেতরে আর কাউকে দেখেনি রানা, তার মানে ডনই বন্ধ করেছে সুইচ টিপে। ওটা কোথায় আছে কাল জেনে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

'কোথায় ডিনার করা যায় বলো তো?'

হাসল ফিলোমিনা। 'তোমার যেখানে ইচ্ছে।'

'এখানে এলাম মাত্র দু'দিন, কোথায় রান্না ভাল জানব কি করে?'

'হুঁম! তাও তো কথা। চলো তাহলে।'

লোয়ার ইস্ট সাইডের অভিজাত এক রেস্টুরেন্টে রাজকীয় ডিনার খেয়ে দু'জনে যখন বের হলো, তখন প্রায় এগারোটা। সোজা লন্ডন টেরেসে ফিরে এল ওরা, ফিলোমিনার ফ্ল্যাটে। 'আজ থাকছ তো, টনি? বাঁকা কটাক্ষ হানল মেয়েটি, মুখে মিটিমিটি হাসি। কী হোলে চাবি ঢোকাল।

'কি করে থাকি?' চেহারায় হতাশা ফুটল ওর।

'মানে?'

'কথা ছিল তুমি আমাকে সাধাসাধি করবে, কিন্তু…'

'আচ্ছা, এই কথা?' ভেতরে ঢুকল ওরা। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালল না ফিলোমিনা, অন্ধকারে কাছে চলে এল রানার। এক মিনিট কোন সাড়া নেই। 'এবার হয়েছে?'

'অর্ধেক হয়েছে,' বলল রানা।

আবার এক মিনিট নীরবতা। 'এবার?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

আলো জ্বলে উঠল ঘরের। দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ফিলোমিনা। চকচকে চোখে দেখছে রানাকে। ঘন হয়ে এসেছে নিঃশ্বাস। হাতের ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, খুলে ফেলল কোট।

অল্প ওয়াটের হালকা নীল আলো জ্বলে উঠল ফিলোমিনার বেডরুমে।

দু'ঘণ্টা পর। হেড স্ট্যান্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে মাসুদ রানা। ফিলোমিনা শুয়ে রয়েছে ওর বুকে মাথা রেখে। 'আজ কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?' কথা পাড়ল রানা আলগোছে।

'কখন?' মনে হলো প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি সে।

'ডনকে নিয়ে কাউন্টিং হাউসে যাওনি?'

'নাহ্।' থেমে মুখ তুলল ফিলোমিনা। 'তুমি জানো ওখানকার কথা?'

'শুনেছি। একদিন গিয়ে দেখে আসব ভাবছি।'

মাথা দোলাল সে। 'উঁহুঁ! অনুমতি পাবে না।'

'কেন?'

'ওখানে কারও যাওয়ার হুকুম নেই। এমনকি লুইয়েরও না।'

'ও বাবা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন?'

'কাল, না বোধহয় আজই লুই বলছিল, ডনকে নিয়ে তোমার ওখানে যাওয়ার কথা। কি নাকি কাজ আছে, তাই।'

'ও।'

'কোথায় সেটা?'

'ওয়েস্ট ব্রডওয়ে, ফিফটিন।'

'তোমাদের হেড অফিস?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চই খুব ইমপ্রেসিভ জায়গা? দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'চাচার হুকুম লাগবে,' হাসল ফিলোমিনা। তাও সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। 'বাদ দাও তো ওসব প্রসঙ্গ।' হাত বাড়িয়ে বেড সাইড ল্যাম্প অফ করে দিল সে।

কিছুটা হতাশ হতেই হলো ওকে। কাউন্টিং হাউসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে ওকে, তালিকাটা হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু যাওয়া যায় কি করে? তাড়াতাড়ি আরও কিছু ওস্তাদী দেখাতে হবে ডনকে, দ্রুত নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে লোকটার কাছে, তবেই হয়তো···ফিলোমিনার খোঁচাখুঁচিতে ভবিষ্যৎ চিন্তা বাদ দিতে বাধ্য হলো ও

বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরদিন অফিসে পা রাখার আগ পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেনি রানা যে সুযোগটা এত দ্রুত পাওয়া যাবে। প্রথম চোটটা গেল লুইয়ের অভিনন্দন জানানোর মধ্যে দিয়ে। যদিও বোঝা গেল ভেতরে ভেতরে খুবই খুশি সে, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল চাপা। এ-ও পরিষ্কার হলো রানার ওস্তাদীতে সে যত না খুশি, তারচেয়ে বেশি খুশি ও নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছে বলে।

ফিলোমিনার অফিসে রানাকে পাকড়াও করল লুই। মুখে নীরব চওড়া হাসি। তাকে হাত বাড়াতে দেখে হ্যান্ডশেক করবে ভেবে রানাও হাত বাড়াল, কিন্তু দু'হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল লুই। 'তুমি ভালয় ভালয় ফিরতে পেরেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি, টনি। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, লুই।'

দু'হাতে ওর দুই বাহু ধরে এক পা পিছনে সরে দাঁড়াল লুই, নজর বোলাল রানার আপাদমস্তক। 'তুমি যা ঘটিয়েছ, দেখেশুনেও বিশ্বাস হয় না, টনি। পত্রিকা দেখেছ আজকের?'

'না।'

'দেখো গিয়ে,' চাচার অফিস ইঙ্গিত করল লুই। 'বারোটা বেজে গেছে রেস্টুরেন্টের। যাচ্ছেতাই অবস্থা।'

'কেউ জখম হয়নি তো?'

'আতঙ্কিত হয়ে পালাবার সময় দু'একজন সামান্য চোট পেয়েছে। বোমার ঘায়ে নয়। কাল রাতেই ওখানে গিয়েছিলাম আমি অবস্থা দেখতে। ওহ্, গড! যা দেখালে তুমি! হিরো বনে গিয়েছ তুমি চাচার কাছে, টনি।'

মুচকে হাসল রানা। কাজ ফেলে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল ফিলোমিনা, চোখাচোখি হতে সে-ও হাসল।

'এসো,' বাহু ধরে টান দিল লুই। 'চাচা বসে আছেন তোমার জন্যে। আজ কয়েকটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'মানে?'

'এসো, জানতে পারবে।'

মিটিমিটি হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল ওকে ডন। 'হ্যালো, টনি।'

'হ্যালো, ডন।' আরেক লোক বসা ছিল বৃদ্ধের মুখোমুখি, ঘুরে তাকাল সে। চোখাচোখি হলো। ছয় ফুট চারের কম হবে না লোকটা। মুখটা প্রকাণ্ড। অসংখ্য কাটাকুটির দাগ সেখানে। চাউনি শীতল, স্থির।

'জুলি,' বলল বৃদ্ধ। 'এই হলো টনি ক্যানযোনেরি। টনি, এ বিগ জুলি, আমাদের হেড অফিসের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ।'

চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়াল লোকটা। গম্ভীর। সৌজন্যের মৃদু হাসি দেয়ার গরজটুকুও দেখাল না। নরম পেয়ে রানার হাতের ওপর শক্তি জাহির করল জুলি প্রথমে খানিক, তারপর সমঝে নিল পাল্টা চাপ খেয়ে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, সেনিয়র,' বলল বিগ জুলি।

রানা মাথা ঝাঁকাল কেবল। 'সিট ডাউন, টনি,' বলে উঠল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'জরুরী কথা আছে।'

লুইকে মাঝের চেয়ারে ঠেলে দিয়ে রানা বসল আরেক মাথায়। বিগ জুলি একটা বিষাক্ত সাপ, দেখামাত্র বুঝেছে। তাই পাশে বসেনি। ওরকম সাপের বেশি কাছে বসা নিরাপদ মনে করে না। 'হেড অফিস?' বলল রানা। যেন এই প্রথম শুনল কথাটা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ডন। 'আমরা অবশ্য কাউন্টিং হাউস বলি।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি লুইর মুখে।'

'একে ডেকেছি তোমাকে ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনার জন্যে। গিয়ে দেখে এসো। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বড়রকম সমস্যায় আছি আমরা, শুনে এসো। বিল্ডিংটা চিনে আসা প্রয়োজন তোমার। সপ্তাহে একবার ওখানে যাই আমি হিসেবপত্র চেক্ করতে। ল্যারি স্পেলম্যান নিয়ে যেত আমাকে। তার তো পাত্তা নেই, এখন থেকে কাজটা তোমাকে করতে হবে।'

ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো রানাকে। বিগ জুলিকে দেখল, চেহারা দেখে মনে হলো ডনের সিদ্ধান্তে খুশি নয় সে। 'বেশ। কখন যেতে হবে?'

'এখনই যাও। কথাবার্তা বলে বুঝে এসো পরিস্থিতি। তারপর তোমার দু'নম্বর কোর্স অভ অ্যাকশন ঠিক করব আমরা। ও হ্যাঁ,' দুই হাতের নিচে চাপা দেয়া একগাদা খবরের কাগজ সামনে ঠেলে দিল বৃদ্ধ। 'এই দেখো, কি ঘটিয়ে এসেছ তুমি কাল রাতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'দেখে কি হবে? জানিই তো।' নিরাসক্ত চোখে ওগুলোর দিকে তাকাল এক পলক। 'তারচে' বরং কাজটা সেরে আসি।'

'বেশ তো। দাঁড়াও,' ডানদিকের ড্রয়ার খুলে সোনালী রঙের একটা চাবির রিঙ বের করল ডন। দুটো ঝকঝকে চেহারার চাবি ঝুলছে রিঙে। 'তোমার জন্যে নতুন গাড়ি আনিয়েছি আমি। এই নাও। পিছনের গ্যারাজে আছে।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে নিল ও। 'ধন্যবাদ, ডন।' লুইর দিকে ফিরল। 'তুমিও আসছ তো?'

'আমি?' অপ্রস্তুত হলো সে। 'আমি গিয়ে কি করব?'

'তোমারই শোনা উচিত ওখানকার সমস্যার কথা। আফটার অল তুমি নেক্সট টু ডন। তার ওপর এফিশিয়েন্সি এক্সপার্ট।'

'ঠিকই বলেছে টনি,' ফ্র্যানযিনি মাথা ঝাঁকাল। 'যাও। এমনিতেও সব বুঝে নেয়ার সময় হয়েছে তোমার।'

'এখন থাক তাহলে আমার গাড়ি,' চাবির রিঙ ট্রাউজারের পকেটে ভরল মাসুদ রানা। 'ফিরে এসে বের করব।'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'ওকে।'

বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। বিগ জুলি উঠল নিজের শেভিতে, রানা-লুই উঠল লুইর লেটেস্ট ক্যাডিলাকে। 'কেন শুধু শুধু জড়ালে আমাকে?' গিয়ার

দিয়ে গজগজ করে উঠল সে। 'ওর সাথে চলে গেলেই তো পারতে!'

হাসল ও। 'তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? একবার না হয় ঘুরেই এলে। বেশি কিছু তো করতে বলা হচ্ছে না তোমাকে এখনই।'

ছুটল ক্যাডিলাক। দু'জনেই নীরব, যে যার চিন্তায় মগ্ন। বেশি দূরে নয় জায়গাটা, দশ মিনিটে পৌঁছে গেল ওরা। নিতান্তই সাধারণ চেহারার ছয়তলা এক বিল্ডিং—রঙটা ধূসর। পাশে বেশ চওড়া। নিউ ইয়র্ক ডাউনটাউন এলাকার সোহো সেকশনের কমার্শিয়াল বিল্ডিংগুলোর মত। বাঁ দিকে প্রায় তিনের দুই ভাগ ভবন জুড়ে পুরু ইস্পাতের নীল রঙের একটা টানা গেট, তার পায়ের কাছে ঢালু র‍্যাম্প। গোডাউন হবে হয়তো। অথবা ফ্রেইট এলিভেটর কেজ।

ডানদিকে, ভবনের আরেক মাথায় চার বাই ছয় দরজা আছে একটা। তার পাশে দেয়ালে ঝুলছে মেইলবক্স। একটা কলিংবেল পুশ রয়েছে ওটার দু'ইঞ্চি তফাতে। রোদ-বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে ঢালু ঢাকনাওয়ালা একটা মাইক্রোফোনও আছে। আশপাশটায় দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল ও। কাউটিং হাউসটা একটা কর্নার প্লটে, এক পাশে রাস্তা, অন্য পাশে এক সার বিল্ডিং। ঠিক সাথের বিল্ডিংটা সাত কি আট ফুট দূরে, ওটাও ছয়তলা।

পুশ টিপে দিল বিগ জুলি। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ভেতর থেকে সাড়া দিল কেউ। 'হু ইজিট?'

'বিগ জুলি।'

'হাই, জুলি, কামন আপ।' একটা বাযার বেজে উঠল ভেতরে, নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ধরল লোকটা। লুইর উদ্দেশে বলল, 'প্লীজ, কাম ইন।' রানাকে পাত্তা দিচ্ছে না সে। ওরা ভেতরে ঢুকতে বন্ধ হয়ে গেল বাযার, স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেগে গেল বিদ্যুৎ চালিত দরজা।

ছোট্ট এক লিফটে চড়ে ছয়তলায় উঠে পড়ল ওরা। হলরুমে ঢুকল। বিগ জুলি একা নয় দেখে একটু অবাক হলো অপেক্ষমাণ ছোটখাট মানুষটা। লুইর উদ্দেশে এক গাল হাসি দিয়ে রানাকে দেখল প্রশ্নবোধক চোখে। 'এ হচ্ছে টনি ক্যানযোনেরি,' ওর দিকে না তাকিয়ে বলল বিগ জুলি। 'আর এ চিক্‌কি রাইট। এখানকার অপারেশন চীফ।'

পাঁচ ফুট ছয়ের বেশি হবে না চিক্‌কি। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। মাথা ভর্তি টাক। ক্রীম রঙের ফ্লানেলের প্যান্ট, নীল সিলকের শার্ট পরে আছে সে, তার ওপর সাদা-কালো স্ট্রাইপের ভেস্ট। গলায় গাঢ় লাল বো টাই। জুয়াড়ীর মত দেখাচ্ছে ব্যাটাকে।

'এঁদের তোমার অফিসে নিয়ে যাও, চিক্‌কি,' বলল জুলি। 'কি কি সমস্যা আছে খুলে জানাও।'

নিজের কাজে চলে গেল সে। রানা তো পরের কথা, লুইকেও খুব একটা পাত্তা দিল না ব্যাটা। ঠিকই বলেছিল ডন, এরা কেউ আমল দেয় না লুইকে।

'আসুন, আসুন,' লম্বা চওড়া হাসি দিল চিক্‌কি। স্বয়ং ডন যাকে পাঠিয়েছে, সে নিশ্চয়ই হেলাফেলার পাত্র নয়। তারওপর সঙ্গে আছে ভবিষ্যৎ ডন। পিছনের দেয়ালে আধখোলা এক নীল দরজা দেখাল সে। 'চলে আসুন।

ওটা আমাদের অপারেশন রুম। নিউ ইয়র্ক সিটির নীটেস্ট অপারেশন সেন্টার।'

প্রকাণ্ড রুমটার চারদিকে তাকাল রানা। এরকম এক জায়গায় কি কি থাকা উচিত, সে সম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা ছিল, দেখা গেল তার সাথে মিলছে না। ওর অনুমানের চাইতে অনেক অনেক আধুনিক অফিস এটা। এদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা গেল, তাতে স্পষ্ট হলো যে একটুও বাড়িয়ে বলেনি চিক্‌কি, সত্যিই নিউ ইয়র্কের নীটেস্ট অপারেশন সেন্টার এটা। মনে মনে ফ্র্যানযিনির বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না রানা।

'এখানে আমরা আমাদের বুকি আর নাম্বারস অপারেশনের যাবতীয় কিছু কম্পিউটারাইজড করি,' গর্বের সাথে বলল লোকটা।

পুরো বিল্ডিংটাই উজ্জ্বল পালিশ করা আধুনিক এক অফিস। ছয়তলা তার মেমোরি ব্যাঙ্ক। প্রথম যে রুমে নিয়ে আসা হয়েছে ওদের, সেটা কম্পিউটর রুম। একটা প্রকাণ্ড, সেন্ট্রাল কম্পিউটর। আর আছে অনেকগুলো ডেস্কটপ। প্রতিটির সামনে বসে আছে চমৎকার ছাঁটের বিজনেস স্যুট পরা একেকজন হ্যান্ডসাম, স্মার্ট যুবক। কোনদিকে নজর নেই কারও, যেন রোবট। কম্পিউটারাইজড রীডআউট হ্যান্ডেল করছে তারা যান্ত্রিক ব্যস্ততা আর নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে। অহেতুক দেহের একটা পেশীও নড়ছে না কারও।

পাশের রুমে বসা একদল মেয়ে সেক্রেটারি। প্রত্যেকে সুন্দরী, বাইশের ওপরে নয় কারও বয়স। সবার টেবিলে একটা করে ইলেক্ট্রিক টাইপ রাইটার। ঝড়ের বেগে চলেছে সবগুলো। একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যেন। এরাও পাশের রুমের যুবকদের মত রোবট। মানুষের সাড়া পেয়েও তাকাল না।

'হিউস্টন স্ট্রীটের প্রত্যেকটা নাম্বারস বেট এখানে প্রসেস করা হয়,' বলল চিক্‌কি রাইট। 'প্রতিটা ঘোড় দৌড়ের বেটও। প্রতিটা রেসের ফলাফল টেলিফোনের মাধ্যমে প্রথমে এখানে আসে। সিকাগোর আর্লিংটনসহ পুবের অন্য সমস্ত জায়গায় যত রেস হয়, সবগুলোর। সব রেকর্ড করি আমরা কম্পিউটরে, বাজীর টাকাও এখান থেকেই শোধ করা হয়।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'বুকমেকিঙে ইলেক্ট্রনিক ডাটা প্রসেসিং! দারুণ আইডিয়া।'

'এবং এফিশিয়েন্ট,' যোগ করল জুয়াড়ী। 'দৈনিক আশি হাজার ডলারের ব্যবসা প্রসেস করি আমরা এখান থেকে। হিপ পকেটের নোট বইয়ে জমা-খরচ টুকে রাখার দিন এখন নেই।'

'অফ-ট্র্যাক বেটিং কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে আপনাদের ব্যবসায়?' আন্ডারওয়ার্ল্ড বুকিদের মার দেয়ার জন্যে কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে অনেকগুলো ওটিবি অফিস খোলা হয়েছে। প্রায় একই কাজ তাদের। বাজীর টাকা শোধ করে লাভের যে অংশ বিশেষ করে মাফিয়া পরিবারগুলোর পকেটে যেত, সেই টাকাটা বাঁচাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। সেই টাকা বর্তমানে ওটিবি ব্যয় করে শহর উন্নয়নের কাজে।

'তেমন কিছু না,' মাথা দোলাল লোকটা। 'অবশ্য প্রথম যখন কাজ শুরু করে ওটিবি, তখন চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তবে আফটার অল, আমরা যা-ই হই, ব্যবসার প্রশ্নে একশো ভাগ খাঁটি, পাবলিক তা ভালই বোঝে। বরং সরকারই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি এ লাইনে। এরওপর আছে নাম্বারস বেট। বহু চেষ্টা করেছে সরকার আমাদের ওই ব্যবসা থেকে হঠাতে। কাজ হয়নি। তবে আমাদের পিছু ছাড়েনি সরকার, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে বলা যায় না।'

কানের লতি চুলকাল রানা। সেন্ট্রালাইজড, অর্গানাইজড, এফিশিয়েন্ট, চমৎকার! আর কি চাই? 'তোমাদের ট্রাক ব্যবসাও কাউন্টিং হাউসের মাধ্যমে চলে নাকি?' লুইকে জিজ্ঞেস করল ও।

ভুরু কোঁচকাল সে। 'না। মানে, ঠিক জানি না আমি।'

'আইডিয়াটা কেমন?' চিক্কিকে না সূচক মাথা দোলাতে দেখে বলল রানা। 'কাউন্টিং হাউসকে যদি ট্রাকিং ব্যবসার কম্যান্ড পোস্ট করা হয়, কেমন চলবে?'

'আইডিয়া ভালই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে নতুন এক অপারেশন শুরু করতে হলে স্পেস চাই। সেই জিনিসটাই নেই আমাদের। তাছাড়া ও কাজের জন্যে খুব বিশ্বস্ত মানুষ প্রয়োজন। কিন্তু...'

মনে মনে হাসল ও। বলে কি হারামজাদা! শালা চোরের সর্দার কি না বিশ্বস্ত মানুষ চায়, চুরির টাকার চুরি ঠেকাতে?

'টনি এখন থেকে এখানে আসবে,' বলে উঠল লুই। 'তোমাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করবে। আমাকেও আসতে হবে।'

'কি বলছেন?' অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটল চিক্কির চেহারায়। 'আপনি? এসব ব্যবসা দেখাশোনা করবেন?'

'কেন?' চেহারায় কাঠিন্য ফুটল রানার। 'আপনার অসুবিধে হবে লুই এলে?'

অপ্রস্তুত চেহারা হলো চিক্কি রাইটের। 'না না! আমার অসুবিধে কি? আমি তো এদের হুকুমের চাকর।'

'অত ছোট ভাববেন না নিজেকে। বরং উল্টোটা ভাবুন, মনটা ভাল লাগবে। ডনের ক্ষমতা নেই কাউন্টিং হাউসের ওপর সব সময় নজর রাখার। লুইও কিছু বোঝে না এসবের। সেই সেন্সে আপনিই বরং এখানকার সর্বেসর্বা।'

'হ্যাঁ। না, মানে...'

'বাদ দিন। আপনাকে কি কি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়, সে সম্পর্কে বলুন, শুনি।'

'আসুন,' বলল সে। 'আমার অফিসে গিয়ে বসি।'

রুমের এক কোণেব চমৎকার কাঠের প্যানেলিং ঘেরা একটা অফিসে নিয়ে এল সে ওদের। ঘরের মাঝখানে বড় একটা ডেস্ক। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট। এক দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো স্টীলের ফাইলিং

কেবিনেট। 'বসুন।' ডেস্কের ওপাশের বড় এক রিভলভিং চেয়ারে বসল চিক্কি। ওরা বসল তার মুখোমুখি।

'বড় সমস্যাটা কি, চিক্কি?' প্রশ্ন করল লুই।

'সেই একই, লেমন ড্রপ্।'

'কি করেছে?'

'আমাদের রানারদের টাকা-পয়সা ছিনতাই করছে।'

'এ তো শুনেছি নিত্য ঘটনা। নতুন কি?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল লোকটা। রানাকে দেখছে অন্যমনস্ক চোখে। 'নতুন হচ্ছে, গত সপ্তায় চোদ্দবার হিট্ করেছে সে। এ সপ্তার আজ তৃতীয় দিন। এর মধ্যে, কাল সন্ধে পর্যন্ত পাঁচবার হয়ে গেছে। এ সহ্যের বাইরে। এত ক্ষতি স্বীকার করা কষ্টকর।' রানার দিকে ফিরল লোকটা। 'আমাদের নগদ টাকা বয়ে আনে এই রানার, রোজ সন্ধের পর এনে জমা দিয়ে যায় এখানে। সপ্তায় তিন চারটা ছিনতাই সহ্য করা যায়। তিন-চারজন রানার মার খাবে, এ আমাদের ধরাবাঁধা হিসেব। কিন্তু হঠাৎ করে খুব বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেছে।'

'এসব ঠেকানোর কি ব্যবস্থা আছে?' জানতে চাইল ও।

'তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। একশো সাতচল্লিশজন রানার আমাদের। প্রত্যেকদিন লোয়ার ম্যানহাটন থেকে ক্যাশ নিয়ে আসে, এতজনকে প্রোটেকশন দেয়া অসম্ভব। চার-পাঁচজন রানারকে হিসেবের বাইরেই রাখি আমরা, কিন্তু ইদানীং...'

'লেমন ড্রপ্ কে?'

'রুগেইরো বাঞ্চের রানার ছিল এক সময়। এখন বিশেষ করে আমাদের রানার পিকার। শুনি, এ কাজ নাকি রুগেইরোকে না জানিয়ে করে সে। আসলে একদম বাজে কথা। কিছুদিন থেকেই রুগেইরো আমাদের পিছু লেগেছে। সে-ই করাচ্ছে এসব।'

নিউ ইয়র্কে রানাররা হচ্ছে অপরাধ জগতের সিঁড়ির প্রথম ধাপের। এদের সংখ্যা হাজার হাজার। বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘোড়দৌড়ের বেটিং স্লিপ আর বাজীর টাকা সংগ্রহ করে পৌছে দেয় এরা যার যার নিয়োগকর্তার পলিসি ব্যাঙ্কে।

'লোকটাকে সরিয়ে দিলে সুবিধে হবে মনে করেন?'

রানার বক্তব্যের অর্থ ধরতে আজ বিশেষ দেরি হলো না লুইর। ঘুরে তাকাল সে। চেহারা নির্বিকার। 'ক্ষতি অন্তত হবে না,' হাসল চিক্কি। 'ও যদি এ জন্যে দায়ী না-ও হয়ে থাকে, যে দায়ী, সে ঘাবড়ে যাবে অবশ্যই।'

'ওকে সরিয়ে দেয়াই ভাল, কি বলো, লুই?' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হবে। আমাদের রানাররাও রেহাই পাবে, রুগেইরোর জন্যেও আরেকটা লেসন হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। ভাবখানা, তুমি যা ভাল বোঝো করো।

চিক্কির দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'লেমন ড্রপ্ কেন নাম হলো তার?'

'লেবুর রসের খুব ভক্ত ব্যাটা। পকেটে সব সময় প্যাকেট নিয়ে ঘোরে। আসল নাম গ্রেগোরিও। ওকে চিনি আমি, আগে এত বদ ছিল না।'

'কি করে চেনেন?'

'আমার ছেলের ক্লাসফ্রেন্ড ও। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। স্বভাব-চরিত্র আগে ভালই ছিল।'

'আই সী।'

'এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের ব্যাপারটা কি, সেনিয়র?'

'নেভার মাইন্ড!' কড়া গলায় চিক্কিকে হতাশ করল লুই।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

মহড়া যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল রানা। এবার আসল কথা পাড়া উচিত। 'ওর মধ্যে কি?' ফাইলিং কেবিনেটগুলো দেখাল ও। 'ফ্যামিলি জুয়েলস্?'

'না। আমাদের সমস্ত রেকর্ডস।'

'বেটিং অপারেশনের?'

'না, সেনিয়র। পুরো অর্গানাইজেশনের যাবতীয় ব্যবসার। এ টু জেড। এভরিথিং।'

বুকের মধ্যে গরম রক্ত ছলকে উঠল মাসুদ রানার। আগেই অনুমান করেছিল, সেটা সত্যে পরিণত হওয়ায় হার্টবীট দ্রুততর হলো। এই তো, ভাবল ও, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এত কাছে রয়েছে জিনিসটা, যে জন্যে ছুটে এসেছে রানা। কোথায় আছে সেই তালিকা? কোন কেবিনেটের কোন ড্রয়ারে? দাঁড়াও, প্যাঁচ আরেকটু লাগিয়ে নিই, তারপর দেখব।

'সিকিউরিটি ব্যবস্থা কি রকম?'

হাসি ফুটল চিক্কির মুখে। 'ফাইন, ফাইন। নিচের পাঁচ ফ্লোর খালি। নিজেদের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, খালি। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে প্রয়োজন পড়ে। সন্ধের পর এলিভেটর ডিসকানেক্ট করে দেয়া হয়। সিঁড়ির প্রতিটা ল্যান্ডিঙে লোহার গেট আছে, ইলেক্ট্রিকাল সিস্টেম। সব লাগিয়ে দেয়া হয়। তারপর আছে কুকুর।'

'কুকুর?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক ফ্লোরের জন্যে দুটো করে গার্ড ডগ। ডোবারম্যান। কারও সাধ্য নেই এত বাধা টপ্‌কে ওপরে ওঠার।'

'সে না হয় হলো। কোন ম্যান গার্ড থাকে না?'

'হ্যাঁ। বিগ জুলি আর রেমন্ড থাকে, এই ফ্লোরে। জুলি প্রচণ্ড শক্তি ধরে। ওর মত শক্তিশালী মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। তেমনি ওর সাগরেদ রেমন্ড।'

# এগারো

'দু'জন সাহসী মানুষ চাই আমার,' বলল মাসুদ রানা।

রাত ন'টা। প্রিন্স স্ট্রীটের অফিসে জোসেফ ফ্র্যানযিনির সামনে বসে আছে ও। তাকিয়ে আছে ডনের দিকে। লুই ওর পাশে।

'লোকালো-ম্যানিট্টিকে দিয়ে হবে না?' প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

'ওদের এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। আর আমি আজ যে কাজ করতে যাচ্ছি, তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই। তাই পরীক্ষিত সাহসী মানুষ প্রয়োজন। খুবই বিশ্বস্ত হতে হবে তাদের এবং সশস্ত্র।'

'কখন?'

'বারোটার মধ্যে। সেই সাথে আমার জন্যে একটা পিস্তল। জার্মান হলে ভাল হয়।'

'তোমার যেটা ছিল সেটা কোথায়?' জানতে চাইল লুই।

'বৈরুতে। প্লেনে বয়ে আনা ঝামেলা বলে আনিনি।'

'ঠিক আছে,' বলল ডন। 'লুই, ফ্যামলিগোট্টি আর রিক্কোকে খবর দাও।'

'আচ্ছা।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ডন, দরজায় নক্ শুনে থেমে গেল। ফিলোমিনা ঢুকল ভেতরে। হাতে একটা বাদামী খাম। 'কি ওটা?' প্রশ্ন করল সে।

'মনে হয় চিঠি। গেটের এক গার্ড এসে দিয়ে গেল।'

'গার্ড! সে কোথায় পেল?'

'এক রাইডার দিয়ে গেছে।'

লুই নিল ওটা, এগিয়ে দিল চাচার দিকে। খামের এক মুখ ছিঁড়ে ফেলল সে, ভেতর থেকে শুধু এক টুকরো কাগজ বের হলো। ওটা চোখের সামনে তুলে ধরল সে, পরক্ষণে চমকে উঠল। 'ওহ্, গড!'

চট্ করে উঠে দাঁড়াল লুই। 'কি হলো?'

স্থবিরের মত কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল ডন, তারপর বাড়িয়ে দিল কাগজটা। 'পড়ো।'

পড়ল লুই। সাথে সাথে চেহারা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। দু'জনকে অবাক চোখে দেখল রানা, খাবলা মেরে তুলে নিল লুইর হাত থেকে খসে পড়া কাগজের টুকরো। ছোট একটা বার্তা ওটা, টাইপ করা। ওতে লেখা:

**ফ্র্যানযিনি, চ্যালফন্ট প্লাজা হোটেলের ১২৩৯ নম্বর রুমে পাবে ল্যারি স্পেলম্যানকে। পরনে কাপড়-চোপড় নেই। তারচেয়েও সত্যি হচ্ছে, প্রাণটাও নেই ওর। একে রুগেইরোর শুভেচ্ছা বলে জেনো।**

আলতো করে কাগজটা টেবিলে রেখে দিল ও। চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব, অথচ মনে মনে হেসে খুন।

'এতদিন ল্যারিকে আটকে রেখেছিল হারামজাদা,' দাঁতে দাঁত চাপল ডন। রেগে অস্থির।

'তাই তো মনে হয়,' বিড় বিড় করে বলল লুই।

কিছু সময় চুপ করে থাকল ডন। 'মনে হয় রেস্টুরেন্টে বোমা ফাটানোর প্রতিশোধ নিল।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে এর মধ্যে প্রশ্ন আছে।'

'কি?' চোখ গরম করে তাকাল বৃদ্ধ।

'ল্যারি নিখোঁজ হয়েছে তিন দিন আগে, এতদিন কেন ওকে আটকে রেখেছিল রুগেইরো?'

'সে সব পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে ওর ডেডবডি গোপনে কি করে ওখান থেকে বের করে আনা যায়...'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'প্রয়োজন নেই। থাকুক ওটা যেখানে আছে।'

'মানে?' রেগে উঠছে ডন মনে হলো। 'কেন?'

'বিশেষ এক প্ল্যান আছে আমার বডিটা নিয়ে। প্লীজ, ডন, এ নিয়ে এখন কোন প্রশ্ন করবেন না। উত্তরটা কাল ভোরে নিজে থেকেই জেনে যাবেন আপনি।'

চোখ কুঁচকে দেখল ওকে ডন। 'কি ভাবে?'

'আজকের মত খবরের কাগজ পড়ে।'

'তুমি...' কিছু বলতে যাচ্ছিল লুই, শুরুতেই থামিয়ে দিল ও।

'বলেছি তো, সকালে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

দ্বিধাগ্রস্ত চোখে চাচার দিকে তাকাল সে, বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। 'ঠিক আছে,' ঘোষণা করল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'তোমার কথাই থাকল, টনি। কিন্তু লাশটা যদি সকাল পর্যন্ত ওখানে না থাকে?'

'অত সময় প্রয়োজন হবে না। দেড়টা-দুটোর মধ্যেই সেরে ফেলব আমি কাজ।' একটু চুপ করে থাকল ও, ভাবল কিছু। 'তাছাড়া, লাশ যদি পুলিস উদ্ধার করেই বসে, কি এমন হবে? যে মরে গেছে, তার দেহ নিয়ে টানাটানি করার পিছনে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না আমাদের। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ঝাড়া তিন মিনিট চুপ করে থাকল ডন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক।'

'অবাক লাগছে,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'আমারই হোটেলে, মাত্র কয়েক রুমের ব্যবধানে ল্যারির মৃতদেহ পড়ে আছে। অথচ...' থেমে গেল। যেন গভীর চিন্তায় পড়েছে। 'এই চিঠি দেয়ার অর্থ লোকটা সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে আপনার বিরুদ্ধে। এখন পিছিয়ে আসার সময় নেই, দয়া দেখানোও উচিত হবে না।'

'তো?' এমনভাবে প্রশ্ন করল ফ্র্যানযিনি, যেন রানাই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক। 'এখন কি করা যায়?'

'সে সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে, ডন। আপনার হুকুম পেলে আমি সিয়ার্স বিল্ডিঙের টাওয়ারও উড়িয়ে দিয়ে আসতে পারব, তাতে মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না। ভেবে ঠিক করুন কি করবেন।' ঘড়ি দেখল। 'খুব খিদে

পেয়েছে। আমি এখন উঠব।'

'ও হ্যাঁ, সরি।' ব্যস্ত হয়ে উঠল ডন।

'সাথে কাকে কাকে দেবেন, মালসহ টনি'স গার্ডেনে পাঠিয়ে দিন তাদের। লেমন ড্রপের ঠিকানাটাও। আমি ঠিক বারোটায় পৌঁছব ওখানে।' পকেট থেকে হেরোইনের টিউবটা বের করল রানা। লুইকে বলল, 'এরকম একটা টিউব জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'তোমার সেই টিউবটা না? ভুলেই গিয়েছিলাম। আরেকটা দিয়ে কি করবে?'

'ওটায় কি, হেরোইন?' প্রশ্ন করল ডন।

'হ্যাঁ,' হাসল ও। 'আমার আদি ব্যবসা। আরেকটা টিউব পেলে মালটা অর্ধেক অর্ধেক করতাম। এক সাথে এত টাকার জিনিস নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'মানে?'

'এর উত্তরটাও কাল পাবেন।'

'তুমি খুব হেঁয়ালি করতে পারো, টনি,' গম্ভীর গলায় বলল বৃদ্ধ। হাত বাড়াল সামনে। 'দেখি।'

দিল রানা। খানিকটা জিভে ঠেকিয়ে পরখ করল সে। 'খাঁটি মাল মনে হচ্ছে। কোত্থেকে কিনেছ?'

'বৈরুত। সিরিয়া তুরস্কের বর্ডারের কোত্থেকে নাকি মালটা আসে শুনেছি। খাঁটি বলে এর খুব কদর অ্যাডিক্টদের মধ্যে। খুচরা বেচলে লাভও ভাল হয়।'

স্থির হয়ে গেছে ডন। রানাকে দেখছে অপলক চোখে। 'সিরিয়ার কোত্থেকে আসে এ মাল?'

'জায়গার নাম বলতে পারব না। তবে বর্ডারের কোথাও থেকে আসে শুনেছি।'

'আই সী!' ওটা রেখে বাঁ দিকের নিচের একটা ড্রয়ার খুলল ডন। খানিক হাতড়ে বের করে আনল একটা টিউব। দৈর্ঘ্যে একটু খাটো ওটা। 'চলবে এই টিউবে?'

'নিশ্চই! খুব চলবে।'

সাড়ে এগারোটায় হোটেল ত্যাগ করল মাসুদ রানা। অ্যাংরি স্কোয়ার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেভেনথ অ্যাভিনিউতে পড়ল। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তা। আসল কাজ হয়ে গেছে, খোঁজ পাওয়া গেছে ফ্র্যানযিনির বাংলাদেশী ডিলারদের তালিকার। যে কোন সময় ওটা হস্তগত করতে পারবে রানা। কিন্তু তার আগে আরও জরুরী একটা কাজ আছে। ফ্র্যানযিনি আর রুগেইরোকে এক জায়গায় পেতে হবে। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি।

এ শহরে ওর পরিচিতের সংখ্যা একেবারে কম নয়। কখন কোথায় কার সামনে পড়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে তটস্থ আছে ও। তেমন কিছু যদি লুই বা

ফিলোমিনা সঙ্গে থাকতে ঘটে যায়, কেউ যদি হেঁকে ওঠে, 'হাই, রানা! কেমন আছ? কবে এসেছ বাংলাদেশ থেকে? খবর দাওনি কেন?' মুসিবত হয়ে যাবে।

তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো বিষয়টা এড়ানো যাবে, কিন্তু তারপর? খবরটা ডনের কানে অবশ্যই যাবে, এবং সন্দেহ জাগলে সে ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিশ্চয়ই করবে। টাকার অভাব নেই, উঠেপড়ে লাগলে মাসুদ রানার পরিচয় জেনে যেতে বড়জোর কয়েক ঘণ্টা ব্যয় হবে তার। তারপর?

বরাত জোরে বেঁচে গেছে ও ল্যারি স্পেলম্যানের হাত থেকে। পরেরবার তেমনটা ঘটার কোন চান্স নেই। কাজেই যা করার দ্রুত করতে হবে। এবং সে জন্যে দুই পালের গোদাকে এক জায়গায় চাই ওর। দুই ডন যাতে এক জায়গায় বসতে বাধ্য হয়, সে আয়োজন করতে হবে। কঠোর হাসি ফুটল রানার মুখে—আয়োজন হয়ে গেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে কার কত হজম শক্তি। কে কত মার সহ্য করতে পারে।

তবে সে পরীক্ষা করতে গিয়ে সময় যাতে বেশি নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারেও লক্ষ রাখতে হবে। আর ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। অনেক হয়েছে। তালিকার খোঁজ যখন পাওয়াই গেছে, লেফট রাইট বাদ দিয়ে এখন ডবল মার্চ শুরু করা উচিত।

ক্রিস্টোফার স্ট্রীটে এসে উঠল ও। কিছুদূর হেঁটে বাঁয়ে ঘুরে বেডফোর্ডে পড়ল, তারপর দেড় ব্লক দূরত্ব পেরিয়ে টনি'স গার্ডেন। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা এটার। ভিড় ভাট্টা, হৈ-চৈ একেবারেই নেই, ভেতরটা বেশ চুপচাপ। খদ্দের কম। এখন ধীরে ধীরে কমতেই থাকবে। তারপরও যা আছে, কম নয়। কিশোর-কিশোরী থেকে বুড়ো-বুড়ি, সবাই আছে, জোড়ায় জোড়ায়। অল্পবয়সীদের আলোচনার বিষয় একটাই—সেক্স। মাঝারিদের ফুটবল, রেস, আর বুড়ো-বুড়িদের দর্শন। ঘড়ি দেখল রানা, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা।

অল্প আলোকিত ডাইনিংরুমের এক কোণে প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে বসে আছে লুই লাযারো। নাখোশ চেহারা। তার মুখোমুখি বসা আরও দু'জন—নিশ্চই ফ্যামলিগোট্টি আর রিক্কো হবে, ভাবল মাসুদ রানা।

'হাই, টনি!' হাত নাড়ল লুই।

'হাই!' নতুন দু'জনকে দেখল ও সামনে থেকে। একজন রানার চেয়ে ইঞ্চিদুয়েক খাটো হবে, তবে বেঢপ চওড়া। কাঁধটা বাইসনের। অস্বাভাবিক চওড়া কব্জি লোকটার, হাতের তালু ফুল সাইজ প্লেটের মত বড়। আঙুল একেকটা মুন্সিগঞ্জের শবরি কলার মত। অথচ চোখ দুটো আশ্চর্যরকম নিষ্পাপ। শিশুর মত সরল চাউনি। এ ধরনের কেউ সঙ্গে থাকলে অস্বস্তি বোধ করে রানা সব সময়।

অন্যজন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রানার কাছাকাছি। নায়ক মার্কা চোখা চেহারা। নীল জিনস্ আর ডেনিম জ্যাকেট পরে আছে সে, পায়ে নাইক কেডস্। ওকে দেখল তারা, চাউনিতে এক-আধটু শ্রদ্ধা নিয়ে। অর্থাৎ এরা জেনে গেছে ও কতবড় ঘুঘু। লুই খুব দ্রুত পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। বাইসনের নাম রিক্কো, অন্যজন ফ্যামলিগোট্টি।

'তোমার মানুষ আর মালপত্র বুঝে নাও, টনি,' বলল লুই। 'ছেড়ে দাও আমাকে।'

'কাজ শেষ না হতেই?'

'আমাকেও থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, টনি···' তোত্‌লাতে আরম্ভ করল লুই। '···তোমাকে তো বলেইছি আমি কখনও এসব করিনি। আমি থাকলে তোমাদের বরং অসুবিধেই হবে।'

'গাড়ি চালাতে পারো তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'কি?'

'ড্রাইভ করতে পারো?'

'এ-এটা কোন প্রশ্ন হলো? তুমি তা ভালই জানো।'

'জানি। সেই জন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন। তুমি শুধু জায়গামত পৌঁছে দেবে আমাদের, আর নিয়ে আসবে। কোন অ্যাকশনে যেতে হবে না। আর তুমি যা ভেবে ভয় পাচ্ছ, তেমন কিছু ঘটছে না আজ। লেমন ড্রপকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি আমি। ওকে শুধু পাকড়াও করব।'

চোখ কুঁচকে ওকে দেখল লুই। 'তারপর?'

'ওয়েট অ্যান্ড সী।'

'এসব আমার ভাল লাগে না, টনি।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল মাসুদ রানা। 'আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে লেমন ড্রপের লম্বা সময়ের একটা ব্যবস্থা হবে, ডন খুশি হবে, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবে রুগেইরো। সবই হবে, কিন্তু কোন প্রাণহানী ঘটবে না। আর, আগামীতে কোন অ্যাকশনে তোমাকে জড়াব না আমি।'

'অনেস্ট?'

শপথ নেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত তুলল ও। 'অনেস্ট।'

'ওকে, টনি। থ্যাঙ্কস।'

'এদের জানিয়ে দিয়েছ আমার নির্দেশের বাইরে এক পা-ও ফেলতে পারবে না কেউ, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত?'

লুই জবাব দেয়ার আগেই মাথা দোলাল বাইসন। 'ডন বলে দিয়েছেন।'

'গুড। এবার শোনো কি করতে যাচ্ছি আমরা।' নিচু কণ্ঠে বলতে শুরু করল ও।

পাঁচ মিনিট পর ছুটল ক্যাডিলাক। গন্তব্য ৮৮, হোরেশিও রোড। লুই ড্রাইভ করছে, রানা তার পাশে বসেছে। রিক্‌কো আর ফ্যামলিগোট্টি পিছনে। প্রথমজনের চেহারা ব্যাজার হয়ে আছে ওর পরিকল্পনা শোনার পর থেকে—পছন্দ হয়নি। জায়গামত পৌঁছে ব্যাটা যাতে ঝামেলা বাধিয়ে না বসে, সে জন্যে আরেকবার ব্যাখ্যা করল রানা পুরোটা। তারপর সতর্ক করে দিল দু'জনকে। 'মনে রেখো, লোকটাকে জ্যান্ত চাই আমি। একটু-আধটু আহত হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু খুন করা চলবে না কোনমতেই। ওকে?'

'ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগছে, বস্,' খানিক আমতা আমতা করে বলেই বসল বাইসন।

সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল লুই। 'শাট আপ্! কেউ তোমার মত চায়নি। টনি যেভাবে বলেছে, ঠিক সেভাবেই করবে তোমরা।'

এরপর আর মুখ খুলল না কেউ। নির্দিষ্ট বিল্ডিঙের সামনে পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল লুই। ভবনটা ছয় তলা, ফ্ল্যাট বিল্ডিং। সামনে ছোটখাট একটা বাগান। আবাসিক এলাকা, তাছাড়া রাতও কম হয়নি, তাই মোটামুটি নির্জন। গেটের দু'দিকের পিলারের মাথায় ঘোলা কাঁচের বক্সে জ্বলছে দুটো আলো, বিল্ডিঙের সব ফ্ল্যাট অন্ধকার। দেয়াল ঘেঁষে পিছনদিকে এগোল ওরা একজন একজন করে। তিন মিনিট পর নিরাপদে পৌঁছে গেল স্টেয়ার কেসের বন্ধ দরজার সামনে।

স্টীলের পিক্ বের করে কাজে লেগে পড়ল রানা। রিক্কো-ফ্যামলিগোষ্ঠি ওকে পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে গাড়িতে বসে নভেম্বরের শীতেও ঘামছে লুই। বিশ সেকেন্ড খোঁচাখুঁচির পর খুলে গেল তালা। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ওরা। দ্রুত উঠে এল টপ ফ্লোরে। ল্যান্ডিঙের বাঁ দিকে ৬-বি লেমন ড্রপের ফ্ল্যাট। আবার তালা খোলার কসরতে লেগে পড়ল রানা। এবারও একই সময় ব্যয় হলো।

প্রেতের মত অন্ধকার লিভিংরুমে এসে দাঁড়াল ও। ঘাড়ে নায়কের গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে। বাইসন রয়েছে রানার ডানদিকে। চোখ সয়ে আসতে পা বাড়াল ও। ডানদিকের এক বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে আলোর আভাস আসছে দেখে সেদিকে চলল। কাছে এসে দরজার গায়ে কান পাতল রানা, পরমুহূর্তে কপাল কুঁচকে উঠল।

ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসছে। ঝড়ের বেগে দম নিচ্ছে কেউ, গোঙাচ্ছে, কী সব বলছে বিড় বিড় করে। ঠোঁট মুড়ে হাসল ও, ভাল সময়ই পৌঁছেছে ওরা। জরুরী কাজে ব্যস্ত রয়েছে গ্রেগরিও ওরফে লেমন ড্রপ।

তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে আফসোস হলো রানার, খামোকা ভুগতে হবে বেচারীকে। নবে বাঁ হাত রাখল ও, অন্য হাতে অস্ত্র তৈরি। নব ঘোরাতে যাবে, এমন সময় থেমে গেল ভেতরের ঝড়। ভালই হলো, এখন আরও সুবিধে। এক মিনিট সময় দিল ও, আস্তে করে খুলে ফেলল দরজা। দু'হাতে ওয়ালথার ধরে এক লাফে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ফুট চারেক ডানে সরে জায়গা করে দিল সঙ্গী দু'জনকে। বেড সাইড ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে।

সাদা চাদর ঢাকা দুটো দেহ পড়ে আছে বিছানায়। একটা প্রকাণ্ড, অন্যটা তুলনায় হাস্যকর রকম ছোট। লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎ হয়ে পড়ে আছে লেমন ড্রপ্, প্রশস্ত বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। মেয়েটি পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মুখ গুঁজে রেখেছে সঙ্গীর পিঠের নিচে। চেহারা দেখা গেল না। আজব কাণ্ড! তিন তিনজন অস্ত্রধারী ঘিরে আছে, টেরই পায়নি একজনও।

'হ্যালো, লেমন ড্রপ্!' অমায়িক কণ্ঠে ডাকল মাসুদ রানা।

হাতটা সরে গেল চোখের ওপর থেকে, ঘুম ঘুম চোখে তাকাল লোকটা। ঠিক কপালের চার ইঞ্চি তফাতে স্থির হয়ে থাকা জিনিসটা কি, বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল সে। একটু একটু করে বড় হতে শুরু করল দু'চোখ, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

আচমকা ডান পা তুলে হীল দিয়ে তার পাঁজরে মাঝারি ওজনের এক লাথি বসিয়ে দিল রানা। কুঁকড়ে গেল গ্রেগরিও। ওদিকে থতমত খেয়ে উঠে বসেছিল নগ্ন মেয়েটি। রানা এবং আরও দুই ডাকাতকে ঘরের মধ্যে দেখে চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে হাঁ করল সে, বাঁ হাতে দড়াম করে থাবড়া মেরে বসল বাইসন। 'চুপ করে থাক্, মাগী!'

হাঁ পুরো বন্ধ হলো না বটে, তবে চেঁচানোর খায়েশ মিটে গেছে তার। তীব্র আতঙ্কিত চোখে ওদের দেখল সে কিছু সময়, তারপর হঠাৎ করেই বুঝি ইজ্জত আব্রুর কথা খেয়াল হলো। এতগুলো পুরুষের সামনে ন্যাংটো হয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরে এলোমেলো চাদরটা চট্ করে টেনে নিল মেয়েটি, বুক ঢাকল। তার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট চাটল রিক্কো। সে রয়েছে খাটের ওপাশে, মেয়েটির পাশে। মাসুদ রানা এপাশে। ফ্যামলিগোট্টি পায়ের কাছে।

'কা-কারা তোমরা?' অনেকক্ষণ পর কথা বলার সাহস অর্জন করল লেমন ড্রপ্। 'কি চাও?'

'বলছি।' পিস্তল দোলাল রানা। 'তবে কিছু করতে যাওয়ার আগে খেয়াল রেখো, ওই লোকটা বড় ভয়ঙ্কর,' রিক্কোকে দেখাল। 'খালি হাতেই টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে ও তোমার মত দু'চারজনকে।'

মাথা ঘুরিয়ে বাইসনকে দেখল গ্রেগরিও, সুযোগটা ছাড়ল না রানা। চট্ করে অস্ত্র বাঁ হাতে চালান করে ডান হাতে জুডো চপ্ মেরে বসল তার কানের নিচে। কিন্তু যুৎসই হলো না মার। লাথি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল গ্রেগরিও, একই মুহূর্তে ওদিক থেকে লাফিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল রিক্কো। একটা বালিশ দিয়ে লোকটার নাকমুখ চেপে ধরল বিছানার সাথে। মেয়েটির জন্যে নড়াচড়া করতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'সর্, মাগী!'

ভয় পেয়ে নিজেকে চাদরে পেঁচিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে খাট থেকে, ঘাড়ে অস্ত্র ঠেসে ধরে এক কোণে নিয়ে বসিয়ে রাখল ফ্যামলিগোট্টি। ওদিকে বালিশ দিয়ে লেমন ড্রপকে ঠেসে ধরেই বাঁ হাতে ধাঁই করে তার দু'পায়ের ফাঁকের মোক্ষম জায়গায় না ঘুসি, না কিলগোছের একটা কিছু মেরে বসল রিক্কো। ঝট্ করে দু'পা ভাঁজ হয়ে উঠে এল লোকটার, নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল সে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, পেটের ওপর জেঁকে বসে তার নাকমুখ চেপে ধরে অনড় হয়ে থাকল বাইসন।

পা ছুঁড়ল কিছুক্ষণ গ্রেগরিও, দানবটাকে পেটের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমর-পিঠ ওপরদিকে ঘন ঘন ঝাঁকাল খানিক, দু'হাতে বালিশ সরাবার চেষ্টা তো ছিলই। কিছুতেই হলো না কিছু। নেতিয়ে পড়ল এক সময় গ্রেগরিও—জ্ঞান হারিয়েছে।

সশব্দে দম ছেড়ে মুখ তুলল রিক্কো। চেহারা দেখে বোঝা যায় হতাশ হয়েছে। 'বেহুঁশ হয়ে গেছে, বস্।'

'বালিশ সরাও,' বলল রানা। 'মরে যাবে তো!'

ওকে এদিকে ঘুরতে দেখে এইবার আমার পালা ভেবে শিউরে উঠল মেয়েটি, কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। 'প্লীজ, আমাকে মেরো না। প্লীজ, টনি!'

অবাক হলো ও। ভাল করে তাকাল মেয়েটির দিকে। এবং চিনল। এ সেই পিচ্চি রাস্টি পোলার্ড, স্কুল শিক্ষিকা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দু'গাল বেয়ে স্রোতের মত পানি ঝরছে তাঁর।

'হ্যালো!' ভুরু নাচাল ও। 'এই লি'ল স্কোয়াট ইটালিয়ান দাঁড়কাকের ফ্ল্যাটে কেন তুমি, আইরিশ ময়ূর? অফ টাইম টীচিং দিতে এসেছিলে বুঝি?'

বড় এক ঢোঁক গিলল রাস্টি, উত্তর দিল না।

'ওঠো! কাপড় পরে নাও।' রিক্কোর দিকে ফিরল রানা। 'এটাকে জাগাও এবার।'

'ইয়েস, বস্।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, ফ্যামলিগোট্টির সাথে ধাক্কা লেগে গেল। বুকের কাছে মুঠো করে ধরে থাকা চাদরটা খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল সে, 'ইউ লাউজি সান অভ বিচ্! লজ্জা করে না...'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। 'থাক্, আর তী-সাবিত্রী সাজতে হবে না তোমাকে, রাস্টি। যাও, কাপড় পরো।'

আগুন চোখে রানাকে দেখল সে, তারপর নগ্ন দেহে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চেয়ারের দিকে। কাপড়-চোপড় খুলে ওটার ওপর রেখেছে সে। যাওয়ার সময় খুব সম্ভব ভুলেই গিয়েছিল চাদরটা তোলার কথা। তার নিতম্বের ঢেউ দেখে ঢোঁক গিলল ফ্যামলিগোট্টি।

রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল রিক্কো, কিচেনের ফ্রিজ থেকে একটা ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে ফিরে এল। মুখ খুলে ওটা উপুড় করে ধরল সে গ্রেগরিওর বুকের ওপর। সরু ধারায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জিনিসটা, বুক-পেট বেয়ে দু'দিক থেকে নেমে বিছানায় জমা হতে লাগল।

একটু পর গুঙিয়ে উঠল গ্রেগরিও, পেশী নড়তে শুরু করল দেহের। চোখ খোলার আগেই ডান হাত আপনাআপনি কুঁচকির দিকে নেমে গেল তার, ব্যথা পাওয়া জায়গা স্পর্শ করতে চাইছে। ওয়ালথারের নল দিয়ে লোকটার নাকের ডগায় চাপ দিল রানা। একটু একটু করে বাড়াতে থাকল চাপ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল তার ব্যথায়।

'কে?' চোখ না খুলেই বলল গ্রেগরিও। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'কি...'

'যা বলি, নীরবে পালন করে যাও,' থমথমে গলায় বলল ও। 'তাহলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে এ যাত্রা।'

'কারা তোমরা?' চোখ মেলল লোকটা। 'কি চাও?'

ঢাকাই ছবির ভিলেনের মত ঠা-ঠা করে হেসে উঠল রানা। 'পপআই

ফ্র্যানযিনির শুভেচ্ছা জানাতে চাই।'

দু'চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটল গ্রেগরিওর। চাবি দেয়া পুতুলের মত ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। এক হাতে এখনও কুঁচকি আঁকড়ে ধরে আছে।

'নেমে পড়ো, লেমন ড্রপ্। কাপড় পরো।'

রানার ওপর চোখ রেখে ভয়ে ভয়ে নেমে পড়ল লোকটা। অন্য দু'জনকেও দেখল। 'কাপড় কেন...'

'চোপ্, শা-লা!' দু'পা এগোল রিক্‌কো চোখমুখ পাকিয়ে।

তার চেহারা দেখে কলজের পানি জমে গেল লোকটার, তাড়াতাড়ি চেয়ারটার দিকে এগোল সে। ততক্ষণে কাপড় পরে নিয়েছে রাস্টি, এক কোণে দাঁড়িয়ে চিরুনি বোলাচ্ছে চুলে। প্রচুর সময় লাগল গ্রেগরিওর তৈরি হতে। কুঁচকির ব্যথায় কাতর হয়ে আছে, নড়তে-চড়তেই ছয় মাস লাগিয়ে দিচ্ছে।

শেষ সময়ে সমস্যা দেখা দিল জুতোর ফিতে বাঁধা নিয়ে। উবু হয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে ককিয়ে উঠেই থেমে গেল সে মাঝপথে। রানার নির্দেশে কাজটা শেষ পর্যন্ত রাস্টি পোলার্ডকে করতে হলো। ধীরে ধীরে নিজেকে দাঁড় করাল গ্রেগরিও। এগোল রানা, তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি।

'গত সপ্তায় আমাদের কতজন রানারকে ছিনতাই করেছ, গ্রেগরিও?'

'কিসের রানার?' অবাক হওয়ার ভান করল লোকটা।

'আচ্ছা! বুঝতে পারছ না? ঠিক আছে, গত সপ্তার কথা বাদ দাও, এ সপ্তায় ক'বার, কতজনের টাকা-পয়সা...'

'কিসের কথা বলছ তুমি?'

ডান হাঁটু ঝট্ করে ওপরদিকে উঠে গেল রানার। মারটা মেরে বড় তৃপ্তি পেল ও—দু'পায়ের ফাঁকে একদম জায়গামতই লেগেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিস্ফারিত হয়ে কপালের দিকে রওনা হলো গ্রেগরিওর দু'চোখ। গোড়া কাটা কলাগাছের মত ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল সে, দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরে ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

কাছে গিয়ে বাঁ হাতে তার এক গোছা চুল মুঠো করে ধরল রানা, হ্যাঁচকা টানে যতটা সম্ভব তুলে আনল। 'মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ছাড়ো! ফর গড'স সেক!'

'কার হুকুমে করেছ তুমি ও-কাজ?'

'কারও হুকুমে না। আমি নিজেই...'

জোর এক ঝাঁকি দিল রানা চুল ধরা হাতে, ককিয়ে উঠল গ্রেগরিও। 'সত্যি কথা না বলা পর্যন্ত রেহাই নেই তোমার, বলো!'

'রু...রু...!'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, বলো। সবাই শোনার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

'রুগেইরো! ডন রুগেইরো!'

'ওকে।' চুল ছেড়ে দিতেই ঠাস্ করে মাথা আছড়ে পড়ল তার মেঝেতে। এদিক-ওদিক তাকাল রানা। 'টেলিফোনটা কোথায় তোমার?'

'ও ঘরে। লিভিংরুমে।' চোখ বুজে উবু হয়ে বসে আছে লেমন ড্রপ্।

চেহারা ভীষণরকম বিকৃত। আহত জন্তুর মত এদিক-ওদিক মাথা দোলাচ্ছে।

'তোমরা কেউ ইংরেজি জানো?' নায়ক আর বাইসনের দিকে তাকাল ও।

লজ্জা পাওয়া হাসি দিল ফ্যামলিগোট্টি। 'কোনমতে কাজ চালাতে পারি, বস্।'

'চলবে না। রিক্কো?'

'না।'

'ওকে, এদের পাহারা দাও তোমরা। আমি একটা ফোন করে আসছি। সাবধান থেকো।'

'ইংরেজি না জানলে কি হবে, বস্,' বলল বাইসন। 'এই কাজ খুব ভাল জানি আমরা। একটা কেন? সারারাত ধরে করুন না ফোন।'

লিভিংরুম থেকে ওর হোটেলে ফোন করল রানা। ডেস্ক ক্লার্কের সাড়া পেতে নিচু কণ্ঠে বলল, 'শুনুন, ক'দিন আগে আমি আপনাদের ১২৩৯ নম্বর রুম বুক করেছিলাম, এক সপ্তার ভাড়াও অগ্রিম দেয়া আছে। রেজিস্টারটা দেখুন তো!'

খানিক নীরবতা। 'রাইট, স্যার। কিন্তু আপনার গেস্ট তো এলেন না।'

'হ্যাঁ, উনি আসছেন না, তার বদলে অন্য একজন এসেছেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন হোটেলে। আপনি তার নামটা লিখুন।'

'বলুন, স্যার।'

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্রেগরিও।'

আরেকটা নম্বর ঘোরাল রানা কথা সেরে। ছয় রিঙের পর সাড়া দিল সদ্য ঘুম ভাঙা এক কণ্ঠ। 'কলটন? মাসুদ রানা।'

'ও-ও গড! রানা, রাত দুটোর সময়...'

'সময়ের কথা ভুলে যাও। সকালের জন্যে স্কুপ নিউজ পেতে চাইলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো ক্যামেরা নিয়ে।'

'কি!' মুহূর্তে ঘুম উধাও হয়ে গেল সাংবাদিকের কণ্ঠ থেকে। 'সত্যি?'

'না তো কি ঠাট্টা করছি এত রাতে?'

'সিরিয়াস নিউজ?'

'সিরিয়াসের বাবা। আধঘণ্টার মধ্যে চলে এসো চ্যালফনট প্লাজায়। বারো তলার ৩৯ নম্বর রুমে আছে তোমার নিউজ।'

'কি, খানিকটা আভাস দেয়া যায় না?'

'একজোড়া মেয়ে-পুরুষ, একটা লাশ আর ডোপ।'

'ও ক্রাইস্ট! মাফিয়া?'

'রাইট।'

ফোন রেখে বেডরুমে চলে এল রানা। দু'পায়ে খাড়া দেখা গেল লেমন ড্রপকে, তবে অবস্থা সুবিধের নয়। ব্যথায় নুয়ে আছে। 'এখন এক জায়গায় যাচ্ছি আমরা, গ্রেগরিও। প্রাণের মায়া থাকলে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তুমি। মনে রেখো, আমার পিস্তল প্রতি মুহূর্তের জন্যে

তৈরি থাকবে।'

রাস্টির দিকে ঘুরল এবার ও। 'তোমার ব্যাপারেও একই কথা, ম্যাডাম। এক চুল এদিক-ওদিক দেখলে ঘিলু উড়ে যাবে, মনে থাকে যেন।'

ওদের ওপর চোখ রেখে রিক্কো আর ফ্যামলিগোট্টিকে একটু তফাতে নিয়ে গেল রানা। দু'জনকেই কিছু নির্দেশ দিল নিচু কণ্ঠে। মাথা দোলাল ওরা। চেহারা খুশি খুশি। 'লেট'স মুভ!'

নেমে এল সবাই। লুইর বদলে ড্রাইভিং সীটে উঠল এবার বাইসন। মাঝে গ্রেগরিওকে নিয়ে পিছনে বসল রানা আর লুই। সামনে রিক্কো আর ফ্যামলিগোট্টির মাঝে রাস্টি। ছুটল গাড়ি দ্রুতগতিতে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। হোটেলের দু'মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে পৌঁছে নেমে গেল রানা পরিকল্পনা অনুযায়ী। লুই নেমে সামনে বসল, নায়ক আর রাস্টি পিছনে, গ্রেগরিওর সাথে। ঝিম্ মেরে বসে আছে লোকটা। কোনদিক তাকাচ্ছেও না।

ফের রওনা হলো ক্যাডিলাক, রানা হেঁটে এগোল। হোটেলের প্রায় নির্জন পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াল গাড়ি। হাতের ওপর ফেলে রাখা ওভারকোটের তলায় নিজের অস্ত্র ঢেকে লেমন ড্রপের কোমরে খোঁচা লাগাল ফ্যামলিগোট্টি। 'নামো! সোজা হেঁটে গিয়ে সই করবে এন্ট্রি কার্ডে। নইলে···' থেমে গেল সে হুমকি পুরো না করে।

রিক্কো নেমে এসে রাস্টির পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। 'চলো, যাওয়া যাক।' তর্জনী দিয়ে তার মেরুদণ্ডে হাল্কা চাপ দিল সে। 'খবরদার! পিস্তল তৈরি আছে মনে রেখো।'

পা চালাল ওরা জোড়ায় জোড়ায়। লুই ধীরেসুস্থে নামল গাড়ি থেকে। ওদের সাথে যাচ্ছে না সে, অন্য কাজ আছে। নীরবে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্যামলিগোট্টি আর গ্রেগরিও। '১২৩৯ নম্বরের গেস্ট এঁরা,' বলল নায়ক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। 'কার্ড রেডি?'

'ইয়েস, স্যার।' কার্ডটা এগিয়ে দিল ক্লার্ক। গ্রেগরিওকে দেখল ভাল করে। 'ভদ্রলোক অসুস্থ?'

'লঙ এয়ার জার্নি করলে যা হয় আরকি!' মারফতি হাসি দিল ফ্যামলিগোট্টি। 'সই করুন, মিস্টার গ্রেগরিও।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল সে। একটু দূরে রাস্টিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিক্কো, গ্রেগরিওকে ক্লার্কের হাত থেকে চাবি নিতে দেখে মেয়েটিকে ঠেলা দিল সে। 'এলিভেটর!'

'এঁদের মালপত্র?' জানতে চাইল ক্লার্ক।

'অন্য গাড়িতে আসছে,' বলল ফ্যামলিগোট্টি।

ওদের লিফটে উঠতে দেখে দ্রুত ফয়েই-এ চলে এল লুই। কোণার দিকের একটা ফোন বুদে ঢুকে পুলিসের নম্বর ঘোরাতে শুরু করল। একই সময় পৌঁছল রানা। চাবি নিয়ে রওনা হলো নিজের রুমে যাওয়ার জন্যে। ১২৩৯ নম্বর রুমের দরজা খুলে গ্রেগরিও-রাস্টিকে ভেতরে ঢোকাল নায়ক আর বাইসন। একটু পর রানাও ঢুকল। বাতাসে নাক টানল, নাহ্, গন্ধ নেই কোন।

ওরা দু'জন যখন জোর করে কাপড় খোলাচ্ছে গ্রেগরিও-রাস্টির, রানার এক হাত সবার অলক্ষে ঘুরে এল বিছানার মাথার দিক থেকে। খানিকটা হেরোইন ভরা কনটেইনারটা রেখে দিয়েছে বালিশের তলায়। বাথরুমে উঁকি দিল রানা এবার। আছে। এখনও গোসল করছে ল্যারি স্পেলম্যান।

কয়েক মিনিট পর দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। পুলিস আর সাংবাদিক কলটন প্রায় একই সাথে পৌছল হোটেলে। ততক্ষণে সার্ভিস স্টেয়ার দিয়ে নেমে ল্যাক্সিংটন অ্যাভিনিউতে গিয়ে পড়েছে নায়ক আর বাইসন। অপেক্ষায় ছিল লুই, ওদের তুলে নিয়ে কেটে পড়ল সে।

রানাও সেঁধিয়ে গেছে নিজের রুমে। কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করল দ্রুত হাতে। মামলা আপাতত খতম।

## বারো

খুশিতে আত্মহারা ডন জোসেফ ফ্র্যানযিনি। ঘরদোর উড়ে যাওয়ার জোগাড় তার হাসির ঠেলায়। হুইল চেয়ারের ওপর ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে লোকটার বিশাল বপু, বেলুনের মত ফোলা পেটটা কাঁপছে প্রবল বেগে, যেন ভূমিকম্প চলছে ভেতরে। হাসির সাথে তাল ঠুকছে ডন, মুঠো করা ডান হাত বৈদ্যুতিক হাতুড়ির মত বিরতিহীন উঠছে আর নামছে। কিল মেরে চলেছে সে সমানে। কিলের আঘাতে আঘাতে ডেস্কের সমস্ত কিছু লাফাচ্ছে সশব্দে।

সামনেই পড়ে আছে আজকের দুটো পত্রিকা, আসার পথে কিনে এনেছে লুই লাযারো। একটা নিউ ইয়র্ক টাইমস, অন্যটা নিউজ। নিজের কাজ সেরে নিউজের এক সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টারকে ফোন করে খবরটা জানিয়েছিল কলটন। দুটোরই ফ্রন্ট পেজে ছাপা হয়েছে গতরাতের খবর, ছবিসহ। মোটামুটি একই ছবি।

হোটেল রুমের খাটে মাথা নিচু করে বসে আছে নগ্ন গ্রেগরিও। তার পিছনে দু'হাতে বুক ঢেকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে রাস্টি পোলার্ড। সম্পূর্ণ নগ্ন। চেহারায় বিহবল একটা ভাব। ইনসেটে আছে পুলিসের উদ্ধার করা স্পেলম্যানের মৃতদেহ আর একটা হেরোইন কন্টেইনারের খুদে ছবি। নিউজ ছয় কলামে বেশ বড় হেডিং দিয়ে ছেপেছে খবরটা। নিউ ইয়র্ক হেডিং করেছে:

**হোটেল রুমে রক্ষিতা, লাশ ও হেরোইনসহ**
**কুখ্যাত মাফিয়োসো গ্রেফতার**

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে ডনের, ঘেমে উঠেছে সে। লুই আর ফিলোমিনা পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে চাচার। ওরাও হাসছে। স্পেলম্যানকে খোয়াবার দুঃখ মনে হলো ভুলেই গেছে ডন। টনি ক্যানযোনেরির গতরাতের হেঁয়ালির জবাব পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। আরও

খুশি এই জন্যে যে কালকের অপারেশনে ছোট হলেও লুইর একটা ভূমিকা ছিল। তার ব্যবসায়ী ভাইপো টনির ছোঁয়ায় লাইনে আসতে শুরু করেছে, এরচেয়ে বড় খুশির কিছু নেই ডনের।

লুই নিজেও খুশি। এতদিন নিজেকে ভীরু মনে হত তার, ভাবত সে এসবের উপযুক্ত হতে পারবে না কোনদিন। আজ সে ধারণা বদলেছে। সেই খুশিতে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত।

নিউজ গ্রেগরিও ওরফে লেমন ড্রপ্‌কে ডন গিতানো রুগেইরোর কীম্যান আখ্যা দিয়ে খবরের শেষে মন্তব্য করেছে, এ ঘটনার পিছনে ডন পপআই ফ্র্যানযিনির হাত আছে বলে তাদের বিশ্বাস। এর ফলে যে কোন মুহূর্তে এই দুই মাফিয়া পরিবারের মধ্যে ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় একই আশঙ্কা টাইমসও করেছে।

একটু একটু করে উচ্ছ্বাস কমে এল। চোখের পানি মুছে আরেকবার পত্রিকা দুটো পড়ল ডন। 'টনি কোথায়?' লুইকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হোটেলে। এসে পড়বে এখনই।'

কিছু ভাবল ফ্র্যানযিনি। 'সাঙ্ঘাতিক ছেলে তো!'

'কিন্তু এতে লাভ কি হলো?' বলল ফিলোমিনা। 'পুলিস কি প্রমাণ করতে পারবে যে খুনটা রাস্টি আর গ্রেগরিও মিলে করেছে?'

'না, তা অবশ্য পারবে না,' বলল পপআই। 'তবে লম্বা সময়ের জন্যে ভোগান্তির একটা বোঝা চাপল ও ব্যাটার মাথায়। খুন সে যে করেনি, তা প্রমাণ করতে জান বেরিয়ে যাবে।'

'ওদের ছেড়ে দেবে পুলিস?'

'এখনই না। খুনের সন্দেহ তো থাকলই, সাথে আছে হেরোইনের ব্যাপারটা। খুব ভাল লইয়ারের সাহায্য ছাড়া সহজে রেহাই পাচ্ছে না একজনও। সপ্তা দুয়েক তো খাটতেই হবে জেল, আরও বেশি লাগে কি না সেটাই দেখার বিষয়।'

'কিন্তু ওরা যদি পুলিসকে টনি আর লুইর কথা জানিয়ে দেয়? যদি বলে দেয় ওদের ফাঁসাবার জন্যে এ ঘটনা সাজিয়েছে ওরা?'

'বলে লাভ নেই। বিশ্বাস করবে না ওরা।' আনমনে বড়সড় মাথাটা দোলাল ডন। 'প্রথম কারণ হলো, লুইর মুখে যা শুনলাম, তাতে গাড়ির ভেতরে অন্ধকারে ওকে দেখতে পায়নি ওরা কেউ। রাইট, লুই?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ।'

'আর দ্বিতীয় হলো, টনির অস্তিত্বই নেই কাগজ-কলমে।'

'মানে?' বিস্মিত হলো লুই। 'অস্তিত্ব নেই কি রকম?'

হাসল ডন। 'ভুলে গেলে ও মারিয়ো সালেরনো নামে ঢুকেছে এ দেশে?'

'ও মাই গড! তাই তো!'

'তবে আমার ধারণা পুলিসের কাছে এসব বলবেই না লেমন ড্রপ্। প্রতিপক্ষের হাতে এমন আহাম্মক হওয়ার কথা ফাঁস করে নিজেকে ছোট হতে দেবে না সে। তাছাড়া রুগেইরোও সে অনুমতি দেবে না।' কানের লতি

চুলকাল জোসেফ ফ্র্যানযিনি। 'তবে...এখন আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বলা যায় না, তোষক নিয়ে বসতে পারে রুগেইরো।'

নিতে ওকে বাধ্য করব আমি, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। ঘরে ঢুকে নড করল ফ্র্যানযিনিকে। 'হ্যালো, ডন।'

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'কাম, বয়! কাম!' দরাজ গলায় হাঁক ছাড়ল। 'তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। বোসো। কংগ্রাচুলেশনস!'

'ধন্যবাদ,' বলল ও। 'হ্যালো' জানাল লুই-ফিলোমিনাকে। মেয়েটি ওকে সম্মোহিতের চোখে দেখছে। দেখছে তো দেখছেই। মুখে মিটিমিটি হাসি। লুইর অবস্থাও মোটামুটি এক। রানার পাশের চেয়ারে এসে বসল সে।

'আমাদের বোধহয় এখন শো-ডাউনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত, ডন,' বলল রানা। 'অপ্রস্তুত থাকা পছন্দ নয় আমার। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে আপনার স্বার্থ।'

'আমিও এতক্ষণ সেই আলোচনাই করছিলাম এদের সাথে।'

'বেশি প্রয়োজন নেই। আপাতত বিশজন কাজের মানুষ দিন, বাকি সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

মুখের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ ধরে রানাকে দেখছে ফিলোমিনা। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক চাপা হাসি। বুকের ভেতরে যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, সে কথা লেখাই আছে চেহারায়। 'হুঁম!' বলল সে। 'এইরকম এক বীরপুরুষের খোঁজেই ছিলাম আমি মনে মনে।'

দু'হাত মাথার নিচে দিয়ে শুলো রানা। ফিলোমিনার বেডরুম এটা। ঘণ্টাখানেক আগে বাইরে থেকে রাজকীয় ডিনার সেরে ফিরেছে দু'জনে। কাছেই এক গির্জার ঘড়ি রাত বারোটার সঙ্কেত জানাল। 'তাই নাকি?'

ওর নাকের ডগা টিপে দিল ফিলোমিনা। 'ইয়েস, সেনিয়র।'

'খোঁজ তো পেলে, এখন কি করতে চাও?'

'যা চাই, তা মনে মনে চাই, তোমাকে বলব কেন?'

'ঠিক আছে, বোলো না। কিন্তু পরে মনের চাওয়া আর সত্যিকারের পাওয়ার মধ্যে যদি মিল না পাও, আমাকে দোষ দিয়ো না যেন।'

চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'এ কেমন কথা হলো?'

'বলছি, লড়াই যদি বেধেই যায়, কে বাঁচে কে মরে...'

ওর মুখ চাপা দিল ফিলোমিনা। 'বাজে কথা বলবে না। আমি জানি তোমার কিছু হবে না।'

'কি করে জানো? ভবিষ্যৎ দেখতে পাও নাকি?'

'না। তবে ভালমন্দ আগে থেকে টের পাই।'

'যাক,' মুচকে হাসল ও। 'বুকের সাহস বেড়ে গেল শুনে।'

'ওই জিনিসটার যে কোন ঘাটতি নেই তোমার মধ্যে, সেটাও বুঝি আমি।' হেসে উঠল সে। 'ভালই দেখালে কাল রাতে। চাচা এতই খুশি তোমার ওপর যে কি বলব!'

নিঃশব্দে হাসল মাসুদ রানা।

'বেচারী রাস্টি! ভালই প্যাঁচে ফেঁসে গেছে। উচিত হয়েছে, একদম ঠিক হয়েছে। টনি, তোমরা যখন গেলে, ওরা দুটো কি করছিল তখন?'

'পরে বলব, আগে কফি খাওয়াও।'

'সে কি! এখন কফি? ঘুমাবে না?'

'আপাতত কয়েক রাত না ঘুমিয়েই কাটাতে হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও।

'কেন?'

'যে কোন মুহূর্তে আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসতে পারে রুগেইরো। কাজেই সতর্ক থাকতে হবে।'

মুহূর্তে হাসি উবে গেল মেয়েটির চেহারা থেকে। 'ও, তাই তো!'

'ঘাবড়িয়ো না,' তার নগ্ন পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'লড়াইয়ে আমরাও কম যাই না। যদি তেমন কিছু ঘটেই, জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব ওকে। কাল থেকে অফিসে আসা-যাওয়ার সময় সতর্ক থেকো। অস্ত্র আছে তোমার?'

'আছে একটা স্যাটারডে নাইট স্পেশাল। জানি কি করে গুলি ছুঁড়তে হয়। কিন্তু ছোঁড়ার সুযোগ হয়নি এখনও।'

'হাত ব্যাগে রেখো সব সময়। হয়তো খুব শীঘ্রি জুটে যাবে সুযোগ।'

ঠিকই অনুমান করেছিল ও।

পরদিন দুপুরেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল রুগেইরো। ওদিকে রানা তখন ডাউনটাউনের এক বিশাল ভবনের বেজমেন্টে ফ্র্যানযিনি বাহিনীকে যুদ্ধের কৌশল শেখাচ্ছে। বিল্ডিংটা ফ্র্যানযিনির। লুইও আছে ওদের মধ্যে।

আট সশস্ত্র লোক হামলা চালিয়ে বসল ডনের তেল কোম্পানির অফিসে। নিতান্তই সৌভাগ্য যে তার খানিক আগে চাচাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ফিলোমিনা, কাউন্টিং হাউসের উদ্দেশে। গেটের এবং ভেতরের দুই গার্ড মারা গেল আক্রমণকারীদের ব্রাশ ফায়ারে। আহত হলো দুই অফিস কর্মচারী। লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেল তারা অফিস, সিন্দুক ভেঙে নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেল।

খবর পেয়ে ছুটে এল মাসুদ রানা। অফিসে তখন যাওয়ার পথ নেই, পুলিস ঘিরে রেখেছে। লুইর ফ্ল্যাটে মীটিং বসল। প্রচণ্ড রাগে ডন তখন দিশেহারা। অর্গানাইজেশনের সক্ষম প্রত্যেককে খবর দেয়া হলো। সারারাত ধরে দু'জন, চারজন করে সেখানে এল তারা—প্রায় শ'দেড়েক মানুষ।

'তোষক নেয়ার' চূড়ান্ত নির্দেশ দিল ডন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে তোষক নেয়া বলে মাফিয়া। ছয় থেকে দশজনের সশস্ত্র যোদ্ধার একেকটা দল ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, আশ্রয় নেয় নিজেদের হাইড আউটে। যেখানে দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকে তারা, সুযোগমত বের হয়ে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝটিকা হামলা চালিয়ে আবার ফিরে আসে। ঐতিহ্য অনুযায়ী ফ্লোরে তোষক বিছিয়ে থাকে তারা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। শুরু হয়ে গেল জোর প্রস্তুতি।

ওদিকে সংবাদ মিডিয়া আর পুলিসের তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সবখানে চাপা উত্তেজনা। মানুষ বুঝে গেছে বড় রকমের এক রক্তারক্তি কাণ্ড খুব শীঘ্রি ঘটতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। খবরের কাগজগুলো কুখ্যাত মাফিয়া গোষ্ঠির উত্থান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কত প্রাণহানি ঘটেছে তাদের নিজেদের কোন্দলের জন্যে, পুরো ইতিহাস ফেঁদে বসল এই সুযোগে। ফ্র্যানযিনি আর রুগেইরোর ভূত ভাগিয়ে ছাড়ল গালের চোটে। ভদ্র ভাষার গাল অবশ্য।

চারদিকে একই গুঞ্জন—অতীতের দুই ডন, গ্যাল্লোস আর কলম্বোসের ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর এই দুই ডনের লড়াই হতে যাচ্ছে বৃহত্তর গ্যাঙ ওঅর।

হাউস্টন স্ট্রীটের এক তিনতলা অ্যাপার্টমেন্টে নিজের দলসহ তোষক নিল রানা। খুব খুশি ও, অবশেষে বাধিয়ে দেয়া গেছে পালের দুই গোদার মধ্যে। জানা কথা, বেশিদিন টিকবে না লড়াই। বেগতিক দেখলে কমিশন নিশ্চই মীটিঙে বসতে বাধ্য করবে ফ্রানযিনি-রুগেইরোকে। অথবা তার আগেই যদি কোন এক পক্ষ সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এমন ধোলাই খেয়ে বসে, সে-ই সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে বসবে অন্য পক্ষের কাছে।

মীটিঙের অপেক্ষায় আছে মাসুদ রানা। সেই জন্যেই এ যুদ্ধের আয়োজন করেছে।

লোকালো-ম্যানিট্রিসহ আরও ছয় মাফিয়া হুড রয়েছে ওর দলে। লুইকেও দলে টেনে নিয়েছে রানা, লড়াই করাবার জন্যে নয়, তার নিরাপত্তার জন্যে। ওদের সেফ হাউসের তিন জানালা দিয়ে সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। ছাদের দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করল রানা প্রথমে, তারপর সিঁড়ি। শত্রুর ওপরে আসার সব উপায় বন্ধ করে নিশ্চিত হলো। উনিশটা সেফ হাউসে অবস্থান নিল ফ্র্যানযিনি বাহিনীর উনিশ গ্রুপ।

প্রতিটি গ্রুপের সাথে আছে 'হার্ড কেস', যে গ্রুপে যতজন মানুষ, সেই কয়টা করে। ওসবের মধ্যে আছে পিস্তল, রাইফেল, সাব-মেশিনগান, গ্রেনেড, পর্যাপ্ত গোলাগুলি। এছাড়া প্রতিটি দলের আছে একটা করে মেসেঞ্জার বয়—খবরের কাগজ, বীয়ার, খাবার ইত্যাদি পৌছে দেয়া কাজ তাদের। টিভি ইত্যাদিও আছে যোদ্ধাদের মনোরঞ্জনের জন্যে। আর হিট লিস্ট। কোন্ দলকে কোন্ কোন্ শত্রু সম্পত্তিতে আঘাত করতে হবে, তার তালিকা।

অন্যদিকে রুগেইরো বাহিনীর প্রস্তুতি নেয়ার কাজও শেষ। প্রথম দু'দিন ঘটল না কিছুই। কোন পক্ষই আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করল না। টেলিফোন আর খবরের কাগজ ছাড়া বাইরের জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বলে মন হাঁপিয়ে উঠল রানার। তবু ভাল দুই দেহরক্ষী নিয়ে রোজ একবার করে এসে ঘুরে যায় ফিলোমিনা। ঘণ্টা দুয়েক গল্প-গুজব করে যায়।

তৃতীয় দিনটাও কিছুই ঘটল না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল ও। ফিলোমিনা তা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল। জানিয়ে গেল, রুগেইরো নাকি লড়াইয়ে আগ্রহী নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে ডনকে। সন্ধি করতে প্রস্তুত সে। কিন্তু ফ্র্যানযিনি পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ আগের দিন 'রুগেইরোর পাঠানো' ল্যারির প্যাকেটটা পেয়েছে সে। পঞ্চম দিনে ধৈর্য হারাল রানা। অনর্থক বসে থেকে হাতে-পায়ে

জণ্ড ধরার অবস্থা হয়েছে।

সবার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে সন্ধের পর বের হলো ও ঘাঁটি ছেড়ে। একটু 'খোলা হাওয়া' না খেলেই নয়। ফিরল আধ ঘণ্টা পর এক বাক্স ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে। খুশি হলো অন্যরা। এক ঘণ্টা পর বেজে উঠল টেলিফোন। রানা ধরল। কিন্তু দু'বার 'হ্যালো', 'হ্যালো' করে ইশারায় লুইকে ডাকল কাছে। 'কি বলে শোনো। তোমাকে চায়।'

কানে লাগাল সে রিসিভার। 'ইয়েস? কে? হোয়াট!' চমকে উঠল লুই। 'কোথায়, কখন?' রানার দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, আচ্ছা! মারা গেছে কেউ? হুঁম, বুঝেছি। ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিল লুই। কাঁপছে অল্প অল্প।

'কি হয়েছে?'

'আক্রমণ করেছে রুগেইরোর দল।'

'কখন? কোথায়?'

'ব্লীকার স্ট্রীটে, কয়েক মিনিট আগে। আমাদের তিনজন গুরুতর জখম হয়েছে।'

এগিয়ে এল মাসুদ রানা। 'কে দিল খবর?'

'আমাদেরই কে একজন। নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। তবে চাচার কথা বলেছে লোকটা। তাঁর লোক নাকি।'

'তাহলে ঠিকই আছে।' চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল ও, হুঙ্কার ছাড়ল। 'গেট রেডি! হারি আপ্!' লুই চালাকিটা ধরতেই পারেনি, ভাবছে রানা। ওর জায়গায় আর কেউ হলে এত সহজে হয়তো কাজ হত না। অবশ্যই কলারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিত সে। অনভিজ্ঞ লুইর মনেই জাগেনি কথাটা।

আধঘণ্টা পর সেফ হাউস ত্যাগ করল ওরা। দুই লিমোয় চেপে ছুটল নিউ জার্সি। ওখানে আছে রুগেইরোর এক ক্যাসিনো, গোল্ডেন পার্ক হোটেলের চোদ্দ তলায়, ওদের হিট লিস্টের এক নম্বর।

ইউনিফর্ম পরা এলিভেটর স্টার্টার বা অপারেটর বাধা দেয়ার কথা ভাবারও সময় পেল না। ঘাড় ধরে এলিভেটরে তোলা হলো ওদের দুটোকে, হাত-পা বেঁধে চিত করে ফেলে রাখা হলো ফ্লোরে। উদ্যত সাব মেশিনগান হাতে এলিভেটর ত্যাগ করল ফ্র্যানযিনি বাহিনী, মাসুদ রানা সবার আগে। দ্রুত ঢুকে পড়ল ক্যাসিনোয়।

চোখ ধাঁধানো প্রকাণ্ড হলরুম ভর্তি মানুষ। মাথার ওপর উঁচু সিলিঙের সাথে ঝুলছে ডজনখানেক মহামূল্যবান ঝাড়বাতি। চার দেয়ালে দামী, মনোরম ড্রেপার, পায়ের নিচে টকটকে লাল কার্পেট। রুলেট হুইলে স্টীল বলের ছোটাছুটি, ক্রুপিয়ের একঘেয়ে কণ্ঠের উচ্চারণ, জুয়াড়ীদের গুঞ্জন আর বিস্ময় ধ্বনি—জমজমাট কারবার। লাখ লাখ ডলারের বাজী খেলা হয়ে থাকে রোজ এখানে। পুব উপকূলের সবচেয়ে বড় গ্যাম্বলিং হাউস।

হলরুমের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে একজনের সাথে কথা বলছিল এক যুবক। ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে বয়স। দীর্ঘদেহী। চমৎকার চেহারা। অ্যান্থনী রুগেইরো—গিতানো রুগেইরোর ছোট ভাই।

ওদের ভেতরে ঢুকতে দেখেই বুঝে নিল সে যা বোঝার। ঘুরে দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলল, একই মুহূর্তে মেরুদণ্ডে লোকালোর সাব মেশিনগানের গুলির আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পলকে ক্যাসিনোর হাসিখুশি পরিবেশ পাল্টে গেল। গুলির আওয়াজে কেঁপে গেল সবার অন্তরাত্মা।

বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক মেয়ে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক ভাঙচুর আর লুটপাট চালাল ফ্র্যানযিনি বাহিনী। মেয়েদের যাবতীয় গহনা-আংটি, পুরুষদের টাকা-ঘড়ি আর জুয়োর বোর্ডের টাকা, সব নিয়ে দু'ঘণ্টা পর ডেরায় পৌছল দলটা।

শুরু হয়ে গেল একের পর এক হামলা, পাল্টা হামলা। ভুয়া ফোন কলের ব্যবস্থা আরও আগেই কেন করল না ভেবে নিজের ওপর রাগই হলো রানার।

পরদিন দুপুরে ম্যাকডগাল স্ট্রীটের এক রেস্টুরেন্টে রেইড চালাল রুগেইরো বাহিনী। নিয়ম ভেঙে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ফ্র্যানযিনির চার 'হাইজ্যাক স্পেশালিস্ট'। লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন মেশিনগানধারী, ঝাঁঝরা করে দিল সব ক'টাকে। জায়গায়ই মৃত্যু হলো লোকগুলোর।

দু'দিন পর প্রতিশোধ নিল ফ্র্যানযিনি। ব্রুকলিন হেইটস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রুগেইরো পরিবারের বয়স্ক কনসিলিয়রিকে অপহরণ করল তার আরেক বাহিনী। পরদিন জাঙ্কইয়ার্ডে পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। পরবর্তী শিকার হলো চিক্‌কি রাইট, ফ্র্যানযিনির কাউন্টিং হাউস অপারেশনস চীফ। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ডজনখানেক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। জ্বর কমানোর ওষুধ আনতে গিয়েছিল রাইট।

এরপর মরল ফ্র্যাঙ্কি মার্চেট্টো—রুগেইরোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার জুয়েলারী ব্যবসার অংশীদার। নিজের গাড়িতে মৃত পাওয়া গেল তাকে। বুকে চারটে বুলেটের ক্ষত।

এর পরদিন জ্যামাইকা উপসাগরে ভাসমান এক নিশ্চল রো বোট থেকে মৃত উদ্ধার করা হলো ফ্র্যানযিনির দুই চ্যালাকে। জবাই করে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে তাদের। একটা সুতোও ছিল না কারও দেহে।

পরদিন সকালে তার জবাব দিল ফ্র্যানযিনি বাহিনী। রুগেইরো বাহিনীর নামকরা এক গ্যাঙ লীডার, কার বোমা বিস্ফোরণে ছেলেসহ ধুলো হয়ে গেল। মিকি মনসানো বা মিকি মাউস নাম তার। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসার জন্যে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে গেলে ঘটে বিস্ফোরণ—ইগনিশন ঘোরানোমাত্র ভিড়িম।

একই দিন ডনের নির্দেশে বিকেলে ডন রুগেইরোর নিজস্ব এস্টেটে হামলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল রানা। বিভিন্ন গ্রুপ থেকে বিশজন বাছাই করা ভয়ঙ্কর খুনে ডাকাতকে জড়ো করা হয়েছে এ জন্যে। একটুপর রওনা হবে ওরা, এমন সময় লড়াই বন্ধ করার নির্দেশ এল। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরোর যুদ্ধে চরম বিরক্ত কমিশন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'জনকে মীটিঙে বসার নির্দেশ দিয়েছে তারা।

বসার জায়গাও প্রস্তুত। নিউ জার্সির বাইরে এক সামার রেস্ট ওটা, নিউ ইয়র্কেরই আরেক ডন, আলফ্রেড কারবোনির বিলাসবহুল অবসর যাপন কেন্দ্র। কমিশনের অন্যতম সদস্য কারবোনি।

এক কথায় মেনে নিয়েছে ফ্র্যানযিনি-রুগেইরো। এর মধ্যেই প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে দু'পক্ষের। তারওপর জনমতও একটা ব্যাপার। মার্কিনীরা খেপে বোম হয়ে গেছে ইটালিয়ান গুণ্ডাবাহিনীর যন্ত্রণায়। তাড়াতাড়ি লড়াই বন্ধ না করলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেবে। সে ধাক্কা সামাল দেয়া খুবই কঠিন হবে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। সেফ হাউস ছেড়ে যে যার আখড়ায় ফিরে গেল সবাই। ডনের বাসভবনে সন্ধের পর জরুরী বৈঠক বসল। জানা গেল, সকাল ঠিক দশটায় কারবোনির উপস্থিতিতে বসবে শান্তি বৈঠক। ফ্র্যানযিনি-রুগেইরা প্রত্যেকে দু'জন করে বডিগার্ড সঙ্গে নিতে পারবে। আর থাকবে দুই পরিবারের কনসিলিয়রি—পরামর্শ দাতা। বাড়তি একজনও সঙ্গে নেয়া চলবে না। এবং সামার রেস্টে মোতায়েন কারবোনির নিজস্ব গার্ড বাহিনীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাদের বডিগার্ডের।

স্থির হলো মাসুদ রানা আর রিক্কো যাবে ফ্র্যানযিনির বডিগার্ড হিসেবে। ঠিক এই সুযোগটাই চাইছিল ও মনে মনে। খুশি মনে হোটেলে ফিরে এল ও। অন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় নেই আর।

## তেরো

ঠিক দশটায় কাউন্টিং হাউসের পাশের বিল্ডিং, পনেরো নম্বর ওয়েস্ট ব্রডওয়ের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা, হাতে ব্রীফকেস। ওটার বন্ধ গেটের পাশে সাঁটা ভাড়াটের নাম পড়ল ও, চারতলার ক্যানডি গুলকো নামটা পছন্দ হলো। বাযারে চাপ দেয়ার আগে পাশের কাউন্টিং হাউসের ছয়তলার দিকে চোখ তুলে দেখে নিল একবার। একটা জানালা দিয়ে সামান্য আলোর আভাস আসছে।

'ইয়েস?' বিল্ট-ইন স্পীকারের মাধ্যমে একটা মেয়ে-কণ্ঠ ভেসে এল বাযার রিঙের জবাবে।

'ফ্রেমন্টি ফ্লাওয়ার শপ,' বলল ও।

'কে?'

'ফ্রেমন্টি ফ্লাওয়ার শপ থেকে এসেছি, ম্যাম,' কণ্ঠে অধৈর্য ভাব ফোটাল ও। 'ক্যানডি গুলকোর জন্যে ফুল নিয়ে এসেছি।'

'ও আচ্ছা, চলে আসুন।'

টানা কিরকির আওয়াজের সাথে খুলে গেল বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত গেট, নিজেকে ভেতরে সেঁধিয়ে দিল রানা। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। চারতলা অতিক্রম

করে যাওয়ার সময় গুলকোর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু। মনে মনে বলল, সরি, ম্যাম। আজ নয়, সুযোগ হলে আর কোনদিন। সোজা ছাদে উঠে এল, কাউন্টিং হাউসের দিকের কিনারায় এসে দাঁড়াল।

মাঝের আবছা অন্ধকার গহবর দেখে মনে হলো সেদিন ওর অনুমানে ভুল ছিল। কোনমতেই আট ফুটের কম হবে না দুই ভবনের দূরত্ব। টার মোড়া ছাদের এদিক ওদিক তাকাল রানা। ইঁটের লম্বা চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে থাকা জিনিসটা দেখে হাসল নিঃশব্দে। ওটা একটা তক্তা। যথেষ্ট লম্বা, তবে পাশে ছয় ইঞ্চির বেশি নয়। জিনিসটা ওর ওজন সইতে পারবে কি না ভেবে খানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল। তারপর যা হয় হবে ভেবে নিয়ে এল।

সময় একটু বেশিই লাগল ওটা দুই ছাদের প্রান্তে সেট করতে। যত শক্তিশালীই হোক, একা একজনের পক্ষে কাজটা কঠিন। মুঠো সামান্য আলগা পেলেই অন্য মাথা নিজের ভারে রওনা হয়ে যেতে চায় নিচের দিকে। তারওপর বিন্দুমাত্র শব্দ করা চলবে না। আগেই তক্তার দৈর্ঘ্য অনুমান করে নিয়েছে রানা, ওর প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ বারো ফুট প্রায়।

এপাশে দু'ফুট মত বাড়তি রেখে আল্লার নাম নিয়ে উঠে পড়ল ও, ব্রীফকেস দু'হাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে এক পা এগোল ভয়ে ভয়ে। কাঁপছে তক্তা, বাঁকা হয়ে গেছে অনেকটা। দূর! ভাবল রানা, এত সমস্যা দেখার সময় নেই। পা টিপে একটু একটু করে এগানোও চলবে না। ওজনের হেরফের হলে পুরো উল্টে না গেলেও ওকে কাৎ করে ফেলে দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে ব্যাটা। তাছাড়া মনের ভয়ের কাছে পরাজিত হওয়ার একটা ব্যাপারও আছে।

কাজেই ঝুঁকি নিয়ে দৌড় দেয়াই স্থির করল ও। সেটাই সহজ হবে। হলোও তাই। তক্তার দুলুনীর সাথে তাল রেখে লম্বা তিন পায়ে পাশের ছাদে চলে এল ও। বুকের ধড়ফড়ানি থামানোর জন্যে মিনিট দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে সিঁড়িরুমের বন্ধ দরজার দিকে পা বাড়াল। যদি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে দরজা, বোল্ট লাগানো থাকে, তাহলে সমস্যা, ভাবল ও। সে ক্ষেত্রে স্কাইলাইট দিয়ে ঢুকতে হবে। কঠিন হয়ে যাবে সেটা।

নব ধরে বিসমিল্লা বলে ঘোরাল মাসুদ রানা। খোলা! হাসি পেল ওর। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের নৌ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে সমস্ত কামান সাগরের দিকে তাক করে বসে ছিল ব্রিটিশরা। জাপ বাহিনী সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগায়, পিছন থেকে এসে লেজ মাড়িয়ে দেয় ওদের। বিস্মিত হওয়ার সুযোগও পায়নি ব্রিটিশরা।

কাউন্টিং হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সেরকম—নিচে ফিটফাট, ওপরে সদরঘাট। ব্যাটারা হয়তো কোনদিন চিন্তাই করেনি এ পথে বিপদ আসতে পারে।

পকেট থেকে পাতলা নাইলনের কালো একটা মোজা বের করে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল। ওয়ালথার বের করে সাইলেন্সার জুড়ে নিল নলের মাথায়।

তারপর নিঃশব্দে ল্যান্ডিঙে এসে দাঁড়াল। সাবধানে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। মূল দরজাটা বন্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, কিন্তু কোন কুকুরের দেখা পাওয়া গেল না।

নিশ্চিন্ত মনে তর তর করে নামতে শুরু করল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল। তারপর হাত বাড়াল নবের দিকে। ছাদের দরজাই যখন খোলা, এটাও তাই থাকবে। থাকা উচিত। ঝট্ করে নব ঘুরিয়েই দরজা ঠেলে দিল ও ভেতর দিকে। খুলে হাঁ হয়ে গেল পাল্লা, ভেতরের দু'জনও হাঁ হয়ে গেল চোখের সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো কালো মুখোশ পরা যমদূতকে দেখে। চরম বিস্ময়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো বিগ জুলি আর অপরিচিত একজন, খুব সম্ভব রেমন্ড।

রানার হাত দশেক তফাতে একটা স্টীল টপ্ ছোট টেবিলের দু'দিকে বসে রয়েছে ওরা, দু'জনের হাতেই তাস। টেবিলের ওপর আধখালি জিনের বোতল, দুটো গ্লাস, আর একটা উপচে পড়া অ্যাশট্রে দেখা গেল। বাতাসে ধোঁয়ার বদ গন্ধ। হীল দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। রুমের নিশ্চল মেইন কম্পিউটরের ওপর দিয়ে ঘুরে এল দৃষ্টি।

বিগ জুলির সঙ্গীকে দেখল ও ভাল করে। লম্বায় সে জুলির সমান বলেই মনে হয়, তবে পাশে দশাসই। মানুষটা নিগ্রো। এই প্রথম এ দলে একজন কালো মানুষ দেখল মাসুদ রানা। নজর ঘুরে জুলির মুখের ওপর স্থির হলো ওর, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের সামলে নিল ওরা, রেমন্ডের বাঁ হাত ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে দেখে ওয়ালথার নাচাল ও। 'দু'হাত টেবিলের ওপর রাখো তোমরা, যেন আমি পরিষ্কার দেখতে পাই।'

জমে গেল রেমন্ড, জুলির দিকে তাকাল, তারপর একযোগে নির্দেশটা পালন করল ওরা। 'এসব কি···' শুরু করতে যাচ্ছিল জুলি, প্রচণ্ড এক ধমক মেরে থামিয়ে দিল রানা।

'শাট আপ্!'

কিন্তু ধমকে ভয় পাওয়ার বান্দা নয় ব্যাটারা। 'গেট খুললে কি করে তুমি নিচের?' বলল জুলি।

ব্রীফকেস দোলাল ও। 'এরমধ্যে একটা সুপার রে-গান আছে, ওটা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছি।'

'কুকুর?' গলা ভেঙে গেল জুলির।

'মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি।'

'এতগুলো···'

'আবার কথা বলে!' চোখ রাঙাল ও রেমন্ডকে। 'শুয়ে পড়ো মেঝেতে উপুড় হয়ে।'

'জাহান্নামে যাও!'

গুলি করল মাসুদ রানা। চুরমার হয়ে গেল জিনের বোতল। চমকে উঠল ওরা। কাঁচের আঘাতে জুলির গাল কেটে গেল। 'শুয়ে পড়ো। হাত মাথার

পিছনে।'

এবার দেরি করল না রেমন্ড, নির্দেশ পুরো হওয়ার আগেই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দু'হাত ঘাড়ের পিছনে। কয়েক পা এগিয়ে ওদের টেবিলের ওপর ব্রীফকেস রাখল রানা। নজর লোক দুটোর ওপর। বাঁ হাতে কেসের ঢাকনা খুলে ভেতর থেকে দুই টুকরো লম্বা দড়ি বের করল, একটা ছুঁড়ে দিল জুলির দিকে। 'এটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধো ওকে। সাবধান! আমি চেক করে দেখব বাঁধন। আগে হাত পিছমোড়া করে বাঁধো, তারপর পা। কুইক!'

হুকুম পালনে দেরি হলো না জুলির। কাজ শেষ হতে তাকে পিছিয়ে যেতে বলল ও, বাঁধন টেনে দেখল রেমন্ডের—ঠিকই আছে। যথেষ্ট মজবুত হয়েছে। 'এবার তুমি, শুয়ে পড়ো।'

ভদ্রলোকের মত শুয়ে পড়ল সে। পিছন থেকে পা টিপে এগোল মাসুদ রানা। এখন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তাই ওয়ালথার উল্টো করে ধরে উবু হলো ও। রানার দেরি দেখে ও কি করছে দেখার জন্যে মুখ ঘোরাতে যাচ্ছিল বিগ জুলি। ঠিক তখনই আঘাত করল রানা, কানের পাশে থ্যাচ করে আছড়ে পড়ল বাঁট। জ্ঞান হারাল জুলি।

এবার তাকে আচ্ছাসে বাঁধল ও। ভাল করে টেনেটুনে দেখে সন্তুষ্ট হলো। ফ্লোরে গাল ঠেকিয়ে ওর কাজ দেখছে রেমন্ড। সবশেষে চওড়া টেপ দিয়ে দু'জনের মুখ আটকে দিল রানা।

নিশ্চিন্ত মনে চিক্‌কি রাইটের অফিসে চলে এল। কেবিনেটের লক গুলি করে উড়িয়ে দিল ও। একটা একটা করে ড্রয়ার খুলে কাগজপত্রের ভেতর প্রার্থিত তালিকাটা খুঁজতে লেগে গেল। ঝাড়া এক ঘণ্টা চেষ্টার পর পাওয়া গেল সেটা। একটা ম্যানিলা খামের ভেতর। ফ্র্যানযিনির হেরোইন অপারেশনের সব কিছু। আসল তালিকাটাও আছে অন্যগুলোর সাথে।

প্রথমদিকের কয়েকটা নাম পড়ল ও তালিকার, তারপর শিস বাজাল। এমন কিছু নাম চোখে পড়েছে, যাদের হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। বাংলাদেশের অনেক রথী-মহারথী এরা। বেশিরভাগই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য-সমর্থক।

পুরো তালিকার ওপর চোখ বোলাল ও আরেকবার, ঠিকই আছে। ওটা কোটের বুক পকেটে রেখে কেবিনেটের সবগুলো ড্রয়ার খালি করে ফেলল। কাগজপত্র-দলিল সব এনে ফেলল বাথরুমে, আগুন ধরিয়ে দিল। আরও যেখানে যেসব রেকর্ডস আছে, সব খুঁজে খুঁজে এনে ফেলতে লাগল আগুনে।

সবশেষে গুলি করে একটার পর একটা কম্পিউটর ধ্বংস করতে লাগল রানা। দুটো এক্সট্রা ক্লিপ খরচ হলো কাজটা শেষ করতে। আগুন নিভতে এক ঘণ্টার বেশি ব্যয় হলো। অতঃপর সন্তুষ্টমনে রেমন্ডের কাছে এসে দাঁড়াল। জুলিরও জ্ঞান ফিরেছে তখন। 'ফ্র্যানযিনিকে বোলো, এটা রুগেইরোর সর্বশেষ শুভেচ্ছা বার্তা ছিল।'

বুঝতে পারেনি ও, মারাত্মক এক ভুল করে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, বিগ জুলিকে হত্যা না করা। রানার জানা ছিল না, লোকটা ভয়েস রিকগনাইজিং

এক্সপার্ট। কারও কণ্ঠস্বর একবার শুনলে জীবনে ভোলে না সে।

যে পথে এসেছে, সে পথেই বেরিয়ে গেল রানা। হোটেলে ফিরে একটা মেসেজ পেল: কল মিস ফিলোমিনা। চাবি নিয়ে রুমে চলে এল ও, চিন্তিত মনে রিং করল পরিচিত নম্বরে। 'কোথায় ছিলে তুমি, টনি?' প্রথম রিঙেই সাড়া দিল ব্যস্ত ফিলোমিনা।

'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম একটু। কেন?'

'রাতে আসছ না?'

'না, ম্যাডাম,' চিন্তার কিছু নেই দেখে হাঁপ ছাড়ল রানা। 'সকালে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।'

'সেই জন্যেই তো কখন থেকে ট্রাই করছি। খুব জরুরী একটা কথা ছিল।'

'এখন তো পেলে। বলে ফেলো।'

'শোনো, চাচার হুইল চেয়ারের পিছনে একটা র‍্যাক আছে। একটা হট ওয়াটার ব্যাগ থাকে ওখানে সব সময়।'

'কেন?'

'মাঝে মাঝে খিঁচুনি ওঠে চাচার, তখন কাজে লাগে ওটা। গরম পেলে খিঁচুনি কমে যায়।'

'আই সী!'

'এখন যেটা আছে, সেটা বেশ পুরানো। লীক্ করছে। কয়েকদিন থেকেই পাল্টাব পাল্টাব ভাবছি, কিন্তু মনেই থাকে না ছাই। তুমি যদি কষ্ট করে একটা নতুন ব্যাগ কিনে...'

'বুঝেছি। পুরানোটা ফেলে আরেকটা গরম পানিসহ মজুত করতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ, প্লীজ! আমি কাল তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। চিন্তায় থাকব। তুমি যদি এখনই কষ্ট করে একটা ব্যাগ কিনে আনো, খুব ভাল হয়।'

'ওকে। চিন্তা কোরো না।'

'কাল সঙ্গে নিয়ে যেয়ো কিন্তু। মীটিঙে চাচা যদি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, ওটা প্রয়োজন হবে।'

'ওকে, ওকে। শিওর।'

হাসল ফিলোমিনা। 'বাঁচলাম। কাল দেখা হচ্ছে তো?'

'আগে ভালয় ভালয় ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা। গুড নাইট ডার্লিং।'

রিসিভার রেখে চোয়াল ডলতে লাগল রানা। ধীরে ধীরে ক্রুর হাসি ফুটল মুখে। আসল কাজটা কি ভাবে সমাধা করা যায় ভেবে এতক্ষণ খাবি খাচ্ছিল ও, পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ফিলোমিনা দেখিয়ে দিয়েছে সে পথ। মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ও মেয়েটিকে।

## চোদ্দ

নিঃশব্দে গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ডন ফ্র্যানযিনির বিলাসবহুল লিমো। রিককো চালাচ্ছে। রানা বসেছে তার পাশে। ডন ফ্র্যানযিনি ও তার কনসিলিয়রি পিছনে। অর্ডার মাফিক কোম্পানি ডনের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করেছে এ গাড়ি। পিছনের আসন অর্ধেকটা নেই। সেখানে তার হুইল চেয়ার বসানোর জন্যে আছে বিশেষ ব্যবস্থা। ডনসহ ওটা সহজে ভেতরে ওঠানো-নামানোরও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

নিজের কবরের ওপর স্ফিংসের মত বসে আছে বিশালদেহী জোসেফ ফ্র্যানযিনি। চেহারায় গভীর আস্থার ছাপ। তার নিতম্বের মাত্র তিন ইঞ্চি নিচে নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে বোমার ফিউজ। ঠিক সোয়া দশটায় ফাটবে। দুই পাউন্ড প্লাস্টিকের পুরোটা।

রাতেই নতুন হট ওয়াটার ব্যাগ কিনে এনেছিল মাসুদ রানা। পরের কাজ বেশ কঠিন ছিল, সময় লেগেছে শেষ করতে। ব্যাগের সরু গলা দিয়ে একটু একটু করে পুরোটা বিস্ফোরক ভেতরে পাঠাতে পাক্কা দু'ঘণ্টা ব্যয় হয়েছে। বেশি ভুগতে হয়েছে ডেটোনেটর ও ফিউজ সেট করা নিয়ে।

বাকি হাত সাফাই সেরেছে রানা সকালে, ডনের বাসায়। তাকে গাড়িতে তোলার সময় এক ফাঁকে ব্যাগটা গুঁজে দিয়েছে র‍্যাকের ভেতরদিকে। আগেরটা রয়েছে তার ওপর। ওটা ইচ্ছে করেই সরায়নি।

দশটার পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে কারবোনির বিশাল সামার রেস্টে পৌঁছল ওরা। বিরাট এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুরুগম্ভীর চেহারার প্রাসাদোপম রেস্ট। ভারী মেইন গেটে কারবোনির চার সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে। তাদের একজন এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে ভেতরের সবাইকে দেখল স্থির, অপলক চোখে। তারপর মাথা ঝাঁকাল রিককোর উদ্দেশে—যেতে পারো ভঙ্গিতে।

বাগানের মধ্যে দিয়ে তৈরি পথ ধরে মূল ভবনের দিকে চলল লিমো। আরও কয়েকটা ছোট ছোট বিল্ডিং আছে ওটার পিছনে। নিশ্চয়ই গার্ড-কর্মচারীরা থাকে ওগুলোয়।

একটা হেলিকপ্টারের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। সামনের খোলা মাঠে রয়েছে ওটা। যন্ত্রটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক। পাইলট নিশ্চয়ই। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সে, গাড়ির শব্দে চোখ তুলে এক পলক তাকাল। কার কপ্টার? ভাবল রানা, গিতানো রুগেইরোর?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামনে নজর দিল। মূল ভবনের বিশাল পোর্চে থেমে দাঁড়িয়েছে তখন গাড়ি। ওদের একটু সামনে আরেকটা গাড়ি দেখা গেল—ধূসর রঙের এক মার্সিডিজ। লেটেস্ট মডেলের।

স্বয়ং ডন কারবোনি অভ্যর্থনা জানাল ফ্র্যানযিনিকে। আশির ওপরে বয়স

লোকটার, তবে এখনও যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ। মাথা ভর্তি এক রাশ চুল, সব পেকে সাদা। মৃদু বাতাসে দুলছে কাশ বনের মত। ডন যেদিকে বসেছে, সেদিকের দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অটোমেটিক র‍্যাম্প। তারওপর দিয়ে হুইল চেয়ারটা নামিয়ে আনল রানা। কাজের ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে পিছনদিকটায়। আছে জিনিসটা জায়গামত।

গিতানো রুগেইরো আগেই পৌঁছেছে। ভেতরে কারবোনির বিশাল বোর্ড রূমে বসে আছে সে। ঠিক মাঝখানে পাতা দীর্ঘ এক টেবিলের মাথায়। দু'পাশে দুই প্রকাণ্ডদেহী বডিগার্ড। রুগেইরো নিজেও দীর্ঘদেহী, বেশ হ্যান্ডসাম। ফ্র্যানযিনিকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল, নড করল। মুচকে হেসে ফ্র্যানযিনিও নড করল। হাত মেলাল দুই পাপের সাম্রাজ্যের অধিপতি।

টেবিলের প্রান্তে বসল বৈঠকের সভাপতি, কারবোনি। তার ডানে, দু'হাতের মধ্যে ডন ফ্র্যানযিনি এবং বাঁয়ে রুগেইরো।

'সময় নষ্ট করা উচিত হবে না আমাদের,' হ্যান্ডশেক পর্ব শেষ হতে বলল কারবোনি। 'কাজের কথা শুরু হোক।'

হোক, মনে মনে বলল রানা। ঘড়ি দেখল, আর আট মিনিট বাকি। কোন একটা ছুতোয় কেটে পড়তে হবে এখন। 'রিক্কো,' চাপা কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি থাকো। আমি বাথরূম থেকে ঘুরে আসি।'

'ওকে, বস্।'

ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। সবে তিন পা এগিয়েছে, এই সময় পিছন থেকে চাপা একটা কির কির আওয়াজ এল। টেলিফোন বাজছে। সেটটা কোথায় আছে দেখার জন্যে হাঁটার ওপরই পিছনে তাকাল ও, পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। আপনাআপনি জমে গেল। জোসেফ ফ্র্যানযিনির মোবাইল ফোন। কে করল ফোন! ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে সে।

'ইয়েস! জুলি? বলো।'

যা বোঝার বুঝে নিল রানা পলকে, দ্রুত পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। পরমুহূর্তে পিছনে ফ্র্যানযিনির হুঙ্কার শুনে ছোটখাট এক লাফ দিল ওর কলজে।

'হোয়াট!' বোর্ড রূম উড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো তার চিৎকারে। 'কি বললে!' ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল লোকটা। দৃষ্টি বিস্ফারিত। এত বড় হাঁ করে আছে, আস্ত একটা ডিম গালে ঢুকে যাবে অনায়াসে।

দরজা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে ঘরদোর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডন। কম্পিত ডান হাত তুলে রানাকে দেখাচ্ছে। 'রিক্কো! ওকে…ওকে ধরো! ওকে ঠেকাও!'

অন্যরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কারবোনি ও রুগেইরো চট্ করে উঠে পড়ল আসন ছেড়ে। দ্বিতীয়জনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে ভয়ে। দ্রুত পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে। দুই বডিগার্ড সামনে থেকে আড়াল করে রেখেছে তাকে। ওদিকে কারবোনি অসহায়ের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কি ঘটছে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

এক ঝটকায় দরজা খুলেই করিডরে লাফিয়ে পড়ল রানা। ওর মধ্যেই বের করে ফেলেছে ওয়ালথার।

'টনিকে ধরো, রিক্কো!' গলার রগ ফুলিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল ফ্র্যানযিনি। 'ওকে ঠেকাও!'

প্রথমবার নির্দেশটা বুঝতে ভুল হয়েছে ভেবে তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রিক্কো, এবার আর হলো না। যদিও চেহারার অবিশ্বাস তার গেল না। পর পর দুটো গুলি করল সে দরজা সই করে, কিন্তু রানা তার সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় আগে বেরিয়ে পড়েছে হল ছেড়ে। বাঁ আস্তিনে হ্যাঁচকা এক টান খেল ও করিডরে পা রেখেই।

দ্রুত এক পাক ঘুরল রানা, 'কড়াক!' শব্দে মৃত্যু বর্ষণ করল ওর ওয়ালথার। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল রিক্কো, আচমকা এক অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেল যেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক চোখে রানাকে দেখল খানিক, তারপর নিজের বুকের দিকে তাকাল। ঠিক মাঝখানে ঢুকেছে রানার বুলেট, হড় হড় করে রক্ত বের হচ্ছে ওখানকার ছোট্ট ফুটো থেকে।

এক মুহূর্ত পর টলে উঠল লোকটা, এক পা এগিয়ে এল। থেমে দাঁড়াল। তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মুখ থুবড়ে।

ঘুরেই তীরবেগে পোর্চের দিকে ছুটল রানা। ভেতরে তখন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে ফ্র্যানযিনি, রুগেইরোকে তার গার্ডদের রানার পিছনে পাঠাতে অনুরোধ করে চলেছে বারবার। কিন্তু কানে তুলছে না লোকটা, উল্টে ভাবছে এসব পপআইর কোন নোংরা চাল। গার্ডদের সরিয়ে দিলে ওকে হয়তো হত্যা করবে সে।

ওদিকে করিডরের অর্ধেকটা অতিক্রম করার আগেই কারবোনির দুই গার্ডের সামনে পড়ে গেল মাসুদ রানা। গুলির শব্দে ছুটে এসেছে তারা, হাতের অস্ত্র প্রস্তুত। ওকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে থমকে পড়ল লোক দুটো, সামান্য ওপরে উঠল তাদের ডান হাত।

মুহূর্তের ব্যবধানে আরও দু'বার মৃত্যু উদ্‌গীরণ করল রানার ওয়ালথার। এক গার্ড ছিটকে পড়ল ফ্র্যানযিনির গাড়ির ওপর, অন্যজন বসে পড়েছে জায়গায়। লাফ দিয়ে শেষেরজনকে টপকাল রানা, পৌঁছে গেল পোর্চে।

ওকে দেখতে পেয়ে গেটের এক গার্ড উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলে উঠল সঙ্গীদের উদ্দেশে। ওরাও সতর্ক হয়ে গেছে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে। প্রমাদ গুনল রানা তাদের দু'জনকে কোনাকুনি ছুটে আসতে দেখে। স্টেন উঁচিয়ে ঝোপঝাড় দলে পিষে তুফান বেগে আসছে ওরা। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা কি করবে ভেবে। গার্ডদের ঠেকাবে, না নিজের জান বাঁচাবে?

বুদ্ধিটা হঠাৎ করেই এল মাথায়। ও-ও কোনাকুনি ছুটল কপ্টারের দিকে, সেই সাথে বাঁ হাত তুলে অগ্রসরমান গার্ড দুটোকে এগোতে নিষেধ করল। 'এসো না!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'এসো না, পালাও! বাড়ির ভেতর বোমা আছে, এখনই ফাটবে! পালাও সবাই!'

কাজ হলো। এক গার্ড দাঁড়িয়ে পড়ল চট্ করে, ভয়ে ভয়ে বাড়িটার দিকে

তাকাল। তারপর সন্দেহের চোখে দেখল ছুটন্ত রানাকে। অন্যজন থামেনি তখনও, তবে দৌড়ের গতি অনেক কমে গেছে।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ আহাম্মকের দল?' দূর দিয়ে ওদের পাশ কাটাবার সময় খেঁকিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'বলছি না বাড়ির মধ্যে বোমা আছে, এখনই ফাটবে? পালাও, গাধার বাচ্চা!'

এইবার কানে পানি গেল। ডেকে দ্বিতীয় গার্ডকে থামাল প্রথমজন। কিছু বলল ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠে। দু'জনেই ভয়ে ভয়ে আরেকবার তাকাল বাড়িটার দিকে। পরমুহূর্তে পাঁই পাঁই ছুটল উল্টো দিকে। রানা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কপ্টারের কাছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়তো পা ব্যথা হয়ে গেছে, তাই নিজের সীটে উঠে বসেছিল পাইলট লোকটা। ম্যাগাজিনের পাতায় সেঁটে ছিল দৃষ্টি, দূর থেকে আচমকা গুলির শব্দ ভেসে আসতে চোখ তুলল সে।

পরক্ষণে চোখ পড়ল উদ্যত পিস্তল হাতে ডাকাত চেহারার মাসুদ রানার ওপর—ঝড়ের বেগে এদিকেই আসছে। বাঁ হাত তুলে অদৃশ্য কাউকে কিছু বোঝাচ্ছে দৌড়ের ফাঁকে। কলজেয় আতঙ্কের হিমশীতল ছ্যাঁকা খেয়ে জমে গেল পাইলট, আঙুলের ফাঁক গলে ম্যাগাজিন পড়ে গেল । হুঁশ ফিরতে মুহূর্তখানেক সময় লাগল তার, ড্যাশবোর্ডে রাখা নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। শত্রু পৌঁছে গেছে।

কপালে রানার ওয়ালথারের ঠাণ্ডা নলের স্পর্শ অনুভব করে শিউরে উঠল পাইলট। চোখ বুজে ফেলল।

'জলদি স্টার্ট দাও!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা। বাড়ি আর গেটের অবস্থানের দিকে চকিতে নজর বুলিয়ে নিল। 'কুইক! এক্ষুণি পালাতে হবে এখান থেকে।'

চোখ মেলল পাইলট। ভয়ে ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে, কাঁপছে বলির পাঁঠার মত। ঠিক তখনই আচমকা পোর্চে উদয় হলো কারবোনি, সঙ্গে রয়েছে গিতানো রুগেইরোর দুই গার্ড। রানার ওপর চোখ পড়ামাত্র ছুটে আসতে শুরু করল লোকদুটো। শেষ পর্যন্ত রুগেইরোকে নিজের সমস্যা বোঝাতে পেরেছে ফ্র্যানযিনি, রানার পিছনে তাই লেলিয়ে দিয়েছে সে ওদের। ওদিকে জায়গা ছেড়ে নড়েনি কারবোনি। মাথার কাশ বন দুলিয়ে গেটের গার্ডদের উদ্দেশে খেঁকাচ্ছে লোকটা, হাত তুলে রানাকে দেখাচ্ছে ঘন ঘন।

ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে পাইলট। প্রথমে থেমে থেমে, যেন দ্বিধার সাথে দুটো পাক খেল রোটর, তারপর ক্রমেই দ্রুততর হতে থাকল গতি। সাথে তাল রেখে দুলছে কপ্টার। থাবা দিয়ে পাইলটের অস্ত্রটা বের করে নিল রানা ব্যস্ত হাতে, ইসরায়েলের তৈরি কোবরা পিস্তল। প্রথম গুলিতে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছড়ে পড়ল রুগেইরোর এক বডিগার্ড, দ্বিতীয়জন শুয়ে পড়ে মিনি উজির সাহায্যে এক পশলা জবাব দিল। কিন্তু তাড়াহুড়োয় লক্ষ্য ঠিক ছিল না তার, ওদের বেশ দূর দিয়ে চলে গেল বুলেটগুলো।

কারবোনির দিকে তাক্ করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল এবার মাসুদ রানা। গায়ে মারেনি, ভয় দেখানোর জন্যে। উদ্দেশ্য সফল হলো। পায়ের

দু'হাত সামনে ধুলো ডড়তে দেখে এক লাফে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। একই মুহূর্তে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল গেটের চার গার্ড।

দুটো গুলি ঠুশ্ ঠুশ্ করে কপ্টারের ডিমের খোসার মত দেখতে স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। প্রাণভয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পাইলট, রোটর মিটার তখন সর্বোচ্চ আরপিএম নির্দেশ করছে। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে গুলি করতে লাগল মাসুদ রানা। রোটরের ঝোড়ো বাতাসে চুল, স্যুট-টাই উড়ছে ফত্ ফত্ শব্দে। দুটোরই ম্যাগাজিন শেষ করে ফেলল, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল কপ্টারে।

'নাউ! হপ দ্যা ব্লাডি মেশিন আপ!' চিৎকার করে বলল ও।

বলতে যা দেরি, গঙ্গাফড়িঙের মাটি ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। সাঁই সাঁই করে শূন্যে উঠে যেতে থাকল ওটা কোনাকুনি। নিচ থেকে তখনও সমানে গুলি করে চলেছে কারবোনির চার গার্ড এবং রুগেইরোর অবশিষ্ট বডিগার্ড। শেষেরজনের বাঁ হাত নেতিয়ে আছে দেহের পাশে, রানার গুলিতে আহত হয়েছে।

পনেরো সেকেন্ড দেরিতে ঘটল বিস্ফোরণ। বোর্ডরুমের প্রতিটি জানালার কাঁচ, পাল্লা-ফ্রেম সব ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। তার পিছন পিছন এল দেয়ালের অংশ, ইঁট-সিমেন্টের চল্টা, ছেঁড়াখোঁড়া পর্দা, এবং আগুন। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল কারবোনির বিধ্বস্ত বোর্ডরুমে। সবগুলো জানালা দিয়ে বের হচ্ছে গাঢ় কমলা রঙের আগুন আর ধোঁয়ার ঘন মেঘ। ভেতর থেকে অনেকগুলো ড্রাগন আগুন ছুঁড়ছে মনে হলো ওপর থেকে।

হাঁ করে নিচের দৃশ্য দেখছে পাইলট, ঘামে চক্ চক্ করছে তার সারামুখ। একটা ঢোঁক গিলে ওর দিকে তাকাল সে। 'কি…কি হলো ওখানে?'

অমায়িক এক টুকরো হাসি হাসল মাসুদ রানা। 'যা হওয়ার তাই হলো।'

নিচে তাকাল। হঠাৎ এক জ্বলন্ত মশালের ওপর চোখ পড়ল। ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল পাগলের মত, সারা গায়ে আগুন জ্বলছে তার। বেশিদূর এগোতে পারল না লোকটা, দু'তিন পা বহু কষ্টে অতিক্রম করে পড়ে গেল পোর্চের সামান্য বাইরে। ওপর থেকে দৈর্ঘ্য দেখে তাকে গিতানো রুগেইরো মনে হলো।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও আর কেউ বের হয় কি না দেখার জন্যে। না। হলো না। লিলিপুট সাইজের গার্ডরা ছাড়া আর কারও ছায়াও নেই। থাকার কথাও নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সামনে নজর দিল মাসুদ রানা।

কয়েকদিন পর। এক গভীর রাতে একযোগে কয়েকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল নুসাইবিনসহ সিরিয়া-জর্ডান সীমান্তের গোটা এলাকা। রাতের বাকি সময় এবং পরেরদিন সেখানকার বড় বড় কয়েকটা গুদামে আগুন জ্বলতে দেখা গেল।

গুদামগুলো পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভল না। এতবড় এক কাণ্ড কি করে ঘটল সাধারণ মানুষ জানে না। তারা কেবল হতবাক হয়ে আগুনই দেখল।

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা অবশ্য জানে ভেতরের কথা। যার যার নিজস্ব সূত্র মারফত তারা জানতে পেরেছে, সেই রাতে মাসুদ রানা নামের এক বাংলাদেশী স্পাইকে দেখা গেছে নুসাইবিনে।

বিস্ফোরণের পরপরই হাওয়া হয়ে গেছে সে। কি ভাবে কোনদিক থেকে সরে পড়েছে লোকটা, সে ব্যাপারে অবশ্য তাদের কারও কোন ধারণাই নেই।

****